আকাইদ ও ফিকহ

الْعَقَائِدُ وَ الْفِقْهُ

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

حسبنا الله ونعم الوكيل
١٤٢٧

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

আকাইদ ও ফিকহ

الصف التاسع والعاشر للداخل

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

রচনায়

ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনায়

মাওলানা রূহুল আমীন খান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৮ খ্রি.

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১** এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **'আকাইদ ও ফিকহ'** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**প্রথম ভাগ : আল আকাইদ**	১
২	প্রথম অধ্যায় : আদ দীন ওয়া নাওয়াকিযুহু	২
৩	প্রথম পরিচ্ছেদ : আল ইমান	৩
৪	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল ইসলাম	৭
৫	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল ইহসান	১১
৬	দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর উপর বিশ্বাস	১৭
৭	তৃতীয় অধ্যায় : রসুলগণের উপর বিশ্বাস	২৫
৮	চতুর্থ অধ্যায়: আসমানি কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস	৩৭
৯	পঞ্চম অধ্যায়: পরকালের উপর বিশ্বাস	৪০
১০	ষষ্ঠ অধ্যায়: ইমান বিল কদর	৪৭
১১	ষষ্ঠ অধ্যায়: ইলমুল বেলায়েত	৫১
১২	**দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্**	৫৫
১৩	প্রথম অধ্যায়: ইলমে ফিকহের পরিচয় ও ইতিহাস	৫৫
১৪	দ্বিতীয় অধ্যায়: আল ফিকহ - কুদুরি	৬৭
১৫	প্রথম পরিচ্ছেদ: কিতাবুত তহারাত - পবিত্রতা অধ্যায়	৬৮
১৬	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সালাত - নামাজ অধ্যায়	৮৩
১৭	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুল হজ - হজ অধ্যায়	১১৩
১৮	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কিতাবুল উদহিয়া - কুরবানি অধ্যায়	১৩১
১৯	পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মদিনা মুনাওয়ারাহ ও মদিনার পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা	১৩৪
২০	**তৃতীয় ভাগ: আল আখলাক (নৈতিক চরিত্র)**	১৩৯
২১	প্রথম পরিচ্ছেদ: উন্নত চরিত্র	১৪০
২২	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উন্নত চরিত্রের কয়েকটি দিক	১৪৫
২৩	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি দিক	১৫২
২৪	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ	১৬৮
২৫	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নৈতিক অবক্ষয়ের কর্মসমূহ	১৭৫
২৬	পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দোয়া ও মুনাজাত	১৭৯
২৭	**চতুর্থ ভাগ : উসুলুল ফিকহ**	১৮২
২৮	প্রথম পরিচ্ছেদ: উসূলুল ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৮৩
২৯	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উসূলুশশাশীর অধ্যায়সমূহ	১৯০
৩০	শিক্ষক নির্দেশিকা	২৬৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْعَقَائِدُ والْفِقْهُ

আল-আকাইদ ওয়াল ফিকহ্

القسم الأول : العقائد

প্রথম ভাগ : আল-আকাইদ

بداية الكلام : أهمية العقيدة الصحيحة فى الحياة الانسانية وخطر العقيدة الباطلة

العقائد جمع العقيدة وهى ماعقد عليه القلب. وفي الاصطلاح هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها.

إن الحاجة الى العقيدة الصحيحة لاتقتصر على عمر الانسان فى هذه الدنيا بل تتجاوز الى دار الخلود الابدي الذى لايشوبه نفاد ولايطرأ عليه نقص فهو مبني السعادة القلبية العقلية النفسية فى الدنيا من ناحية واساس لسعادة الابد فى الآخرة من ناحية أخرى وان الإيمان سبب فى منافع الدنيا الطيبة ومتاعها المشروع، كما قال تعالى:"فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ" (يونس:٩٨). فالانحراف والفساد فى العقيدة فساد كبير فى حياة الانسان والمجتمع وكل عمل من الناس يجرى على تصور وعقيدة يقوم بها صحيحا وفسادا سواء كان امرا دينيا او دنيويا ولذا اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتصحيح ما عليه العرب من العقائد منذ احدى عشرة سنة ثم جاء باول عبادة وهى الصلوة وقد قال جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم "ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا" (ابن ماجه).

প্রারম্ভিক কথা

মানব জীবনে সহিহ আকিদার প্রয়োজনীয়তা ও বাতিল আকিদার কুফল

আকাইদ আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা বলতে আন্তরিক বন্ধনকে বুঝায়। পরিভাষায় "যে ইলম অর্জন করলে প্রকৃষ্ট দলিলের ভিত্তিতে দীনি আকিদা বিশ্বাসসমূহের প্রমাণ এবং এ বিষয়ে আরোপিত সন্দেহের অপনোদন করার যোগ্যতা লাভ করা যায়, তাকে ইলমুল আকাইদ বলে"।

বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজনীয়তা শুধু মানুষের পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ঐ চিরস্থায়ী জীবন পর্যন্ত প্রসারিত যে জীবনের কোনো শেষ নেই এবং কোনো সংকোচন নেই। একদিক থেকে তা মানুষের দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক সফলতার ভিত্তি, অন্য দিক থেকে তা চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার মূল বিষয়। আর ইমান পৃথিবীর সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির উপায় এবং শরিয়ত স্বীকৃত উপভোগের মাধ্যম। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া কোনো জনপদ কেন এমন হল না যারা ইমান আনত এবং তাদের ইমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন ইমান আনল তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং ওদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (ইউনুস ৯৮)।

আকিদার বিভ্রান্তি ও বিকৃতি সমাজে ও জীবনে বড় ধরনের ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। মানুষের প্রতিটি কর্মের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা আকিদা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, চাই তা হোক ধর্মীয় বিষয় বা পার্থিব বিষয়। এ কারণেই প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের আকিদা বিশ্বাস দীর্ঘ ১১বছর কালধরে সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এরপর তিনি প্রথম ইবাদত তথা নামাজ নিয়ে এসেছিলেন। যে ব্যাপারে হজরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের ভরপুর যৌবনে আমরা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কাটিয়েছি। আমরা পবিত্র কুরআন শিক্ষার পূর্বে ইমানের শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এরপর কুরআন শেখার মাধ্যমে আমাদের ইমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

الباب الأول : الدين و نواقضه

الفصل الأول : الإيمان

الدرس الأول : الإيمان والمؤمن بضوء القرآن والسنة

الإيمان مصدر من باب إفعال من الأمن لغة التصديق، والمؤمن من إتصف به، و فى الشرع عبارة عن تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع توقير ذاته وصفاته نهاية التوقير وغاية

التعظيم بما جاء به من عند الله تعالى والاقرار به، وذهب جمهور المحققين الى انه "هو التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لإجراء الاحكام فى الدنيا" والنصوص القرأنية تدل على ذالك، كما قال تعالى : "أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ" (المجادلة : ٢٢) وقال تعالى : "وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" (النحل : ١٠٦)، وقال تعالى : " وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ " (الحجرات : ١٤). فجعل الله تعالى القلب محلا للإيمان، وأما المؤمن فهو المصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم من عند الله من الأمور الإيمانية .كالتوحيد والرسالة والملائكة والكتب والآخرة والقدر، كما جاء في القرآن المجيد " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء : ١٣٦)

وجاء فى حديث جبرائيل عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : "الايمان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله" (مسند الإمام الأعظم)

প্রথম অধ্যায় : আদ দীন ওয়া নাওয়াকিযুহু

(ধর্ম ও তার বিপরীত বিষয়সমূহ)

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল ইমান

প্রথম পাঠ : কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইমান ও ইমানদার

الإيمان শব্দটি **الأمن** শব্দ থেকে বাবে **إفعال** এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ "আন্তরিক বিশ্বাস"। এ বিশ্বাসের অধিকারী মু'মিন। শরিয়তের পরিভাষায়, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা ও গুণাবলির প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন, চূড়ান্ত তা'যিম প্রকাশসহ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখে স্বীকৃতি দেয়া। আকাইদ বিশারদগণের মতে **"ইমান হল আন্তরিক বিশ্বাস আর মৌখিক স্বীকৃতি পার্থিব জগতে শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য শর্ত।"** আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, " ঐ সমস্ত লোকের অন্তরে ইমান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে" (মুযাদালাহ-২২)। আরো

ইরশাদ হচ্ছে, “আর যখন তোমাদের অন্তরে ইমান প্রবেশ করলো” (হুজুরাত-১৪)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, “তার অন্তর ইমান দ্বারা প্রশান্ত”। (নহল-১০৬)।

উক্ত তিনটি আয়াতে কারিমায় কলবকে ইমানের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর মুমিন ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমান সংক্রান্ত বিষয়াবলি যেমন তাওহিদ, রিসালাত, মালাইকা, কিতাব ও তাকদির সম্পর্কে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনিত বিষয়াবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর এবং রসুলের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও পূর্বে নাজিলকৃত কিতাবের উপর ইমান আন। যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসুলগণ এবং পরকাল অস্বীকার করে, সে পথ ভ্রষ্টতার অতল তলে হারিয়ে যাবে” (নিসা ১৩৬)।

ইমানের বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাদিসে জিবরাইল আলাইহিস সালামে এক প্রশ্নের জবাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ইমান হল “আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর সাক্ষাৎ, রসুল, পুনরুত্থানে বিশ্বাস এবং তাকদিরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।” (মুসনাদুল ইমামিল আ'যম)।

الدرس الثانى : الكفر والكافر بضوء القرآن والسنة

الكفر في اللغة ستر الشيء وتغطيته، كما قال ابن السكيت ومنه سمي الكافر لأنه يستر نعم الله عليه وفي الشرع عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند الله ضرورة فهو خلاف الإيمان كما قال الاشاعرة أن الكافر إذا أظهر الإيمان فهو المنافق وإن اظهر كفره بعد الإيمان فهوالمرتد وإن أظهر الشرك فى الألوهية فهو المشرك وان اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينطق بعقائد الكفر فهو الزنديق بالإتفاق واعظم الكفر إنكار الوحدانية او الشريعة او النبوة وقد بين الله تعالى عذاب الكفار فى كثير من الآيات وحذرنا عليه، قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آل عمران : ١١٦)". إن الكفر في القرآن أوجه، الأول الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" (البقرة : ٦)، الثاني كفران النعمة

ومنه قوله تعالى " فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" (البقرة : ١٥٢)، الثالث التبري كما في قوله تعالى" ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ" (العنكبوت : ٢٥)، الرابع الجحود ومنه قوله تعالى " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (البقرة : ٨٩)،

দ্বিতীয় পাঠ : আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুফর ও কাফের

كفر - এর শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে ঢেকে ফেলা, আবৃত করাকে কুফরি বলে। যেমন ইবনে সাকিত বলেছেন, এ কারণে কাফিরকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর সব নিয়ামতকে সে অস্বীকার করে বা ঢেকে রাখে। শরিয়তের পরিভাষায়, “আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল অকাট্য বিধান নিয়ে এসেছেন সে সবের কোনোটিতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসত্য মনে করা”। কোনো কাফের প্রকাশ্যে ইমান দাবি করলে সে মুনাফিক, ইমান আনার পরে কেউ কুফরি প্রকাশ করলে সে মুরতাদ, আল্লাহর প্রভুত্বের মধ্যে শরিক নির্ধারণ করলে সে মুশরেক, এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করার সাথে সাথে যদি কুফরি আকিদামূলক বক্তব্য প্রদান করে তাহলে সে হবে যিনদিক (ধর্মচ্যুত), আল্লাহর একত্ববাদ, শরিয়ত ও নবুয়তকে অস্বীকার করা মারাত্মক কুফরি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- “নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে আল্লাহর কাছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী। চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে” (আলে ইমরান ১১৬)। আল কুরআনে কুফরি শব্দের ব্যবহার। যেমনঃ প্রথমতঃ তাওহিদকে অস্বীকার করা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,“নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে তাদেকে আপনি ভয় দেখান বা না দেখান তা তাদের জন্য সমান, তারা ইমান আনবে না ”(বাকারা ৬)। দ্বিতীয়তঃ নেয়ামতের না শুকরিয়া করা, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না (বাকারা ১৫২)”। তৃতীয়তঃ সম্পর্কচ্ছেদ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “কিয়ামত দিবসে তারা পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ করবে” (আনকাবুত ২৫)। চতুর্থতঃ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা, ইরশাদ হচ্ছে “তাদের জানা বিষয় যখন তাদের নিকট আসল, তারা তা অস্বীকার করল” (বাকারা ৮৯)।

الدرس الثالث : النفاق والمنافق بضوء القرآن والسنة

النفاق هو الدخول في باب والخروج من باب آخر، هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه وفي الشرع هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في القلب فالمنافق اشد

خطرا من الكافر فانه يستر كفره ويظهر إيمانه، ولذالك جعل الله تعالى المنافقين شرا من الكافرين حيث قال : " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء : ١٤٥)".

إن النفاق ينقسم شرعا إلى قسمين، أحدهما النفاق الأكبر وهو ان يظهر الإنسان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن مايناقض ذلك كله او بعضه و هذا النفاق في العقيدة فهو كفر صريح، والثاني النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو ان يظهر الإنسان شيئا من العمل ويبطن مايخالف ذلك. فهو من الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا أؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر (متفق عليه) وفى رواية لمسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم و قال تعالى في المنافقين : "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (البقرة : ١٤)" وأنزل الله سورة على حدة تسمى سورة المنافقين وهذه كانت عادتهم أنهم اظهروا الايمان بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وأبطنوا له العداوة والبغضاء وكذالك جرت عادتهم فى كل زمان.

তৃতীয় পাঠ : আল কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে নিফাক ও মুনাফিক

نفاق অর্থ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করা এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হওয়া। মুনাফিকি এক ধরনের ধোঁকা, প্রতারণা, বাহ্যিকভাবে কল্যাণের কথা বলা আর গোপনে তার খেলাফ করা। শরিয়তের পরিভাষায়- বাহ্যিকভাবে ইমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরি পোষণ করা। সুতরাং কাফেরের তুলনায় মুনাফিক অধিক ভয়ংকর। কারণ মুনাফিক কুফরি গোপন করে ইমান জাহির করে। সে কারণে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কাফিরের তুলনায় মুনাফিকের অবস্থান যে অধিকতর নিকৃষ্ট সে বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" (নিসা-১৪৫)।

শরিয়তের দৃষ্টিতে নিফাক দু'প্রকার। একটি আন-নিফাকুল আকবার বা বড় ধরনের কপটতা। আর তা হল মানুষ বাহ্যিকভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসুলগণ এবং পরকালে বিশ্বাস প্রকাশ করবে, আর গোপনে উক্ত বিষয়সমূহের সবকটি বা কোনো কোনোটি অস্বীকার করবে এধরনের

আকিদার ক্ষেত্রে নিফাক বা কপটতা সরাসরি কুফরি। দ্বিতিয়টি আন-নিফাকুল আসগার তথা ছোট ধরণের কপটতা। আর তা হল আমলের ক্ষেত্রে কপটতা, যা কবিরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- চারটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফিক। আর ঐ চারটি থেকে কোনো বিষয় কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকের বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধরে নেয়া হবে। (সেগুলো হলো- মুনাফিক) ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. অঙ্গিকার করলে ভঙ্গ করে, ৪. বিতর্ক করলে অশ্লীল কথা বলে । (বুখারি ও মুসলিম) মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে- রোজা, নামাজ আদায় করলেও এবং সে নিজেকে মুসলমান মনে করলেও (সে মুনাফিক)। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- “তারা যখন ইমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ইমান এনেছি, আর যখন তাদের নেতৃবৃন্দের কাছে নিভৃতে গমন করে তখন বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করি মাত্র” (বাকারা-১৪)। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা সুরাতুল মুনাফিকুন নামে পৃথক একটি সুরা নাজিল করেছেন। মুনাফিকদের চরিত্র এমনই যে, তারা প্রকাশ্যে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ইমান প্রকাশ করত, আর গোপনে তাঁর প্রতি হিংসা ও শত্রুতা লালন করত। সকল যুগের মুনাফিকদের চরিত্র এমনই।

الفصل الثاني : الإسلام

الدرس الأول : الإسلام والإرهاب والفساد

الإسلام دين الله المتين وهو دين الإنسانية الأبدية يستظل تحته كل أبيض وأسود, عال و سافل ، غني وفقير، فى كل دهر و زمان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وان الدين عند الله الإسلام وقد ختم عليه رضاه ختما بقوله : {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]

ثم الإسلام فى اللغة يطلق في معنى التسليم والأمن والخضوع والإستسلام ومنه قوله تعالى: " وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران : ٨٣)". وقد عرف بإطلاقه على الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بعقائده وتكاليفه، وبنائه علي خمس نطق به الحديث - شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان.

ثم الإسلام دين الأمن والسلامة ولا مجال فيه للإرهابية و أن الفرق بين الإسلام والإرهابية كما بين السماء والارض وقد نرى نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال صلى الله عليه واله وسلم: ألا من ظلم معاهدا او أنقصه او كلفه فوق طاقته او أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة (ابوداود). فليس لمسلم ان يظلم او يقتل احدا مسلما كان او غير مسلم إلا اذا قامت الحجة القاطعة المقبولة على قتله فحينئذ يجوز للحاكم قتل المجرم قضاء، وقال تعالى : " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة : ٣٢) " ثم الارهاب ليس من الدين فى شئ والغلاة في الدين ضلوا عن سواء السبيل واضلوا.

فالإرهاب يختلف عن الجهاد فى حقيقته ومفهومه وأسبابه وأقسامه وثمراته ومقاصده وحكمه شرعا فالجهاد مشروع والإرهاب حرام فان الإرهاب بمعني العدوان وهو ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء علي اموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الأنسانية وأما الجهاد فهو بذل السعى فى كل خير والدفاع عن حرمات الآمنين أنفسهم وأموالهم وأعراضهم تأمين حياتهم الحرة الكريمة والإسلام لم يأمر أهله بالعدوان أبدا ولا بترويع الآمنين أبدا ولا بسلب حقوق الآخرين او الاستيلاء عليهم أبدا.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-ইসলাম

প্রথম পাঠ : ইসলাম, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

ইসলাম আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইহা শাশ্বত মানবতার ধর্ম। যার ছায়াতলে সকল যুগ ও সময়ের সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, সকলেই আশ্রয় নিতে পারে। “কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করে তা কস্মিণকালেও আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না। “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দীন একমাত্র ইসলাম। এর উপর আল্লাহ তার সন্তুষ্টির চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেছেন “আমি তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।” আভিধানিক অর্থে ইসলাম হল আত্মসমর্পন করা, নিরাপত্তা প্রদান, আনুগত্য ও শর্তহীনভাবে মেনে নেয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “আসমান জমিনের সবকিছু তার জন্য সমর্পিত।” সাধারণতঃ ব্যবহারিকভাবে আমাদের

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন তার সমূদয় আকিদা ও বিধি-বিধানের সমষ্টিগত নাম হলো ইসলাম। হাদিসের ভাষ্য মতে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল। ২. সালাত কায়েম করা, ৩. জাকাত আদায় করা, ৪. রমযানের রোজা পালন করা, এবং ৫. বায়তুল্লায় হজ্জ করা।

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী জীবন ব্যবস্থা। এখানে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। "ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যে দূরত্ব এমন, যেমন আসমান ও জমিনের দূরত্ব।" আমরা আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনি, "মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে।" তিনি আরো ইরশাদ করেন- "হুশিয়ার! যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির উপর অত্যাচার করবে, অথবা তাকে অপমান করবে, অথবা তার ক্ষমতার বাহিরে কোনো বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে কিংবা তার সম্মতি ব্যতিরেকে তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিবে আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন মামলার বাদী হব" (আবু দাউদ)। সুতরাং কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা তার উপর জুলুম করতে পারবে না, চাই সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম হোক। তবে অকাট্য যুক্তিযুক্ত কারণ ও তা যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে সরকার তাকে শাস্তি হিসেবে হত্যা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। সুতরাং সন্ত্রাস কোনোভাবেই দীনের অংশ নয়। সীমালঙ্ঘণকারীর নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছে"।

মৌলিকত্ব, সংজ্ঞা, কারণ, প্রকারভেদ, ফলাফল উদ্দেশ্য এবং শরিয়তের আলোকে বিধানগত দিক থেকে সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জিহাদ আইন সম্মত বিষয়। আর সন্ত্রাস হারাম। কেননা সন্ত্রাস মানেই সীমালঙ্ঘন। যা নিরাপদ জনপদকে অস্থির করে, কল্যাণকর বিষয় ও জীবনের স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে দেয় এবং সম্পদ, সম্মান, স্বাধীনতা ও মনুষত্ববোধের উপর আঘাত হানে। পক্ষান্তরে জিহাদ মানে সকল কল্যাণকর কাজে চেষ্টা করা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত বিনষ্টের চেষ্টা প্রতিহত করা, তাদেরকে স্বাধীন সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কখনোই সীমালঙ্ঘণ করা, শান্তিপূর্ণ মানুষকে অস্থির করা, অন্যদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া কিংবা অন্যায়ভাবে কাউকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয় নি।

الدرس الثاني : الإسلام وحقوق الإنسان

الإسلام دين يعطى كل انسان بل كل خلق ما له من الحق فقد اعلن النبي صلى الله عليه واله وسلم باعلى صوته " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ " (مسند أحمد)، لم يعرف التاريخ قديمه وحديثه دولة قامت على الفكرة الدينية و ساوت بين المؤمنين والمخالفين مثل ما عرف

عن الإسلام ودولته من اثباته وتوفيره الحقوق الإنسانية من غير تفريق بين مسلم وغير مسلم وبين غنى وفقير وبين ابيض واسود وبين بلد دون بلد. ان الإسلام ذكر فردا من أفراد الانسان من الاب والام والابن والبنت والرجل والمرأة وغيرهم ليعطوهم حقوقهم كما ذكر جنسا جنسا كالمسلمين واليهود والنصارى واهل الذمة فاعطاهم ما لهم من الحقوق فالإسلام هو دين يتكلم بالحرية الدينية. كما قال تعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة : ٢٥٦)، وفى عهده صلى الله عليه و سلم لاهل نجران : "ولاهل نجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اموالهم وانفسهم واراضيهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت ايديهم من قليل او كثير لا يغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته. فالإسلام قد ساوى بين المسلمين وغير المسلمين في حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم.

দ্বিতীয় পাঠ : ইসলাম ও মানবাধিকার

ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা যা প্রতিটি মানুষকে, বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "তোমরা প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য হক আদায় করে দাও"। প্রাচীন ও আধুনিক কোনো ইতিহাসই এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখেনি যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্মীয় আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার অনুসারী ও ভিন্ন মত পোষণকারীদের মধ্যে এমন ভারসাম্য স্থাপন করেছে- যেমনটি ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রদান করেছে। মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-গরিব, সাদা-কালো ও দেশ থেকে দেশান্তর নির্বিশেষে সবার জন্য ইসলাম সমমানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য বা হক ও অধিকার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান ও যিম্মিদের (যে সকল নাগরিক রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির আলোকে বসবাস করে) শ্রেণিগতভাবে উল্লেখ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।" নজরানের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পাদিত চুক্তিতে আছে, নজরানবাসী ও তাদের আশ্রিতদের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা ও নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিম্মাদারী রয়েছে- তাদের সম্পদ, জীবন, ভূমি, ধর্ম, উপস্থিত, অনুপস্থিত, বংশ, পরিবার, উপসনালয়, তাদের মালিকানাধীন স্বল্প বা অধিক সবকিছু রক্ষার দায়িত্ব রসুলের। কোনো খৃস্ট ধর্মযাজক তার নিভৃতাবাস থেকে অবতরণ করতে বাধ্য নয়। কোনো পাদ্রী তার বৈরাগ্য থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নয়। ইসলাম মুসলিম অমুসলিম সবার মধ্যে রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করেছে।

الفصل الثالث : الاحسان

الدرس الأول : أهمية التزكية والتصوف في الحياة الشخصية والاجتماعية

علم التزكية والتصوف بدايته إحسان العمل بالاخلاص نهايته ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالتصوف اخلاق كريمة تظهر فى زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام.

هو علم يعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الاخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ويحصل به اصلاح النفس والمعرفة، كما قال الإمام مالك رحمه الله "من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق و من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق". (مرقاة المفاتيح , ٣٣٥/١) والتزكية هو التطهير والمراد بها تطهير النفس من أمراض وآفات.

فالتزكية وكذا التصوف يوثر كل واحد منهما فى تهذيب الاخلاق الكريمة فى العبد وإزالة الخصال الرزيلة عن المجتمع بحيث لا يوثر فيه مثله غيره فان المجتمع يتركب من أفراد فاذا صفا كل فرد من أفراد المجتمع يجب ان يكون كله صافيا والناس بطهارة الظاهر والباطن يكون قريبا من الخلق والخالق ولذا قال تعالى : " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا" (الشمس : ٩ -١٠). ولو لم يكن فيه ذالك كان كالانعام بل اضل والمجتمع لايأمن من شر مثل هذا. حصول علم التزكية فرض عين على كل مسلم. كما بين الله سبحانه وتعالى: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٥١)، قال العلامة الغزالي رحمه الله تعالى : وكذلك يفترض عليه علم احوال القلب من التوكل والخشية والرضاء

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল ইহসান

প্রথম পাঠ : ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাযকিয়া ও তাসাওউফের প্রয়োজনীয়তা

ইলমুত তাযকিয়া তথা তাসাওউফ, তরিকত, হাকিকত ও মা'রেফত এসবই ইলমুল ইহসানের অন্তর্ভুক্ত, যার সূচনা হল ইখলাসের সাথে আমলকে সুন্দর করা, আর শেষ গন্তব্য হল আল্লাহকে যেন দেখে দেখে ইবাদত করা। যদি দেখার ক্ষমতা না হয়, তিনি আমাকে দেখছেন একিনের এ মাকামে পৌঁছা। তাসাওউফ এমন সব সুন্দর চরিত্রের নাম যেগুলো সুন্দর সময়ে ভাল মানুষ থেকে নেক সম্প্রদায়ের মাঝে প্রকাশ পায়।

তাযকিয়া ও তাসাওউফ বলতে এমন ইলমকে বুঝায়, যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অবস্থা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, জাহের ও বাতেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকগুলো গঠনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যায়, যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর মারেফত অর্জন করা যায় ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে রবকে পাওয়া যায়। ইলমে তাসাওউফের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহ বলেন- "যে ব্যক্তি যে ইলমে ফিকহ অর্জন করল কিন্তু ইলমুত তাসাওউফ অর্জন করল না সে ফাসেক বা সত্যভ্রষ্ট আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক ইলম অর্জন করল কিন্তু ইলমে ফিকহ অর্জন করল না সে যিন্দিক বা ধর্মচ্যুত; আর যে ব্যক্তি উভয় ইলম অর্জন করল সেই গ্রহণযোগ্য বা মুহাক্কিক আলেম হল।" আর তাযকিয়া মানে পবিত্র করা। তাযকিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নফস বা প্রবৃত্তিকে ব্যাধি ও আবিলতা থেকে পবিত্র করা। বান্দার মধ্যে সুন্দর গুণাবলি সৃষ্টি ও সমাজ থেকে অসৎ আচরণগুলো দূর করার ক্ষেত্রে তাসাওফ ও তাযকিয়া যেরূপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে অন্য কিছু এরূপ ভূমিকা রাখে না। জনগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। সুতরাং সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন নিষ্কলুষ হবে তখন পুরো সমাজ অপরিহার্যভাবে সুন্দর হবে। মানুষ তার বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। সে কারণে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে তার নফসকে পবিত্র করেছে এবং ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে যে তার নফসকে অপবিত্র করেছে" (শামস:৯-১০)। আত্মিক এই পবিত্রতা যদি কারো মধ্যে না থাকে তবে সে হয় চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার থেকেও আরো নিকৃষ্ট। এ রকম লোকদের হাত থেকে সমাজ নিরাপদ থাকে না। ইলমুত তাযকিয়া অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে রসুল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার নিদর্শনাবলি তোমাদের নিকট উপস্থাপন করেন, তোমাদের পূত পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন আর এমন বিষয় তোমাদেরকে জ্ঞাত করান যা তোমরা জান না" (বাকারা ১৫১)। আল্লামা ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, "অনুরূপভাবে তাওয়াক্কুল, ভয় এবং রিদা ইত্যাদি কলবের অবস্থাসমূহের জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ"।

الدرس الثاني : خصائص المرشد الكامل

المرشد له شرائط: الأول: أن يكون له الإيمان الكامل والعقيدة الصحيحة والعمل بأعلى مراتب التقوى. كما قال تعالى "الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (يونس : ٦٣)، الثانى: علم الكتاب والسنة، كما قال تعالى "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل : ٤٣)، "إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (فاطر : ٢٨)، الثالث: العدالة فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر. الرابع: أن يكون زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة مواظبا على الطاعات والأذكار، الخامس: ان يكون آمرا بالمعروف و ناهيا عن المنكر ، السادس: ان يكون صحب المشائخ وتأدب بهم دهرا طويلا واخذ منهم النور الباطن والسكينة وذالك لأن الرجل لا يتعلم الا بصحبة العلماء فكذالك الأولياء يجب عليهم صحبة الاولياء.

وقال الإمام الغزالي رحمه الله : فالمرشد هو الذى قد خرج من باطنه حب المال والجاه وتأسيس البنيان و تربيته على يد المرشد كذالك حتى تنتهي السلسلة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وذاق بعض الرياضات كقلة الأكل والكلام والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصوم واقتبس نورا من أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم واشتهر بالسيرة الحسنة والأخلاق المحمودة من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمانينة وسخاء وقناعة وأمانة وحكم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وامثالها ، وتطهر من الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والحسد والحقد والحرص والأمل الطويل ونحوها، فالاقتداء بمثل هذا المرشد هو عين الصواب. ويرفع الانسان بصحبته وفيضه وتوجهه مراتب الفناء و البقاء وبقاء البقاء و المقربين، كما قال الله تعالى : وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" (الواقعة : ١٠ ، ١١).

দ্বিতীয় পাঠ : কামেল মুর্শেদের বৈশিষ্ট্য

কামেল মুর্শেদ অলি হওয়ার জন্য নিম্ন শর্তাবলি রয়েছে-

১। কামেল মুর্শেদকে হতে হবে কামেল ইমানদার, সহিহ আকিদার অধিকারী এবং তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন "যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া পরহেজগারি বজায় রাখে" (ইউনুস ৬৩)।

২। আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। তার অনুসারীগণ প্রশ্ন করলে যেন জবাব পায়। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "তোমরা আহলুজ জিকির তথা জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জান" (নহল ৪৩)। নিশ্চয়ই আল্লাহকে তার আলেম বান্দারাই অধিক ভয় করে" (ফাতির ২৭)।

৩। তার মাঝে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা, তাকে হতে হবে কবিরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, সগীরাগুনাহও বারবার তার দ্বারা সংগঠিত হবে না।

৪। তাকে হতে হবে আখেরাতের প্রতি উন্মুখ, নেক কাজ এবং জিকিরে সদা মশগুল।

৫। ভালো কাজের আদেশদাতা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারী হতে হবে।

৬। অলিগণের তথা কামেল মুর্শেদের সুহ্বত প্রাপ্ত হবেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের সাথে আদব সহকারে অবস্থান করবেন, তাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নুর ও প্রশান্তি লাভ করবেন।

ইমাম গাজ্জালি রহিমাহুল্লাহ বলেন- মুর্শেদ ঐ ব্যক্তি যার অভ্যন্তর থেকে সম্পদ, সম্মান ও ঘর-বাড়ি তৈরির লোভ দূরীভূত হয়ে যায়। তার পরিচর্যা হবে আরেকজন কামেল মুর্শেদের হাতে এবং এভাবে চলতে চলতে ধারাবাহিকতা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছবে। কঠোর সাধনার স্বাদ উপভোগ করবে। যেমন- আহার, নিদ্রা ও কথায় স্বল্পতা, নামাজ, রোজা ও দানে অগ্রগামী থাকবে। রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোর ভান্ডার থেকে নুর লাভ করবে। উত্তম স্বভাব ও প্রশংসনীয় চরিত্রে ভূষিত হবে। যেমন- ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, এক্বিন, আত্মিক স্থিরতা, দানশীলতা, স্বল্পে তুষ্টি, আমানতদারি, বিচক্ষণতা, বিনয়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, সততা, ভদ্রতা, লজ্জাশীলতা, ধীরস্থিরতা ইত্যাদি গুণে গুনান্বিত হবেন। অসৎ গুণাবলি থেকে পবিত্র হবেন। যেমন- অহংকার, কৃপণতা, হিংসা, শত্রুতা, লোভ, উচ্চাশা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবেন। এ রকম মুর্শিদের অনুকরণ করা নিশ্চিত সঠিক কাজ। তাঁর সোহবত, ফয়েয, তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ফানা, বাকা, বাকাউল বাকা ও মুকাররাবিনের উচ্চ মাকামে মানুষকে উন্নত করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "অগ্রগামীরা অগ্রগামী হয়েই মুকাররাবীনের মাকামে অধিষ্ঠিত"। (সুরা ওয়াকিয়াহ :১০)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। ইমান মানে কী?

ক. আন্তরিক বিশ্বাস	খ. আন্তরিক মুহব্বত
গ. আন্তরিক প্রমাণ	ঘ. অন্তরের নির্যাস

২। আমি তোমাদের দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম- এটি কার কথা?

ক. আল্লাহর	খ. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
গ. সাহাবায়ে কিরাম	ঘ. জিবরাইল আলাইহিস সালাম

৩। যে তাসাওউফ অর্জন করল না সে কী?

ক. মুনাফিক	খ. ফাসিক
গ. কাফির	ঘ. যিন্দিক

৪। কামিল মুর্শিদ কে?

ক. কুরআন জানে	খ. তাকওয়ার সর্ব্বোচ্চ মাকামে অবস্থানকারী
গ. উত্তম চরিত্র বান	ঘ. যে বিজ্ঞানী

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইকরাম একজন সমাজ সেবক কিন্তু তার কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। তার মধ্যে মুনাফিকির আলামত পাওয়া যায়। কিন্তু সে এটাকে প্রয়োজনীয় মনে করে।

৫। ইকরামের কাজ কী প্রকাশ পায়?

ক. ফাসেকি	খ. মুনাফিকি
গ. খারেজি	ঘ. মুশরেকি

৮। বর্তমানে তার করণীয় হচ্ছে-

i. এ সকল কাজ থেকে ফিরে আসা
ii. এ কাজে অবিচল থাকা
iii. আল্লাহর কাছে তওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

জনাব মুনসুর সাহেব মুখে ভাল কথা বলেন, সালাত আদায় করেন কিন্তু তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন এবং গোপনে ঘুস খান। তিনি মনে করেন এটা তেমন কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়, বরং কাজের বিনিময় মূল্য। অপরদিকে জনাব আকবর সাহেব সালাত আদায় করেন এবং কাজের বিনিময় কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু তিনি মনে করেন যারা ইসলামি বিধি-বিধান পালন করে না তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ক. হাদিসে জিব্রাইল কাকে বলে?

খ. মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব মুনসুর সাহেবের কাজকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব আকবর সাহেবের মনোভাব কি গ্রহণযোগ্য? যুক্তিসহ তোমরা মতামত প্রমাণ কর।

الباب الثاني : الإيمان بالله

الدرس الأول : معرفة الله سبحانه و تعالى بضوء القران

هو الله أحد لا اله الا هو وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، هو الاول الذى لا ابتداء لوجوده فلا ابتداء له وهو الأخر الذى لا انتهاء لوجوده فلا انتهاء له وهو الاحد المنفرد فى ألوهيته وربوبيته والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شى فلا مثل له فى ذاته ولا فى صفاته و هو خالق كل شيء ولا تحيط به الجهات كأمَامَ وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال واليه تدبير الكليات والجزئيات في الخلق كافة وهو واجب الوجود وله الكمال المطلق وله صفات ذاتية من الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والارادة ليس كصفات الخلق. ومن صفاته : "هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" (البقرة : ٢٥٥).

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহর প্রতি ইমান

প্রথম পাঠ : আল-কুরআনের আলোকে আল্লাহ তাআলার পরিচয়

আল্লাহ এক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। তিনি প্রথম, যাঁর অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। সুতরাং তাঁর প্রারম্ভিকতাও নেই। তিনি শেষ, যাঁর অস্তিত্বের কোনো শেষ নেই। সুতরাং তাঁর শেষ হওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই। তিনি এক, স্বতন্ত্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব সকল ক্ষেত্রে। তিনি অমুখাপেক্ষী, কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি, কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, কোনো বস্তু তাঁর মত নয়, সুতরাং যাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সমতুল নেই। সকল বস্তুর স্রষ্টা, সামনে, পেছন, উপর, নিচ, ডান, বাম কোনো দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। সৃষ্টির ছোট বড় সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অস্তিত্ব অবিনশ্বর। তিনি নিরঙ্কুশ পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর অনেক সত্ত্বাগত গুণাবলি রয়েছে। যেমন- চিরঞ্জীব, ক্ষমতাবান ও জ্ঞানবান হওয়া, কথা বলা, শ্রবণ করা, দেখা, ইচ্ছা পোষণ করা। তবে এসব গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির মত নয়। তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- তিনি

চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা আচ্ছন্ন করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু সবকিছুই তাঁর। তাঁর অনুমতি নিয়েই কেবল কেউ তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারবে। তিনি সামনে ও পেছনে যা আছে সবকিছু জানেন, কোনো বস্তু তাঁর ইলমকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি যতটুকু চান ততটুকু অর্জন করতে পারবেন। তাঁর কুরসি আকাশ-জমিন পরিবেষ্টিত, এ উভয় জগতের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

الدرس الثاني : الله ربنا و رب كل شئ وحقه على العباد

الله ربنا ورب كل شيء وهو رب العالمين، لاشريك له فى ربوبيته، وقد أخبر الله تعالى عن ربوبيته بنفسه بقوله : "الحمد الله رب العالمين" (الفاتحة-١) وبقوله : " قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ (الرعد : ١٦)" فهذه حجج قاطعة بأن الله هو الرب الوحيد ولا رب فى الحقيقة غيره فاذا لا تجوز العبادة لغيره تعالى فله حق العبادات كلها، فلقد روي عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله اعلم، قال فإن حق الله علي العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا (متفق عليه).

দ্বিতীয় পাঠ : আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির রব ও বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার

আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা এবং সকল কিছুর পালনকর্তা। তিনি সকল সৃষ্টি জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এই রুবুবিয়্যতের মধ্যে তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাব্বুল আলামিন” (ফাতিহা ১)। তিনি আরো বলেছেন, “আপনি বলুন, আসমান জমিনের পালনকর্তা কে? বলুন, আল্লাহ”(রা'দ ১৬)। এগুলো একথার অকাট্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহই একমাত্র প্রভু। তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনো পালনকর্তা নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বৈধ নয়। সকল ইবাদতের হক একমাত্র তাঁরই। হজরত মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “হে মু'আয! বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর হক বান্দার উপর এই যে, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না। আর বান্দার হক আল্লাহর উপর এই যে, তিনি যেন ঐ ব্যক্তিকে আযাব না দেন যে তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না (বুখারি ও মুসলিম)।

الدرس الثالث : الله هو الشارع

ينبغي لنا ان نعلم ان الشرع ما أظهره الله لعباده من الدين، قال الله تعالى: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوحا ...الخ (الشورى : ١٣)" وحاصله الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو عليه الصلاة والسلام الشارع من الله تعالى، والله تعالى هو الذى شرع لنا الدين فالمأمور ما امره الله ورسوله والمنهي ما نهى الله عنه ورسوله قال تعالى : " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ (التوبة : ٢٩)" والقضاء ما قضي الله ورسوله، قال الله تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الأحزاب : ٣٦) "، الآية فالشارع هو الله تعالى فى الحقيقة وما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله تعالى فشريعتنا هذه خاتمة الشرائع، ناسخة لما قبلها ولا تنسخ بشريعة بعدها، اذ ليس بعد كتابها كتاب ولابعد نبيها نبي ولا يقال ان هذه شريعة قديمة، لا تصلح لهذا العصر الجديد بل هى شريعة خالدة تصلح لكل قوم فى كل عصر لكل بلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ (سنن ابن ماجه)"

তৃতীয় পাঠ : আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বিধানদাতা

আমাদের এ কথা জানা উচিত যে, শরিয়ত এমন বিষয়গুলোর নাম যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, “দ্বীনের ঐ সকল বিষয় তোমাদের জন্য বিধান করেছেন যা দ্বারা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন” (শুয়ারা ১৩)। তার সার কথা হল, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহজ সম্পাদনযোগ্য পন্থা। সে হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনিও বিধানদাতা। আর আল্লাহই হলেন আমাদের জন্য দীনদাতা। সুতরাং, আদিষ্ট বিষয় তাই যা আল্লাহ ও রসুল নির্দেশ দিয়েছেন। নিষিদ্ধ বিষয় তাই যা আল্লাহ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, “তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা আল্লাহ ও পরকালে ইমান আনেনা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হারাম করেছেন তা তারা হারাম মনে করে না” (তওবা ২৯)। সিদ্ধান্ত তা-ই যা আল্লাহ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহ এবং রসুল কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কোনো

ইমানদার নর-নারীর কোনো এখতিয়ার থাকে না।”(আহযাব ৩৬) শরিয়তদাতা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ এবং আল্লাহর পক্ষে থেকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন। আমাদের এই শরিয়ত পূর্ববর্তী সকল শরিয়তকে রহিতকারী সর্বশেষ শরিয়ত। এ শরিয়ত কোনো শরিয়ত দ্বারা রহিত হবে না। কেননা এই শরিয়তের কিতাবের পরে কোনো কিতাব এবং এই শরিয়তের নবির পরে কোনো নবি আসবেন না। এমনটি বলার সুযোগ নেই যে, ইহা পুরাতন শরিয়ত যা নতুন যুগের জন্য অনুপযোগী। কেননা এটি এমন কালোত্তীর্ণ শরিয়ত যা সকল যুগের সকল স্থানের সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে আলোক উজ্জ্বল দীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত দিন সমান।

الدرس الرابع : التوسل والإستعانة والإستغاثة

الوسيلة لغة مايتقرب به الى الغير وفي الاصطلاح "التوصل الى الشى برغبة، قال الجرجاني : "كل سبب مشروع يوصل الى المقصود". يجوز التوسل بالأعمال الصالحة والذوات الصالحة من الأنبياء والأولياء فى حياتهم وبعد مماتهم وهو من الأمور المعلومة لكل ذي دين، فقد قال تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (المائدة : ٣٥)، عطفا على التقوى الذى هو من الأعمال فيدل على ان الوسيلة فيها هى الذوات.

وعن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ" (مسند الصحابة في الكتب التسعة، البخاري، سنن البيهقي الكبرى، دلائل النبوة للبيهقي)، وفي حديث الضرير " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هٰذِهِ فَتَقْضِي لِي اللهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ " (الترمذي ومسند أحمد والحاكم)

فهذا الحديث مع كونه دالا على جواز التوسل يدل على جواز الإستعانة كما جاء فى حديث الشفاعة : " فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

(صحيح البخاري، المعجم الأوسط)

ولكن هذه الإستغاثة وذالك التوسل على إعتقاد ان المغيث والمعين الحقيقي هو الله تعالى والتوسل والإستغاثة بالأنبياء والأولياء لكونهم عباد الله واحبائه المقربين الذين اصطفاهم، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "رُبَّ أَشْعَثَ أَغبرَ مَدْفُوعٍ بالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ" (مسلم، رياض الصالحين، كنوز السنة النبوية), وكذالك التوسل بالأثار والأماكن المقدسة، لما روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يحرص كل الحرص على ان يدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ما حضرته الوفاة.

চতুর্থ পাঠ : অসিলা, ইস্তেআনা ও ইস্তেগাসা

অসিলা অর্থ যার দ্বারা অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়। পারিভাষিক অর্থে কোনো বস্তুর কাছে আসক্তির সাথে পৌছে যাওয়া। আল্লামা জুরজানি রাহিমাহুল্লার মতে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বৈধ সকল মাধ্যমকেই অসিলা বলে।

নেক আমল ও নবি-অলিসহ নেক বান্দাদের অসিলা করা বৈধ, তাদের জীবদ্দশায় হোক বা ইন্তেকালের পর। সকল দীনদারের কাছে এটা জানা বিষয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে অসিলা তালাশ কর” (মায়েদা ৩৫)। এখানে অসিলাকে তাকওয়া তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে বুঝা যায় যে, অসিলা দ্বারা তাকওয়ার উপকরণ বা তাকওয়াধারী মুত্তাকি উদ্দেশ্য। হজরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনাবৃষ্টি চলাকালে হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অসিলায় বৃষ্টির জন্য দোআ করতেন। বলতেন, হে আল্লাহ আমরা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিলায় দোআ করলে আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এখন আমরা আপনার কাছে নবির চাচার অসিলায় দোআ করছি। আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। তিনি বলেন, অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হল।”

হাদিসে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দোআ শিখিয়েছেন “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি এবং আপনার প্রতি মনোনিবেশ করি নবির অসিলায় যিনি রহমতের নবি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আপনার অসিলায় আপনার প্রভুর কাছে আমার এই প্রয়োজনে মনোনিবেশ করি যাতে আপনি আমার এই প্রয়োজন পূরণ করে দেন। হে আল্লাহ! আমার জন্য নবির শাফায়াত কবুল করুন এবং নবির অসিলায় আমার দোআ কবুল করুন” (তিরমিজি, আহমদ, হাকেম)। এই হাদিসটি অসিলার বৈধতার পাশাপাশি সাহায্য প্রার্থনার বৈধতার উপর প্রমাণ প্রদান করে।

অন্য হাদিসে এসেছে, “হাশরের ময়দানে মানুষ হজরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে অতঃপর হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে, অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তবে সাহায্য প্রার্থনা এবং ঐ অসিলা এই বিশ্বাস নিয়ে হতে হবে যে, প্রকৃত সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ্। আর নবি ও অলিগণের সাহায্য ও অসিলা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত বন্ধু তাদেরকে তিনি বাছাই করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “অনেক আল্লাহর বান্দা আছেন যারা জীর্ণ শীর্ণ, মানুষের দরজায় প্রত্যাখ্যাত, তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে কিছু চায় আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন।” পবিত্র স্থান ও পবিত্র জায়গার অসিলাও অনুরূপ। কেননা, বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ওফাত এর সময় তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে সমাহিত হওয়ার জন্য মনের আকুতি জানিয়েছিলেন।

الدرس الخامس : حكم النذر في الإسلام

النذر التزام قربة غير لازمة فى أصل الشرع بلفظ يشرع لذالك، مثل ان يقال ان نجحت فى الإمتحان اذبح لله شاة فالنذر عبادة قديمة، كانت قبل الإسلام كنذر مريم : " رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (آل عمران : ٣٥)"، والنذر مأمور بالايفاء مالم يكن فى معصية الله تبارك وتعالى، قال تعالى : " وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج : ٢٩)"، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِ" (البخاري ومسلم)

ثم النذر على مقابر الأولياء فيه مقال والأصح أن النذر لله اذا قصد به التبرع على من حولها من الفقراء والمساكين فلا بأس به ولا ينبغى لخادم الشيخ اخذه ولاأكله ولاالتصرف فيه بوجه من الوجوه إلا ان يكون فقيرا وله عيال فقراء، وقد روى " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِصَنَمٍ قَالَتْ لَا قَالَ لِوَثَنٍ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ ". (ابوداود و مسند الصحابة في الكتب التسعة)

পঞ্চম পাঠ : ইসলামে মানতের বিধান

শরিয়ত সম্মত শব্দ দ্বারা কোনো পুণ্যের কাজ নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়াকে মান্নত বলে। যা শরিয়তের মূলে অপরিহার্য নয়। যেমন কেউ বলল, আমি পরীক্ষায় পাস করলে একটি বকরি জবাই করার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করলাম। মান্নত এমন একটি ইবাদত যা ইসলামের পূর্বেও ছিল। যেমন হজরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম মান্নত করেছেন, "আল্লাহ আমার গর্ভে যা আছে তা আপনার জন্য মুক্ত করে দেয়ার আমি মান্নত করলাম" (আল ইমরান ৩৫)। আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে মান্নত করা না হলে সকল মান্নতই পূর্ণ করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ পাক বলেন, তারা যেন তাদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মান্নত করে সে যেন আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার ক্ষেত্রে মান্নত করে সে যেন আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে" (বুখারি ও মুসলিম)।

অলিদের কবর ও মাজারে মান্নত এর ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। শুদ্ধতম কথা হল-ঐ সকল মান্নত দ্বারা যদি মাজাহরের আশে পাশে বসবাসকারী ফকির মিসকিনদের প্রতি সহায়তার নিয়ত করা হয় তবে সে মানতে কোনো ক্ষতি নেই।

তবে ঐ অলির খাদেম নিজে ফকির না হলে এবং তার অসহায় পরিবার না থাকলে তার পক্ষে কোনোভাবেই উক্ত মান্নত গ্রহণ করা, ভক্ষণ করা কিংবা তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি অমুক জায়গায় (একটি পশু) জবাই করার মান্নত করেছি। ঐ স্থান, যেখানে জাহেলি যুগের লোকেরা জবাই করত। তখন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো দেবতার জন্য? মহিলা বললেন, না। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো মূর্তির জন্য? মহিলা বলল, না। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন, তোমার মান্নত পূরণ কর। (আবু দাউদ)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। অসিলা কী?

ক. যার দ্বারা অন্যের নৈকট্য লাভ করা যায়
খ. যার দ্বারা আল্লাহর হুকুম পালিত হয়
গ. ইসলাম সমুন্নত হয়
ঘ. সুন্দর জীবন গঠন করা যায়

২। সকল ইবাদতের হকদার

ক. আল্লাহ ও রসুল
খ. একমাত্র আল্লাহ
গ. আল্লাহর অলি
ঘ. আল্লাহর বান্দা

৩। কোনো পুণ্যের কাজ নিজের উপর অপরিহার্য করাকে বলা হয়।

ক. ইহসান
খ. ইমান
গ. মান্নত
ঘ. তাকওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

নাহিদ একজন কলামিষ্ট। কিন্তু সে মনে করে আল্লাহ কেন একমাত্র বিধান দাতা হবেন? বিধানতো আমরাই লিখতে পারি।

৪। নাহিদের কথা কিসের বিপরীত?

ক. ইসলামের
খ. তাওরাতের
গ. সম্মানের
ঘ. অসিলার

৫। এখন তার কি করা উচিত-

i. নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করা
ii. তওবা করা
iii. চুপ করে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

সুমন নামাজ পড়ে, সে কামালকে বলল, অসিলা ও মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। অন্যের নামে বা অন্যের জন্য করলে শেরক হবে। তার কথা শুনে কামাল বলল, তোমার কথা সঠিক তবে অসিলা আল্লাহর জন্য খাস নয়।

ক. অসিলা, ইস্তেআনা ও ইস্তেগাসা অর্থ কী?
খ. মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "তোমার মান্নত পূর্ণ কর" এর ব্যাখ্যা কর।"
গ. সুমন ও কামালের কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।
ঘ. কামালের কথাটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে মুল্যায়ন কর।

الباب الثالث : الإيمان بالرسل

الدرس الأول : العقيدة بختم النبوة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

ان سيدنا محمدا صلى الله عليه و سلم اول النبي فى الخلق وختم به النبوة بالبعث كما قال الله سبحانه وتعالى : "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الأحزاب : ٤٠)، وانه صلى الله عليه واله وسلم قال : "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي" (سنن أبى داود). وايضا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "لا نَبِيَّ بَعْدِي وَلا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي" (دلائل النبوة للبيهقي). وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "أنا قائِدُ المُرْسَلِينَ ولا فَخْرَ وأنا خاتَمُ النَّبِيِّينَ ولا فَخْرَ وأنا أوَّلُ شافِعٍ ومُشَفَّعٍ ولا فَخْرَ" (خصائص الكبرى ، الدارمي). فمن انكر خاتمية النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد كفر. قال ابن كثير ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال مضل، قد انعقد اجماع الامة على هذه الحقيقة.

وان النبي صلى الله عليه واله وسلم له حياة خاصة حقيقية جسمانية برزخية والأنبياء كلهم احياء فى قبورهم يصلون كما شهد به النص وقال تعالى فى حق الشهداء : " بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل عمران : ١٦٩). ومعلوم ان الانبياء اعلى مكانا وشرفا من الشهداء فهم اتم واكمل منهم حياة برزخية وقال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم في الخبر : ان الله حرم علي الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق، (ابن ماجة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء احياء في قبورهم. (أبو يعلى)

فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزخ حياة لها خصائص انفردوا بها من غيرهم من عامة المؤمنين وحياة نبينا صلي الله عليه واله وسلم في البرزخ اكمل من حياة الانبياء الآخرين كما لا يخفي فهو يراقب اعمالنا كل حين. كما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه صلى

الله عليه واله وسلم قال : " حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ" (رواه البزار).

তৃতীয় অধ্যায় : ইমান বির রসুল

প্রথম পাঠ

খতমে নবুয়্যাত এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা

খতমে নবুয়্যত বা নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি রিসালাতের প্রতি আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হিসেবে প্রথম নবি। আর অভিভাবক হিসেবে তাঁর মাধ্যমেই নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ” (আহযাব-৪০)।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদী আসবে যারা সকলেই নিজেকে নবি বলে দাবি করবে। অথচ আমি সর্বশেষ নবি আমার পর কোনো নবি নেই” (বায়হাকি)। তিনি আরো বলেন, “আমার পরে কোনো নবি নেই, আমার উম্মতের পরেও কোনো উম্মত নেই” (বায়হাকি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি রসুলগণের দলপতি, এতে আমার গর্ব নেই, আমি শেষ নবি এতে আমার অহংকার নেই, আমিই প্রথম শাফায়াতকারী যার শাফায়াত গ্রহন করা হবে, এতেও আমার গর্ব নেই” (খাসাইসুল কুবরা, বায়হাকি)। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ নবি হওয়াকে অস্বীকার করবে সে নিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনু কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, “ জানতে হবে যে, তারপর যে কেউ এ পদের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট. এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে এক বিশেষ ধরণের জীবন রয়েছে, তাঁর শারীরিকভাবে বিদ্যমানতা ও বরযখি জীবন প্রনিধাণযোগ্য। অকাট্য দলিলের আলোকেই সকল নবি আপন আপন মাজারে জীবিত আছেন এবং নামাজ আদায় করছেন। আল্লাহ পাক শহিদদের প্রসঙ্গে বলেছেন, “বরং তাঁরা জীবিত, তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছেন” (আলে ইমরান ১৬৯)। আর বলা বাহুল্য যে, নবিগণ শহিদদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার। সে কারণে তাঁদের বরযখি জীবনের শক্তি শহিদ থেকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নবিদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন; নবিগণ জীবিত এবং

রিজিক পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, নবিগণ তাদের নিজনিজ কবরে জীবিত। সুতরাং বুঝা গেল, সাধারণ ইমানদারদের থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত এক ধরণের বিশেষ বরযখি জিন্দেগি আছে নবিদের। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরযখি হায়াত অন্যান্য নবিদের চেয়েও অধিকতর পরিপূর্ণ যা অতীব স্পষ্ট, তিনি আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন। যেমন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমার ইহ জগতের হায়াত তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কেননা আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি তোমরা আমার সাথে কথা বলছ। আর আমার ইন্তেকালও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তোমাদের আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থাপন করা হবে। সেখানে নেক আমল দেখলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং বদ আমল দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করব” (বাযযার)।

الدرس الثاني : الاعتقاد بالمعراج ونتيجة إنكاره

والمعراج بالروح والجسد فى اليقظة حق ثابت نطق به القران بما قال تعالى : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الإسراء : ١). فالمعراج من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم من المسجد الاقصى الى السموات السبع ثم منها الى ماشاء الله حتى قال تعالى : " ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى" (النجم : ٨، ٩). ثم انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما عبر عنه القران : "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى" (النجم : ١١). وقال تعالى : " مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" (النجم : ١٧). و فى التفسيرات الأحمدية أن المعراج الى بيت المقدس ثابت بالقران فالانكار به انكار بالقران، عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "لما فرغت مما كان في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ولم أر شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء " (تهذيب الآثار للطبري وسيرة ابن هشام).

واول من صدقه فى المعراج ابو بكر الصديق رضى الله عنه ولهذا سمى صديقا وانكره الكافرون الضالون وسألوه عن علامات بيت المقدس وعدد جمالهم واحوالها فبينها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما كان فصدقه بعضهم فى ذالك وانكره الشقي الابدي.

দ্বিতীয় পাঠ : মে'রাজের প্রতি বিশ্বাস ও তা অস্বীকার করার পরিণাম

রুহ ও শরীর নিয়ে জাগ্রত অবস্থায় রসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মে'রাজ গমন - সত্য ও প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কুরআন সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি স্বীয় প্রিয় বান্দাকে রাতের কোনো অংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমন করিয়েছেন, যার চতুর্পার্শ্বকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা" (ইসরা ১)। মে'রাজ বলতে ঐ সফরকে বুঝায়, যে সফর মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা, অতঃপর মসজিদে আকসা থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উর্ধ্ব জগতে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন ততটুকু পর্যন্ত। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর তিনি নিকটে এসেছেন এবং অতীব নিকটবর্তী হয়েছেন। এমনকি দুই ধনুকের মত নিকটবর্তী হয়েছেন এমনকি আরও অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছেন" (নজম ৮-৯)। অতঃপর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রভুকে দেখেছেন। যেমনটি আল কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, "তিনি যা দেখেছেন অন্তর তাকে অস্বীকার করেনি" (নজম ১১)। আল্লাহ বলেন, "দৃষ্টি বক্র হয়নি এবং লক্ষচ্যুত হয়নি" (নজম ১৭)। তাফসিরাতে আহমদিয়া কিতাবে আছে, বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে উর্ধ্ব জগতের মে'রাজও কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধায় তা অস্বীকার করা মানে কুরআনকে অস্বীকার করা।

হজরত আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন "আমি বায়তুল মোকাদ্দাসের কাজ সম্পন্ন করার পর উর্ধ্ব জগতে উঠার মেরাজ বা সিড়ি আনা হল, এমন সুন্দর বস্তু আর কখনও দেখিনি। এটি সম্মুখে এলে তোমাদের মৃতরাও চোখ খুলবে। আমার সাথী আমাকে উক্ত সিড়িতে আরোহণ করালেন, তারপর এক এক দরজা পার হয়ে আকাশসমূহ অতিক্রম করলাম"(তাহজিবুল আসার লিত তবারী, সিরাতে ইবন হিশাম)।

মে'রাজকে সর্বাগ্রে যিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সে কারণে তাকে সিদ্দিক বলা হয়। পথভ্রষ্ট কাফের মে'রাজকে অস্বীকার করে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বায়তুল মোকাদ্দাসের চিহ্নাবলি, কাফেলার উঠের অবস্থা ও সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। তিনি সব কিছু বর্ণনা করলেন যেমনটি বাস্তবতায় ছিল। তা শুনে কেউ তাকে বিশ্বাস করল আর চিরহতভাগা যারা তারাই অস্বীকার করল।

الدرس الثالث : معجزات الانبياء عليهم السلام

المعجزة امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به اظهارصدق من يدعى انه رسول من الله وقد توافرت الكتب بمعجزات الأنبياء الكرام عليهم السلام ككون عصا موسى حية تسعى وناقة صالح وإحياء الأموات لعيسى وكون النار بردا وسلاما على إبراهيم عليهم السلام وغيره، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من ان تحصى واظهر من ان تبين فهو ذاته معجزة قال تعالى : "قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ" (النساء : ١٧٤). فلا مجال لمؤمن ان ينكر معجزة من معجزات الانبياء عليهم السلام لان الله تعالى عد الإعراض والإنكار بعد رؤية المعجزة كفرا فى كثير من الآيات.

তৃতীয় পাঠ : আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মু‘জিযা

আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল দাবিদারদের সত্যতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নবুয়্যতের দাবির সাথে সম্পৃক্তভাবে মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হিসেবে স্বাভাবিকতার বিপরীত যে ঘটনা ঘটে তাকে মু‘জিযা বলা হয়। নবিগণের মু‘জিযায় কিতাবসমূহে পরিপূর্ণ। যেমন, হজরত মুসা (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লাঠি দ্রুতগতি সম্পন্ন সাপে পরিণত হওয়া, হজরত সালেহ্ আলাইহিস সালামের উট, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, হজরত ইব্রাহিম আলাইহি সালামের জন্য অগ্নি আরামদায়ক হওয়া ইত্যাদি। আর আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুজিযা এত অধিক যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না, এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুরো সত্ত্বাই মুজিযা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমাদের কাছে প্রভুর নিকট থেকে বুরহান (মুজিযা) এসেছে” (নিসা ১৭৪)। সুতরাং ইমানদারের পক্ষে কোনো নবির মুজিযাই অস্বীকার করার অবকাশ নেই। মুজিযা দেখার পর তা অস্বীকার করা বা বিমুখ হওয়াকে অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুফর হিসেবে গণ্য করেছেন।

الدرس الرابع : التعظيم والمحبة لأهل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم

ان النسب النبوي الشريف هو اشرف نسب واطيبه واطهره وازكاه على الإطلاق وكذالك الأنبياء كانوا يبعثون فى اشرف اقوامهم وقد جاء فى الحديث انه صلى الله عليه واله وسلم قال

: "بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ" (رواه البخاري).

كذالك ذريته من الأطهار. لقوله تعالى : "إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الأحزاب : ٣٣). فاهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرّفهم الله وكرّمهم فعلى المؤمنين ان يعظموهم ويحبوهم وكيف لا وقد قال تعالى : "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى" (الشورى : ٢٣). وقد صح عنه صلى الله عليه واله وسلم : "وَاللّٰهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي" (مسند الصحابة في الكتب التسعة والترمذي).

قال الامام الشافعي رحمه الله عنه :

يا اهل بيت رسول الله حبكم + فرض من الله فى القران انزله
يكفيكم من عظيم القدر انكم + من لم يصل عليكم لاصلوة له

وقد أكد رسول الله صلى عليه واله وسلم التمسك بالقرآن و أهل البيت كما رواه مسلم "انى تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به، وحث فيه ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي ثلاث مرات".

চতুর্থ পাঠ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহলে বায়েতের প্রতি মুহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নসব তথা বংশ সম্ভ্রান্ত, উচ্চ, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশ। অনুরূপ সকল নবি আপন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ বংশে প্রেরিত হয়েছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি বনি-আদমের উত্তম বংশে প্রেরিত হয়েছি। যুগের পর যুগ ধরে পিতৃ পরম্পরায়। অবশেষে ঐ যুগ যেখানে বর্তমানে আমি আছি" (বুখারি)।

তাঁর বংশধরগণও পবিত্র। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই হে আহলে বাইত, আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্র বস্তু দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে" (আহযাব ৩৩)। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহলে বায়াতকে মহান আল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। সুতরাং ইমানদারদেরও দায়িত্ব তাঁদেরকে মর্যাদা দেয়া ও মুহাব্বত করা। আর কেনই বা নয় যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "আপনি বলুন, আমি এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না, চাই শুধু আমার বংশধরদের প্রতি ভালবাসা" (শুয়ারা ২৩)। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "(হে আমার বংশধরগণ) আল্লাহর কসম! আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আমার সাথে তোমাদের বংশ সম্পর্কের কারণে কেউ তোমাদেরকে মুহব্বত না করলে তার অন্তরে ইমান প্রবেশ করবে না" (মুসনাদে সাহাবা ফিল কুতুবিত তিসয়া, তিরমিজি)। ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

"আহলে বাইতে রসুল ফরজ তোমাদের ভালবাসা
নাজিলকৃত কুরআন মাঝে তাইতো লেখা
তোমাদের প্রতি সম্মান শেষ হবার নয়
তোমাদের প্রতি দরুদ ছাড়া নামাজ নহি হয়।"

আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার উপর তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহে আলাইহ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, তথায় হেদায়াত ও নুর রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধর এবং গ্রহণ কর। তিনি আল্লাহর কিতাব বিষয়ে অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর বললেন, আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি", একথা তিন বার বললেন।

الدرس الخامس: أهمية الصلوة والسلام علي النبي صلي الله عليه وسلم عند الدعاء

قال الله تعالى : "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الأحزاب : ٥٦). قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (السنن الكبرى للنسائي).

فالصلاة عليه امرنا الله تعالى بها كما امرنا بسائر العبادات لكن الله أثر لنفسه الصلوة علي نبيه صلى الله عليه واله وسلم فقط دون سائر الاعمال فهذا دليل واضح على ان الصلوة والسلام على نبيه صلى الله عليه واله وسلم مما يحبه الله تعالى فالأعمال بما يحبه الله يقبله الله، ولذالك جعل الله تعالى الصلوة عليه في صلواتنا كلها وكذا عند الدعاء.

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وأله وَسَلَّمَ ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سَلْ تُعْطَهْ" (سنن الترمذي)، وعن على رضى الله عنه قال : "ما من دعاء الا بينه وبين الله حجاب حتى صلي على النبي وآله، فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب، ودخل الدعاء، وإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء" .(الديلمي، كنز العمال).

পঞ্চম পাঠ : দোআর সময় দরুদ শরিফ পাঠ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাগণ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর সালাত (দরুদ) পড় এবং তা'জিমের সাথে সালাম পেশ কর" (আহযাব ৫৬)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাজিল করবেন, দশটি গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে দিবেন, তার মর্যাদা দশ গুণ উন্নত করবেন" (সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি)।

আল্লাহ পাক যেভাবে আমাদেরকে অন্যান্য সকল ইবাদত-বন্দেগি করার নির্দেশ দিয়েছেন অনুরূপভাবে প্রিয় নবির উপর দরুদ পড়ার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য অন্যান্য সকল আমল থেকে শুধুমাত্র তার নবির উপর সালাত প্রেরণকে বেছে নিয়েছেন।

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রিয় আমলের মধ্যে অন্যতম। আর আল্লাহ তাআলার পছন্দের আমলসহ যে আমল করা হয় তা তিনি কবুল করেন। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল সালাতের মধ্যে তাঁর প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে দোআর মধ্যেও দরুদ পাঠের গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি সালাত আদায় করছিলাম আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একত্রে বসা ছিলেন। আমি তাদের সাথে বসেই

আল্লাহ তাআলার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা শুরু করলাম। এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়ছিলাম। এরপর নিজের জন্য দোআ করলাম। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে" (সুনানে তিরমিজি)। এ প্রসঙ্গে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত হাদিসটি অত্র হাদিসের কাছাকাছি মর্ম বহন করে, আর তা হল, যে কোনো দোআ ও আল্লাহর মাঝে পর্দা থাকে যতক্ষণ না নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর দরুদ পড়া হয়। যখন দরুদ পড়া হয় পর্দা ছিন্ন হয় এবং দোআ আল্লাহর দরবারে প্রবেশ করে। আর যদি দরুদ পড়া না হয় দোআ ফিরে আসে (কবুল হয়না) (দায়লামী, কানযুল উম্মাল)। তাই আমাদের উচিত দোআর পূর্বে সালাত ও সালাম পেশ করা।

الدرس السادس : نزول سيدنا عيسي عليه السلام

قال الله تعالى فى حق عيسى عليه السلام : " وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ" (النساء : ١٥٧). قال تعالى : " بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء : ١٥٨). فهو حي رفعه الله حيًّا الى السماء الثانية وسينزل الى الأرض، وان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : " يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً عَادِلاً وَحَكَماً مُقْسِطاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وفي رواية وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُعَطِّلُ الْمِلَلَ حَتَّى يُهْلِكَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الإسلام وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْإِبِلُ مَعَ الْأُسْدِ جَمِيعًا وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ وَالْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ" (مسند أحمد).

وروى ابن عساكر انه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابى بكر وعمر فى الحجرة النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا" (مسند احمد والبخاري). قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ" (البخاري)، وعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "من ادرك منكم عيسى بن مريم فليقرأه منى السلام" (المستدرك ومصنف ابن ابي شيبة).

ষষ্ঠ পাঠ : সা'ইয়িদুনা ইসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ

হজরত ইসা আলাইহিস সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তারা তাঁকে হত্যাও করেনি আর শূলেও চড়ায় নি বরং তাদের কাছে (অন্য একজনকে তাঁর সাদৃশ করে দেয়া হয়েছে” (নিসা ১৫৭)। আল্লাহ তাআলা বলেন, “বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন” (নিসা ১৫৮)। সুতরাং তিনি জীবিত, আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর অচিরেই তিনি পৃথিবীতে নেমে আসবেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ ইসা (আলাইহিস সালাম) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফগার বিচারক হয়ে (আসমান থেকে) নেমে আসবেন। অতঃপর ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, অন্য বর্ণনায় আছে, কর রহিত করবেন এবং বাতিল ধর্মসমূহ দূরীভূত করবেন। ফলে তাঁর আমলে ইসলাম ছাড়া সব বাতিল ধর্ম নস্যাত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাঁর যমানায়ই চরম মিথ্যুক ও এক চোখ অন্ধ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। জমিনে শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করবে। এমনকি উট সিংহের সাথে, চিতাবাঘ গাভীর সাথে, নেকড়ে বাঘ বকরীর সাথে, শিশু কিশোররা সাপ-বিচ্ছুর সাথে খেলা-ধূলা করবে অথচ কেউ কারো ক্ষতিসাধন করবে না। আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত হজরত ইসা আলাইহিস সালাম জমিনে থাকবেন। এরপর তাঁর ইন্তেকাল হবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাজা নামাজ পড়বেন এবং তাঁর দাফন সম্পন্ন করবেন” (মুসনাদে আহমদ)। ইবনে আসাকের বর্ণনা করেন, তাঁকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হজরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পার্শ্বে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মোবারকে দাফন করা হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ করে বলছি. অতি সত্বর তোমাদের নিকট মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পুত্র ন্যায় নিষ্ঠাবান শাসক হিসেবে আগমন করবেন” (মুসনাদে আহমদ, বুখারি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমাদের তখন কেমন লাগবে যখন মরিয়ম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পুত্র তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং ইমাম হবে তোমাদের (উম্মতে মুহাম্মদিয়ার) থেকে” (বুখারি)। হজরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর পুত্র ইসা (আলাইহিস সালাম) কে পাবে সে যেন তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানায়” (আল মুসতাদরাক, মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা)।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। خاتم النبيين মানে-

ক. নবির মোহর
খ. সর্বশেষ নবি
গ. সর্বশ্রেষ্ঠ নবি
ঘ.নবির আদর্শ

২। নবিগণ কবরে কী করছেন ?

ক. নামাজ পড়ছেন
খ. বিচরণ করছেন
গ. কুরআন পড়াচ্ছেন
ঘ. কান্নাকাটি করছেন

৩। হজরত ইসা (আলাইহিস সালাম) আগমন করে -

i. দাজ্জাল ধ্বংস করবেন
ii. উম্মতে মুহাম্মদির নেতৃত্ব দিবেন
iii. রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইলিয়াছুর রহমান একজন শিক্ষার্থী। সে বলল আমার ধারণা, মেরাজের ঘটনা একটি কাল্পনিক স্বপ্নের বর্ণনা।

৪। ইলিয়াছুর রহমানের বক্তব্য কেমন?

ক. অসত্য
খ. কাল্পনিক
গ. ধারণাপ্রসূত
ঘ. সঠিক

৫। ইলিয়াছুর রহমানের জন্য উচিত হচ্ছে –

i. তওবা করে সঠিক পথে আসা

ii. তার বক্তব্য প্রচার করা

iii. উক্ত বক্তব্যে সুদৃঢ় থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. ii ও iii	ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

হায়াতুন্নবি নামক বইয়ের শিরনাম দেখে আশরাফুল বলল, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবি নন। কারণ তিনি মারা গেছেন। তার কথা শুনে ইমরান বলল, তোমার কথা কুরআন হাদিস পরিপন্থী।

ক. হায়াতুন্নবি কাকে বলে?

খ. "চাই শুধু আমার বংশধরদের প্রতি ভালবাসা" ব্যাখ্যা কর?

গ. আশরাফুলের বক্তব্য কুরআন হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমরানের বক্তব্য পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

الباب الرابع: الإيمان بالكتب

صيانة القرآن عن التحريف

انزل الله تعالى علي الأنبياء كتبا وصحفاً كالتوراة على سيدنا موسىٰ عليه السلام والإنجيل على عيسيٰ عليه السلام والزبور على داود عليه السلام والقرآن كتاب الله الذى لا كتاب بعده انزل على نبينا محمدٍ صلى الله عليه واله وسلم الذى لانبي بعده فهو خاتم النبيين كما ان القرآن اخر الكتب السماوية فالقرآن باق على حاله ما بقيت الدنيا لايتبدل حرف منه ولاحركة انزله الله تعالى وذالك لأنه بحفظ الله تعالى حيث قال : " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (الحجر : ٩). وقال تعالى : " لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ (يونس : ٦٤). وانه لكتاب عزيز : " لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت : ٤٢). وقد تمت عناية الهية بالقرآن حيت تحدى من خالفه من الكفار والمشركين بقوله : " وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا" (البقرة : ٢٣ ، ٢٤). فالقران هوالخالد الى ابد الدهر، الجديد الذى لا تبلى جدته مهما تقدم الزمان انزله الله : "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" (إبراهيم : ١). ويهديهم الى الحق ويسلك بهم طريق الرشاد فلا سبيل الا التمسك به قال تعالى : "وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ" (الزخرف : ٤٤). وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "تَرَكْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ لنْ تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما : كتابَ الله ، وسنّة رسولِهِ" (الموطأ لامام مالك رحمه الله، جامع الأصول في أحاديث الرسول)

চতুর্থ অধ্যায় : ইমান বিল কুতুব

বিকৃতি থেকে কুরআনের সুরক্ষা

২০১৫ আল্লাহ তাআলা নবিদের উপর ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন- হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর তাওরাত, হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর ইঞ্জিল এবং

হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর জাবুর নাজিল করেন। আর কুরআন আল্লাহর এমন কিতাব, যার পর আর কোনো কিতাব নাজিল হবে না- তা আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাজিল করা হয়েছে। যার পরে আর কোনো নবি নেই। তিনিই শেষ নবি। কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। যত দিন পর্যন্ত পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন অবিকৃত অবস্থায় টিকে থাকবে। তার একটি হরকত কিম্বা সাকিনও পরিবর্তন হবে না যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের হিফাজতের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, “আমিই পবিত্র স্মারকগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আর আমি নিজেই তা সংরক্ষণ করবো” (হিজর-৯)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহর বাণীতে কোনো রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন আসে না” (ইউনুস-৬৪)। ইরশাদ হচ্ছে, “আর এটা সম্মানিত কিতাব যার সামনের দিক থেকে কিংবা পিছনের দিক থেকে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। প্রশংসিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ” (ফুসসিলাত-৪২)। কুরআন সম্পর্কে ঐশী গুরুত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে-যেহেতু কুরআন তার প্রতিপক্ষ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, “আমি আমার প্রিয় বন্ধুর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাক, তবে তার (কুরআনের) সাদৃশ্য একটি মাত্র সুরা তোমরা প্রস্তুত কর। আর (এ কাজের জন্য) তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সহযোগিদের আহবান কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা করতে না পার। আর তোমরা তো তা কষ্মিণকালেও করতে পারবে না” (বাকারা ২৩-২৪)। অতএব, কুরআন কালোত্তীর্ণ, চিরন্তন, চির নতুন। কালের আবর্তনে তার নতুনত্ব পুরাতন হয় না। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনে সত্যের দিশা দিতে এবং সঠিক পথে চালাতে মহান আল্লাহ তা নাজিল করেন। সে কারণে পবিত্র কুরআন আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। যেমনটি তিনি বলেছেন, “এটা আপনার জন্য নসিহত এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য-যা তারা অচিরেই বুঝতে পারবে” (যুখরুফ ৪৪)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কখনও পথ-ভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ” (মুয়াত্তা মালেক, জামিয়ুল উসুল ফী আহাদিসুর রসুল)।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। তওরাত নাজিল হয় কার উপর ?

ক. হজরত আদম আলাইহিস সালাম
খ. হজরত নূহ আলাইহিস সালাম
গ. হজরত মুসা আলাইহিস সালাম
ঘ. হজরত ইসা আলাইহিস সালাম

২। পূর্ণাঙ্গ সংবিধান কোনটি?

ক. তওরাত
খ. যাবুর
গ. কুরআন
ঘ. ইঞ্জিল

৩। কুরআন মানুষকে দেখায় –

i. হেদায়েতের পথ
ii. উন্নতি, সমৃদ্ধির পথ
iii. সফলতার পথ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শাহেদ একজন আলেম, তিনি মনে করেন কুরআনই একমাত্র কিতাব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অন্য সব ভ্রান্ত ও বানানো।

৪। শাহেদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ?

ক. কুরআন ও হাদিস বিরোধী
খ. কুরআন ও হাদিস সমন্বিত
গ. কুরআন ও হাদিস সমর্থিত
ঘ. কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা কৃত

৫। শাহেদের করণীয় হচ্ছে -

i. তার সিদ্ধান্তে বলবৎ থাকা
ii. তার সিদ্ধান্ত পরিহার করা
iii. সঠিক জ্ঞান লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মঈন একজন লেখক কিন্তু আলেম নন। তার মতে রসুল (দ) হায়াতুন্নবি নন এবং শাফায়াতকারী নন। সেলিম তা শুনে বললেন, আপনি তো আলেম নন, আপনার এ বিষয়ে মন্তব্য করা বৈধ নয়।

ক. কুরআন পূর্ণাঙ্গ সংবিধান এ সম্পর্কে একটি আয়াত লিখ?
খ. হায়াতুন্নবি বলতে কি বুঝায় ? লিখ।
গ. মঈনের কথাটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বর্ণনা কর?
ঘ. সেলিমের কথাটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর?

الباب الخامس : الإيمان بالأخرة

الدرس الأول : عذاب القبر ونعيمه

عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنة قال الله تعالى : " يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ" (إبراهيم : ٢٧). نزلت في عذاب القبر. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حق المؤمن : "ثم ينادي مناد افرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة افتحوا له بابا الى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح فيأتيه من روحها وطيبها"، وفى رواية : المؤمن فى قبره في روضة خضراء ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاً ويضئ حتى يكون كالقمر ليلة البدر كذا في الإحياء للغزالي واماالكافر فيقال له افرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها" (رواه احمد وابوداود والترمذي). فيقال للارض التئمى عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذالك. ولذا امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتعوذ من عذاب القبر وكان يقول نفسه : اَللّٰهُمَّ انى اعوذ بك من عذاب القبر (البخاري)، ويبكي سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه عن عذاب القبر، فسال اصحابه. لما تبكي يا امير المؤمنين قال القبر اول منزل من منازل الآخرة، فمن نجامنه فما بعده ايسر منه ومن لم بنج فما بعده اشد منه.

পঞ্চম অধ্যায় : ইমান বিল আখেরাত

প্রথম পাঠ : কবরের শাস্তি ও পুরস্কার

কবরের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা পবিত্র কুরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এই আয়াতটি কবরে শাস্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন, অতঃপর একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে, তোমরা তার জন্য জান্নাতি বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। এরপর তার জন্য জান্নাতি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাত উন্মুক্ত করে দেয়া হবে ফলে তার কাছে জান্নাতের শান্তি ও

১০২৫

সুবাস আসতে থাকবে। আরেক বর্ণনায় আছে, মুমিন তার কবরে সবুজ বাগানে থাকবে। তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হবে এবং এমন আলোকিত করা হবে যেন পূর্ণ চাদনী রাতের চাঁদ (এহইয়াউ উলুমিদ্দিন)। পক্ষান্তরে, কাফেরকে বলা হবে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামি পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। ফলে তার কাছে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকবে" (আহমাদ, আবু দাউদ), ইমাম তিরমিজি রহমাতুল্লাহ আলাইহির অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর জমিনকে বলা হবে, তার জন্য সংকুচিত হয়ে মিলিত হয়ে যাও (অর্থাৎ সজোরে চাপ দাও) ফলে জমিন তাকে নিয়ে এমন চাপ দেবে যে তার হাড়গুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ এক পাশের হাড় অন্য পাশে চলে যাবে)। আর আল্লাহ তাআলা তাকে ঐ কবর থেকে পুনরুত্থিত করার আগ পর্যন্ত সেখানে বিরামহীনভাবে শাস্তি পেতেই থাকবে। এ কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ কামনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজেও পানাহ চাইতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব হতে পরিত্রাণ চাই" (বুখারি)। হজরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কবরের আযাবের ভয়ে কাঁদতেন। তাঁর সাথী সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করলেন "হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কাঁদেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, কবর আখেরাতের প্রথম মনযিল, যে এ মনযিলে নাজাত পাবে পরবর্তী মনযিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর যে এ মনযিলে নাজাত পাবে না পরবর্তী মনযিলসমূহ তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে"।

الدرس الثاني : البعث

البعث بعد الموت حق يشهد به القرآن حيث قال تعالى : "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ . قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (يس : ٥١ ، ٥٢)." عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى قَالَ أَمَا مَرَرْتَ بِأَرْضٍ مِنْ أَرْضِكَ مُجْدِبَةٍ ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصَبَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذٰلِكَ النُّشُورُ" (أحمد). وفى رواية " عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ" (احمد ومسلم)

দ্বিতীয় পাঠ : পুনরুত্থান

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং রসুলগণ সত্যই বলেছিলেন।" (ইয়াসিন: ৫১-৫২) ইমাম আহমাদ

রহমাতুল্লাহে আলাইহি আবু রাজিন উকাইলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃতদেরকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে পুনরুত্থান করবেন? (জবাবে) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তুমি কি কখনও কোনো শুষ্ক প্রান্তর অতিক্রম করেছো? তারপর ঐ ভূমি সতেজ শ্যামল হওয়ার পর কি তুমি তা পুনরায় অতিক্রম করেছো? আমি বললাম জি হ্যাঁ। এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনটাই পুনরুত্থান” (আহমদ)। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে সে অবস্থায়ই সে উত্থিত হবে (আহমদ ও মুসলিম)।

الدرس الثالث : أحوال يوم الحشر

وقال الله تعالى : "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ" (الأنعام : ٣٨). وقال الله تعالى : "وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا" (الكهف : ٤٧). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ"(متفق عليه)، وفى رواية " يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ" (متفق عليه)، وفى رواية قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "يحشر الناس يوم القياية على ثلاثة اصناف ركبانا ومشاةً وعلى وجوههم" (الترمذي).

তৃতীয় পাঠ : হাশর দিনের অবস্থা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রাণী আছে এবং ডানায় ভর করে উড্ডয়নশীল যত পক্ষীকূল রয়েছে তা তো সবই তোমাদের মত এক প্রজাতী। আরো ইরশাদ হচ্ছে, “আমি কোনো কিছুই বাদ দেইনি (বরং সবই বর্ণনা করেছি)। অবশেষে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমীপে সমবেত (হাশর) করা হবে” (আনআম ৩৮)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “আমি তাদেরকে একত্রে সমবেত (হাশর) করাব। আর তাদের কাউকে ছেড়ে দেব না” (কাহাফ ৪৭)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে পরিচ্ছন্ন থালা সদৃশ স্বচ্ছ ও শুভ্র জমিনে যার মধ্যে কারো কোনো প্রতীকী চিহ্ন থাকবে না”(মুত্তাফাকুন আলাইহি)। অন্য বর্ণনায় আছে “কিয়ামতের দিন মানুষ এত বেশি ঘর্মাক্ত হবে যে

তাদের ঘাম গিয়ে সত্তরগজ পর্যন্ত দাড়াবে। তাদেরকে লাগাম পরানো হবে যা তাদের থুতনিকে বেষ্টিত করবে” (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। ইমাম তিরমিজির অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন মানুষকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে সমবেত করা হবে, আরোহী অবস্থায়, পদব্রজ অবস্থায় এবং চেহারার উপর ভর করা অবস্থায়”।

الدرس الرابع : الكتاب

ان الكتاب حق نطق به القران وشهدت به السنة قال تعالى : " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ" (الانفطار : ١٠ - ١٢). وقال تعالى : "هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ" (الجاثية : ٢٩). وقال تعالى : "وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ" (الزخرف : ٨٠)، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : قال الله تعالى : اذا هَمَّ عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه، فان عملها فاكتبوها عليه سيئة واذا هَمَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فان عملها فكتبوها عشرا. وجاء فى التفاسير المعتبرة: اثنان عن اليمين و عن الشمال يكتبان الاعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان اخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد امامه فهو بين اربعة ملائكة بالنهار واربعة اخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان ويوتى كتاب العمل يوم الحشر، ويقال له " اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا" (الإسراء : ١٤)

চতুর্থ পাঠ : আমলনামা

আমলনামা সত্য। কুরআনে যার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং হাদিসে যার সাক্ষ্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে সংরক্ষণকারী সম্মানিত লেখকগণ রয়েছেন। তোমরা যা কর তা তাঁরা জানেন” (আল-ইনফিতার:১০-১২)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “এটা আমার কিতাব যা সত্য বলে” (যাছিয়া-২৯)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আমার ফেরেস্তাগণ তাদের কাছে লিখতে থাকে” (যুখরুফ-৮০)। আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার বান্দা যখন অন্যায় কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করবে তখনই তার গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যদি অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে তবে তার আমলনামায় একটি গুনাহ লিখে দিবে। আর যদি আমার বান্দা কোনো নেক আমল সম্পাদনের সংকল্প করেছে কিন্তু তা সম্পাদন করেনি তবুও তার আমলনামায় একটি সওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর যদি সে ঐ আমলটি

সম্পাদন করে তবে তার আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখে দেওয়া হবে”। তাফসিরসমূহের মধ্যে এসেছে বান্দার ডানে ও বামে ২জন (ফেরেশতা) আমল লিখে রাখেন। ডান পাশের জন নেক আমল লিখেন আর বাম পাশের জন বদ আমল লিখেন। আর ২জন ফেরেশতা তাকে সংরক্ষণ ও পাহারাদারের কাজে নিয়োজিত থাকেন। একজন তার পিছন থেকে আর অপর জন তার সামনে থেকে পাহারা দেন। তাই সে, দিনে চারজন ও রাতে অপর চারজন ফেরেশতাদের মাঝে অবস্থান করেন, সংরক্ষণকারী ২জনের পরিবর্তে অপর সংরক্ষণকারী ২জন এবং আমলনামা লেখক ২জনের পরিবর্তে অপর আমলনামা লেখক ২জন। হাশরের দিন বান্দার আমলনামা তার হাতে দিয়ে বলা হবে, তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট” (আল-ইসরা:১৪)।

الدرس الخامس : العقيدة الصحيحة شرط لاعتبار العمل يوم الحساب

ان قبول الاعمال مشروط بصحة العقائد فإن الله تعالى اخر الاعمال الصالحة من الايمان الذى هو الاذعان فى آيات كثيرة والاذعان عبارة عن عقائد صحيحة على ان الله تعالى شرط الايمان للعمل الصالح حيث قال تعالى "من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" (الاية) فعلم ان العمل الصالح من العبد لايقبل عند الله الا اذا كان على عقيدة صحيحة و بفساد العقيدة تفسد الاعمال فلذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما أنا عليه وأصحابى فعلم من الحديث ان كون الاعمال صالحة مع افتراق الأمة على العقيدة الباطلة لايغني من جهنم شيئا كما قال صلى الله عليه واله وسلم فى القدرية الذين هم من الفرق الباطلة مجوس هذه الامة وقال ايضا صنفان من امتى ليس لهم من الإسلام نصيب القدرية والجبرية وقال فى الخوارج واهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، فعلينا ان نعمل بعقيدة صحيحة مع التعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى ورسوله.

পঞ্চম পাঠ : বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ ছাড়া হিসাবের দিন আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই

আমল কবুল হওয়ার জন্য আকিদার বিশুদ্ধতা শর্ত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা অনেক আয়াতে নেক আমলকে ইমানের পরে এনেছেন, الايمان এর অর্থ হল الاذعان। الاذعان বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করার নাম। উপরন্তু আল্লাহ তাআলা নেক আমলের জন্য ইমানের শর্তারোপ করেছেন। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ নারী হোক পুরুষ হোক ইমানদার অবস্থায় যথাযোগ্যভাবে কর্ম সম্পাদন করবে, আমি তাকে পবিত্র, উন্নত, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল জীবন দান করব।" বুঝা গেল যে, বিশুদ্ধ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ছাড়া বান্দার নেক আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। আর অশুদ্ধ আকিদার কারণে নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দল ছাড়া অন্য সব দল জাহান্নামি হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে জান্নাতি দল কোনটি? জবাবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পথ ও মতের উপর আমি এবং আমার সাহাবিরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, সে পথ ও মতের অধিকারী দলটিই জান্নাতি দল। সুতরাং হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, আমল নেক হলেও বাতিল আকিদা বিশ্বাসের কারণে সে আমল কাজে আসবে না। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল কদরিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, তারা উম্মতের অগ্নিপূজক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'ধরনের সম্প্রদায় রয়েছে। ইসলামে তাদের কোনো হিসসা নেই। তারা হল, কদরিয়া ও জবরিয়া। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হস্ত মোবারক দ্বারা ইরাকের দিকে ইঙ্গিত করে খারেজি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন, সেখান থেকে একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছবেনা। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হয়ে যাবে যেভাবে তীর তার ধনুক হতে বের হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহ ও তার প্রিয় রসুলের প্রতি তাজিম ও মুহব্বতের সাথে বিশুদ্ধ আকিদা - বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে নেক আমল করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। البعث অর্থ কী?

ক. পুনর্গমন খ. পুনঃপ্রচার
গ. পুনর্গঠন ঘ. পুনরুত্থান

২। আকিদার বিশুদ্ধতা দ্বারা কী হয়?

ক. আমল মাকবুল খ. আমল সুন্দর
গ. সওয়াব বৃদ্ধি ঘ. সৌন্দর্য বৃদ্ধি

৩। অশুদ্ধ আকিদার কারণে

i. নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়
ii. জান্নাতের পথে অন্তরায় হয়
iii. ইসলামে কোনো হিসসা থাকেনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আব্দুল করিম একজন ব্যবসায়ী। সে বলে আখেরাত ও পুরুত্থান বলতে কিছু নেই।

৪। করিমের বক্তব্য কিসের বিপরীত?

ক. ইমান খ. ইহসান
গ. ইসলাম ঘ. ইবাদত

৫। করিমের উচিৎ হচ্ছে -

i. কথা পরিবর্তন করা
ii. তার কথায় অটল থাকা
iii. তওবা করে সঠিক পথে আসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাহমুদ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে কারণ সে মনে করে কিয়ামত-হাশর অত্যন্ত কঠিন যাতে নিস্তার পাওয়া খুবই কষ্টকর। মাসুম বলল কিয়ামত, হাশর ও উত্তম আমল বলতে কিছুই নেই।

ক. الأعمال অর্থ কী?

খ. বিশুদ্ধ আকিদা কী? এ সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত লিখ?

গ. মাহমুদের কথাটি কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাসুমের বক্তব্যটি যুক্তিসহ যাচাই কর।

الباب السادس : الإيمان بالْقَدَر

الدرس الاول : معنى التقدير وأهميته فى العقيدة الإسلامية

التقدير من القدر ومعنى القدر تبيين كمية الشئ (المفردات) كما قال تعالى "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا" (الفرقان : ٢)، "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" (القمر : ٤٩). وفي الاصطلاح : هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر ومايحويه من زمان او مكان ومايترتب عليه من ثواب وعقاب، الايمان بالقدر جزء من اركان الايمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شي بقدر حتى العجز والكيس.(مسلم)

أهمية التقدير في العقيدة الإسلامية:

الايمان بالقدر فرض كالايمان بالله والرسول عليه السلام. كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر" (سنن الترمذي).

الخلق والامر والقضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى عقيدة من اصل التوحيد، فلذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلاتشهدوهم (احمد)، القدرية قوم يجحدون القدر فيقولون ان كل عبد من عباد الله خالق لفعله متمكن من عمله او تركه بارادة نفسه، فهم خرجوا من الايمان والإسلام وان صاموا وصلوا وزعموا انهم مؤمنون.

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইমান বিল কদর

প্রথম পাঠ : তাকদিরের পরিচয় ও ইসলামি আকিদায় এর গুরুত্ব

تقدير শব্দটি قدر থেকে উৎকলিত। কদর অর্থ কোনো বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেনঃ তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি সৃষ্টিকে যথার্থ অনুপাতে পরিমিত করেছেন (সুরা ফোরকান-২) আরো ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই আমি সকল বস্তু নির্ধারিত রূপে সৃষ্টি করেছি (সুরা কামার-৪৯) পারিভাষিক অর্থে তাকদির হল "সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার সবকিছুর স্থান ও কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া"।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস ইমানের অন্যতম রোকন। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "প্রত্যেক জিনিসই তাকদির অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও" (মুসলিম)।

তাকদিরের উপর ইমানের গুরুত্বঃ

তাকদিরের উপর ইমান আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইমান আনার মতই ফরজ। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোনো বান্দাই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না এই চারটি কথা বিশ্বাস করে, এ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসুল। তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুতে বিশ্বাস করবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে ও তাকদিরে বিশ্বাস করবে। (তিরমিজি)

সৃষ্টি, ক্ষমতা, ফয়সালা ও সবকিছুই নির্ধারিত আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ আকিদা আল্লাহর তাওহিদে বিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদিরে অবিশ্বাসিদের সম্পর্কে বলেছেন কদরিয়া (তাকদিরে অবিশ্বাসি) এই উম্মতের অগ্নি উপাসক সুতরাং এরা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যেয়ো না, শশ্রুষা কর না, এরা মারা গেলে এদের জানাজায় শরিক হয়োনা। (মুসনাদে আহমদ) অতএব যারা তাকদিরকে অস্বীকার করে বলে "সব কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহর বান্দাদের তারা নিজ ক্ষমতাই আমল করে, আবার নিজ ইচ্ছাই আমল ছেড়ে দেয়"। এ ধরণের আকিদা পোষণকারীরা নামাজ, রোজা করলেও ইমান ও ইসলাম থেকে খারিজ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করে।

الدرس الثاني : اقسام التقدير والربط بينه و بين التدبير

ينقسم التقدير على قسمين: الاول المبرم والثاني المعلق.

المبرم :ما هو مقدر من الله تعالى لاتبديل فيه، والمعلق و هو ما يتبدل بأسباب من الدعاء والعمل الصالح و غيرهما ، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لايزيد في العمر الا البر ولايرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الامام الاعظم : "اِنَّ

التَّكْلِيفَ اَمر بَيْنَ الْبَيْنِ لاجَبْرَ ولااقدر ولا كرْه ولاتَسْلِيْط". لامعارضة بين التقدير والتدبير. والله هو عالم الغيب والشهادة ويعلم ماكان ومايكون، فلذا هو قادر لتعيين كل شئ، ولكن نحن لانعلم ماذا كتب لنا. فعلينا السعي والعمل مع الخوف والرجاء ، لايرد القضاء الا الدعاء. فعلينا ان ندعو الله سبحانه وتعالى للخير والفلاح في حياتنا.

দ্বিতীয় পাঠ : তাকদিরের প্রকারভেদ ও তদবিরের সাথে তাকদিরের সম্পর্ক

তাকদির দুইভাগে বিভক্ত । যথা- (১) التقدير المبرم (মুবরাম) যা নির্ধারিত, কখনও পরিবর্তন হয় না। (২) التقدير المعلق (মুআল্লাক) যা দোআ, নেক আমল ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : নেক আমল দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায় আর দোআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আর ব্যক্তি তার গুনাহের কারণে তার জন্য নির্ধারিত রিজিক থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত হয়। (ইবনু মাজাহ)

ইমাম আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মানুষকে শরিয়ত পালনে দায়িত্বশীল (মুকাল্লাফ) করার বিষয়টি মাঝামাঝি ধরনের একটি বিষয়। এখানে যেমন পূর্ণাঙ্গ মজবুরি ও বাধ্যবাধকতা নেই, তেমনি পূর্ণ এখতিয়ার বা স্বাধীনতাও নেই"। তাকদির ও তদবিরের কোনো বৈপরিত্য নেই। আল্লাহ অদৃশ্য ও দৃশ্যমান যা ঘটছে এবং যা ঘটবে সব কিছু জানার কারণে সব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব। আর আমরা জানিনা যে আমাদের জন্য কি লেখা আছে। তাই আমদেরকে ভয় ও আশা উভয় মনে স্থান দিয়ে চেষ্টা করা ও আমল করা কর্তব্য। দোআ ছাড়া নির্ধারিত ফয়সালার পরিবর্তন হয় না। অতএব আমাদের উচিত কল্যাণ ও সফলতার জন্য দোআ করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. تقدير শব্দটি উৎকলিত?

ক. المقدر
খ. قدر
গ. قدار
ঘ. قدير

২. তাকদির কত প্রকার?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

৩. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা-

i. মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত
ii. অস্বীকার করা মানে দীন অস্বীকার করা
iii. সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের উর্ধ্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ-

মামুন দাখিল দশম শ্রেণির ছাত্র। সামনে পরীক্ষা, সে ঠিকমত পড়া লেখা করে না। সে বলে- আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

৪. মামুনের উক্তিটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে-

ক. সঠিক
খ. ভ্রান্ত
গ. পছন্দনীয়
ঘ. প্রশংসনীয়

৫. এক্ষেত্রে মামুনের করণীয় হচ্ছে---

i. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা
ii. নিজের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া
iii. তাকদিরের কথা বলে বসে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

সাব্বির ও শাকিল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে পায়ে হেটে বাজারে যাচ্ছে। পথিমধ্যে সাব্বির রাস্তায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তখন সে শাকিলকে বলে- যদি আমি তোমার সাথে না আসতাম তাহলে দুর্ঘটনায় পতিত হতাম না। তার উত্তরে শাকিল বলল- এটা তোমার ভাগ্যে ছিল। মানুষের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। তখন সাব্বির বলল- আমিতো জানি মানুষের চেষ্টা ও দোআর মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

ক. تقدير এর পরিচয় দাও?

খ. تقدير সম্পর্কে একটি হাদিস লিখ?

গ. শাকিলের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শেষে বর্ণিত সাব্বিরের বক্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

الباب السابع : علم الولاية

الدرس الاول : تعارف الاولياء وفضائلهم وخصائصهم بضوء القرآن والسنة

الولى فعيل بمعنى الفاعل للمبالغة كالعليم والقديم معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية او فعيل بمعنى المفعول معناه من يتولاه الحق سبحانه وتعالى كما قال تعالى " وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ" (الأعراف : ١٩٦)"، وقد جاء فى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "هم قوم اذا رؤوا ذكر الله وقال تعالى : "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ" (يونس : ٦٢ ، ٦٣)، وقد ورد فى الحديث : "وهم قوم لا يشقى بهم جليسهم" (مسلم). وقال ابو على شقران رحمه الله شيخ ذى النون المصرى رحمه الله ان الزاهد فى الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث ادرك ولباسه ما ستر والخلوة مجلسه والقران حديثه والله أنيسه والذكر رفيقه والزهد قرينه والصمت محبته والخوف محجته والشوق مطيته والنصيحة همته والاعتبار فكرته والصبر وسادته والتراب فراشه والصديقون اخوانه والحكمة كلامه والعقل دليله والحلم خليله والتوكل كسبه والجوع ادامه والله عونه. خاصيته اجراء احكام كتاب الله وسنة رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولايخاف لومة لأئم ولا يخشى الا الله.

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইলমুল বেলায়েত

প্রথম পাঠ : কুরআন সুন্নাহর আলোকে অলিগণের পরিচয়, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

الولى অলি শব্দটি **فعيل** ওযনে **فاعل** অর্থে ইসমে ফায়েল মুবালাগা থেকে এসেছে। যেমন- **العليم** ও **القديم** শব্দদ্বয়। অর্থ: যার পুণ্যময় কাজের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোনো নাফরমানির অনুপ্রবেশ করেনি। অথবা তা **فعيل** ওযনে **المفعول** অর্থে এসেছে, যার অর্থ: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তিনি (আল্লাহ) সৎকর্মশীলদের বন্ধু বানিয়ে নেন” (আ'রাফ ১৯৬)। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি

ইরশাদ করেন, তারা এমন ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ তাআলা অলিগণের উচ্চ মর্যাদার কথা ব্যক্ত করে ইরশাদ করেন, মনোযোগের সাথে শোন! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিদের ভবিষ্যতের কোনো ভয় নেই এবং তারা অতীতকর্মের জন্য শঙ্কিতও হবেনা। যারা ইমান এনে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। হাদিসে এসেছে, তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মজলিশে কেউ বঞ্চিত হয় না (মুসলিম শরিফ)। জুন্নুন মিসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহের শায়খ হজরত আবু আলি শুকরান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন "আল্লাহর অলি (জাহিদ) ঐ ব্যক্তি যার খাদ্য তাই হয় যেটুকু সে পায়, যেখানে জায়গা পায় সেখানেই তার আবাসস্থল, সতর আবৃত করতে পারে এতটুকু বস্ত্রই তার পোশাক, নির্জনস্থান যার মজলিস, কুরআন যার আলাপ আলোচনা, আল্লাহই যার প্রিয়, জিকির যার সঙ্গী, সংসার ত্যাগ যার সাথী, নিরবতা যার প্রেম, আল্লাহর ভয় যার চলার পথ, আগ্রহ- উদ্দীপনা যার বাহন, কল্যাণকামিতা যার স্পৃহা, শিক্ষাগ্রহণ করা যার চিন্তা-চেতনা, ধৈর্য যার বালিশ, মাটি যার বিছানা, সিদ্দিকগণ যার ভ্রাতা, প্রজ্ঞা যার কথা, বুদ্ধি যার নির্দেশক, বিচক্ষণতা যার বন্ধু, তাওয়াক্কুল যার পাথেয়, উপবাস যার আহার্য এবং আল্লাহ যার সাহায্যকারী। আল্লাহর অলিগণের বৈশিষ্ট্য হল "আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা, নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা।

الدرس الثانى : أهمية صحبة الصالحين فى حياة المؤمن

الصحبة مؤثرة فى حياة الانسان وصحبة الصالحين وسيلة لاصلاح النفس والروح من العقيدة الباطلة و من الأعمال الذميمة. قال الله تعالى : "وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة : ٤٣). وقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"(التوبة : ١١٩). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "قال لقمان لابنه يا بنى عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فان الله تعالى يحي القلب الميتة بنور الحكمة كما يحي الارض بوابل المطر".

قال الغزالي رحمة الله عليه فى شرح قوله عليه السلام : "هم قوم لايشقى جليسهم" فاذا صحبتهم عددت منهم وحبست معهم وفزت بسبب صحبتهم، وقال الغزالي ايضا : يلزم ان يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عنه الاخلاق المذمومة ويضع مكانها الاخلاق المحمودة ومعنى التربية ان يكون المربى كالمزارع الذى يربي الزرع فكلما راى حجرا اونباتا مضرا للزرع قلعه وطرحه خارجا ويسقى الزرع مرارا الى ان ينمو ويتربى ليكون احسن من

غيره واذا علمت ان الزرع محتاج الى المربي علمت انه لا بد للسالك من مرشد مرب البتة لان الله تعالى ارسل الرسل عليهم السلام للخلق ليكونوا أدلاء لهم ويرشدوهم الى الطريق المستقيم وبعد انتقال المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الى الدار الاخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا ليدلوا الخلق الى طريق الله وهكذا الى يوم القيامة فالسالك لا يستغنى عن المرشد البتة. قال تعالى : "وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ" (لقمان : ١٥)و أيضا قال الله تعالى : قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا (الكهف : ٦٦)

দ্বিতীয় পাঠ : মুমিনের জীবনে বুযুর্গদের সোহবতের গুরুত্ব

সোহবাত মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। সালেহিন তথা আল্লাহর অলিদের সান্নিধ্য বাতিল আকিদা ও মন্দ আমল থেকে মানুষের আত্মা ও মন-মানসিকতা পরিশুদ্ধ করে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন “তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর” (বাকারা ৪৩)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সাথী হয়ে যাও ” (তওবা ১১৯)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “হজরত লোকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে নসিহত করে বলেছেন, হে বৎস! তোমার কর্তব্য হল আলেমগণের মজলিসে বসা। আর তুমি হাকিম তথা বিজ্ঞজনের কথা শোন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মৃত অন্তরকে হেকমতের নুর দ্বারা এমনভাবে জীবিত করেন, যেভাবে শুষ্ক জমিন মুষলধারে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবিত হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, “তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মজলিশ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না”। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তুমি তাদের সাহচর্য গ্রহণ করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে ও তোমাকে তাদের সাথে রাখা হবে এবং তাদের সংস্পর্শের কারণে তোমাকে সফলতা প্রদান করা হবে। ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহি আরও বলেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য তাকে সুপথে পরিচালিত করার লক্ষে একজন পথ প্রদর্শক এবং মুরব্বি থাকা অবশ্যক, যিনি তার থেকে নিন্দনীয় গুণাবলি দূর করে সে স্থলে প্রশংসিত চরিত্রাবলি সংস্থাপন করতে পারেন। আর পরিচালনা বলতে ঐ মুরব্বির তত্ত্বাবধানকে বুঝায় যার কর্ম পদ্ধতি এমন কৃষকের ন্যায় যে, শষ্য পরিচর্যা করে। যখনই সে শষ্যে ক্ষতিকর কোনো প্রস্তর বা আবর্জনা দেখে, তখনই তা উপড়ে বাহিরে ফেলে দেয় এবং শষ্য বড় ও সুষম হওয়া পর্যন্ত বার বার তাতে পানি সিঞ্চন করে যাতে তা অন্যের চেয়ে বেশি সুন্দর হয়। যখন তুমি বুঝতে পারলে যে শষ্যের জন্য পরিচর্যাকারী দরকার আছে, তখন তুমি তাও জানতে পারলে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথের পথচারীর জন্যও একজন পরিচালক অবশ্যই দরকার আছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছে অনেক রসুল প্রেরণ করেছেন যাতে তারা তাদেরকে পথ নির্দেশ করতে পারে এবং তাদের কে সরল সোজা পথে পরিচালিত করতে পারে। হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইনতেকাল হওয়ার পরে খোলাফায়ে রাশেদিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যাতে তারা সৃষ্টিকে (মানুষ জাতিকে) আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারেন। আর এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত ওয়ারেশে নবি, সালেহিন, অলিগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অন্বেষণকারী ব্যক্তির অবশ্যই পথ প্রদর্শকের দরকার হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তাদের পথ অনুসরণ কর যারা আমার দিকে নিবিষ্ট হয়েছে” (লোকমান ১৫)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, মুসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন। এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? (কাহফ, ৬৬)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। الولى শব্দটি-

ক. اسم فاعل খ. اسم فاعل مبالغة

খ. اسم نائب فاعل ঘ. اسم مصدر

২। সোহবত মানব জীবনে

ক. প্রভাব ফেলে খ. প্রখর করে

গ. সুন্দর করে ঘ. শান্তি আনে

৩। তারা এমন সম্প্রদায় যাদের মজলিশ থেকে কেউ

ক. বঞ্চিত হয় না খ. বের হয় না

গ. পৃথক হয় না ঘ. শান্তি আনে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মাসুদ একজন চাকুরিজীবী। সে মনে করে সকল মুমিন সমান। الـولى বলতে আলাদা কোনো মর্যাদা নেই।

৪। মাসুদের কথা কিসের সাথে সাংঘর্ষিক?

ক. কুরআন ও হাদিস খ. ইজমা কিয়াস

গ. আল্লাহর বাণী গ. রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী

৫। এমতাবস্থায় তার কি করা উচিত

i. এই বক্তব্য প্রত্যাহার করা
ii. তওবা করে সঠিক জ্ঞান লাভ করা
iii. তার কথা থেকে ফিরে আসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সুলতান সাহেব একজন দীনদার ব্যক্তি কিন্তু তিনি মনে করেন ইলমে বেলায়েত ও সালেহীনদের সাহচর্যের কোনো প্রয়োজন নেই। এই কথা শুনে মাসুদ বলল আপনার চিন্তা ধারণা ঠিক নয়।

ক. ইলমুল বেলায়াত কাকে বলে?

খ. "তারা এমন ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়" ব্যাখ্যা কর?

গ. সুলতান সাহেবের কথা কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর

ঘ. মাসুদ সাহেবের কথাটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর?

القسم الثانى : الفِقْه

الفصل الاول : تاريخ علم الفقه

الدرس الاول : معنى الفقه وضرورته

الفقه لغة العلم والكشف والفطنة والفهم، ومنه قوله تعالى: " يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ (هود : ٩١)" وفى الاصطلاح على ماعرفه الإمام ابو حنيفة رحمة الله عليه : "انه معرفة النفس ما لها وما عليها" وعرفه الإمام الشافعى رحمة الله عليه: بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية والمراد بالادله التفصيلية القران والسنة والاجماع والقياس ويظهر مما عرفه الشافعى رحمة الله عليه ان الفقه مما يتعلق بحياة الانسان العملية من العبادات والمعاملات مثل الصلاة والزكوة والصوم والبيع والشراء وغيرها فالمسلم اذا اراد ان يعمل بشئ من الاعمال يحتاج الى حكمه وكيفيته وهذا الحكم وتلك الكيفية من موضوعات الفقه، والفقيه امين على هذه الامور وقد قال تعالى : " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" (التوبة : ١٢٢). وجاء فى الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه".

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিক্‌হ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইলমে ফিকহের ইতিহাস

প্রথম পাঠ : ফিকহের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

فقه এর আভিধানিক অর্থ হল : জানা, উদঘাটন করা, বিচক্ষণতা, বুঝা। আল্লাহর বাণীর মাঝে এ শব্দের প্রয়োগ হল:- **ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول** অর্থ “হে শুয়াইব তোমার অধিকাংশ কথাই আমরা বুঝিনা।” ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফিকহের যে সংজ্ঞা প্রদান করেন সে মতে, ফিকহ হল আত্মার উপকারী ও অপকারী বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আর ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফিকহকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেন তা হলো: “ বিশদ দলিলসমূহের মাধ্যমে

লব্ধ শরিয়তের আমলযোগ্য বিধানের জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে।” বিশদ দলিল প্রমাণ (الادلة التفصيلية) দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহির সংজ্ঞা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ফিকহ মানুষের আমলি জিন্দেগি তথা ইবাদত ও লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমনঃ নামাজ, রোজা, জাকাত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। মুসলমান কোনো আমল করতে ইচ্ছা করলে তাকে সে আমলের বিধান ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা দরকার হয়। আর আমলের এ বিধান ও পদ্ধতি ফিকহের আলোচ্য বিষয়াবলির অন্যতম। আর ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক গোষ্ঠি থেকে একটি ক্ষুদ্রদল কেন এ উদ্দেশ্যে বের হয় না যে, তারা দীনের বুৎপত্তি অর্জন করত তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে তাদের কে বিধানাবলি সম্পর্কে সতর্ক করবে। যাতে তারা সর্তক হতে পারে”। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ রয়েছে, আর এ দীনের স্তম্ভ হল ফিকহ।”

الدرس الثانى : الأئمة الأربعة وخدماتهم في علم الفقه

الامام أبو حنيفة رحمه الله عليه:

هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة ثمانين، وذهب أبو ثابت بابنه ثابت الى سيدنا علي رضى الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته فنال أبو حنيفة ما نال من الدرجات الرفيعة بسبب ذلك الدعاء وكان خزازا يبيع ثياب الخز في الكوفة ثم مال الى الفقه وكان حسن الوجه حسن المجلس سخيا ورعا ثقة لا يحدث الا بما يحفظ سلم له حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس وجودة الفقه والامامة فيه. لقى انس بن مالك لما قدم بالكوفة فلذا عده اكثر العلماء من التابعين، وقيل لقى غيره من الصحابة كعبد الله بن ابى اوفى رضى الله تعالى عنه. وروى عن خلق كثير كعطاء والشعبي وعكرمة وغيرهم رضوان الله تعالى كما روى عنه جم غفير من العلماء كالامام ابى يوسف محمد الشيبانى، والحافظ عبد الرزاق بن الهمام و عبد الله بن المبارك و ابي نعيم و الامام الأوزاعي و الامام الثوري وغيره من كبار العلماء والفقهاء الشهيرة رضوان الله تعالى عنه. واخذ الفقه ملأ كأسه ونشر الفقه فوق غيره حتى قال فيه الشافعي رحمة الله عليه الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة

رحمة الله عليه وقال ابن المبارك رحمة الله، افقه الناس ابو حنيفة رحمة الله عليه مارأيت فى الفقه مثله ومع انه اشتهر بالفقه كان اسند بالسند واحفظ بالحديث لان له صحبة مع كبار المحدثين من التابعين وله سكونة فى الكوفة التي هى مساكن كثير من الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه وله رحلة كثيرة الى مكة والمدينة والبصرة وهذه البلدان كانت مراكز للحديث والعلوم الشرعية، وله مولفات عديدة، منها المسند للإمام الأعظم، الفقه الاكبر، كتاب الاثار، كتاب الرد على القدرية، قصيدة النعمان، كتاب العالم والمتعلم، مكاتيب وصايا إلى حنيفة، ونال درجة الشهادة في إثني عشر من جمادى الاولى سنة خمسين ومائة ودفن بالكوفة.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চার ইমামের পরিচয় ও ইলমে ফিকহের বিকাশে তাদের অবদান

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিঃ

আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত ইবনে আযযুতি আলকুফি, হিজরি ৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। সাবেতের পিতা ছোট বেলায় সাবেতকে নিয়ে হজরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গমন করলে হজরত আলি (রা.) তাঁর এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য বরকতের দোআ করেন। আবু হানিফা (রহ.) যে উচ্চ মাকাম লাভ করেছিলেন তা সব ঐ দোআরই ফল। তিনি ছিলেন একজন রেশম ব্যবসায়ী, কুফায় রেশমি কাপড় বিক্রয় করতেন। এরপর তিনি ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী, খোদাভীতি ও বদান্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল স্মৃতিপঠে সংরক্ষিত হাদিস ভান্ডার থেকেই হাদিস বর্ণনা করতেন। তাঁর ছিল সর্বজন স্বীকৃত যোগ্যতা, সূক্ষ দৃষ্টি ও বিবেচনা, ফিকহের পরিপক্কতা এবং তার পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের পূর্ণ দক্ষতা। হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু যখন কুফায় শুভাগমন করেন তখন তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ জন্য অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম তাকে তাবেয়ি হিসেবে গণ্য করেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথেও তার সাক্ষাত হয়। যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ প্রমুখ। তিনি মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। যেমন হজরত আতা, শা'বী, ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম প্রমুখ।

তাঁর কাছ থেকে হজরত ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানি, হাফেজ আবদুর রাযযাক বিন হামমাম, আবদুল্লাহ বিন মোবারক, আবি নুয়াইম, ইমাম আওযায়ি, ইমাম সাওরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ বহু সংখ্যক বিশ্ববিখ্যাত আলেম দীনি জ্ঞান অর্জন করেন এবং ফিকহ গ্রহণ করেন। ফিকহ বিস্তারে অন্যান্য ফকিহগণের মধ্যে তাঁর আসন সবার উচ্চে। ইমাম শাফেয়ি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

তাঁর সম্পর্কে বলেন, “ফিকহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর পরিবারের অর্ন্তভুক্ত।” ইবনে মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, “আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষের চেয়ে অভিজ্ঞ, ফিকহের ক্ষেত্রে আমি তার মত অন্য কাউকে দেখিনি।” ফিকহশাস্ত্রে তার প্রসিদ্ধির সাথে সাথে তিনি ছিলেন সনদের ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী ও হাদিসের ক্ষেত্রে বেশি সংরক্ষণকারী, কারণ তাবেয়িদের মধ্য হতে বড় বড় মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর ছিল সুসম্পর্ক ও ওঠা বসা। তাঁর আবাসস্থল ছিল কুফায় যা ছিল হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের আমল থেকে বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের বাসস্থান। মক্কা মুকাররামা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং বসরায় তিনি বহুবার ভ্রমণ করেন। এ সমস্ত দেশ ছিল হাদিস এবং শরয়ি ইলম চর্চার কেন্দ্রভূমি। তাঁর সংকলিত ও প্রনিত গ্রন্থাবলির মধ্যে মসনদে ইমামুল আজম, আল ফিকহুল আকবর, কিতাবুল আসার, কিতাবুর রাদ্দে আলাল কাদরিয়া, কিতাবুল ইলম ওয়াল মুতায়াল্লিম, মাকাতিব (পত্রাবলি) ওয়া ওসাইয়া লে আবি হানিফা, কাসিদাতু নু'মান ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১৫০ হিজরি সনে ১২ই জমাদিউল উলা শাহাদাত বরণ করেন। কুফা শহরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

الإمام مالك رحمه الله :

هو امام دار الهجرة مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر الاصبحي رضى الله عنه، ولد بالمدينة المنورة سنة ثلاث وتسعين وطلب العلم على علمائها اولهم عبد الرحمن بن هرمز، واخذ عن نافع مولى ابن عمر والزهري رحمهم الله عنهم وشيخه فى الفقه ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله ولما بلغ ثمانية عشرة سنة نصب للتدريس بعد ان شهد له شيوخه بالحديث و الفقه قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما جلست للفتيا والحديث حتى شهد لي سبعون شيخا من اهل العلم واتفقوا على امامته وجلالته ودينه وورعه قال الامام الشافعي رحمة الله عليه مالك حجة الله على خلقه وكان اذا اراد ان يخرج للحديث اغتسل ولبس احسن ثيابه وتطيب تعظيما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم و كان ينكر رفع الصوت فى مجلس الحديث، اَلَّف المؤطا وبذل جهده فى تاليفه حتى انه اقام في تاليفه نحو أربعين سنة وقد ذاع صيته فى جميع الاقطار وشاعت شهرته اللآفاق حتى اقبلت الامة وعلمائها عليه فى حياته وأعجبوا به وروى عنه خلق كثير كالثورى والليث والأوزاعي الشافعي وغيرهم وتوفي في الحادي عشر من ربيع الأول سنة ١٧٩ (تسع وسبعون ومائة) من الهجرة في المدينة المنوره ودفن بالبقيع.

ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহিঃ

ইমামু দারুল হিজরত মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের আসবাহি রাদিআল্লাহু আনহু। মদিনা মুনাওরায় ৯৩ হিজরি সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদিনা মুনাওয়ারার ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। তাঁদের শীর্ষে ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আজাদকৃত গোলাম। হজরত না'ফে, ইমাম জুহুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির ফিকহ শাস্ত্রে তার উস্তাদ রবিয়া ইবনে আব্দুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহ-এর কাছ থেকে ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি যখন ১৮ বছর বয়সে উপনীত হন তখন তাঁর ওস্তাদগণ তাকে হাদিস ও ফিকহের সনদ প্রদানের পর তিনি পাঠদানের জন্য সমাসীন হন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের মধ্য হতে ৭০ জন ওস্তাদ আমাকে সনদ ও স্বীকৃতি না দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হাদিস ও ফতুয়া প্রদানে উপবিষ্ট হই নি। ওলামায়ে কেরাম তার ইমাম হওয়ার যোগ্যতা, দীনদারী এবং খোদাভীতির ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সৃষ্টির সমীপে আল্লাহর প্রকৃষ্ট দলিল।" যখন তিনি কোনো হাদিস বর্ণনা করতে চাইতেন তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের সম্মানে তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। হাদিসের মজলিসে উচ্চ আওয়াজে কথা বলাকে তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি মুয়াত্তা কিতাব সংকলন করেন। এ কিতাব সংকলনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। একাজে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দেন। সমগ্র বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। জনসাধারণ এবং ওলামায়ে কেরাম তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট আগমন করে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হতেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম লাইস, ইমাম আওযায়ি ও ইমাম শাফেয়ি রাহেমাহুমুল্লাহ এবং বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। হিজরি ১৭৯ সালের ১১ই রবিউল আওয়াল তিনি মদিনায়ে তাইয়্যেবায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

الإمام الشافعي رحمه الله :

هو ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي من بني عبد المطلب بن عبد مناف ولد بغزة من فلسطين سنة خمسين ومائة من الهجرة ومات ابوه ادريس بعد سنتين من ميلاده فحملته امه الى مكة فنشأ بها يتيما في حجر امه و لزم مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله مفتي مكة وتفقه به حتى اذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة.

ثم ذهب الى الإمام مالك رحمه الله واخذ عنه الموطأ وحفظه في تسع ليال وكان امام مالك رحمه

الله يثني على فهمه وحفظه واخذ الفقة من محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنفية رحمة الله عليه وروى الحديث عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض رحمهم الله وغير هما وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان افقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله، هو اول من دون اصول الفقه بكتابه الرسالة واشهر كتبه كتاب الأم وكان صريح الكلام جيد التعبير حسن البيان أبلغ الحجة قوي المنطق صحيح الفراسة حسن الأخلاق، سمى مذهبه شافعيا سلك فيه منهجا فريدا وتوفي اخر اليوم من شهر رجب في يوم الخميس سنة اربع ومائتين من الهجرة بمصر. و دفن بمقام فسطاط.

ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহ:

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফেয়ি আল-হাশেমি ছিলেন আব্দুল মোত্তালেব ইবনে আবদে মানাফের বংশধর। তিনি হিজরি ১৫০ সনে ফিলিস্তিনের অন্তর্গত গাজ্জাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের ২ বছর পর তার পিতা ইন্তেকাল করেন। তার মা তাকে মক্কা মুকার্‌রামায় নিয়ে যান এবং সেখানেই মায়ের কোলে ইয়াতিম অবস্থায় তিনি বড় হন। মক্কা মুকার্‌রামায় মুফতি মুসলিম ইবনে খালেদ জানাযি রহমাতুল্লাহে আলাইহ-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তার কাছেই ফিকহের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অবশেষে ১৫ বছর বয়সে তাকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। এরপর তিনি হজরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট গমন করেন এবং তার কাছ থেকে মুয়াত্তা কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন। আর মাত্র নয় রাতে মুয়াত্তা গ্রন্থ মুখস্ত করে ফেলেন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতেন। তিনি আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশশাইবানি রহমাতুল্লাহ আলাইহির নিকট থেকে ইলমে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, ফুদাইল ইবনে আয়াজ রহমাতুল্লাহসহ বহু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেন। তার ব্যাপারে হজরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, তিনি পবিত্র কুরআন এবং হাদিস সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি বুঝতেন। তিনিই সর্ব প্রথম “কিতাবুর রিসালা” নামক উসুলুল ফিকহ গ্রন্থ রচনা করেন, তার রচিত কিতাবগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব হল ‘কিতাবুল উম’ তিনি ছিলেন সুস্পষ্টভাষী, সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদানে অভিজ্ঞ, সুন্দর বর্ণনায় দক্ষ, সবচেয়ে মজবুত দলিল উপস্থাপনকারী, দৃঢ় বক্তব্য প্রদানকারী, দূরদর্শি ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর মাজহাবের নামকরণ করা হয় ‘শাফেয়ি’ মাজহাব। তিনি তার মাজহাবে নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। হিজরি ২০৪ সনে রজব মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার মিসরে ইন্তেকাল করেন। ফুসতাত নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

الامام احمد بن حنبل رحمه الله :

هو شيخ الإسلام امام السنة ابو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني المروزي رحمه الله، ولد ببغداد سنة اربع و ستين ومائة في شهر ربيع الأول، ونشأ بها و أكب على السنة يجمعها ويحفظها حتى صار امام المحدثين فى عصره ، رحل الى الكوفة والبصرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام واليمن. تفقه على الامام الشافعي رحمه الله، ومن أساتذته في الحديث سفيان بن عيينة ، يحى بن سعيد القطان، ابو داؤد الطيالسي وغيرهم رحمهم الله، اخذ منه الحديث والفقه امام الحديث الامام البخاري و الامام المسلم و الامام ابو داؤد وعبد الرحمن بن مهدي وعلى بن المديني وغيرهم رحمهم الله عنهم، حتى صار مجتهدا مستقلا امتحن بفتنة خلق القران فحبس وضرب فما ضعف ولاوهن كما انه امتحن ببسط الدنيا فما مال اليه ولا ركن قال الامام على ابن المديني رحمه الله ان الله اعز الإسلام برجلين ابى بكر يوم الردة وابن حنبل يوم المحنة و قال الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد وما خلفت فيها افقه ولا اروع ولا ازهد ولا اعلم من احمد بن حنبل وحسبك دليلا على ذالك كتابه المسند الذى حوى نيفا واربعين الف حديث وقد اعطى من الحفظ مالم يكن لغيره ومن اهم تصانيفه أيضا كتاب العمل، كتاب التفسير، كتاب المناسك، كتاب الفضائل، كتاب المسائل، كتاب الاعتقاد، كتاب الإيمان، كتاب الزهد وغيره، توفى سنة احدى واربعين ومأئتين من الهجرة، ودفن بين الصفا والمروة في مكة المكرمة،

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি):

শায়খুল ইসলাম ইমামুস সুন্নাহ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল ইবনে হেলাল ইবনে আসাদ আশ শায়বানী আল মারওয়যি হিজরি ১৬৪ সনে রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। তিনি হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অবশেষে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কুফা, বসরা, মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারাহ, শাম এবং ইয়ামেনে ভ্রমণ করেন। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্যের কাছ থেকে ফিকহি জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র মুজতাহিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁর

প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন সুফিয়ান বিন ওয়াইনা, ইয়াহইয়া বিন সাইদ আল কাত্তান, আবু দাউদ আত তায়ালেসী রাহিমাহুমুল্লাহ। তাঁর কাছ থেকে যারা হাদিসের ইলম অর্জন করেছেন, তারা হলেন ইমামুল হাদিস ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদি, আলি ইবনুল মাদিনি প্রমূখ রাহেমাহুমুল্লাহ আনহুম। তিনি (ততকালিন যুগে সৃষ্ট) খালকে কুরআন বা কুরআন সৃষ্ট না অনাদি সংক্রান্ত ফিতনায় নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। জেলে বন্ধি করে অমানবিক দৈহিক নিপীড়ন চালানো হলেও তিনি স্বীয় সঠিক মতে অবিচল থাকেন। তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্য দ্বারাও পরীক্ষিত হন, কিন্তু আকৃষ্ট বা নীতি বিচ্যুৎ হননি। ইমাম আলি ইবনে মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দুই জন ব্যক্তি দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তারা হলেন হজরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিদ্দার যুদ্ধের সময় (ইসলামের উপকার করেন) এবং ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি চরম বিপর্যয়ের দিনে ইসলামের উপকার করেন। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “আমি বাগদাদ থেকে চলে আসছি আর সেখানে আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে অধিক ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অধিক খোদাভীতি সম্পন্ন, অধিক দুনিয়াবিরাগী এবং অধিক ইলমের অধিকারী অন্য কাউকে রেখে আসিনি।” এর প্রমাণ হিসেবে তার মসনদ কিতাবটাই যথেষ্ট, যার মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার হাদিস রয়েছে।

এছাড়াও তিনি কিতাবুল আমল, কিতাবুত তাফসির, কিতাবুল মানাসেক, কিতাবুল ফাযায়েল, কিতাবুল মাসায়েল, কিতাবুল ই'তেকাদ, কিতাবুল ইমাম, কিতাবুল যুহুদসহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২৪১হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে মক্কা মুকার্‌রামার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তি স্থানে দাফন করা হয়।

الدرس الثالث : حياة صاحب القدورى ومزايا كتابه "القدوري"

هو ابو الحسين احمد بن ابي بكر محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان البغدادى القدورى رحمه الله، ولد في سنة اثنين وستين و ثلث مائة في بغداد، كما بينه السمعاني، قيل انه نسبة الى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة وقيل نسبة الى بيع القدر وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين ايدي الطلبة، اخذ الفقه عن ابى عبد الله الفقيه محمد بن يحي الجرجانى عن احمد الجصاص عن عبيد الله ابى الحسن الكرخى رحمهم الله عنهم، واخذ الحديث من محمد بن علي بن سويد وعبيد الله محمد جوشي رحمهم الله ، كان ثقة صدوقا انتهت اليه رياسة الحنفية فى زمانه وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كان اماما بارعا عالما وثبتا مناظرا ارتفع جاهه وعظم قدره وكان حسن العبارة فى النظر مديما لتلاوة القرآن ، صنف المختصر فى فقه

২০১৫

الحنفية، كما أنه صنف التجريد في مسائل الخلاف، وكتاب التقريب، وشرح مختصر الكرخى وشرح أدب القاضي، وتوفى يوم الاحد الخامس من رجب عن ست وستين من عمره في سنة ثمانية وعشرين واربع مائة ودفن الى جانب الفقيه ابى بكر الخوارزمى الحنفي في البغداد.

مزايا مختصر القدوري: مختصر القدوري من اشهر كتب الحنفية وهو من المتون الاربعة التى اعتمد عليها الحنفية فى مسائلهم وهو متن متين معتبر كان يتداوله العلماء فى كل زمان و يقبله الفقهاء فى كل مكان، وقال فى مصباح انوار الادعية أن الحنفية يتبركون بقرأته ايام الوباء لما انه كتاب مبارك، من حفظه يكون امينا من الفقر حتى قيل ان من قرأه على استاذ صالح ودعاله عند ختم الكتاب بالبركة فانه يكون مالكا لدراهم على عدد مسائله والائمة من بعده كانوايعتنون بشرحه اكثر ما كانوا يعتنون بغيره حتى صارت شروحه عددا لايحصى وقال ابو على الشاشي من حفظ هذا الكتاب فهو احفظ اصحابنا ومن فهمه فهو افهم اصحابنا وقال القدورى نفسه هذا كتاب يجمع من فروع الفقه مالم يجمعه غيره.

তৃতীয় পাঠ : কুদুরি গ্রন্থকারের জীবনী ও কুদুরি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ বিন জাফর বিন হামদান আল বাগদাদি আল কুদুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩৬২ হিজরি সনে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। বাগদাদের গ্রামসমূহের মধ্য হতে কুদুরাহ নামক একটি গ্রামের সাথে তাকে সম্বন্ধ করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তিনি ডেক বিক্রি করতেন বিধায় তার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে কুদুরি বলা হত। তিনি বরকতময় মুখতাসার কিতাবের রচয়িতা, যা ছাত্রদের হস্তসমূহে আবর্তীত হয়। তিনি ফিকহবিদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে জুরজানি, আহমদ ইবনে জাস্সাছ, ওবায়দুল্লাহ আবুল হাসান কারখী প্রমূখ ফকিহ থেকে নিকট ইলমে ফিকহ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। তাঁর সময়ে হানাফি মাজহাবের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এসে যায়। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, তিনি ছিলেন সুদক্ষ ইমাম, আলেম এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব এর সত্যের পক্ষে এবং অসত্যের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারী সুউচ্চ মর্যাদা এবং সমুন্নত আসনের অধিকারী। কোনো কিছু দেখা মাত্রই তিনি তার সুন্দর বর্ণনা দিতে পারতেন এবং সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি ফিকহে হানাফির মাসয়ালা সম্বলিত মুখতাসার গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি আত-তাজরিদ ফি মাসায়িলিল খেলাফ, আততাকরিব, শরহে মুখতাসারুল কারখি, শরহে আদাবুল কাজি ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি

৪২৮ হিজরি রজব মাসের ৫ তারিখ রবিবার ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে ফকিহ আবু বকর খাওয়ারেজমি হানাফির পাশে দাফন করা হয়।

আল মুখতাসার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য: মুখতাসারুল কুদুরি হানাফি মাজাহাবের সুপ্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের অন্যতম। এটি (المتون الاربعة) চারটি মূলভাষ্যের অন্যতম। এ কিতাবের উপর হানাফিগণ বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েলের ক্ষেত্রে নির্ভর করে থাকেন। একটি নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও মজবুত ভাষ্য হিসেবে যুগে যুগে এ কিতাব ওলামায়ে কেরামের চর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফুকাহায়ে কেরাম এ গ্রন্থকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। مصباح انوار الادعية গ্রন্থে বলা হয়েছে, হানাফিগণ বিপদ-আপদে এ কিতাব পাঠের মাধ্যমে বরকত হাসিল করে থাকেন। যেহেতু এটা একটি বরকতময় কিতাব, তাই যে কেউ তা স্মৃতিতে ধারণ করলে অভাব অনটন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, কেউ যদি কিতাবটি কোনো একজন নেককার ওস্তাদের নিকট অধ্যয়ন করে এবং ওস্তাদ খতমের সময় তার জন্য দোআ করেন, তবে এর মাঝে বর্ণিত মাসালার সংখ্যা পরিমাণ অর্থের সে মালিক হবে। পরবর্তী ইমামগণ কিতাবটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় এতবেশি মনোনিবেশ করেন যা অন্য কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অসংখ্য। আবু আলি শাশি বলেন, এ কিতাবখানি যে মুখস্ত রাখবে সে আমাদের সঙ্গী সাথিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ গ্রন্থখানা বুঝবে সে আমাদের সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সমঝদার। ইমাম কুদুরি নিজেই বলেছেন, এ কিতাবে ফিকহের শাখা মাসায়ালাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা অন্য কিতাবে করা হয় নি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ফিকহ শব্দের অর্থ কী?

ক. পড়া	খ. বুঝা
গ. রাখা	ঘ. ধরা

২. ইমামে আজম রহমতুল্লাহে আলাইহির নাম কী?

ক. ইমরান	খ. গোফরান
গ. নো'মান	ঘ. ইরফান

৩. ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১২০ হিজরিতে	খ. ১৩০ হিজরিতে
গ. ১৪০ হিজরিতে	ঘ. ১৫০ হিজরিতে

৪. ইমাম মালেক রহমতুল্লাহে আলাইহির মাজার কোথায়?

ক. মক্কা মোয়াজ্জামায়	খ. ফিলিস্তিনে
গ. মদিনার জান্নাতুল বাকিতে	ঘ. ইরাকে

৫. দলিল গ্রহণ সাপেক্ষে মাজহাবের অনুসরণ হচ্ছে-

i. ফরজ
ii. ওয়াজিব
iii. মুস্তাহাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

৬. ইমাম আজম লিখিত 'কিতাবুল আসার' হচ্ছে-

i. তাফসির গ্রন্থ
ii. হাদিস গ্রন্থ
iii. ফিকহ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

নিচেন উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

আহসান মাদরাসায় পড়ে ফিকহ বিষয় ও ইমামগণের অবদান শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। কিন্তু সে কুরআন হাদিসে গভীর জ্ঞান অর্জন না করে মাজহাবের অনুসরণ করতে রাজি নয়।

৭. আহসানের মাজহাব না মানার বিষয়টি-

ক. ফরযের খেলাফ	খ. সুন্নাতের খেলাফ
গ. ওয়াজিবের খেলাফ	ঘ. হাদিসের খেলাফ

৮. এ ক্ষেত্রে আহসানের করণীয় হচ্ছে-

i. কুরআন গবেষণা করা
ii. হাদিস চর্চা করা
iii. মাজহাব অনুসরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

বেলাল ও রিয়াদ দুই বন্ধু। বেলাল আমল করার জন্য কুদুরি গ্রন্থ পড়ে। রিয়াদ বলে আমি হাদিস পড়ব, ফিকহ পড়ব না এবং তা জানা প্রয়োজনও মনে করি না। কিন্তু আমল করতে গিয়ে রিয়াদ বারবার সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ক. কুদুরি কোন মাজহাবের ফিকহ গ্রন্থ?
খ. কুদুরি গ্রন্থে কত হাজার মাসয়ালা বর্ণিত আছে?
গ. ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে রিয়াদের মতটি কিরূপ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রিয়াদের এ মতামতটি কুরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

مختصر القدوری

মুখতাসারুল কুদুরি

২০১৯

الباب الثانى : الفقه (القدورى)

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল ফিক্‌হ (কুদুরি)

الفصل الاول : كتاب الطهارات

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিতাবুত তহারাত (পবিত্রতা অধ্যায়)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ، قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ الزَّاهِدُ اَبُوْ الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرَ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوْفُ بِالْقُدُوْرِيِّ.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু

সব প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। আখেরাতের শুভ পরিণতি খোদাভীরুদের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবিগণের উপর। পরম শ্রদ্ধাভাজন, মহান জ্ঞানতাপস ও সাধক, আবুল হুসা'ইন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল বাগদাদি, যিনি কুদুরি নামে খ্যাত।

قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (المائدة :٦). ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان تدخلان في فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه.

আল্লাহ তাআলা বলেন-"ওহে যারা ইমান এনেছ! যখন তোমরা নামাজ আদায় করার ইচ্ছা কর, তখন তোমাদের মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, গোড়ালিসহ পা ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর"। (মায়েদা ৬)

সুতরাং, **অজুর ফরজ** হল চারটি-(উল্লিখিত) তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করা।

আমাদের তিন ইমাম (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর মতে, উভয় হাতের কনুই এবং পায়ের গোড়ালি ধৌত করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যুফার রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিন্নমত পোষণ করেন। মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে ললাট পরিমাণ মাসেহ করা ফরজ যা মাথার এক চতুর্থাংশ। কেননা মুগিরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক গোত্রের আবর্জনা স্থলে গমন করে তথায় প্রস্রাব করলেন। অতঃপর অজু করলেন ও মাথার অগ্রভাগ এবং উভয় মোজায় মাসেহ্ করলেন।"

وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الانا‌ء إذا إستيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في إبتداء الوضوء والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث, ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن وَالتَّوَالِيْ وَمَسْحِ الرَّقَبَة.

অজুর সুন্নাত: যেমন (১) অজু করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা, (২) বিসমিল্লাহ পড়ে অজু শুরু করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) গড়গড়া করে কুলি করা, (৫) নাকে পানি দেয়া, (৬) উভয় কান মাসেহ করা, (৭) দাঁড়ি খিলাল করা, (৮) আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা, (৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।

অজু ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব- যেমন (১) পবিত্রতা লাভের নিয়ত করা, (২) সম্পূর্ণ মাথা মাসেহের অন্তর্ভুক্ত করা, (৩) ধারাবাহিকভাবে অজু করা- অর্থাৎ আল্লাহ যে অঙ্গের উল্লেখ আগে করেছেন তা দিয়ে আগে শুরু করা, (৪) ডান দিক হতে শুরু করা, (৫) একের পর এক ধৌত করা, এবং (৬) ঘাড় মাসেহ করা।

والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وفرض الغسل المضمضة والإستنشاق وغسل سائر البدن وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة, إن كانت على بدنه

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وعلى سائر بدنه ثلاثا ثم يتنحى عن ذالك المكان فيغسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر.

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ: (১) পায়খানা প্রশ্রাবের রাস্তা দিয়ে কোনো জিনিস বের হওয়া, (২) রক্ত, (৩) পিত্ত, (৪) পুঁজ (উল্লিখিত তিনটি) শরীর থেকে বের হয়ে এমন স্থানে পতিত হওয়া, যা পাক করার হুকুমের শামিল, (৫) মুখভর্তি বমি হওয়া, (৬) শুয়ে, হেলান দিয়ে বা কোনো এমন জিনিসের উপর ভর দিয়ে ঘুমানো যে ভরকৃত জিনিস সরিয়ে দিলে সে নিশ্চিত পড়ে যাবে, (৭) বেহুশির কারণে সঙ্গাহীন হওয়া, (৮) পাগল হওয়া, (৯) রুকু সাজদা বিশিষ্ট নামাজে অট্টহাসি দেয়া।

গোসলের ফরজ: (১) মুখ ভরে কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া যাতে নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছে, (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত: (১) গোসলকারী ব্যক্তি প্রথমে স্বীয় হস্তদ্বয় ও লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং শরীরের কোনো স্থানে নাপাকি থাকলে তা দূরীভূত করবে, (২) নামাজের অজুর ন্যায় অজু করবে, কিন্তু পা ধৌত করবে না, (৪) মাথা ও সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধৌত করবে। মহিলাদের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে তাদের বেনী বা খোপা খোলা জরুরি নয়।

والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار ولا تجوز الطهارة بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردج وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران.

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ : (১) যৌন উত্তেজনার সাথে নারী পুরুষের বীর্যপাত (২) নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের মিলন ঘটা, যদি বীর্যপাত নাও হয়। (৩) ঋতুস্রাব (৪) নেফাস।

সুন্নাত গোসলের বর্ণনা : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলকে সুন্নাত নির্ধারণ করেছেন- (১) জুমার নামাজের জন্য, (২) দুই ইদের নামাজের জন্য, (৩) হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য, এবং (৪) আরাফাত ময়দানে গমনের জন্য। মদি, অদি নির্গত হলে গোসল ফরজ হয়না। উভয়টিতে অজু (নষ্ট হয় বিধায় অজু) আবশ্যক।

পানির বিবরণ : ১। বৃষ্টি, উপত্যকা, ঝর্ণা, কূপ, নদী এবং সাগরের পানি দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া জায়েজ। ২। বৃক্ষ বা ফল নিংড়ানো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। ৩। তার অন্য বস্তুর প্রাধান্যের ফলে মৌলিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে যায় সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ নয়। যেমন শরবত, সিরাপ, সিরকা, ঝোল, সবজির রস, গোলাপের পানি এবং গাজরের রস। ৪। সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ-যাতে কোনো পবিত্র বস্তু মিশে তার কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন বন্যার পানি এবং উশনেই, (সুগন্ধি ঘাস) সাবান জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত পানি।

وكل ماء دائم اذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولايغتسلن فيه من الجنابة وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده, وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرلها أثر لانها لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسد الماء كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء لايفسد الماء كالسمك والضفدع والسرطان.

কোনো আবদ্ধ পানিতে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে ঐ পানি দ্বারা অজু বৈধ হবে না। পানি কম হউক বা বেশি হউক। কেননা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিকে অপবিত্রতা হতে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- “তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং তাতে অপবিত্রতার গোসল না করে।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিন বার ধৌত করার পূর্বে পাত্রে হাত না ডুবায়। কেননা সে জানেনা তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছিল।” প্রবাহমান পানিতে নাজাসাত পতিত হলে তার চিহ্ন দেখা না গেলে সে পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ হবে। কেননা পানি প্রবাহের কারণে অপবিত্রতা স্থির থাকে না। বড় পুকুর– যার একপাশে পানি নাড়লে অন্য

পাশে পানি নড়ে না এবং তার একপাশে নাজাসাত পতিত হলে অন্য পাশের পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে। কেননা এটা স্পষ্ট যে, উক্ত পাশে নাপাকি পৌছেনি। যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন নেই তা পানিতে মরে গেলে পানি অপবিত্র হয় না। যেমন- মশা, মাছি, ভিমরুল, বিচ্ছু। যে সকল প্রাণী পানিতে জীবন যাপন করে তারা পানিতে মরে গেলে পানি নাপাক হয় না, যেমন- মাছ, ব্যাঙ ও কাঁকড়া।

والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والماء المستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمى وشعر الميتة وعظمها طاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى خمسين

ব্যবহৃত পানি নাপাকি হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। ব্যবহৃত পানি হল সেই পানি যে পানি দ্বারা অপবিত্রতা দূরীভূত করা হয়েছে অথবা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে। শুকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত সকল চামড়া পরিশোধনের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। তাতে নামাজ আদায় করা এবং উহা (দ্বারা তৈরি পাত্র) হতে অজু করা জায়েজ হবে। মৃত প্রাণীর হাড় ও পশম পবিত্র। কূপের মধ্যে নাপাক বস্তু পতিত হলে উক্ত বস্তু উঠিয়ে উহার সমুদয় পানি উঠিয়ে ফেলাই হল কূপের পবিত্রতা। যদি কূপের মধ্যে ইঁদুর, চুঁড়ুই, টুনটুনি, গিরগিট, টিকটিকি পড়ে মারা যায় তবে ছোট বড় বালতির তারতম্য অনুয়ায়ী ২০-৩০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি সেখানে কবুতর, মুরগি অথবা বিড়াল পড়ে মারা যায় তাহলে ৪০-৫০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে।

وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء, وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط إحتسب به وإن كان البئر معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما فيها من الماء وعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاث مائة وإذا وجد

في البئر فارة ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أعادوا صلوة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها واغسلوا كل شيء أصابه ماءها وإن انتفخت او تفسخت أعادوا صلوة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت وسور الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسور الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسور الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطيور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسور الحمار والبغل مشكوك فإن لم يجد الْاِنْسَانُ غيره توضأ به وتيمم وبأيهما بدأ جاز.

কূপের মধ্যে যদি কুকুর অথবা ছাগল অথবা মানুষ পড়ে মারা যায় তাহলে কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করে ফেলে দিতে হবে। আর যদি কূপের মধ্যে কোনো প্রাণী (পতিত হয়ে) মারা গিয়ে ফুলে যায় অথবা পঁচে ফেটে যায় তাহলে কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করতে হবে। প্রাণীটি ছোট হোক কিংবা বড়। বালতির সংখ্যা নির্ধারণে শহরে কূপ হতে পানি উঠানোর জন্য যে মধ্যম মানের বালতি ব্যবহার হয়, তাই ধরতে হবে। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা এ পরিমাণ পানি উঠানো যায় যা মধ্যম ধরণের বালতিতে সংকুলান হয়, তাহলে মধ্যম ধরনের বালতি দ্বারা হিসাব করা হবে। কূপ যদি প্রবাহমান হয় এবং তার সকল পানি উত্তোলন করা ওয়াজিব হয় তাহলে যে পরিমাণ পানি বর্তমান আছে সে পরিমাণ পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ২০০-৩০০ বালতি পানি উঠিয়ে ফেলতে হবে। যদি কূপের মধ্যে মৃত ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পাওয়া যায় এগুলো কখন পড়েছে কারো জানা না থাকে এবং (প্রাণীগুলো) ফুলে ফেটে না গেলে এর পানি দ্বারা যদি কেহ অজু করে তাহলে তাদের পূর্বের একদিন একরাতের নামাজ পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ পানি দ্বারা যে সব বস্তু ধোয়া হয়েছে, সে সব বস্তু পুনরায় ধৌত করে নিতে হবে। আর যদি প্রাণীগুলো ফুলে ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে তিন দিন তিন রাতের নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর মতে তাদের কিছুই পুনরায় আদায় করতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা না যায় যে কখন পতিত হয়েছে।

মানুষ ও যে সমস্ত প্রাণীর গোসত খাওয়া হালাল তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। কুকুর,শুকর ও হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। মুরগি, হিংস্র পাক-পাখালী এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণী যেমন সাপ, ইঁদুর এদের উচ্ছিষ্ট মাকরুহ। গাধা এবং খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। মানুষ যদি এছাড়া অন্য কোনো পানি না পায় তাহলে এরূপ পানি দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম করবে। যা দ্বারাই শুরু করুক বৈধ হবে।

باب التيمم

ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر وبينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم فى الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند أبي حنيفة و محمد رحملهما الله عليه بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمهما الله عليه لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة.

তায়াম্মুম সংক্রান্ত অধ্যায়

কোনো মুসাফির (ভ্রমণকারী) ব্যক্তি অথবা শহরের (জনপদের) বাইরে অবস্থানকারী এমন ব্যক্তি যার অবস্থান শহর থেকে ন্যূন পক্ষে এক মাইল বা তার অধিক দূরত্বের চেয়ে বেশি দূরত্ব হয়। অথবা সে পানি পাচ্ছে কিন্তু অসুস্থ, পানি ব্যবহার করলে তার রোগ আরো বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কা করে অথবা কোনো অপবিত্র ব্যক্তি যদি এরূপ আশঙ্কা করে যে, সে গোসল করলে ঠান্ডা জনিত কারণে তার মৃত হবে কিংবা তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম করার জন্য দুবার হাত মারতে হবে। একবার হাত মারার দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করবে। আর দ্বিতীয় বার হাত মারার দ্বারা উভয় হাতের কুনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। ফরজ গোসল ও অজু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম একই রকম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর মতে মাটি জাতীয় যে কোনো বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যথা মাটি, বালি, পাথর, সুরকি, চুনা, সুরমা ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহে আলাইহ বলেন, মাটি ও বালি ব্যতীত তায়াম্মুম বৈধ নয়।

والنية فرض في التيمم ومستحبة في الوضوء وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلوة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ وصلى وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ويجوز التيمم للصحيح المقيم

إذا حضرت جنازة والولى غيره فخاف إن اشتغل الطهارة أن تفوته صلوة الجنازة فله ان يتيمم ويصلي وكذالك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد.

তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ। আর অজুর মধ্যে মুস্তাহাব। যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় সে সব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। পানি ব্যবহারে সক্ষম ব্যক্তি পানি দেখা মাত্রই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পবিত্র মাটি ছাড়া তায়াম্মুম বৈধ নহে। যে ব্যক্তি পানি পায় না তবে শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার আশা রাখে তার জন্য বিলম্বে নামাজ পড়া মুস্তাহাব। সে যদি পানি পায় তাহলে অজু করে নামাজ আদায় করবে। অন্যথায় তায়াম্মুম করবে এবং সেই তায়াম্মুম দ্বারা ফরজ ও নফল যত ইচ্ছা নামাজ সে আদায় করতে পারবে। যদি নিজ গৃহে অবস্থানকারী সুস্থ ব্যক্তির নিকট জানাজা হাজির হয় এবং যদি সে ব্যতীত অন্য কেউ অভিভাবক হয় আর সে যদি আশঙ্কা করে যে অজু করতে গেলে জানাজা ছুটে যাবে তাহলে সে তায়াম্মুম করে জানাজা নামাজ পড়বে। অনুরূপভাবে কেহ ইদের জামাতে হাজির হয়ে যদি এ আশঙ্কা করে যে, অজু করতে গেলে নামাজ ছুটে যাবে তার জন্য তায়াম্মুম করে ইদের জামায়াতে শামিল হওয়া বৈধ।

وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذالك ان ضاق الوقت فخشى إن توضا فاته الوقت لم يتيمم لكنه يتوضأ ويصلي فائتته والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلوته عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقال أبو يوسف رحمة الله يعيد وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن يقربه ماء أن يطلب الماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى

কোনো ব্যক্তি জুমার নামাজে হাজির হয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, সে অজু করতে গেলে জুমার নামাজ ছুটে যাবে তথাপি সে অজু করবে। সে যদি জুমার নামাজ পায় তাহলে উহা আদায় করবে। নতুন চার রাকাত যোহরের নামাজ কাজা আদায় করবে। অনুরূপভাবে যদি নামাজের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয় আর সে আশংঙ্কা করে যে, অজু করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাবে। তাহলে সে তায়াম্মুম না করেই অজু করে কাজা নামাজ আদায় করবে। মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে এবং নামাজের ওয়াক্ত বাকি থাকতেই পানির কথা মনে হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মতে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে। তায়াম্মুমকারীর

যদি নিশ্চিত ধারণা না হয় যে, তার কোনো নিকটবর্তী স্থানে পানি আছে তাহলে তাঁর জন্য পানি অনুসন্ধান করা আবশ্যক নয়। আর যদি পানি থাকার প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি তালাশ না করে তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। যদি ভ্রমণ অবস্থায় কারো সঙ্গীর নিকট পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুমের পূর্বে তার নিকট পানি চাইবে। যদি সে না দেয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে।

باب المسح على الخفين

المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتدائها عقيب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبتدأ من الاصابع إلى الساق وفرض ذالك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث أصابع الرجل وإن كان أقل من ذالك جاز.

মোজা মাসেহ অধ্যায়

অজু আবশ্যক করে এমন অপবিত্রতা হতে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ যা আমল যোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। অজু করার পর যদি মোজা পরিধান করে অতঃপর যদি অজু চলে যায় মুকিম একদিন একরাত ও মুসাফির তিনদিন তিন রাত মাসেহ করতে পারে। এ সময়টা শুরু হবে অজু ছুটে যাওয়ার পর থেকে। হাতের আঙ্গুল দ্বারা উভয় মোজা উপরিভাগে রেখাকৃতি করে মাসেহ করবে। পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে পায়ের নলির দিকে টানতে হবে। এর ফরজ হলো হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ। যে মোজা এত বেশি কাটা যে, পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বের হয়ে যায় তার উপর মাসেহ বৈধ নয়। যদি ছেঁড়া এর চেয়ে কম হয় তাহলে বৈধ।

ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل وينقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وإن كان أقل منه تمم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا

يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل.

যার উপর গোসল ফরজ হয় তার জন্য মোজা মাসেহ বৈধ নয়। যে সব কারণে অজু ভঙ্গ করে সে কারণগুলো মোজা মাসেহকেও ভঙ্গ করে। পা থেকে মোজা খোলার সাথে সাথে এবং সময়সীমা অতিক্রম করলে মাসেহ এর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মাসেহ বিনষ্ট হয়। যখন সময়সীমা অতিবাহিত হয় তখন মোজা খুলে পা ধুয়ে নিবে এবং নামাজ পড়বে। অজুর জন্য বাকি অঙ্গসমূহ ধৌত করতে হবে না (এ মাসয়ালা অজু ঠিক থাকলে প্রযোজ্য হবে)। কোনো ব্যক্তি মুকিম অবস্থায় মাসেহ শুরু করে, অতঃপর সে একদিন এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সফর শুরু করলে তিন দিন তিন রাত মাসেহ করবে। আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসেহ শুরু করে মুকিম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সে একদিন একরাত বা ততোধিক দিন মাসেহ করে থাকলে তার জন্য মোজা খুলে ফেলা জরুরি। যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে একদিন একরাত মাসেহ পূর্ণ করবে। জুতার উপর বিশেষ মোজা পরলে তার উপর মাসেহ করবে। চরকার সূতায় তৈরি অথবা পশমী মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয়, তবে চামড়া বা নিচে চামড়া লাগানো থাকলে বৈধ।

সাহেবাইন বলেন- মোটা এবং ছেঁড়া না হলে বৈধ। পাগড়ি, টুপি, বোরখা এবং হাত মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ নয়। ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা বৈধ যদিও তা বিনা অজুতে বাঁধে। যদি ক্ষত না সারার পূর্বে ব্যান্ডেজ খুলে যায় তবুও মাসেহ বাতিল হবে না। ক্ষত ভালো হওয়ার পরে পড়ে গেলে মাসেহ বাতিল হবে।

باب الحيض

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذالك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثره عشرة أيام وما زاد على ذالك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصا والحيض يسقط عن الحائض الصلوة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلوة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولالجنب قراءة القرآن ولا يجوز للمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه فاذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطيها

حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلوة كاملة فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطيها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف لا يمنع الصلوة ولا الصوم ولا الوطى وإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذالك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة.

মাসিক ঋতুস্রাব অধ্যায়

মাসিক ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত। এর কম হলে তা ঋতু নয় বরং ইস্তিহাযা (প্রাকৃতিক রোগ জনিত স্রাব) হায়েজের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো দশদিন-এর বেশি হলে তা ইস্তিহাযা। ঋতুস্রাবের সময় মহিলাগণ লাল-হলুদ এবং মেটে রঙ্গের যে রক্ত দেখে তা হায়েজ- খাটি সাদা রং দেখা পর্যন্ত। হায়েজ, ঋতুবর্তী মহিলাদের নামাজ রহিত করে দেয় এবং রোজা রাখা হারাম করে। রোজা কাজা করতে হবে, তবে নামাজ কাজা করতে হবে না। তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। ঋতুবতী এবং অপবিত্র মহিলা উভয়ের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা অবৈধ। অজুবিহীন ব্যক্তির জন্য গিলাফ ব্যতীত কুরআন শরিফ স্পর্শ করা জায়েজ নেই। দশ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হলে গোসল করা বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়। দশ দিনের পর ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হলে গোসলের পূর্বেই সহবাস করা জায়েজ। ঋতুস্রাবকালীন দু'রক্তস্রাবের মাঝে যে পবিত্রতা পাওয়া যায় তা হায়েজের প্রবাহিত রক্তে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন। বেশির কোনো সময়সীমা নেই। তিন দিনের কম ও দশ দিনের বেশি যে রক্ত দেখা যায় তা হলো ইস্তিহাযা। এর হুকুম নাকসিরের (নাক দিয়ে রক্ত ঝরার) হুকুমের ন্যায়। ইহা নামাজ রোজা ও সহবাসে বাঁধা দেয় না। যদি হায়েজের রক্তস্রাব দশ দিনের বেশি হয়, কিন্তু মহিলার ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট অভ্যাসগত সময়সীমা এখনো আছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিকে ফেরাতে হবে এবং অভ্যাসের অতিরিক্ত দিন ঋতুস্রাব হলে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। যদি কোনো মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয় তাহলে প্রতিমাসে দশদিন তার হায়েজ ধরা হবে, বাকিটা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে।

والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلوة ويصلون بذالك الوضوء في الوقت ما شأوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت

بطل وضوءهم وكان عليهم استيناف الوضوء لصلوة أخرى والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذالك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم على الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذالك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم تكن لها عادة فنفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد وزفر رحمهمالله تعالى من الولد الثاني.

ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোক, যার অনবরত প্রস্রাব ঝরে, যার নাক হতে সবসময় রক্ত ঝরে এবং যে ক্ষত হতে অনবরত রক্ত-পূঁজ ঝরে এধরনের রোগীরা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে এবং সে অজু দ্বারা সে ওয়াক্তের ফরজ ও নফল নামাজ যত ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের অজু বাতিল হয়ে যাবে। অন্য নামাজের জন্য তাদের নতুন করে অজু করতে হবে। সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় তা হল নিফাস। গর্ভবতী মহিলা গর্ভাবস্থায় যে রক্ত দেখে এবং প্রসবকালে সন্তান বের হওয়ার পূর্বে যে রক্ত দেখা যায় তা ইস্তিহাযা। নিফাসের কোনো সর্বনিম্ন সীমা নেই। সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪০ দিন এর অতিরিক্ত হলে তা ইস্তিহাযা। যদি রক্ত প্রবাহ ৪০ দিন অতিক্রম করে এবং সেই মহিলা এর পূর্বেও সন্তান প্রসব করে থাকে এবং তার নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে তাহলে তার পূর্বের অভ্যাসের দিনগুলোর প্রতি প্রত্যাবর্তণ করতে হবে। যদি মেয়েলোকটির কোনো অভ্যাস না থাকে তাহলে তার নিফাস হবে ৪০ দিন। যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা দুটি সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর মতে প্রথম সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাই নিফাস। ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর নিফাস গণ্য হবে।

باب الأنجاس

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جازت الصلواة فيه والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأه فيه الفرك والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحها

وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلواة على مكانها ولا يجوز التيمم منها.

নাপাকির অধ্যায়

নামাজ আদায়কারীর শরীর, কাপড় এবং নামাজের স্থান অপবিত্র থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। পানি এবং এমন সব তরল বস্তু দ্বারা অপবিত্র থেকে পবিত্রতা লাভ করা বৈধ, যা নিজে পবিত্র এবং উহা দ্বারা অপবিত্র দূরীভূত করা সম্ভব। যেমন-সিরকা, গোলাপের পানি প্রভৃতি। যদি মোজায় দৃশ্যমান অপবিত্রতা লেগে শুকিয়ে যায়, তাহলে মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করলে যথেষ্ট হবে ও তাতে নামাজ আদায় করা বৈধ হবে। মনি নাপাক তরল হলে ধৌত করা ওয়াজিব। যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তাহলে কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করাই যথেষ্ট। কোনো আয়না বা তরবারীর উপর নাপাক পড়া তা মাসেহ করে ফেলাই যথেষ্ট। যদি অপবিত্র বস্তু মাটিতে পড়ে রৌদ্রে শুকিয়ে যায় এবং উহার কোনো চিহ্ন না থাকে তাহলে সে স্থানে নামাজ পড়া বৈধ। কিন্তু সে স্থানের মাটি দিয়ে তায়াম্মুম বৈধ হবে না।

ومن أصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلواة معه وان زاد لم يجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلوة معه ما لم تبلغ ربع الثوب وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالتها وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يجزي فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل وان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء او المائع ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.

কোনো ব্যক্তির শরীরে বা কাপড়ে যদি একদিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ গাঢ় অপবিত্রতা কাপড়ে লেগে থাকে। যেমন- রক্ত, মল-মূত্র, মদ প্রভৃতি তাহলে উক্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করা জায়েজ। এর অধিক হলে জায়েজ নয়। আর যদি হালকা নাপাকি লাগে, যেমন- হালাল প্রাণীর মূত্র যতক্ষণ না কাপড়ের এক চতুর্থাংশে পৌছবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় নামাজ আদায় বৈধ হবে। যে সব অপবিত্রতা হতে পবিত্র হওয়ার জন্য ধৌত করা ওয়াজিব তা দু'প্রকার (১) যদি উহা দৃশ্যমান বস্তু হয় তাহলে তার অস্তিত্ব বিলীন হওয়াই পবিত্রতা কিন্তু তার চিহ্ন যদি দূরীভূত করা কষ্টকর হয় তা এবং

(২) যা দৃশ্যমান নয় তার পবিত্রতা হল ধৌতকারীর ধারণা অনুযায়ী অপবিত্রতা অবশিষ্ট নেই তত সময় পর্যন্ত ধৌত করা।

এস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা সুন্নাত। পাথর, মাটির ঢিলা এবং এর স্থলাভিষিক্ত বস্তু এর জন্য যথেষ্ট। পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপবিত্রতার স্থান মুছতে হবে। এর কোনো নির্দিষ্ট সুন্নাত সংখ্যা নেই। পানি দ্বারা ধৌত করা উত্তম । অপবিত্রতা যদি বের হওয়ার স্থান অতিক্রম করে তাহলে পানি বা তরল বস্তু ব্যতীত উহা পাক হবে না। হাড়, গোবর, খাদ্যদ্রব্য এবং ডান হাত দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যাবে না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি অজুর ফরজ?

ক. বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা
খ. মুখমন্ডল ধৌত করা
গ. গড়গড়াসহ কুলি করা
ঘ. নাকে পানি দেয়া

২। জুমার নামাজের জন্য গোসল করার حكم কী?

ক. فرض
খ. واجب
গ. سنة
ঘ. مستحب

৩। তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি?

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৪. دم الاستحاضة বলতে বুঝায়, যে রক্তস্রাব-

i. তিনদিনের কম হয়
ii. দশ দিনের কম হয়
iii. অধিক হারে প্রবাহিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

যায়েদ নামাজের জন্য অজু করতে গিয়ে মাথা মাসেহ ছাড়াই অজু সমাপ্ত করে। তা দেখে সাহল বলল, তোমার অজু হয় নি।

৫। যায়েদ অজুতে কোন ধরনের حكم লঙ্ঘন করল?

ক. فرض
খ. واجب
গ. سنة
ঘ. مستحب

৬। যায়েদের কাজটি কোন আয়াতাংশের পরিপন্থি?

ক. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
খ. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
গ. وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
ঘ. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

শাহিদের নানা কেরামত আলি একজন পরহেজগার লোক। সে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখল, তার নানা ঘুম থেকে উঠে পানি দিয়ে উভয় হাত ধৌত করল। সে নানাকে প্রশ্ন করল নানা! এটা করার কী প্রয়োজন আছে? জবাবে নানা বললেন, এর অনেক গুরুত্ব আছে। অতঃপর কেরামত আলি নাতিকে অজুর সুন্নতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মিসওয়াকের গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

ক. الطهارة শব্দের অর্থ কী?
খ. مفتاح الصلوة الطهورة হাদিসটির ব্যাখ্যা লিখ।
গ. কেরামত আলির নাতির উদ্দেশ্যে বর্ণিত বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা কর।
ঘ. পাঠ্য বইয়ের আলোকে কেরামত আলির কাজটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

الفصل الثانى : كتاب الصلاة

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم تغب الشفق وهو البياض الذي يرى فى الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثانى وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুস সালাত (নামাজ অধ্যায়)

নামাজ পর্ব বা নামাজের বিবরণ : ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন দ্বিতীয় ফজর (প্রকৃত ভোর) উদয় হয় আর তা হল পূর্বাকাশে চওড়া সাদা আভা। ফজরের শেষ ওয়াক্ত হল সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। যুহরের প্রথম ওয়াক্ত হল সূর্য যখন হেলে যায় এবং উহার শেষ সময় হলো ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহ)-এর মতে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া উহার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। আসরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় উভয় মত অনুসারে যুহরের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর থেকে এবং ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় সুর্যাস্তের পর থেকে এবং তার শেষ ওয়াক্ত হল শাফাক বা শুভ্র আভা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে শাফাক ঐ সাদা আভা যা আকাশের কিনারায় রক্তিম আভার পর দেখা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে রক্তিম আভাটাই হল শাফাক। এশার প্রথম ওক্ত হলো যখন শাফাক চলে যায় এবং শেষ দ্বিতীয় ফজরের উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। বিতর নামাজের প্রথম ওয়াক্ত হল এশার নামাজ আদায়ের পর থেকে এবং শেষ ওয়াক্ত হল ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত।

ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر

لمن يألف صلوة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل وان لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم.

মুস্তাহাব হলো ফজরের নামাজ উষার আলো পূর্ণভাবে আলোকিত হওয়ার পর আদায় করা, গ্রীষ্ম কালে যুহরের নামাজ ঠান্ডা হওয়ার পর আদায় করা এবং শীতকালে ওয়াক্তের প্রথমাংশে আদায় করা; আসরের নামাজ সূর্যের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা। মাগরিবের নামাজ তাড়াতাড়ি করে (ওয়াক্ত শুরুর সাথে) আদায় করা; এশার নামাজ রাত্রির এক তৃতীয়াংশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করা; বিতর নামাজের মুস্তাহাব হল- যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার আগ্রহী তার জন্য বিতর নামাজ রাতের শেষাংশে আদায় করা। যদি রাত্রি জাগরণের কারো অভ্যাস না থাকে তাহলে সে যেন নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বিতর নামাজ আদায় করে।

باب الأذان

الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلوة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد حى على الفلاح قد قامت الصلوة مرتين ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلوة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الثانية : إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلوة قبل دخول وقتها الا فِى الْفَجْرِ عِنْدَ اَبِى يُوْسُفَ رحمة الله.

আজান অধ্যায়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমা নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নাতে। অন্যান্য নামাজের জন্য সুন্নাত নহে। আজানে তারজি (শাহাদাতের শব্দগুলো ক্ষীণ আওয়াজে উচ্চারণের পরে আবার বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারণ করা) নেই। ফজরের আজানে حى على الفلاح এরপর الصلوة خير من النوم দুবার বৃদ্ধি করতে হবে। একামত আজানের মতই। তবে উহাতে حى على الفلاح এর পর قامت قد الصلوة দুবার বাড়িয়ে পড়তে হবে। আজানে ترسل অর্থাৎ, থেমে এবং একামতে حدر অর্থাৎ

তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আজান ও একামত কেবলামুখি হয়ে বলতে হবে। সে (মুয়াজ্জিন) যখন حى على الصلوة ও حى على الفلاح পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যথাক্রমে ডানদিকে এবং বামদিকে মুখ ফিরাবে। কাজা নামাজের জন্য আজান ও একামত দিতে হবে। যদি কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে প্রথম ওয়াক্ত নামাজের জন্য আজান ও একামত দিতে হবে এবং দ্বিতীয় নামাজের জন্য এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে আজান ও একামত উভয়ই দিতে পারবে। অন্যথায় শুধু একামতের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। আজান ও একামত উভয়টি পবিত্র অবস্থায় দেওয়া উচিত। অজু বিহীন অবস্থায় আজান দিলেও জায়েজ হবে। বিনা অজুতে একামত দেওয়া অথবা অপবিত্র (যার উপর গোসল ফরজ) অবস্থায় একামত দেওয়া মাকরুহ। নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আজান দেওয়া যাবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ফজরের নামাজের আজান দেয়া যাবে।

باب شروط الصلوة التي تتقدمها

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة والركبة عورة دون السرة وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذالك من بدنها ليس بعورة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذالك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها.

নামাজের পূর্বের শর্তসমূহ:

পূর্বে বর্ণিত নাপাকি ও অপবিত্রতা হতে পবিত্রতার কাজটাকে পূর্বে সেরে নেওয়া মুসল্লির উপর ওয়াজিব। ছতর আবৃত করা, পুরুষের ছতর হল নাভির নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত। হাটু লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু নাভি নয়। স্বাধীন মহিলার মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি ব্যতীত সবই ছতর। ক্রীতদাসীর ছতর পুরুষের ছতর এর অনুরূপ, তবে তার পেট ও পিঠ ছতরের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া তার শরীরের অন্যান্য অংশ ছতর নয়। যদি কেহ অপবিত্রতা দূর করার জন্য কোনো কিছু না পায় তবে সে ঐ

অপবিত্রতা সহ নামাজ আদায় করবে এবং এ নামাজ আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। কেহ যদি ছতর আবৃত করার মত কাপড় না পায় তাহলে সে বস্ত্রবিহীন অবস্থায় বসে নামাজ পড়বে। রুকু ও সাজদার জন্য ইশারা করবে আর যদি (এ অবস্থায়) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তাহলে জায়েজ হবে, তবে প্রথমটি উত্তম। যে নামাজ আদায় করার ইচ্ছা করে সে নামাজের নিয়ত করবে। যাতে তাকবিরে তাহরিমা এবং নিয়তের মাঝে অন্য কোনো আমল দ্বারা ব্যবধান না হয়। সে কেবলামুখি হবে, তবে যদি সক্ষম না হয় কিন্তু যে দিকে সক্ষম সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করবে। কেবলার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে এবং জিজ্ঞাসা করার মত কোনো লোক পাওয়া না গেলে চিন্তাভাবনা করে নামাজ আদায় করবে। উক্ত নামাজ আদায়ের পর যদি সে অবগত হয় যে, সে ভুল কেবলার দিকে নামাজ আদায় করেছে তবুও তার নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। আর যদি নামাজের মধ্যে সে জানতে পারে তাহলে সে নামাজেই কিবলার দিকে মুখ ফিরাবে এবং বাকি নামাজ তার উপর ভিত্তি করে শেষ করবে।

باب صفة الصلوة

فرائض الصلوة ستة التحريمة والقيام والقرأة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذالك فهو سنة وإذا دخل الرجل في الصلوته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمت أذنيه فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا ان يقول الله اكبر او الله الاكبر او الله الكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت السرة ثم يقول سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلٰه غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفيها ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذالك أدناه.

নামাজের বিবরণ অধ্যায়:

নামাজের ফরজ ৬টি : (১) তাকবিরে তাহরিমা বলা (২) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা (৩) কিরাত পড়া (৪) রুকু করা (৫) সাজদা করা (৬) শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ বসা, এছাড়া অন্য কাজ সুন্নাত। যখন কোনো ব্যক্তি নামাজ শুরু করবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে এবং তাকবিরের সাথে

সাথে উভয় হাত এতদূর উঠাবে যাতে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর হয়। যদি কেহ আল্লাহু আকবার এর স্থলে আল্লাহু আজাল্লু বা আ'জামু অথবা আর রাহমানু আকবারু বলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর নিকট বৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে আল্লাহু আকবার অথবা আল্লাহুল আকবার অথবা আল্লাহুল কাবির ব্যতীত অন্য কিছু বলা বৈধ হবে না। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে উভয় হাতকে নাভির নিচে রাখবে। তারপর ছানা, আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়বে। অতঃপর সুরায়ে ফাতিহা ও উহার সাথে অন্য কোনো সুরা অথবা যে কোনো সুরা হতে তিনটি আয়াত পাঠ করবে। ইমাম যখন ولا الضالين তখন আমিন বলবে তখন মুক্তাদিও আস্তে আস্তে আমিন বলবে। তারপর তাকবির বলে রুকুতে যাবে ও উভয় হাটুর উপর হাত রাখবে এবং হাতের আঙ্গুলের মাঝে ফাঁকা রাখবে। পিঠ বিছিয়ে দিবে, মাথা উচু করে রাখবেনা এবং নিচুও করবেনা রুকুতে কমপক্ষে তিনবার سبحان ربي العظيم বলবে।

ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد فاذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر فإن سجد على كور عمامته أوعلى فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذالك أدناه ثم يرفع رأسه ويكبر وإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ثم يتشهد والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى

وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله و يسلم عن يساره مثل ذالك.

অতঃপর মাথা উঠিয়ে سمع الله لمن حمده বলবে এবং মুক্তাদি ربنا لك الحمد বলবে। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে الله اكبر বলে সাজদা করবে। উভয় হাত ভূমিতে রাখবে, মুখমন্ডল হস্তদ্বয়ের মাঝে রাখবে এবং সাজদা করবে নাক ও কপাল দিয়ে। যদি এর কোনো একটির উপর সংক্ষিপ্ত করে তথাপি ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট বৈধ হবে। সাহেবাইনের মতে কারণ ছাড়া একটির উপর করা বৈধ হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি পাগড়ির প্যাচের উপর বা অতিরিক্ত কাপড়ের উপর সাজদা করে তা বৈধ হবে। সাজদাতে উভয় বাহু খুলে রাখবে, পেট উভয় উরু থেকে দূরে রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুল কেবলামুখি রাখবে। সাজদায় কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা' বলবে। অতঃপর তাকবির বলে মাথা উত্তোলন করবে এবং ভালভাবে স্থিরতার সাথে এসে তাকবির বলে সাজদা করার পর তাকবির বলে পায়ের পাতার উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়াবার সময় বসবে না এবং মাটির উপর ভর দেবেনা। তবে ছানা ও আউজুবিল্লাহ পড়বে না এবং অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের অনুরূপ করবে। প্রথম তাকবির ছাড়া অন্য কোনো তাকবিরের বেলায় হাত উত্তোলন করবে না। দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা উঠানোর পর পা বিছিয়ে দিয়ে উহার উপর বসবে। ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখি করে পা খাড়া করে রাখবে এবং উভয় হাত রানের উপর রাখবে, আঙ্গুলসমূহ বিছিয়ে রাখবে। তারপর তাশাহুদ পড়বে। তাশাহুদ হলো- التحيات لله ... الخ প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ-এর পর কিছু বৃদ্ধি করবেনা। শেষের দু'রাকাতে কেবল সুরা ফাতিহা পড়বে। নামাজের শেষে যখন বসবে প্রথম বৈঠকে বসার ন্যায় বসবে এবং তাশাহুদ পড়ে এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ শরিফ পড়বে। তারপর কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোআর সাথে সামঞ্জস্যশীল দোআ পড়বে। এমন দোআ পড়বেনা যা মানুষের কথার সাথে সামঞ্জস্য হয়। অতঃপর ডানদিকে সালাম ফিরাবে এবং বলবে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। অনুরূপভাবে বাম দিকেও সালাম ফিরাবে।

ويجهر بالقراءة في الفجر وفى الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرأة في الظهر والعصر والوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهن بسلام

ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت ولا يقنت في صلواة غيرها وليس في شيء من الصلوة قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها ويكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها الصلواة لا يقرأ فيها غيرها وأدنى ما يجزئ من القرأة في الصلوة ما يتناوله اسم القرآن عند الإمام الامام أبي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يجوز أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين نية الصلوة ونية المتابعة.

কোনো ব্যক্তি যদি ইমাম হয় তাহলে ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুরাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে এবং প্রথম দুরাকাতের পর নিম্ন স্বরে কিরাত পড়বে। যদি একাশি হয় তাহলে সে ইচ্ছাধীন, চাইলে জোরে পড়বে এবং নিজেকে শুনাবে। আর চাইলে আস্তেও পড়তে পারে। ইমাম সাহেব জোহর ও আসরের নামাজে নিম্নস্বরে কিরাত পড়বে। বিতর নামাজ তিন রাকাত এর মধ্যে সালাম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করবেনা। সারা বৎসর বেতরের তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে দোআ কুনুত পড়বে। বেতরের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সুরা পড়বে। যখন দোআ কুনুত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবির বলে উভয় হাত উত্তোলন করবে এবং দোআ কুনুত পড়বে। বিতর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে দোআ কুনুত পড়ার প্রয়োজন নেই। যে কোনো নামাজে নির্দিষ্ট সুরা ব্যতীত অন্য সুরা পড়া বৈধ হবে না, এমন বলতে কিছু নেই। নামাজের জন্য কোনো সুরা নির্দিষ্ট করা এ অর্থে মাকরুহ হবে যে, উক্ত নামাজে এ সুরা ব্যতীত অন্য কোনো সুরা পড়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য কমপক্ষে এতটুকু কুরআন পড়তে হবে যাকে কুরআন বলে গণ্য করা যায়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত এবং বড় এক আয়াত ব্যতীত নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। ইমামের পিছনে মুক্তাদি কিরাত পড়বেনা। যদি কেহ অপরের নামাজে প্রবেশ করতে চায় তাহলে সে দুটি নিয়তের মুখাপেক্ষি হবে, নামাজের নিয়ত এবং ইমামের অনুকরণের নিয়ত ।

بَابُ الْجَمَاعَاتِ

والجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرأهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن

بجماعة فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن كالعراة ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن كان اثنين تقدم هما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلوة واحدة فسدت صلوته ويكره للنساء حضور الجماعات ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز خروج العجوز فى سائر الصلوات ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرت خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان.

জামাত অধ্যায়

জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমামতির জন্য সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে সুন্নতের (আমলযোগ্য হাদিস শরিফ) ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে সবাই সমান হলে তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী। এতে সমান হলে যিনি পরহেজগার ব্যক্তি। এতেও সমান হলে যিনি সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি। ক্রীতদাস, বেদুইন, ফাসেক, অন্ধ ও অবৈধ সন্তানের ইমামতি করা মাকরুহ। মুসল্লিগণ এমন কাউকে এগিয়ে দিলে বৈধ হবে। ইমামের উচিত হবে নামাজ দীর্ঘ না করা। মহিলাদের একক জামাত করা মাকরুহ। যদি তারা জামাতে নামাজ পড়তে চায় তাহলে ইমাম প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে যেমনভাবে উলঙ্গ লোক নামাজ পড়তে দাঁড়ায়। একজন মুক্তাদি নিয়ে নামাজ পড়লে তাকে ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে দুজন হলে তাদের সামনে দাঁড়াবে। পুরুষের জন্য মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পিছনে একতেদা করা বৈধ নয়। জামাতে নামাজের জন্য প্রথম পুরুষ তারপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরা, অতঃপর হিজড়ারা অতঃপর মহিলারা দাঁড়াবে। যদি কোনো পুরুষের পাশে মহিলা দাঁড়ায় এবং উভয় একই নামাজে অংশীদার হয় তাহলে পুরুষের নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। মহিলাদের জন্য নামাজের জামাতে হাজির হওয়া মাকরুহ্। ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে ফজর, মাগরিব ও এশার জামাতে বৃদ্ধা মহিলার জন্য হাজির হওয়া দোষনীয় নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মতে বৃদ্ধ মহিলাদের সকল নামাজের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। বহুমূত্র রোগীর পিছনে পাক ব্যক্তি নামাজ পড়বে না এবং মুস্তাহাযা মহিলাদের পিছনে পবিত্র মহিলারা, কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি কুরআন পাঠে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে, কাপড় পরিহিত ব্যক্তি বিবস্ত্র ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না।

ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومىء ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ولا من

يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة اعاد الصلوة ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يشبك ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يكفه ولا يعقص شعره ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يقعي كاقعاء الكلب ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب.

তায়াম্মুমকারী অজুকারীর এবং মোজা মাসেহকারী পা ধৌতকারীর ইমামতি করা বৈধ। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করতে পারে। রুকু সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না। ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পেছনে এবং এক ফরজ আদায়কারী ভিন্ন ফরজ আদায়কারীর পেছনে একতেদা করবে না। কেহ যদি ইমামের পিছনে একতেদা করে নামাজ পড়ার পর জেনে যায় যে, ইমাম অজুবিহীন ছিল তাহলে সে নামাজ পুনরায় পড়ে নিবে। মুসল্লির জন্য মাকরুহ হল, স্বীয় কাপড় বা তার শরীরের সঙ্গে অহেতুক কর্ম করা এবং পাথর কণা সরানো। তবে তার উপর সাজদা করা অসম্ভব হলে একবার সরাতে পারে। আঙ্গুল ফুটাবে না। আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে জালের আকৃতি বানাবেনা। কোমরে হাত রাখবে না। গলার দুপাশে কাপড় ঝুলিয়ে রাখবেনা এবং কাপড় গুছাবেনা। (পুরুষ) চুল বেধে রাখবেনা । ডান এবং বাম দিকে তাকাবেনা। কুকুরের বসার ন্যায় বসবেনা। মুখ বা হাত দিয়ে সালামের উত্তর দিবে না। ওজর ব্যতীত চার জানু হয়ে বসবেনা। পানাহার করবে না।

فإن سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلوته ان لم يكن اماما فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم والاستئناف أفضل وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلوة وإن تكلم في صلوته ساهيا او عامدا بطلت صلوته وإن سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلوة تمت صلوته وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلوته وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل قليل أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو مؤميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلوة قبل هذه او احدث الامام القارئ فاستخلف اميا

২০২৩

او طلعت الشمس فى صلوة الفجر او دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء او كانت مستحاضة فبرئت بطلت صلوتهم في قول أبي حنيفة و أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم تمت صلوتهم فى هذا المسائل.

নামাজি ব্যক্তির অজু ভেঙ্গে গেলে সে যদি ইমাম না হয় তাহলে নামাজ ছেড়ে অজু করে আসবে এবং তার পূর্বের নামাজের উপর ভিত্তি করে নামাজ শেষ করবে, আর যদি ইমাম হয় অন্য কাউকে প্রতিনিধি (ইমাম) বানিয়ে অজু করে উক্ত নামাজের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ পড়বে-যতক্ষণ না সে কথাবার্তা বলবে। তবে নতুনভাবে নামাজ আদায় করা উত্তম। যদি কেহ নামাজে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তথায় স্বপ্নদোষ হয় অথবা পাগল হয়ে যায় অথবা বেহুশ হয়ে যায় অথবা অট্টহাসি দেয় তাহলে নতুনভাবে অজু করে পুনরায় নামাজ শুরু করতে হবে। নামাজি যদি নামাজে ভুলবসত বা ইচ্ছা করে কথা বলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কেহ তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর অজু নষ্ট হয় তাহলে অজু করে এসে সালাম ফিরাবে। যদি কেহ তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর এ অবস্থায় ইচ্ছা করে অজু নষ্ট করে বা কথা বলে বা নামাজের পরিপন্থি কোনো কাজ করে তাহলেও নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তায়াম্মুমকারী নামাজের মধ্যে পানি দেখলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যদি তায়াম্মুমকারী তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখে অথবা মোজা মাসেহকারীর মুদ্দত (মেয়াদ) শেষ হয়ে যায় বা সামান্য কাজের সাথে মোজা খুলে ফেলে অথবা কোনো মূর্খ ব্যক্তি সুরা শিখে ফেলে অথবা কোনো নগ্নব্যক্তি বস্ত্র লাভ করে অথবা ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি রুকু সাজদায় সক্ষম হয় অথবা যদি স্মরণ হয় যে তার পূর্বের নামাজ কাজা রয়েছে অথবা ক্বারী ইমামের অজু নষ্ট হওয়ার পর উম্মিকে স্থলাভিষিক্ত বানায় অথবা ফজরের নামাজে সূর্য উদয় হয়ে যায় ,অথবা জুমার নামাজে আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে, নামাজি ব্যান্ডেজের উপর মাসেহকারী হলে ক্ষত শুকিয়ে যদি ব্যান্ডেজ পড়ে যায় অথবা মুস্তাহাযা মহিলা ইস্তিহাযা মুক্ত হয় এসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, তাদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

باب قضاء الفوائت

ومن فاتته صلوة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلوة الوقت إلا أن يخاف فوت صلوة الوقت فيقدم صلوة الوقت على الفائتة ثم يقضيها ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على خمس صلوات فيسقط الترتيب فيها.

কাজা নামাজ অধ্যায়

কারো নামাজ ছুটে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নিবে। ওয়াক্তিয়া নামাজের পূর্বে তা আদায় করে নিবে। যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে আদায় করে পরে কাজা নামাজ পড়বে। যার কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে যায় মূলত যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেই ধারাবাহিকভাবে কাজা আদায় করবে। যদি কাজা নামাজ পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয় তবে উহা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার বিধান রহিত হয়ে যায়।

باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة

لا يجوز الصلوة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الاعصر يومه ولا عند قيامها في الظهيرة ولا يصلى على جنازة ولا يسجد للتلاوة ويكره أن يتنفل بعد صلوة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلى فى هذين الوقتين الفوائت ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر ولا يتنفل قبل المغرب.

নামাজের মাকরুহ ওয়াক্তের অধ্যায়

সূর্যোদয়ের সময় নামাজ পড়া বৈধ হবে না; সূর্যাস্তকালেও তা বৈধ হবে না- তবে ঐ দিনের আসরের নামাজ ব্যতীত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়েও তা আদায় করা বৈধ নয়। এ সময় জানাজার নামাজ পড়া এবং তেলাওয়াতে সাজদা করাও বৈধ নয়। ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। তবে এ দু'সময়ে কাজা নামাজ, তেলাওয়াতে সাজদা ও জানাজার নামাজ পড়া দূষণীয় নয়। তবে তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ পড়া যাবেনা। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের অধিক অন্য কোনো নফল নামাজ পড়া মাকরুহ, মাগরিবের পূর্বেও কোনো নফল নামাজ পড়া যাবে না।

باب النوافل

السنة في الصلوة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا

ويكره الزيادة على ذالك فأما نوافل الليل فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه إن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جاز ويكره الزيادة على ذالك وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سكت وإن شاء سبح والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وجميع الوتر ومن دخل في صلوة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يؤمئ إيماء

নফল নামাজ অধ্যায়

সুন্নাত নামাজ হলো ফজর উদয়ের পর দুই রাকাত, যোহরের পূর্বে চার রাকাতও পরে দুই রাকাত, আছরের পূর্বে চার রাকাত ইচ্ছা করলে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত এবং এশার পূর্বে চার রাকাত পরে চার রাকাত ইচ্ছা করলে দুই রাকাতও পড়া যায়। দিনের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে দুই রাকাত এক সালামে পড়া যায় অথবা চার রাকাত ও পড়তে পারে। এক সালামে এর বেশি পড়া মাকরুহ। রাতের নফল নামাজ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আট রাকাত এক সালামে পড়া জায়েজ। এর বেশি পড়া মাকরুহ। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, রাতে এক সালামে দু'রাকাতের বেশি পড়া যাবে না। ফরজ নামাজে প্রথম দু'রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব, শেষের দুই রাকাত নামাজির ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে সুরা ফাতিহা পড়বে, ইচ্ছা করলে চুপ থাকতে পারবে বা ইচ্ছা করলে তাসবিহও পড়তে পারবে। নফল ও বিতর নামাজের সকল রাকাতে কিরাত পড়া ওয়াজিব। কেহ নফল নামাজ শুরু করে নষ্ট করে ফেললে উহার কাজা আদায় করবে। কেহ চার রাকআত নামাজ পড়ে এর প্রথম দুই রাকাত পর বসে অতঃপর শেষের দুই রাকাত নামাজ নষ্ট করে ফেলে তাহলে দুই রাকাত কাজা আদায় করবে। দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে পড়া যায়। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেহ যদি নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করার পর বসে আদায় করে তাহলেও বৈধ হবে। সাহেবাইন বলেন, অপারগতা ব্যতীত বৈধ হবে না। কেউ শহরের বাহিরে থাকলে নিজ বাহন যেদিকে যায় সেদিকে ফিরে ইশারায় নামাজ আদায় করবে।

باب سجود السهو

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويلزمه سجود السهو إذا زاد في صلوته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود.

সাহু সাজদাহ্ অধ্যায়

নামাজে কম বেশির ক্ষেত্রে সাহু (ভুল করার কারণে) সাজদা দেওয়া ওয়াজিব। সালামের পর দু'বার সাজদা করবে অতঃপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। সাহু সাজদা তখন ওয়াজিব হবে যখন নামাজি তার নামাজের মধ্যে এমন কোনো কাজ বৃদ্ধি করবে যা নামাজ জাতীয় কাজ অথচ নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা কোনো ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিবে বা সুরায়ে ফাতিহা, দোআ কুনুত, তাশাহুদ বা দুই ইদের নামাজের তকবিরসমূহ ছেড়ে দিবে অথবা ইমাম নিম্নস্বরে কেরাতের স্থলে উচ্চস্বরে এবং উচ্চ স্বরের স্থলে নিম্ন স্বরে পড়ে। ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপরও সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। মুক্তাদি ভুল করলে ইমামের উপর সাহু সাজদা ওয়াজিব নয় এবং মুক্তাদির উপরেও ওয়াজিব নয়।

ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو وان سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلوته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلوته والركعتان نافلة ومن شك في صلوته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذالك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين.

যদি কেহ ভুলক্রমে প্রথম বৈঠকে না বসে, দাঁড়াতে শুরু করে তবে বসার নিকটবর্তী অবস্থায় যদি স্মরণ হয় তাহলে সে বসে যাবে এবং তাশাহুদ পড়বে। আর যদি সে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে বসার দিকে ফিরবে না এবং শেষে সাহু সাজদা করবে। যদি কেহ ভুলক্রমে শেষ বৈঠক ভুলে গিয়ে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে, পঞ্চম রাকাত বাতিল করবে এবং সাজদায়ে সাহু করবে। পঞ্চম রাকাতকে যদি সাজদা দ্বারা আবদ্ধ করে তাহলে তার ফরজ বাতিল হয়ে উক্ত নামাজ নফলে পরিণত হবে, এ ক্ষেত্রে তার জন্য করণীয় হলো ষষ্ঠ রাকাতকে মিলানো। যদি কেহ চতুর্থ রাকাতে বসে এবং প্রথম বৈঠক মনে করে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে পঞ্চম রাকাত সাজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে এবং সালাম ফিরিয়ে সাজদায়ে সাহু করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাত সাজদা দ্বারা আবদ্ধ করে নেয় তাহলে উহার আরো এক রাকাত মিলাবে। এ ক্ষেত্রে তার (ফরজ) নামাজ পূর্ণ হবে এবং (অবশিষ্ট) শেষ দুই রাকাত নফল নামাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি কেহ তার আদায়কৃত নামাজে সন্দেহ পোষণ করে যে, সে কি তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত? এ ধরনের সন্দেহ (যদি) তার এই প্রথম বার হয়, তাহলে সে নামাজ পুনরায়, শুরু করবে। আর যদি এ ধরনের সন্দেহ তার ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়ে থাকে তাহলে সে তার প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে। আর যদি তার ধারণা না থাকে তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে।

باب صلوة المريض

إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على قفاه وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن اضطجع على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلوته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد ويومئ إيماء ان لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما فان صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذالك لم يقض.

রুগ্ন ব্যক্তির নামাজ অধ্যায়

রুগ্ন ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে রুকু সাজদা সহকারে নামাজ আদায় করবে। রুকু এবং সাজদা করতে অক্ষম হলে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। সাজদার সময় রুকু হতে বেশি নিচু হবে। সাজদা করার জন্য কোনো বস্তু তার চেহারার দিকে উঁচু করবেনা। যদি বসতে সক্ষম না হয় তাহলে চিৎ হয়ে শুবে এবং উভয় পা কেবলামুখি রাখবে। অতঃপর ইশারায় রুকু ও সাজদাহ করবে। যদি কাত হয়ে শুয়ে এবং তার মুখমন্ডল কিবলার দিকে থাকে এবং ইশারায় নামাজ পড়ে তাহলেও বৈধ হবে। যদি মাথা দিয়ে ইশারা করতে অক্ষম হয় তাহলে নামাজ বিলম্বিত করবে। দুই চক্ষু, ভ্রু এবং অন্তর দ্বারা ইশারা করবে না। যদি কেহ দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু ও সাজদা করতে অক্ষম, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো জরুরি নয়। তার জন্য বসে ইশারায় নামাজ পড়া বৈধ। যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তি নামাজের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়ে অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে বসে রুকু সাজদা করে নামাজ আদায় করবে। রুকু সাজদার ক্ষমতা না রাখলে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে অথবা বসার ক্ষমতা না রাখলে চিৎ হয়ে আদায় করবে। যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে (বসে) নামাজ আদায় করেছিল কিন্তু নামাজের ভিতরে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে বাকি নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কেহ যদি তার কিছু অংশ নামাজ ইশারায় আদায় করার পর রুকু সাজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে নতুনভাবে নামাজ আদায় করতে হবে। যদি কেহ পাঁচ বা এর কম নামাজের সময় পরিমাণ অজ্ঞান থাকে, জ্ঞান ফেরার পর উক্ত নামাজ কাজা আদায় করবে। বেহুশের কারণে এর চেয়ে বেশি নামাজ ছুটে গেলে তার কাজা আদায় করতে হবে না।

باب سجود التلاوة

في القرآن أربعة عشر سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد وفى النحل وفى بني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق والسجود واجب في هذه المواضع على التالى والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد فإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه فان تلا الماموم لم يلزم الامام ولا الموموم السجود وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلوة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلوة لم تجزءهم ولم تفسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حتى دخل في الصلوة فتلاها وسجد لهما أجزأته السجدة عن التلاوتين وإن تلاها في غير الصلوة فسجدها ثم دخل في الصلوة

فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزئه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.

তেলাওয়াতে সাজদার অধ্যায়

কুরআন শরিফে মোট ১৪ টি সাজদা আছে। (১) সুরা আরাফের শেষে (২) সুরা রা'দে, (৩) সুরা নাহলে (৪) সুরা বনী ইসরাইলে (৫) সুরা মারিয়ামে, (৬) সুরা হজ্জের প্রথমে, (৭) সুরা ফুরকানে, (৮) সুরা নামলে (৯) সুরা আলিফ লাম মীম তানজিলে (১০) সুরা সোয়াদে (১১) সুরা হা-মীম সাজদাতে (১২) সুরা নাজমে (১৩) সুরা ইনশিকাকে ও (১৪) সুরা আলাকে। এসব স্থানে তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব। শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে তিনি এবং মুক্তাদিগণ একই সাথে সাজদা করবেন। মুক্তাদি তেলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদির কারো উপর সাজদা ওয়াজিব হবে না। যদি তারা নামাজে এমন কোনো লোকের নিকট হতে সাজদার আয়াত শোনে, যিনি তাদের নামাজের অন্তর্ভুক্ত নন- তাহলে নামাজের মধ্যে সাজদা না করে পরে সাজদা করবে। নামাজের মধ্যে সাজদা করলে তা ঠিক হবে না। তবে এতে নামাজ নষ্ট হবে না। কেহ যদি নামাজের বাহিরে সাজদার আয়াত পড়ে কিন্তু তখন সাজদা না করে নামাজে প্রবেশ করে পুনরায় সেই আয়াত পড়ে এবং উভয় তেলাওয়াতের জন্য (একটি মাত্র) সাজদা করে তাহলে উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। যদি নামাজের বাহিরে আয়াতে সাজদা তেলাওয়াত করে এবং উহার জন্য সাজদা করে অতঃপর নামাজে প্রবেশের পর আবার সেই আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহলে প্রথম সাজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি কেহ একই মজলিসে কোনো সাজদার আয়াত বারবার তেলাওয়াত করে এক সাজদাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তেলাওয়াতের সাজদা করার ইচ্ছা করলে হাত উত্তোলন না করে আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় যাবে। পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে মাথা উত্তোলন করবে। উহাতে তাশাহুদ ও সালাম কিছুই করতে হবে না।

باب صلوة المسافر

السفر الذى يتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة ايام بسير الإبل ومشي الأقدام ولامعتبر فى ذالك بالسير فى الماء وفرض المسافر عندنا في كل صلوة رباعية ركعتان ولا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد فى الثانية

مقدار التشهد في الركعتين الأولين بطلت صلوته ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوى الإقامة فى بلدة خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام فإن نوى الإقامة أقل من ذالك لم يتم ومن دخل ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقى على ذالك سنين صلى ركعتين وإذا دخل العسكر فى أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوما لم يتموا الصلوة.

মুসাফিরের নামাজ অধ্যায়

যে সফরের কারণে শরিয়তের বিধানাবলি পরিবর্তন হয়, তা হল মানুষ এমন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে যে স্থান এবং নিজের মধ্যে উট চলার বা পদব্রজে তিন দিনের দূরত্ব হয়। এ দূরত্ব জল পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পরিগণিত হবে না। আমাদের আহ্নাফের নিকট মুসাফিরের জন্য ফরজ হল, প্রত্যেক চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত পড়া। দু'রাকাতের বেশি পড়া তার জন্য বৈধ নয়। যদি কেউ চার রাকাত পড়ে এবং প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ বসে তাহলে প্রথম দুই রাকাত ফরজের জন্য যথেষ্ট হবে এবং শেষের দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ না বসে তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ভ্রমণের জন্য বের হবে সে দুই রাকাত করে নামাজ পড়বে যখন তার নিজ জনপদ অতিক্রম করবে এবং ঐ সময় পর্যন্ত সফরকারীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে যতক্ষণ না পনের বা তার চেয়ে বেশি দিনের জন্য কোনো শহরে অবস্থানের নিয়ত করবে তখন তার জন্য পূর্ণ নামাজ পড়া জরুরি হবে। যদি কেউ তার (পনের দিনের) চেয়ে কম সময়ের অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে সে নামাজ পূর্ণ পড়বে না। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শহরে প্রবেশ করে ১৫ দিনের অবস্থানের নিয়ত না করে বরং বলতে থাকে যে, আগামী কাল বা তার পরের দিন চলে যাব। এভাবে যদি সে কয়েক বৎসরও কাটিয়ে দেয় তথাপি সে দুই রাকাত করে নামাজ আদায় করবে। কোনো সৈন্য শত্রু ভূমিতে প্রবেশ করে ১৫ দিনের অবস্থানের নিয়ত করে তবুও চার রাকাত পড়বে না।

وإذا دخل المسافر فى صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلوة وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلوته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم أتم المقيمون صلوتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول لهم أتموا صلواتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلوة وإن لم ينو الإقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر

فدخل وطنه الأول لم يتم الصلوة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلوة والجمع بين الصلوتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وتجوز الصلوة فى سفينة قاعدا على كل حال عند ابى حنيفة رحمة الله عليه وعندهما لاتجوز الا بعذر ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء.

যদি কোনো মুসাফির ওয়াক্ত বাকি থাকতে মুকিমের (ইমামতিতে) নামাজ আদায়ের একতেদা করে তাহলে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। যদি কাজা নামাজের একতেদা করে তাহলে মুকিমের পিছনে নামাজ আদায় হবে না। কোনো মুসাফির যদি মুকিমের ইমামতি করে তাহলে মুসাফির দুই রাকাত নামাজ পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিমগণ তাদের (অবশিষ্ট দুই রাকাত) নামাজ পূর্ণ করবে। (মুসাফির) ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো সালাম ফিরানোর পর বলে দেয়া যে, আপনারা নিজ নিজ নামাজ পূর্ণ করুন। কেননা আমরা মুসাফির দল। যদি মুসাফির নিজ জনপদে পৌঁছে যায় তাহলে সে অবস্থানের নিয়ত না করলেও নামাজ পূর্ণ করে আদায় করবে। যদি কেহ আপন বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাসস্থান গ্রহণ করে, অতঃপর সেখান থেকে সফর করে পূর্বের বাসস্থানে গমন করে তাহলে সে তার নামাজ পূর্ণ করবে না। যদি কোনো মুসাফির মক্কা এবং মিনায় ১৫ দিনের নিয়ত করে তাহলে সে নামাজ পূর্ণ করবে না। মুসাফিরের জন্য দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়া আদায়ের বিবেচনায় বৈধ; ওয়াক্তের বিবেচনায় বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নৌকায় সর্বাবস্থায় নামাজ বসে পড়া বৈধ। সাহেবাইনের মতে, (শরয়ি গ্রহণযোগ্য) কারণ ব্যতীত নামাজ বসে পড়া বৈধ নয়। সফর অবস্থায় কারো নামাজ কাজা হলে মুকিম অবস্থায় দুই রাকাত কাজা আদায় করবে এবং মুকিম অবস্থায় করে নামাজ কাজা হলে সফর অবস্থায় চার রাকাত কাজা নামাজই আদায় করবে। সফরের শিথিলতা অবাধ্য ও বাধ্য (বান্দা) সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

باب صلوة الجمعة

لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح فى وقت الظهرولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قبل الصلوة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبى حنيفة رحمة الله عليه و قالا لا

بد من ذكر طويل يسمى خطبة فان خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها الجماعة وأقلهم عند أبى حنيفة رحمة الله عليه ثلثة سوى الإمام وقالا اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بقرأته فى الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولاصبى ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت.

জুমার নামাজ অধ্যায়

জনবহুল শহর বা শহরসম জনপদ ব্যতীত অন্যস্থানে জুমা শুদ্ধ হবে না। গ্রামে জুমা জায়েজ নেই। শাসক বা শাসকের নির্দেশিত ব্যক্তি ব্যতীত জুমার নামাজ কায়েম করা বৈধ নয়। জুমার শর্তসমূহের একটি হলো ওয়াক্ত। সুতরাং যোহরের সময় জুমা বিশুদ্ধ হবে কিন্তু এরপর বিশুদ্ধ হবে না। উহার শর্ত সমূহের আরেকটি শর্ত হলো নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদান। ইমাম দুইটি খোতবা দিবেন। উভয় খোতবার মাঝে একটি বৈঠকের মাধ্যমে পার্থক্য করবেন। ইমাম পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করবেন। ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে, খোতবাকে আল্লাহর জিকিরে সীমাবদ্ধ করা বৈধ। আর সাহেবাইন বলেন, এমন দীর্ঘ জিকির হতে হবে, যাকে খোতবা বলা যায়। যদি কেহ বসে বা অপবিত্র অবস্থায় খোতবা প্রদান করে তা জায়েজ হবে তবে মকরুহ হবে। জুমার জন্য একটি শর্ত হলো জামাত। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে জামাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ইমাম ব্যতীত তিন জন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ব্যতীত ২ জন। উভয় রাকাতে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়বেন। উভয় রাকাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সুরা নেই। মুসাফির, মহিলা, অসুস্থ ব্যক্তি, নাবালেগ, ক্রীতদাস এবং অন্ধের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। তবে তারা যদি উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে নামাজ আদায় করে তাহলে যুহরের ফরজের জন্য যথেষ্ট হবে।

ويجوز للعبد والمسافر والمريض أن يؤموا فى الجمعة ومن صلى الظهر فى منزله يوم الجمعة
قبل صلوة الإمام ولا عذر له كره له ذالك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة
فتوجه إليها بطلت صلوة الظهر عند أبى حنيفة رحمة الله عليه بالسعى اليها وقال أبو
يوسف ومحمد رحمة الله عليهما لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ويكره أن يصلى المعذور
الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذالك أهل السجن ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما
২০১৪ أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو فى سجود السهو بنى عليها الجمعة عند

أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما وقال محمد رحمة الله عليه إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقالا لا باس بان يتكلم مالم يبدأ بالخطبة وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدى المنبر ثم يخطب الامام وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلوة.

ক্রীতদাস, মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জুমার ইমামতি করা জায়েজ। জুমার দিন যদি কেহ ইমামের জুমা আদায়ের পূর্বে নিজ গৃহে যোহরের নামাজ আদায় করে এবং তার কোনো কারণ না থাকে তাহলে তা মাকরুহ হবে। তবে নামাজ জায়েজ হবে। যদি সে জুমার নামাজে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর নামাজের দিকে যাত্রা করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট যাত্রা প্রচেষ্টা দ্বারাই তার যোহরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে, ইমামের সাথে শরিক না হওয়া পর্যন্ত নামাজ বাতিল হবে না। অক্ষম ব্যক্তিদের জুমার দিন যোহরের নামাজ জামাতে আদায় করা মাকরুহ। অনুরূপভাবে কয়েদিদের জন্যও। জুমার দিন যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যতটুকু নামাজ পাবে ততটুকু তার সাথে আদায় করবে, বাকি নামাজ তার উপর ভিত্তি করে জুমা হিসেবেই আদায় করবে। যদি সে ইমামকে তাশাহুদ বা সাজদা সাহুর মাঝে পায়, তাহলে শায়খাইনের মতে তার উপর ভিত্তি করে জুমার নামাজ আদায় করবে। জুমার দিন ইমাম যখন বের হয় মুসল্লিরা তার খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ ও কথাবার্তা পরিত্যাগ করবে। সাহেবাইন বলেন, খোতবা শুরু না হওয়া পর্যন্ত কথা বলা দোষণীয় নয়। মুয়াজ্জিন জুমার প্রথম আজান দিলে মানুষ ক্রয়, বিক্রয় পরিহার করবে এবং জুমার জন্য রওয়ানা হবে। ইমাম যখন মিম্বরে বসবেন তখন মুয়াজ্জিন মিম্বরের বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিবেন। অতঃপর ইমাম খোতবা দিবেন এবং খোতবা শেষ করে নামাজ আদায় করবেন।

باب صلوة العيدين

يستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان شيئا قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة رحمه الله ويكبر عندهما ولا يتنفل فى المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلوة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلى الإمام بالناس ركعتين ১০২৪

يكبر في الأولى تكبيرة الأحرام وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فاذافرغ من القراءة وكبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتته صلوة العيد مع الإمام لم يقضها فإن غم الهلال عن الناس وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلوة فى اليوم الثانى لم يصلها بعده.

দুই ইদের নামাজ অধ্যায়

ইদুল ফিতরের দিন মুস্তাহাব হল ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া এবং গোসল করে আতর ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে ইদগাহে রওয়ানা হওয়া। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে, ইদগাহের পথে তাকবির বলবে না। সাহেবাইনের মতে, তাকবির বলবে। ইদগাহে ইদের নামাজের পূর্বে কোনো নফল নামাজ পড়বে না। সূর্য উপরে উঠার পর যখন নামাজ পড়া জায়েজ তখন থেকে ইদের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বলবৎ থাকে। সূর্য হেলে গেলে তার ওয়াক্ত শেষ হয়। ইমাম মুসল্লিগণকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমা বলার পর আরো তিনটি তাকবির বলবেন। পরে সুরা ফাতিহা এবং উহার সাথে অন্য একটি সুরা পড়বেন। অতঃপর তাকবির বলে রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাত কিরাত দিয়ে শুরু করবেন। কেরাত সমাপ্ত হওয়ার পর তিনবার তাকবির বলবেন। চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে যাবেন। উভয় ইদের তাকবির গুলোতে হাত উত্তোলন করতে হবে। নামাজের পর দুই খোতবা দিবেন। সে খোতবায় মানুষকে সদাকাতুল ফিতর এর বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন। কোনো ব্যক্তির ইমামের সাথে ইদের নামাজ ছুটে গেলে তার কাজা পড়বে না। ইদের চাঁদ যদি মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত থাকে (পরের দিন) সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইমামের নিকট এসে কিছু লোক নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে পরদিন ইদের নামাজ পড়তে হবে। যদি এমন কোনো বিশেষ কারণ সৃষ্টি হয় যা দ্বিতীয় দিন মানুষকে নামাজ হতে বিরত রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর ইদের নামাজ পড়বে না।

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلوة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلى الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتي يعلم الناس فيهم الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلوة يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذالك وتكبير التشريق أوله عقيب

২০১৫

صلوة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلوة العصر من يوم النحر عند أبى حنيفة رحمة الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق والتكبير عقيب الصلوات المفروضات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ইদুল আযহার দিন মুস্তাহাব হল গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইদের নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত দেড়িতে আহার করা, তাকবির দিতে দিতে ইদগাহের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়া। ইদুল ফিতরের ন্যায় ইদুল আযহার নামাজ দুই রাকাত পড়তে হবে। নামাজের পর দু'খোতবা দিতে হবে এবং সে খোতবায় মানুষকে কুরবানী এবং তাকবিরে তাশরিক সংক্রান্ত মাসায়েল শিক্ষা দিতে হবে। যদি এমন কোনো কারণ সৃষ্টি হয় যা মানুষকে নামাজ পড়তে বাঁধা প্রদান করে তাহলে পরবর্তী দিন বা তার পরবর্তী দিন নামাজ আদায় করবে। এরপর আর ইদের নামাজ আদায় করবে না। আরাফার দিনে ফজরের পর হতে তাকবিরে তাশরিক শুরু হবে। আর এর শেষ সময় হল ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে কুরবানির দিনের (১২ যিলহজ্জ) আসর নামাজের পর পর্যন্ত। আর সাহেবাইনের মতে, তাকবিরে তাশরিকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত। তাকবিরে তাশরিক ফরজ নামাজসমূহের পর পরেই পাঠ করতে হয়, আর তা হল 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

باب صلوة الكسوف

إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفى عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلى الشمس ويصلى بالناس الإمام الذى يصلى بهم الجمعة فإن لم يحضر الامام صلاها الناس فرادى وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلى كل واحد بنفسه وليس فى الكسوف خطبة.

সূর্য গ্রহণের নামাজ অধ্যায়

সূর্য গ্রহণ হলে ইমাম মানুষদের নিয়ে নফল নামাজের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে রুকু হবে একটি এবং উভয় রাকাতে ইমাম দীর্ঘ কিরাত পড়বেন। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু মতে, কিরাত আস্তে পড়বেন। সাহেবাইনের মতে উচ্চস্বরে পড়বেন। সূর্য আলোকিত

না হওয়া পর্যন্ত দোআ করবেন। যে ইমাম জুমার নামাজ পড়ান সে ইমামই এ নামাজে মানুষের ইমামতি করবেন। ইমাম অনুপস্থিত থাকলে লোকজন একা একা পড়বে। চন্দ্র গ্রহণের নামাজে কোনো জামাত নেই। প্রত্যেকে নিজে নিজে নামাজ পড়বে। সূর্য গ্রহণের নামাজের খোতবা নেই।

باب صلوة الاستسقاء

قال أبو حنيفة رحمه الله عليه ليس فى الاستسقاء صلوة مسنونة بالجماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يصلى الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة للاستسقاء

বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ অধ্যায়

ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাজ জামাত সহকারে আদায় করার কোনো বিধান নেই। তবে যদি মানুষ একাশি পড়ে বৈধ হবে। ইসতেস্কা মুলত ঃ দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইমাম দুই রাকাত নামাজ পড়বেন এবং উভয় রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বেন। অতঃপর খোতবা পড়বেন এবং কেবলামুখি হয়ে দোআ করবেন ইমাম তার ছাদর উল্টিয়ে ফেলবেন। কিন্তু মুক্তাদিগণ তাদের ছাদর উল্টাবে না। ইসতেস্কার নামাজে জিম্মিরা উপস্থিত হবে না।

باب قيام شهر رمضان

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلى بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان.

তারাবিহ নামাজ অধ্যায়

রমজান মাসে এশার নামাজের পর সকল মানুষ একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব। ইমাম তাদেরকে পাঁচ তারাবিহ নামাজ পড়বেন। প্রতি তারাবিহতে দুবার সালাম ফিরাতে হয়। দু'তারাবির মাঝে এক তারাবির সমান বসতে হবে। অতঃপর জামাতের সহিত বিতর নামাজ আদায় করবে। রমজান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে বিতরের নামাজ জামাতে আদায় করবে না।

باب صلوة الخوف

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلى بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلى بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة ولا يقاتلون فى حال الصلوة فإن فعلوا ذالك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يؤمون بالركوع والسجود إلى أى جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة.

ভয়কালীন নামাজ অধ্যায়

ভয় প্রবল হলে ইমাম লোকজনকে দুভাগে বিভক্ত করবেন। একদল শত্রুর দিকে থাকবে, আর অন্যদল ইমামের পিছনে থাকবে। ইমাম এ দল নিয়ে দুই সাজদায় এক রাকাত নামাজ পড়বেন যখন দ্বিতীয় সাজদা হতে মাথা উত্তোলন করবেন তখন এ দল শত্রুর সম্মুখে যাবে এবং ঐ দলটি আসবে। ইমাম তাদেরকে দুই সাজদায় এক রাকাত নামাজ আদায় করবেন এবং তাশাহুদ পড়বেন ও সালাম ফিরাবেন। কিন্তু তারা (দল) সালাম না ফিরায়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে এবং প্রথম দলটি ফিরে এসে এক রাকাত দুই সাজদার মাধ্যমে একা একা কিরাত ব্যতীত আদায় করবে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর শত্রুর সম্মুখে যাবে। দ্বিতীয় দলটি এসে দুই সাজদার মাধ্যমে কিরাত সহকারে এক রাকাত নামাজ পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। ইমাম যদি মুকিম হন তাহলে প্রথম দল নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দুই রাকাত পড়বেন। মাগরিবের নামাজ প্রথম দল নিয়ে দুই রাকাত এবং দ্বিতীয় দল নিয়ে এক রাকাত পড়বেন। নামাজরত অবস্থায় তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। সংঘর্ষে লিপ্ত হলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভয় আরো তীব্র হলে আরোহী অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে রুকু সাজদা করবে। কেবলামুখি হওয়া সম্ভব না হলে যে দিকে সম্ভব সে দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে।

باب الجنائز

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادتين وإذا مات شدوا لحيتيه وغمضوا عينيه فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضؤوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلى التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلى التحت منه.

জানাজা অধ্যায়

মানুষ মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে তাকে ডানপার্শ্বে কেবলামুখি করে শোয়াবে এবং তাকে কালেমা শাহাদাতের তালক্বিন দিবে। যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার দাঁড়ি বেধে দিবে এবং তার উভয় চক্ষু বন্ধ করে দিবে। যখন তাকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন একটি খাটের উপর রাখবে এবং তার লজ্জাস্থানের উপর এক খন্ড কাপড় রেখে তার শরীর হতে সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। তাকে অজু করাবে কিন্তু কুলি করাবে না এবং নাকে পানি দিবে না। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে এবং তার খাটটিকে বেজোড় সংখ্যায় আগরবাতি প্রজ্বলিত করার দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করবে। বরই পাতা বা উশনেই ঘাস দিয়ে পানি ফুটাবে। এসব পাওয়া না গেলে স্বচ্ছ পানি হলেই চলবে। অতঃপর খিতমি ফুল মিশ্রিত সিদ্ধ পানি দিয়ে তার মাথা ও দাঁড়ি ধৌত করবে। এবার বাম পার্শ্বে শোয়াবে এবং বরই পাতা মিশ্রিত সিদ্ধ পানি দিয়ে এমনভাবে ধৌত করবে যাতে মৃত ব্যক্তির নিচ পর্যন্ত পানি পৌছে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে ডান পার্শ্বে শোয়াবে এবং পানি দিয়ে এমনভাবে ধৌত করবে যাতে তার নিচ পর্যন্ত পানি পৌছে।

ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ثم ينشفه فى ثوب و يدرج في أكفانه و يجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده والسنة أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه وتكفن المرأة فى خمسة أثواب إزار وقميص وخمار

وخرقة تربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا فإذا فرغوا منه صلوا عليه.

তারপর তাকে নিজের দিকে একটু হেলান দেয়াবে এবং হালকাভাবে তার পেট মাসেহ করবে। যদি তার পেট থেকে কোনো কিছু বের হয় তাহলে ধুয়ে ফেলবে। পুনরায় আর গোসল দিতে হবে না। অতঃপর কাপড় দিয়ে শরীর মুছে কাফন পরাবে। তার মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি এবং সাজদার স্থান সমূহে কর্পুর লাগাবে।

পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল– ইযার, কুর্তা ও লেফাফা এ তিন কাপড়ে কাফন পরানো। যদি দুই কাপড়ে সীমাবদ্ধ রাখে তবুও বৈধ হবে। যখন তাকে লেফাফা পরানোর ইচ্ছা করবে তখন বাম দিক থেকে রু করবে। তারপর ডান দিক থেকে । কাপন খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে বেধে দিবে। মহিলাদের কাপন পড়াতে হয় পাঁচ কাপড়ে। ইযার, কামিজ, ওড়না, সিনাবন্দ যা দ্বারা স্তনদ্বয় বাঁধা হয় এবং চাদর। যদি তিন কাপড়ে সংক্ষিপ্ত করা হয় বৈধ হবে। ওড়না থাকবে কামিজের উপরে লেফাফার নিচে। মহিলাদের চুল তাদের বক্ষের উপরে রাখতে হবে। মৃত ব্যক্তির চুল দাড়ি আচড়াবে না এবং নখ ও চুল কাটবে না। কাফন পরানোর পূর্বে কাফনের কাপড়গুলোকে বেজোড় সংখ্যায় সুগন্ধি ধুনী দিবে। কাফন শেষ হলে জানাজার নামাজ পড়বে।

وأولى الناس بالامامة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى عليه الولي لم يجز أن يصلي احد بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره الى ثلاثة ايام ولا يصلى بعد ذالك ويقوم المصلى بحذاء صدر الميت والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله

ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن علي اللحد ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم يهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يسطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.

জানাজা নামাজের ইমামতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হলো শাসক যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তাহলে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব। অতঃপর মৃতের (শরয়ি) অবিভাবক। যদি অবিভাবক এবং শাসক ব্যতীত অন্য কেহ নামাজ পড়ায় তাহলে অবিভাবক পুনরায় নামাজ পড়াতে পারে। যদি অবিভাবক নিজে জানাজার নামাজ পড়ে ফেলে, তারপর আর কারো জন্য জানাজার নামাজ পড়া বৈধ নয়। যদি কাউকে জানাজা নামাজ না পড়িয়ে দাফন করা হয়, তাহলে তিন দিন পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়া বৈধ। এরপর নামাজ পড়া যাবে না। জানাজা নামাজ পড়ার সময় ইমাম লাশের সিনা বরাবর দাঁড়াবে। জানাজা নামাজের নিয়ম হল, প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাধবে ও সানা পড়বে, অতঃপর দ্বিতীয় তাকবির বলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ শরিফ পড়বে। এরপর তৃতীয় তাকবির বলে নিজের জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য দোআ করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম তাকবির ব্যতীত অন্য তাকবির গুলোতে হাত উঠাবে না। যে মসজিদে জামাত হয় সে মসজিদের অভ্যন্তরে জানাজা নামাজ পড়া যাবে না। খাটের উপর লাশ উঠানোর পর উহার চার পা ধরবে এবং না দৌড়ে দ্রুত হাটবে। কবরে পৌছার পর কাঁদ থেকে খাট নামানোর পূর্বে অন্যদের জন্য বসা মাকরুহ। কবর খনন করে লহদ করে দেওয়া হবে। মৃত ব্যক্তিকে কেবলা দিক করে কবরে নামাবে। কবরে রাখার সময় যারা রাখবে তারা 'বিসমিল্লাহে ওয়ালা মিল্লাতে রসুলিল্লাহ' (দোআটি) পড়বে। মৃত ব্যক্তিকে কেবলামুখি করে শোয়াবে এবং গিরাগুলো খুলে দিবে। কবরের উপর কাঁচা ইট গুলো সমান করে বসিয়ে দিবে। কবরের উপর পাকা ইট বা কাঠ দেওয়া মাকরুহ। বাঁশ দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। তারপর উহার উপর মাটি ঢেলে দিতে হবে এবং কবরকে উটের পিঠের ন্যায় করে দিতে হবে। উহাকে চার কোণ করা যাবে না। জন্মের পর কান্না করলে (শব্দ করার পর মারা গেলে) তার নাম রাখতে হবে, গোসল দিতে হবে এবং জানাজা পড়তে হবে। কোনো শব্দ না করলে তাকে এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে। জানাজা পড়তে হবে না।

باب الشهيد

الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه وكذالك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى عليهما لا

يغسلان ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشو والخف والسلاح ومن ارتث غسل والارتثات أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلوة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

শহিদ অধ্যায়

শহিদ ঐ ব্যক্তি যাকে মুশরিকগণ হত্যা করে অথবা যুদ্ধের ময়দানে যখমের চিহ্ন সহ মৃত পাওয়া যায় অথবা তাকে মুসলমানগণ অন্যায়বশত হত্যা করে, তার হত্যার কারণে কারো উপর রক্তপণ ওয়াজিব হয় না। শহিদকে কাফন পড়াতে হবে, তার জানাজা নামাজ পড়া হবে কিন্তু তাকে গোসল দেয়া যাবে না। তবে যার উপর গোসল ফরজ এমন কেহ শহিদ হলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে গোসল দিতে হবে। অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেহ শহিদ হলে তাকেও গোসল দিতে হবে। সাহেবাইনের মতে এ দু'জনের কাউকে গোসল দিতে হবে না। শহিদের রক্ত ধৌত করা যাবে না এবং তার পোশাকও খোলা যাবে না। তবে চর্ম নির্মিত পোশাক, তুলা ভরা কাপড়, মোজা এবং যুদ্ধাস্ত্র খুলতে হবে। মুরতাছ ব্যক্তিকে গোসল দিতে হবে। মুরতাছ ঐ ব্যক্তি যিনি আহত হওয়ার পর পানাহার করেন অথবা চিকিৎসা গ্রহণ করেন অথবা এক ওয়াক্ত নামাজ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান থাকা অবস্থায় জীবিত থাকেন অথবা তাকে রণক্ষেত্র থেকে জীবিত আনা হয়। যাকে শরিয়তের দন্ডবিধি মোতাবেক প্রাণদন্ড দেওয়া হয় অথবা হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা হয় তাকে গোসল দিয়ে জানাজা পড়তে হবে। কোনো ইসলামি রাষ্ট্রদ্রোহী বা ডাকাত নিহত হলে তার জানাজা নামাজ পড়া যাবে না।

باب الصلوة فى الكعبة

الصلوة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم وجهه الى وجه الإمام جاز ويكره ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلوته وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلوته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلوته.

কা'বা শরিফের অভ্যন্তরে নামাজ অধ্যায়

কা'বা শরিফের অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ পড়া বৈধ। যদি ইমাম সেখানে জামাতে নামাজ আদায় করেন এবং তখন যদি কতক মুক্তাদি ইমামের পিঠের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় তথাপি বৈধ হবে। যদি কেহ ইমামের মুখোমুখি দাঁড়ায় তবুও বৈধ হবে; তবে মাকরুহ হবে। যদি কাহারো পিঠ ইমামের মুখের দিকে হয় তাহলে তার নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম মসজিদে হারামে নামাজ পড়লে মুক্তাদিগণ কা'বা শরিফের চারদিকে গোলাকৃতি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে নামাজ আদায় করবে। তাদের মধ্যে হতে যদি কেহ ইমামের তুলনায় কা'বা শরিফের বেশি নিকটবর্তী হয় তবুও তার নামাজ বৈধ হবে। যদি না সে ইমামের পার্শ্বে থাকে। কেহ যদি কা'বা শরিফের ছাদে নামাজ পড়ে তাহলে তার নামাজ বৈধ হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজান দেয়ার হুকুম কি?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

২। নামাজের ফরজ কয়টি?

ক. ৫ খ. ৬

গ. ৭ ঘ. ৮

৩। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের حكم কী ?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

৪। ইমামতির জন্য সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে

i. সুন্নাহর ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত

ii. বিশুদ্ধ কুরআন তিলওয়াতকারী

iii. অধিক দানশীল ব্যক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

রাশেদ একজন কৃষক, সে নামাজ পড়তে যেয়ে মাঝখানে উভয় হাতের আঙ্গুল ফোটায়।

৫। রাশেদের কাজটি শরিয়াতের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

৬। এক্ষেত্রে রাশেদের করণীয় হচ্ছে--

i. নামাজ ছেড়ে দেয়া
ii. পুনরায় নামাজ পড়া
iii. নামাজ চালিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

(১) রায়হান দাখিল দশম শ্রেণির ছাত্র। সে যোহরের নামাজের ইমামতি করতে গিয়ে প্রথম বৈঠক না করে দাড়িয়ে যায়। একজন মুসল্লী الله اكبر বলে লোকমা দিলেও সে গ্রহণ করেনি এবং স্বাভাবিক নিয়মেই চার রাকাত নামাজ পূর্ণ করে উক্ত মুসুল্লী তাকে নামাজ পুনরায় পড়তে বললে সে বলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

ক. নামাজের নিষিদ্ধ সময় কয়টি?

খ. لا يقرء المؤتم خلف الامام গ্রন্থাকারের উক্ত উক্তিটি ব্যাখ্যা কর?

গ. রায়হানের করণীয় কি ছিল? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. রায়হানের প্রতি মুসল্লীর পরামর্শ তুমি কি ঠিক মনে কর? তোমার মতের স্বপক্ষে দলিল দাও।

(২) আরিফ চাঁদপুর থেকে ঢাকার (দূরুত্ব ১০০ কি মি) উদ্দেশ্যে লঞ্চ যোগে রওয়ানা হয়। সে লঞ্চে আসরের নামাজ আদায় করতে গিয়ে চার রাকাত আদায় করে। মাওলানা আব্দুস সালাম তাকে বললেন, আপনার নামাজ হয়নি, শরিয়তে মুসাফিরের জন্য সংক্ষিপ্ত সালাতের বিধান রয়েছে। প্রত্যুত্তরে আরিফ বলল, আমি পূর্ণ চার রাকাত পড়েছি বেশি সাওয়াব পাব।

ক. প্রথম তেলাওয়াতে সাজদা কোন সুরায়?

খ. الجمع بين الصلواتين বলতে কি বুঝায়?

গ. মাওলানা আব্দুস সালামের বক্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. আরিফের মন্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর?

الفصل الثالث : كتاب الحج

الحج واجب على الأحرار المسلمين البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لابد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما : لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কিতাবুল হজ্জ

স্বাধীন মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান এবং শারীরিক ভাবে সুস্থ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরজ। যখন তারা পাথেয় ও বাহনের সক্ষমতা রাখবে যা বাসস্থান এবং উহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ হতে অতিরিক্ত হবে এবং যাতায়াতের পথ নিরাপদ হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের সাথে মুহরিম বা স্বামী থাকবে যে মহিলার সাথে হজ্জ আদায় করবে। এই দুই শ্রেণির লোক ব্যতীত মহিলার জন্য হজ্জ করা বৈধ নয়। যখন তার ও মক্কা শরিফের মাঝে তিনদিন বা ততোধিক দিনের দূরত্ব হবে। মিকাতসমূহ যা এহরাম বাঁধা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে অতিক্রম করা বৈধ নয়। তা হল- (১) মদিনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফা, (২) ইরাকিদের জন্য যাতু ইরক, (৩) সিরিয়াবাসীদের জন্য জোহফা, (৪) নজদবাসীদের জন্য করণ, (৫) ইয়ামেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। এ সকল মিকাতে আসার পূর্বে যদি এহরাম বাঁধা হয় তাহলে বৈধ হবে। যারা মিকাতসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাদের মিকাত হল 'হিল'। মক্কায় যারা অবস্থান করে তাদের জন্য হজ্জের মিকাত হল হারাম শরিফ এবং উমরার মিকাত হল 'হিল'।

وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له وصلى ركعتين وقال : اللّٰهُمَّ إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج والتلبية أن يقول : لبيك اللّٰهُمَّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي

أن يخل بشي من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا بعفران ولابعصفر إلا أن يكون غسلا ولاينفض.

যখন কেহ ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে তখন সে গোসল বা অজু করবে। গোসল করাই উত্তম। অতঃপর দু'টি নতুন অথবা পরিষ্কার কাপড়-লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সম্ভব হলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে বলবে 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি ,তুমি উহা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং তা আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নাও। তালবিয়া পড়বে। ইফরাদ হজ্জকারী হলে তালবিয়া পড়ার সাথে সাথে হজ্জের নিয়ত করবে। (নিয়ত হলো এভাবে বলা বা সংকল্প করা- اللّٰهُمَّ إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني হে আল্লাহ আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি তাই উহা আমার জন্য সহজ করুন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।) তারপর তালবিয়া এভাবে বলবে:

لبيك اللّٰهُمَّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই। আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো শরিক নেই"। এ শব্দ গুলো হতে কোনো শব্দ বাদ দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ বৃদ্ধি করে জায়েজ হবে। তালবিয়া পাঠ করা মাত্রই এহরাম বাঁধা সম্পন্ন হবে। অতঃপর মুহরিম ব্যক্তি আল্লাহর যা নিষিদ্ধ কার্যাবলি যেমন- যৌনাচার, অশ্লীল কার্যাবলি ও ঝগড়া-বিবাদ হতে বিরত থাকবে। কোনো শিকারী শিকার করবে না বা তার দিকে ইঙ্গিতও করবে না; কাউকে তার সন্ধান দিবে না; জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি, শেরওয়ানী ও মোজা পরিধান করবে না- তবে স্যান্ডেল না থাকলে টাখনুর নিচ হতে মোজার উপর অংশ কেটে নিবে, মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকবে না। কোনো সুগন্ধি দ্রব্য স্পর্শ করবে না মাথা মুন্ডন বা শরীরে কোনো লোম কর্তণ করবে না; দাঁড়ি, নখ কর্তণ করবে না। ওরাস ঘাসের রস, জাফরান ও উসফুর লতার রসে রংকৃত কাপড় পরিধান করবে না তবে ধৌত করলে তা পরিধান করা বৈধ। যদিও এতে রং না উঠে।

ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان ولا

يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار فإذا دخل بمكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل ورفع يديه مع التكبير واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما ثم آخذ عن يمينه ما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذالك فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هيئته ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع ويختم الطواف بالاستلام ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث ما تيسر من المسجد وهذا الطواف طواف القدوم.

গোসল করা, গোসল খানায় প্রবেশ করা এবং বায়তুল্লাহ কিংবা বাহনের ছায়ায় বসতে কোনো সমস্যা নেই। কোমরে টাকার ব্যাগ বাঁধতে পারে। খিতমি দ্বারা মাথা ও দাঁড়ি ধৌত করবে না। সকল নামাজের পর বেশি করে তালবিয়া পাঠ করবে। উচু স্থানে ওঠা, নিম্ন ভূমিতে নামা, কোনো আরোহী দলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সময় এবং শেষ রাতে তালবিয়া পাঠ করবে। মক্কায় প্রবেশ করার পর মসজিদে হারাম থেকেই হজ্জের কার্যক্রম শুরু করবে। যখন কা'বা ঘর দেখবে তখন আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। তারপর হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। উহার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। আল্লাহু আকবার বলার সময় হাত উত্তোলন করবে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করবে। অতঃপর হাজরে আসওয়াদের ডানদিক- যে দিকে কা'বা ঘরের দরজা বিদ্যমান- সেদিক হতে তাওয়াফ শুরু করবে। এর পূর্বে স্বীয় চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে কাঁধে পেচিয়ে রাখবে। অতঃপর বায়তুল্লাহকে সাত বার তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ হাতিমের বাহিরে দিয়ে করতে হবে। প্রথম তিন তাওয়াফ রমল (স্বজোরে হেলে দুলে গমন) করবে। বাকি তাওয়াফগুলো স্বাভাবিকভাবে হেটে করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বে দিয়ে যাবে সম্ভব হলে তা চুম্বন করবে। চুম্বনের মাধ্যমে তাওয়াফ শেষ করবে। অতঃপর মাকামে ইব্রাহিমে আসবে। সেখানে বা মসজিদুল হারামের যে কোনো অংশে দুই রাকাত নামাজ পড়বে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদুম বলে।

وهو سنة ليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى لحاجته ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هيئته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين

الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدا له وإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة.

আর এই তাওয়াফ (কুদুম) সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম নেই। অতঃপর সাফা পর্বতে গিয়ে তার উপর আরোহণ করবে, কেবলামুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে; এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর দরুদ পড়বে এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করবে। অতঃপর সাফা হতে নেমে মারওয়া অভিমুখে গমন করবে এবং স্বাভাবিক গতিতে হাটবে। এরপর বাতনুল ওয়াদিতে নেমে সবুজ স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত,হেটে চলবে। মারওয়া পৌছার পর তথায় আরোহণ করবে এবং সাফায় যা করেছে, সেখানেও তাই করবে। এতে এক চক্কর হলো। এভাবে মোট সাত চক্কর দিবে (প্রতি বার) সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে শেষ করবে। অতঃপর এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে আর যখনই সুযোগ হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তারবিয়া এর পূর্ব দিন (৭ জিলহজ্জ) ইমাম খোতবা দিবেন। এতে তিনি হাজিগণের মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়া, আরাফাতে নামাজ আদায় ও তথায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফে ইফাদা- এর শিক্ষা দিবেন।

فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى وأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ بالخطبة اولا فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيهما الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه

على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلون بها والمستحب أن ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء فى وقت العشاء بأذان وإقامة.

তারবিয়ার দিন ফজরের নামাজ আদায় করে মক্কা হতে মিনার উদ্দেশ্য বের হবে এবং সেখানে আরাফাতের দিনের ফজরের নামাজ পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর আরাফাতের দিকে যাত্রা করবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। আরাফার দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইমাম সকল মানুষ নিয়ে একত্রে জোহর ও আসর নামাজ আদায় করবেন। প্রথমত ইমাম খোতবা দিয়ে শুরু করবেন। নামাজের পূর্বে দুই খোতবা দিবেন এবং তিনি খোতবাদ্বয়ে নামাজ, আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানি মাথা মুন্ডন ও তাওয়াফে জিয়ারতের শিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুহরের সময় এক আজান ও দুই একামতের মাধ্যমে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করবেন। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে কেউ একাশি স্বীয় তাবুতে জোহর আদায় করলে প্রত্যেক নামাজ স্ব-স্ব ওয়াক্তে আদায় করবে। সাহেবাইন বলেন- একাশি নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিও উভয় নামাজ একই সাথে আদায় করবে। অতঃপর মাওকেফের (অবস্থানস্থল) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং জাবালে রহমতের নিকট অবস্থান করবে। বাতনে উরনা ব্যতীত আরাফা ময়দানের সকল স্থানই অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান। ইমামের উচিত যেন তিনি স্বীয় বাহনের উপর উঠে দোআ করেন এবং হাজিগণকে হজ্জের কার্যাবলি শিক্ষা দেন। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে গোসল করা এবং অধিকহারে দোআ করা মুস্তাহাব। সূর্য যখন ডুবে যাবে তখন ইমাম ও সকল মানুষ স্বাভাবিক গতিতে মুযদালিফায় যাবে এবং সেখানে অবতরণ করবে। ঐ পর্বতের নিকট অবতরণ করা মুস্তাহাব যার উপর মাকিদা (আগুন জালানোর স্থান) অবস্থিত। একে কুযাহ (পাহাড়) বলা হয়। ইমাম তথায় সকল লোককে নিয়ে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ একই আজান ও একামতে একত্রে আদায় করবেন।

ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف الامام ووقف الناس معه فدعا : والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصاة الخذف ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذالك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم

السعي رمل في هذا الطواف ويسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة وقالا لاشيء عليه.

ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা- এর মতে, যদি কেহ পথি মধ্যে মাগরিবের নামাজ আদায় করে তাহলে উহা বৈধ হবে না। সুবহে সাদিক হলে ইমাম অতি প্রত্যুষে মানুষজনকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর ইমাম অবস্থান করবে এবং অন্যান্য লোকও তার সাথে অবস্থান করবে এবং দোআ করবে। বাতনে মুহাস্‌সার ব্যতীত মুযদালিফার সকল স্থান মাওকেফ (অবস্থান স্থল)। অতঃপর ইমামের সাথে সকল মানুষ সূর্যোদয়ের পূর্বে যাত্রা করে মিনায় পৌছে জামরায়ে আকা'বা (কঙ্কর নিক্ষেপ) দ্বারা শুরু করবে। অতঃপর বাতনে ওয়াদি হতে খজফের কঙ্করের ন্যায় সাতটি কঙ্কর উহার উপর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। জামরার নিকট অবস্থান করবে না। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। অতঃপর ভাল মনে করলে কুরবানি করবে। তারপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছোট করবে। তবে মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম। তখন নারী সঙ্গম ব্যতীত সকল কাজই বৈধ। অতঃপর সেই দিনই অথবা পরের দিন বা তার পরের দিন মক্কা শরিফে আসবে এবং সাতবার বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফে জিয়ারত করবে। যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাফা মারওয়া সা'ই করে থাকে তাহলে এ তাওয়াফে রমল করতে হবে না এবং সা'ই ও করতে হবে না। আর পূর্বে সা'ই করে থাকলে এ তাওয়াফে রমল করবে এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা মোতাবেক সাফা মারওয়া সা'ই করবে। এরপর তার জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল হবে। হজ্জের দিবসসমূহে এ তাওয়াফটি ফরজ। আর এ তাওয়াফটি উক্ত (হজ্জের) দিবসসমূহ হতে বিলম্ব করা মাকরুহ। যদি কেহ বিলম্ব করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর নিকট এর জন্য কুরবানি দেয়া ওয়াজিব। সাহেবাইনের নিকট তার উপর কিছুই ওয়াজিব নয় ।

ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من ايام اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقف عندها فيدعو ثم يرمي التي تليها مثل ذالك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذالك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذالك وإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس كذالك فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي

فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله.

অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে অবস্থান করবে। কুরবানির দ্বিতীয় দিন (১১ জিলহজ্জ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারা তিনটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়ফ সংলগ্ন জামরা হতে আরম্ভ করবে। সেখানে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবির বলবে। অতঃপর তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে দোআ করবে। তারপর নিকটস্থ জামারায় একইভাবে নিক্ষেপ করবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। এরপর জামারা আকা'বায় নিক্ষেপ করবে তবে সেখানে অবস্থান করবে না। পরদিন (১২ জিলহজ্জ) সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারাত্রয়ে পূর্বের ন্যায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কেহ দ্রুত মক্কায় যেতে চাইলে সে মক্কায় চলে যাবে। আর যদি কেহ সেখানে থাকতে চায়, তাহলে সে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামারা তিনটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কেহ যদি এ দিনে ফজরের পর দুপুরের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে - বৈধ হবে। কিন্তু সাহেবাইন বলেন - এটা বৈধ হবে না। পাথর মারার জন্য মিনায় অবস্থান করে মাল পত্র মক্কায় আগে পাঠিয়ে দেয়া মাকরুহ। মক্কায় যখন ফিরবে তখন বাতনে মুহাস্‌সারে অবতরণ করবে। অতঃপর মক্কা শরিফে পৌছে সাত চক্করে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করবে। এ সময় রমল করবেনা। একে তাওয়াফে সদর বলে। এটা মক্কাবাসী ছাড়া সকলের উপর ওয়াজিব। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে।

فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفات أجزأه ذالك عن الوقوف والمرأة في جميع ذالك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين الاحضرين ولا تحلق ولكن تقصر

মুহরিম ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশ না করে আরাফায় চলে যায় এবং ইতোপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি তদানুযায়ী আরাফায় অবস্থান সম্পন্ন করে তাহলে তার জন্য তাওয়াফে কুদুম রহিত হয়ে যাবে। এটা ছেড়ে দেয়ার কারণে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। যে ব্যক্তি আরাফার দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে কুরবানির দিন ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করতে পারল সে হজ্জ পেয়ে গেল। কোনো ব্যক্তি ঘুমন্ত, বেহুশ অবস্থায় অথবা না জেনে আরাফা অতিক্রম করল এটাই তার জন্য উকুফে আরাফা অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। হজ্জের সমস্ত কাজ মহিলা পুরুষের ন্যায় পালন

করবে। পার্থক্য এই যে, মহিলাগণ মাথা খোলা রাখবে না তবে চেহারা খোলা রাখবে। তালবিয়া পাঠ করার সময় স্বর উচু করবে না। তাওয়াফ করার সময় রমল করবে না। সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মাঝে সা'ই করবে না। মাথা মুন্ডন করবে না বরং চুলের অগ্রভাগ সামান্য ছাটবে।

باب القران

القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقيات ويقول عقيب الصلاة اللّٰهُمَّ إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ بالطواف فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها وينشى فيما بقى على هينتة وسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج كما بيناه في حق المفرد فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة او سبع بقرة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حتى يدخل يوم النحر لم يجزه إلا الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز فإن لم يدخل القارن بمكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وسقط عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها.

কিরান অধ্যায়

আমাদের নিকট তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জের তুলনায় কিরান হজ্জ উত্তম। কিরানের পদ্ধতি হল মিকাত হতে একই সাথে হজ্জ ও উমরার এহরাম বাধবে এবং এহরামের নামাজের পর **اللّٰهُمَّ إني أريد الحج والعمره فيسرهما لي و تقبلهما مني** পড়বে। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি হজ্জ ও উমরার ইচ্ছে করেছি, তুমি এ দুটি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং উভয়টি আমার থেকে কবুল করে নাও। অতঃপর মক্কা শরিফে প্রবেশ করে তাওয়াফের মাধ্যমে শুরু করবে। বায়তুল্লাহ শরিফ সাতবার তাওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে বাকিগুলোতে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে করবে। অতঃপর সাফা ও মারওয়াতে সা'ই করবে। এগুলো হল উমরার কাজ। সা'ইর পর পুনরায় তাওয়াফে কুদুমের জন্য তাওয়াফ করার ও হজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়া সা'ই করবে। যেমন ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য আমরা বর্ণনা করেছি । কুরবানির দিন গুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর ছাগল, গরু, উট বা একটি উটের সাত ভাগের

একভাগ অথবা একটি গরুর সাত ভাগের একভাগ কুরবানি করবে। এটা হল কিরানের কুরবানি। যদি কারো কুরবানির জানোয়ার না থাকে তাহলে হজ্জের মধ্যে তিন দিন রোজা রাখবে শেষটি হবে আরাফার দিন। যদি রোজা ছুটে যায় এমতাবস্থায় কুরবানির দিন সমূহ চলে আসে তাহলে তাতে দম ব্যতীত কোনো কিছুতেই যথেষ্ট হবে না। অতঃপর নিজ দেশে ফিরে সাত দিন রোজা রাখবে। হজ্জ কার্য সম্পন্ন করার পর মক্কা শরিফে রোজা রাখলেও বৈধ হবে। কিরান হজ্জ পালনকারী যদি মক্কা শরিফে প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় গমন করে তাহলে আরাফায় অবস্থানের কারণে উমরা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার নিকট হতে কিরানের কুরবানি রহিত হয়ে যাবে। উমরার ভঙ্গের দরুণ দম দেয়া এবং পরে উমরা কাজা করা জরুরি হয়ে যাবে।

باب التمتع

التمتع أفضل من الإفراد عندنا والمتمتع على وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله وان اراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو : أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ولا يشعرها عند أبي حنيفة رحمه الله تعلى.

তামাত্তু অধ্যায়

আমাদের নিকট ইফরাদ হতে তামাত্তু উত্তম। তামাত্তু আদায়কারী দু'ধরনের হতে পারে। (১) তামাত্তু আদায়কারী কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে। (২) তামাত্তু আদায়কারী কুরবানির পশু সঙ্গে নিয়ে যাবে না। তামাত্তুর পদ্ধতি হল : তামাত্তু পালনকারী মিকাত হতে শুরু করবে। প্রথমে উমরার এহরাম বাধবে। অতঃপর মক্কা শরিফে গিয়ে তাওয়াফ ও সা'ই করবে। তারপর মাতা মুন্ডন বা চুল ছেটে নিবে। (এগুলো করার পর) সে তার উমরাহ হতে হালাল হয়ে যাবে। তাওয়াফ শুরুর সময় তারবিয়া পাঠ বন্ধ রাখবে এবং মক্কা শরিফ হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) মসজিদে হারাম হতে হজ্জের এহরাম বাধবে এবং ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর ন্যায় হজ্জ কার্য সম্পন্ন করবে। তার উপর তামাত্তুর কুরবানি ওয়াজিব। যদি কুরবানির পশু না পায় তাহলে হজ্জের

মধ্যেই তিনদিন রোজা রাখবে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন রোজা রাখবে। যদি তামাত্তু হজ্জ পালনকারী কুরবানির পশু সংঙ্গে নিতে চায় তাহলে পুরনো চামড়া বা স্যান্ডেল পশুর গলায় বেধে দিতে হবে। সাহেবাইনের মতে পশুকে চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত করার পদ্ধতি হল- উটের কোহানের ডানপাশে সামান্য ক্ষত করে দেওয়া । ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে, ক্ষত করে চিহ্নিত করতে হবে না।

فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية فإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم التمتع فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذالك لم يكن متمتعا وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجه وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر واذا حاضت بعد الوقوف يعرفة وبعد طواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر.

মক্কা শরিফে পৌছে তাওয়াফ ও সা'ই করবে। তারবিয়ার দিন হজ্জের এহরাম না বাঁধা পর্যন্ত হালাল হবে না।এর আগে এহরাম বাধলে বৈধ হবে এবং তার উপর তামাত্তুর কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানির দিন মাথা মুন্ডণ করলে উভয় এহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের কিরান অথবা তামাত্তু কোনটি আদায় করা বৈধ নয়। তাদের জন্য কেবল ইফরাদ হজ্জ। তামাত্তু পালনকারী যদি উমরা শেষে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং কুরবানির পশু যদি সাথে না নিয়ে হজ্জের সময়ে এসে থাকে তাহলে তার তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। হজ্জের মাসের পূর্বে যদি কেহ উমরার এহরাম বাধে এবং এর জন্য চার চক্করের কম তাওয়াফ করে অতঃপর হজ্জের মাস শুরু হওয়ার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ সম্পন্ন করে এবং হজ্জের জন্য এহরাম বাধবে সে তামাত্তু পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে। হজ্জের মাসের পূর্বে যদি কেহ তার উমরার চার বা তার চেয়ে বেশি চক্কর তাওয়াফ করে অতঃপর সেই বৎসরই হজ্জ পালন করে তাহলে সে তামাত্তু পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে না। হজ্জের মাস হল শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্জের দশদিন। যদি কেহ হজ্জের মাসের পূর্বে এহরাম বাঁধে তবে এহরাম বিশুদ্ধ হবে এবং হজ্জও পূর্ণ হবে। এহরামকালে কোনো মহিলা ঋতুবতী হলে সে গোসল করে এহরাম বাঁধবে এবং সে অন্যান্য

হাজিগণের ন্যায় সকল কাজ করবে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করতে পারবে না। আরাফাতে অবস্থান এবং তাওয়াফে জিয়ারতের পর ঋতুবর্তী হলে মক্কা শরিফ হতে প্রত্যাবর্তণ করবে। তাওয়াফে সদর পরিত্যাগের কারণে তার উপর কোনো কিছুই আরোপিত হবে না।

باب الجنايات

إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فان تطيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم وإن تطيب أقل من عضو فعليه صدقة وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذالك فعليه صدقة وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة وإن حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم.

হজ্জের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কার্যাবলি সম্পর্কিত অধ্যায়

মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার উপর এর কাফফারা ওয়াজিব । যদি পূর্ণ একটি অঙ্গ বা তার বেশি অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে তার ওপর দম তথা কুরবানি ওয়াজিব। আর এক অঙ্গের কম পরিমাণ লাগলে (ফিতরা পরিমাণ) সদকা করা ওয়াজিব। যদি সেলাই করা কাপড় পরিধান করে বা মাথা আবৃত করে পূর্ণ দিবস পরিমাণ তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব । এর কম হলে সদকা দিতে হবে। যদি কেহ মাথার এক চতুর্থাংশ বা এর বেশি মুন্ডন করে তার উপর দম ওয়াজিব। আর চতুর্থাংশের কম মুন্ডালে সদকা ওয়াজিব। যদি কেহ ঘাড়ে শিংঘা লাগানোর জায়গা মুন্ডন করে তাহলে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে এতে দম দেয়া ওয়াজিব। আর সাহেবাইনের মতে সদকা ওয়াজিব। কেহ উভয় হাত পায়ের নখ কাটলে তার উপর দম ওয়াজিব। এর এক হাত বা এক পায়ের নখ কাটলেও দম ওয়াজিব।

وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وان قص اقل من خمسة اظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم انزل او لم ينزل ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة

ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه القضاء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء عندما ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ومن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن وطئ بعدها ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا في الحكم.

তবে পাঁচ আঙ্গুলের কম নখ কাটলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। হাত ও পায়ের বিভিন্ন আঙ্গুলের পাঁচটির কম নখ কাটলেও ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা- এর মতে তার উপর সদকা ওয়াজিব। মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব। ওযরের কারণে সুগন্ধি লাগালে, মাথা মুন্ডন করলে বা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করলে এটা তার ইচ্ছাধীন থাকবে, চাইলে সে একটি ছাগল কুরবানি করবে, চাইলে ছয়জন মিসকিনকে তিন-সা’ পরিমাণ খাবার দান করবে, নতুবা তিনটি রোজা রাখবে। যদি কেহ উত্তেজনার সাথে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে তার উপর দম ওয়াজিব। বীর্যপাত হোক বা না হোক। উকুফে আরাফার পূর্বে পেশাব - পায়খানার কোনো রাস্তায় যৌন ক্রিয়া করলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। তার ওপর একটি ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। তবে যার হজ্জ নষ্ট হয়নি তার ন্যায় হজ্জের কার্যাদি চালিয়ে যাবে। পরে তার জন্য কাজা করা ওয়াজিব। আমাদের মতে কাজা করার সময় তার জন্য তার স্ত্রী হতে আলাদা থাকা ওয়াজিব নয়। উকুফে আরাফার পর কেহ যৌন ক্রিয়া করলে তার হজ্জ নষ্ট হবে না। তবে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব। মাথা মুন্ডনের পর কেহ সঙ্গম করলে তার উপর একটি ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। কেহ উমরার মধ্যে চার চক্করের পূর্বে স্ত্রী গমন করলে তার উমরা নষ্ট হয়ে যাবে তবে উমরার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরে এর কাজা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ছাগল কুরবানি করতে হবে। আর যদি চার চক্করের পর স্ত্রীর কাছে যায়, তাহলে তার উপর একটি ছাগল ওয়াজিব। এতে তার উমরা নষ্ট হবে না এবং পরে এর কাজা করতে হবে না। ভুলবসতঃ স্ত্রী গমন করলে সে ইচ্ছাকৃত স্ত্রী গমনকারীর ন্যায় গণ্য হবে।

ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة ومن كان جنبا فعليه شاة ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبا فعليه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه شاة وان ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة وإن ترك طواف

الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام ومن أفاض من عرفه قبل الإمام فعليه دم ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة رحمة الله وكذالك ان أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله.

কেহ বিনা অজুতে তাওয়াফে কুদুম করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। অপবিত্র হলে ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। কেহ বিনা অজুতে তাওয়াফ জিয়ারত করলে তার উপরও একটি ছাগল কুরবানি করা ওয়াজিব। অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করলে তার উপর উট কুরবানি করা ওয়াজিব। উত্তম হল মক্কায় অবস্থান কালিন সময়ে পুনরায় তাওয়াফ করা এবং সেক্ষেত্রে কুরবানি লাগবে না। কেহ বিনা অজুতে তাওয়াফে সদর করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। অপবিত্র হলে ছাগল ওয়াজিব। কেহ তাওয়াফে জিয়ারতের তিন চক্কর বা এর কম তরক করলে তার উপর ছাগল ওয়াজিব। আর চারচক্কর ছেড়ে দিলে তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে হালাল হবে না। যদি কেহ তাওয়াফে সদরের তিন চক্কর তরক করে তার উপর সদকা ওয়াজিব। আর যদি পূর্ণ তাওয়াফে সদর বা চার চক্কর ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর একটি ছাগল ওয়াজিব। কেহ সাফা - মারওয়ার মাঝে সা'ই ছেড়ে দিলে তার উপর একটি ছাগল ওয়াজিব। তবে হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইমামের আগে আরাফা হতে চলে আসবে তার উপর দম ওয়াজিব। যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্তান পরিত্যাগ করবে। তার ওপর দম ওয়াজিব। কেহ সব কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিলে তার উপর দম ওয়াজিব। আর তিন জামারার কোনো একটিতে ছেড়ে দিলে তার উপর সদকা ওয়াজিব। কুরবানির দিন জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিলে তার ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব। যদি কেউ মাথা মুন্ডানো বিলম্বিত করে আর কুরবানির দিনসমূহ পেরিয়ে যায় আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব। এরূপে কেউ যদি তাওয়াফে জিয়ারতে বিলম্বিত করে আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব।

وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء سواء في ذالك العامد والناسي والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هدانا فذبحة ان بلغت قيمة هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على

كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا وقال محمد رحمه الله : يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقض من قيمته وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج به من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة من قيمته ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن خرج من البيضة فرخ ميت فعليه قيمته حيا.

মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করে বা শিকারীর সন্ধান দেয় তাহলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব। স্বেচ্ছায় এমন করুক বা ভুল বসত এবং এটাই প্রথমবার হোক বা একাধিক। শায়খাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতে বিনিময় হল যে স্থানে শিকার করা হয় সেখানকার বা বনে হলে তার পাশ্ববর্তী এলাকার মূল্য অনুপাতে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মূল্য নির্ধারণ করবে দুজন মুত্তাকি ব্যক্তি। অতঃপর সে ইচ্ছাধীন। চাইলে তার মূল্য দ্বারা অন্য কোনো প্রাণী ক্রয় করা সম্ভব হলে তা যবেহ করবে, নইলে তার দ্বারা খাবার ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিন কে অর্ধ সা গম বা এক সা যব এর পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখবে। (সদকা করার পর) যদি অর্ধ সা হতে কম খাদ্য থেকে যায় তাহলে সে ইচ্ছাধীন চাইলে সদকা করে দিবে, নতুবা পূর্ণ একদিন রোজা রাখবে। ইমাম মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শিকারের ক্ষেত্রে যে প্রাণী অনরূপ প্রাণী পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে তার (সদৃশ প্রাণী) দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং হরিণ বা গুইসাপ শিকার করলে ছাগল খোরগোশের ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী ছাগল বাচ্চা, উট পাখির ক্ষেত্রে উট বা বন্য ইদুরের ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সী ছাগল দিতে হবে। কোনো মুহরিম শিকার আহত করলে বা তা তার পশম ছিড়ে ফেললে বা অঙ্গহানী করলে তাতে উক্ত পাখির মূল্য কমে যায়, সে পরিমাণ অর্থ দান করতে হবে। আর যদি কোনো পাখির পালক উপড়ে ফেলে বা হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যা দ্বারা তার আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় এ ক্ষেত্রে তার পূর্ণ মূল্য সদকা করতে হবে। কেহ কোনো প্রাণীর ডিম ভেঙ্গে ফেললে তার উপর উক্ত ডিমের মূল্য প্রদান কর ওয়াজিব। আর যদি ডিম থেকে মৃত বাচ্ছা বের হয় তাহলে জীবন্তাচ্ছার মূল্য সদকা করতে হবে।

وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جرادة

تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده وحلال ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان : دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد الحرام فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل.

কাক, চিল, নেকড়ে বাঘ, সাপ, বিছা, ইদুর ও পাগলা কুকুর হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব নয় এবং মশা, বোলতা , ও আটালী (ডাস মাছি) মারার দ্বারা কিছু ওয়াজিব নহে্। কেহ উকুন মারলে যা ইচ্ছা সদকা করবে। কেহ টিড্ডি (বড় ফড়িং) শিকার করলে নিজ বিবেচনা মাফিক কিছু সদকা করবে। বস্তুত একটি ফড়িং এর তুলনায় একটি খেজুরের মূল্যমান বেশি। কেহ হিংস্র হারাম পশু বা এ জাতীয় কিছু হত্যা করলে তার ওপর বিনিময় ওয়াজিব। তবে তার মূল্য যেন একটি ছাগলের মূল্য অতিক্রম না করে। হিংস্র প্রাণী যদি তার উপর আক্রমন করে আর সে তা হত্যা করে তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। (প্রাণ রক্ষা কল্পে) যদি মুহরিম ব্যক্তি উহার মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য সে তা বদ করে তাহলে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব। মুহরিমের জন্য ছাগল, গরু, উট মোরগ ও পাতিহাঁস জবাই করা দূষণীয় নয়। তবে পায়ে পর বিশিষ্ট কবুতর বা পালিত হরিণ বধ করলে তার উপর ওয়াজিব। মুহরিম ব্যক্তি কোনো শিকার জবাই করলে তার জবাইকৃত প্রাণী মৃত বিবেচিত হবে। তা খাওয়া হালাল হবে না। মুহরিমের জন্য ঐ শিকারের গোশত খাওয়া দূষণীয় নয় যা কোনো হালাল ব্যক্তি শিকার করে জবাই করে থাকে। তবে শর্ত হল যদি কোনো মুহরিম তার সন্ধান বা নির্দেশ না দেয়। এহরাম বিহীন ব্যক্তি যদি হারাম শরিফের কোনো প্রাণী শিকার করে তার ওপর এর বিনিময় ওয়াজিব হবে। যদি কেউ হারাম শরিফের ঘাস বা বৃক্ষ কাটে। যা কারো মালিকানাভুক্ত

নয় এবং তা মানুষের উৎপাদিত বা লাগানো নয় তবে তার উপর এর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। পূর্বোল্লিখিত যে সব ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ্জকারী ওপর একটি দম ওয়াজিব হয় কিরান হজ্জ আদায়কারী তা করলে তার উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি দম হজ্জের কারণে আরেকটি দম উমরার কারণে। তবে যদি এহরাম বিহীন অবস্থায় মিকাত অতিক্রম করা যায় এরপর হজ্জ ও উমরার এহরাম বাধলে ১টি দম দেওয়া ওয়াজিব। হারাম শরিফের শিকারের ক্ষেত্রে যদি দুজন মুহরিম ব্যক্তি শরিক থাকে তাহলে প্রত্যেকের উপর একটি করে পূর্ণ বিনিময় ওয়াজিব। মুহরিম ব্যক্তি কোনো শিকার বিক্রি করলে বা ক্রয় করলে উক্ত বেচা কিনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

باب الإحصار

إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض بمنعه من المضي جاز له التحلل وقيل له : ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدهما ادراك فليس بمحصر.

হজে বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা অধ্যায়

মুহরিম ব্যক্তি যদি শত্রু কর্তৃক বাঁধাগ্রস্ত হয় বা এমন রোগে আক্রান্ত যা তার হজ্জ পালনে প্রতিবন্ধক, তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ এর জন্য তাকে হারাম শরিফে জবাই করার জন্য একটি ছাগল পাঠানোর জন্য বলতে হবে। যে তা নিয়ে যাবে তাকে নির্দিষ্ট দিনে জবাই করার ওয়াদা দিবে। অতঃপর সে হালাল হবে। যদি সে কিরানের নিয়তকারী হয় তাহলে দুটি দম পাঠাতে হবে। বাঁধাগ্রস্থ হওয়ার দম হারামের ভিতর ব্যতীত অন্যত্র জবেহ করা জায়েজ হবে না। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে কুরবানির পরের দিন উক্ত দম জবেহ করা জায়েজ । সাহেবাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে

কুরবানির দিন ব্যতীত জবেহ করা বৈধ নেই। উমরায় বাঁধাগ্রস্থ্ ব্যক্তির দম যে কোনো সময় জবেহ করা যায়েজ। হজে বাঁধা গ্রস্থ্ হালাল হয়ে গেলে পরে তার উপর হজ্জ ও দু'উমরা কাজা আদায় করা ওয়াজিব। বাঁধাগ্রস্থ্ ব্যক্তি যখন দম পাঠায় এবং নির্দিষ্ট দিনে তা জবেহ করার ওয়াদা নেয়। অতঃপর যদি তার বাঁধা দূর হয় তাহলে দম ও হজ্জ পাওয়ার ব্যপারে সক্ষম হলে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ হবে না। বরং হজ্জ আদায় করা জরুরি। আর যদি দম পেতে সক্ষম হয় কিন্তু হজ্জ পেতে অক্ষম না হয় তাহলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। যে ব্যক্তি মক্কায় বাঁধাগ্রস্থ্ হয় যদি তাকে উকুফ ও তাওয়াফ হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে বাঁধাগ্রস্থ্ হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটি পেতে সক্ষম হলে সে বাঁধাগ্রস্থ্ গণ্যহবে না।

باب الفوات

ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق والعمرة سنة وهي : الإحرام والطواف والسعي.

হজ্জ ছুটে যাওয়া অধ্যায়

হজ্জের এহরাম বাঁধার পর উকুফে আরাফা তরক হয়ে যায় এমনকি (উকুফ ব্যতীত) কুরবানির দিনের ফজর উদয় হয়ে যায়, তাহলে তার হজ্জ ছুটে যাবে। তার জন্য তাওয়াফও সা'ই করে হালাল হওয়া ওয়াজিব। আগামী বৎসর হজ্জ কাজা আদায় করা জরুরি। এত তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। উমরা কখনো বাতিল হয় না। বছরে ৫ দিন ব্যতীত সারা বছর উমরাহ আদায় করা বৈধ। তবে পাঁচ দিন উমরার কার্যাবলি পালন করা মাকরুহ। তাহলো- ৯ হতে ১৩ জিলহজ্জ, ইওয়ামে আরাফা (৯ তারিখ) ইয়াওমে নাহার ১০ তারিখ, আইয়ামে তাশরিক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)। আর উমরা করা সুন্নাত। উমরার কাজ হল এহরাম, তাওয়াফ ও সা'ই করা।

باب الهدي

أدناه شاة وهو من ثلاثة انواع من الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذالك كله الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ فيه ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا أكثرها ولا مقطوع الذنب ولامقطوع اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين : من طاف طواف الزيارة

جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لايجوز فيهما إلا بدنة والبدنة والبقرة يجزئ كل واحدة منهما عن سبعة انفس إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ للباقين عن القربة ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ولايجوز من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا في وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ولا يجب التعريف بالهدايا

হাদি জন্তু অধ্যায়

সর্বনিম্ন কুরবানি হল ছাগল। কুরবানি তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল এ সব গুলোর ক্ষেত্রে সানি বা ততোধীক বয়সি যথেষ্ট, তবে দুম্বা কিছুটা ব্যতিক্রম। দুম্বা ছয়মাস বয়সী হলেও যথেষ্ট। হাদির ক্ষেত্রে ঐ সকল জন্তু যবাই করা নাজায়েজ যার সম্পূর্ণ বা অর্ধেক কান কাটা, লেজ কাটা, হাত কাটা, পা কাটা, দৃষ্টিহীন, অতি ক্ষীণ এবং খোড়া যা জবাই স্থল পর্যন্ত যেতে অক্ষম। দুজায়গা ছাড়া ত্রুটি বিচ্যুতির সর্বক্ষেত্রে ছাগল কুরবানি বৈধ। আর তাহলে (ক) জুনুবি অবস্থায় তওয়াফে জিয়ারত করলে ও (খ) উকুফে আরাফার পর সঙ্গম করলে। এ দুক্ষেত্রে উট ছাড়া অন্য কিছু কুরবানি কর জায়েজ নয়। উট ও গরু সাত জনের পক্ষ হতে বৈধ। যখন তাদের নিয়ত হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। সুতরাং তন্মধ্যে যদি কোনো একজনের গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকে তাহলে অবশিষ্ট ছয় জনের আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি বৈধ হবে না। কিরান, তামাত্তু ও নফল হাদির গোসত খাওয়া জায়েজ। বাকি হাদির (হজ্জের) নিয়ম ভঙ্গের কারনে আরোপিত হাদির গোশত খাওয়া জায়েজ নেই। কিরান তামাত্তু ও নফল হাদি কুরবানির দিন ব্যতীত যবাই করা বৈধ। অন্যান্য হাদি যে কোনো সময় জবাই করা যায়। হাদির জন্তু হারাম শরিফ ছাড়া অন্যত্র জবাই করা না বৈধ। হাদির গোশত হারাম শরিফের ও অন্যান্য মিসকিনদের সদকা করে দেয়া জায়েজ। হাদির পশু আরাফায় নিয়ে যাওয়া জরুরি নয়।

وبالأفضل بالبدن النحر وفي البقر والغنم الذبح والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذالك ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذالك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها و لكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كثير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها

وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات.

উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ছাগলের ক্ষেত্রে যবাই করা উত্তম । নিজে ভালভাবে জবাই করতে পারলে নিজেই জবা করা উত্তম। যবাইকৃত গরুর গদি ও রশি সদকা করে দিবে। উক্ত প্রাণী হতে কিছুই কসা'ইকে পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করবেনা। কেউ কুরবানি নিয়ে রওয়ানা হয়ে যদি তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হয় তাহলে তাতে আরোহণ করবে। আর বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে আরোহণ করবেনা। গবাদির পশুর স্তনে দুধ থাকলে তা দোহন করবে না। বরং স্তনে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে যাতে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। কেহ কুরবানি সঙ্গে নেয়ার পর যদি তা পথিমধ্যে মারা যায় সেটি নফল হাদি হবে। অন্যটি ওয়াজিব নয়। আর ওয়াজিব হয়ে থাকলে তার পরিবর্তে আরেকটি নিবে। আর রোগাক্রান্তটিকে যা ইচ্ছা তা করবে। যদি হাদি উট পথে মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে নফল হলে সেটি নহর করবে। তার ক্ষুরে রক্ত লাগিয়ে দিবে এবং কাঁধে চাপ লাগিয়ে দিবে। তার গোশত সে নিজে বা অন্য কেহ খাবে না যদি বিত্তবান হয়। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে এর স্থলে অন্য একটি ব্যবস্থা করবে। আর ঐটি যা ইচ্ছা তাই করবে। নফল হাদি এবং তামাত্তু ও কিরান হজ্জের হাদির গলায় বেড়ি (চামড়া টুকরা মালাস্বরূপ) ঝুলিয়ে দিবে। ইহসার এবং ক্ষতি পূরণে হাদির গলায় বেড়ি ঝুলাবে না।

الفصل الرابع : كتاب الأضحية

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরবানি অধ্যায়

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر فى يوم الأضحى يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلى الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد طلوع الفجر وهى جائزة فى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها او ذنبها وإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاء والأضحية من الإبل والبقر والغنم ويجزئ من ذالك كله الثني فصاعدا إلا الضان فإن

الجذع منه يجزئ ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ويكره أن يذبحها الكتابي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما.

কুরবানি প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান মুকিমের উপর ওয়াজিব যিনি কুরবানি ইদের দিন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবে। তিনি নিজের এবং তার ছোট সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানি করবে। তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি ছাগল অথবা সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট ওয়াজিব নয়। কুরবানির দিন সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই কুরবানি করার সময় শুরু হলেও শহরবাসীদের জন্য ইমাম ইদের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত কুরবানি করা বৈধ। ইদের দিন ও পরের ২দিন এই তিন দিন কুরবানি করা বৈধ। দুই চোখ অন্ধ, এক চোখ অন্ধ, পা ভাঙ্গা যা জবেহের স্থান পর্যন্ত হেটে যেতে পারে না, এমন বুড়ো যে হাড্ডিতে মজ্জা নেই এ ধরণের পশু দিয়ে কুরবানি করা যাবেনা। কান কাটা ও লেজ কাটা পশু অথবা কান অথবা লেজের বেশী অংশ কাটা পশু দিয়ে কুরবানি করলে হবে না। তবে কান বা লেজের বেশী অংশ অবশিষ্ট থাকলে বৈধ হবে। শিংবিহিন পশু, খাসি, চামড়ায় ক্ষত তাজা পশু এবং পাগল পশু দ্বারাও কুরবানি করা যায়। উঠ, গরু ও ছাগল দ্বারা কুরবানি জায়েজ। তবে ভেড়া ছয় মাসের হলেই চলে। কুরবানি গোশত নিজে খাবে ধনী-গরীব সকলেই খাওয়াবে এবং জমা করে রাখাও জায়েজ। তবে এক তৃতীয়াংশের কম দান না করা উত্তম। চামড়া সদকা করে দেবে অথবা তা দিয়ে ঘরের ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। জবাই ভাল জানলে নিজের কুরবানি নিজে করা উত্তম। আহলে কিতাব দিয়ে কুরবানি করানো মকরুহ। ভুল করে একজন অন্য জনের কুরবানির পশু জবাই করে ফেললে উভয়য়ের পক্ষ থেকেই আদায় হয়ে যাবে এবং কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি হজ্জের ফরজ?

ক. আরাফায় অবস্থান
খ. মুজদালিফায় অবস্থান
গ. তাওয়াফে কুদুম
ঘ. পাথর নিক্ষেপ

২। যিলহজ্জ মাসের কত তারিখকে يوم التروية বলে?

ক. ৭
খ. ৮
গ. ৯
ঘ. ১০

৩। بطن محصر কী?

ক. ময়দান খ. পাহাড়

গ. প্রাসাদ ঘ. মসজিদ

৪। মুহরিম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে -

i. সুগন্ধি ব্যবহার করা

ii. সেলাইযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা

iii. হাত পয়ের নখ কাটা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

হজ্জের ক্ষেত্রে তাওয়াফ শেষ করে আশফাক সাহেব মানুষকে ঠেলে ঠেলে কষ্ট দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে যান।

৫। আশফাক সাহেবের কাজ শরিয়াতের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে?

ক. حرام খ. مكروه

গ. مباح ঘ. جائز

৬। এক্ষেত্রে আশফাক সাহেবের উচিত ছিল--

i. ইশারা করে হাক চুম্বন করা

ii. চুম্বন না করে ফিরে আসা

iii. মানুষকে কষ্ট না দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জাবের ও সাবের দুই ভাই একত্রে হজ্জ করতে যায়। আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বেই জাবের অসুস্থ হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে আরাফায় অবস্থান ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো ঠিকমত আদায় করে। এ দিকে সাবের পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মুযদালিফায় অবস্থান করতে পারেনি। তবে অন্যান্য কাজ সঠিকভাবে আদায় করে।

ক. হজ্জ কত প্রকার?

খ. طواف الصدر বলতে কী বুঝ?

গ. জাবেরের হজ্জ আদায় পূর্ণ হয়েছে কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাবেরের হজ্জ কিভাবে পরিপূর্ণ হতে পারে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে মতামত দাও।

الفصل الخامس : فضائل المدينة المنورة واماكن المقدسة

الدرس الاول : فضيلة زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة

اجمع العلماء سلفا وخلفا على زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القربات وقد أمرنا الله تعالى فى القرآن. بقوله تعالى : وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا" (النساء : ٦٤). فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لنجاة المذنبين الى الله تعالى فى حياته وبعد وفاته. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" (رواه الدار قطنى والبيهقى و سنن ابن ماجه). وقال في فضيلة زيارة روضة المباركه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" (المعجم الأوسط للطبراني)

وتكفى فى ذالك الاية المذكورة فانها دلت على الحث على المجئ الى الرسول والاستغفار عنده واستغفاره صلى الله علية وسلم للمذنبين سواء فى حياته وبعد وفاته، لانه حى بجسده وروحه في روضة ويرد السلام عن امته، زيارة روضة النبي صلى االه عليه وسلم سبب لازدياد المحبة له

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মদিনা মুনাওয়ারাহ ও পবিত্রস্থানের মর্যাদা

প্রথম পাঠ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের ফজিলত

অতীত ও বর্তমানের সকল ওলামায়ে কেরামের ইজমা হল যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা একথা বলে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারী দয়াবান। (সুরা নিসা-৬৪) সুতরাং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাগারের জন্য আল্লাহর দরবারে অসিলা–তাঁর জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পরেও। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, "যে আমার রওজা জিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে" (বায়হাকি, দারেকুতনি)।

আল্লার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকারে পর আমার রওজা জিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করল" (তবারানি, মুজামুল আওসাত) এ ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত আয়াতই যথেষ্ট। কারণ, এই আয়াত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের দরবারে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান, তাঁর দরবারে গিয়ে ইসতেগফার করা এবং গুনাগারের জন্য আল্লাহর দরবারে তাঁর সুপারিশ– চাই তা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর–এ সব কিছুর উপর নির্দেশ প্রদান করে। রওজা শরিফে এ জন্য যওয়া উত্তম কেননা, প্রিয়নবি স্বশরীরে রওজা পাকে জীবিত। তিনি তাঁর উম্মতের সালামের জবাব দেন। তাঁর রওজা জিয়ারতের মাধ্যমে তার প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।

الدرس الثاني : خطر المنع عن زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم المباركه في سفر الحج

انعقد الاجماع على ان زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم من افضل القربات مع ماورد فيها من الحث بالاحاديث الحسان وما جاء من الحض على الاتيان الي النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده الى الله تعالى : كما قال تعالى "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. (النساء : ٦٤). فالمنع عن ذالك حرمان عن الفوز وبعد عن الرحمة ومخالفة لما امرالله به والمنع عن حضوره دأب المنافقين والتخلص اليه صلى الله عليه وسلم زاد المحبين وقد افرد كثير من العلماء بالسفر الى المدينة المنوره للزيارة فقط عملا بالاية المذكورة. المنع عن زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم خطر عظيم للمحبين الذين قلوبهم معلقين مع رسول صلى الله عليه وسلم ولكن المنافقين لايفقهون.

দ্বিতীয় পাঠ : হজ্জ সফরে পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতে বাঁধা দানের পরিণতি

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্যের অন্যতম প্রধান উপায় হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু হাসান পর্যায়ের অনেক হাদিস দ্বারা এ বিষয়ে যথেষ্ট তাগিদ দেয়া আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুল তাদের জন্য

সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারি দয়াবান” (নিসা ৬৪)। এই আয়াত দ্বারা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়া, সেখানে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করার মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপনে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করা চূড়ান্ত সফলতা থেকে বঞ্চিত হওয়া, রহমত থেকে দুরে সরে থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ের বিরোধিতা করার নামান্তর। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়া মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাঁর দরবারে একনিষ্ট হয়ে থাকা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পাথেয়। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম উপরের আয়াতে করিমার মর্মালোকে শুধুমাত্র মদিনা মুনাওয়ারার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথক সফর করেছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মোবারক থেকে বারন রাখা ঐ সকল প্রেমিকদের জন্য ভয়ানক বিপদ, যাদের অন্তরসমূহ রওজা মুবারকের সাথে লেগে আছে, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না।

الدرس الثالث : أهمية أماكن الشهيرة بالمدينة المنورة وزيارتها

ان لزيارة الأماكن المقدسة من المدينة المنورة اثرا عميقا فى اظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم و محبته التى هى اصل الايمان فان المدينة تشرفت من النبي صلى الله عليه وسلم وكذالك كل ما له به نسبة او حادثة من الأثار والأماكن يدعونا حبه الى ان نشاهدها ونزاورها كما ثبت زيارته شهداء احد وكما ثبت ذهابه وصلوته فى مسجد قبا فى كل سبت من الاسبوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه رواه البخارى وهذا لملامسته فقط وكذالك ماله به نسبة من رياض الجنة وغار حراء وجبل ثور وغيرها وقد قال فى الشفا ومن اعظام النبي صلى الله عليه وسلم اعظام جميع اسبابه وما لمسه او عرف به صلى الله عليه وسلم. انه في نفسه الاشياء متعلق به من شعائر الله.

তৃতীয় পাঠ : মদিনার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের গুরুত্ব

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাজিম ও ভালবাসা প্রকাশ ইমানের মূল। এ ভালোবাসা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মদিনা শরিফের পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারত করার গভীর প্রভাব রয়েছে। কেননা মদিনা শরিফ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে মর্যাদাবান হয়েছে। অনুরূপভাবে যে সকল বস্তু ও স্থানের সাথে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সম্পর্ক রয়েছে বা তাঁর সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা ঘটেছে তাঁর প্রতি ভালবাসাই ঐ সকল বস্তু দেখা ও জিয়ারত করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। যেমন উহুদের শহিদদেরকে জিয়ারত করা প্রিয়নবি করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রমাণিত আছে। অনুরূপভাবে প্রতি সপ্তাহের শনিবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোবা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করাও প্রমাণিত। প্রিয়নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ার সাল্লাম ইরশাদ করেন, “উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাকে ভালবাসি”। এটা শুধুমাত্র প্রিয় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কের কারণে। অনুরূপ যে সকল বস্তুর সম্পর্ক নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে। যেমন রিয়াজুল জান্নাত, হেরা পর্বত, সওর পর্বত ইত্যাদি। শেফা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত, স্পর্শিত ও পরিচিত সকল বস্তুর প্রতি সম্মান প্রর্দশন মূলত তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। তিনি নিজে এবং তার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই আল্লাহর নিদর্শন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১. روضه শব্দের অর্থ কী?

ক. ঘর খ. মসজিদ

গ. বাগান ঘ. খানকা

২. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা জিয়ারত করা-

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. ইমান

৩. রওজা মোবারক জিয়ারত করলে -

i. মনে শান্তি পায়

ii. মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়

iii. ইমান বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

জামাল মদিনা গেল কিন্তু পবিত্র স্থানগুলো জিয়ারত করল না। তার বিশ্বাস এগুলো জিয়ারত করে কোনো ফায়দা নেই।

৪. জামালের পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত না করা-

ক. আদবের খেলাফ	খ. তাজিমের খেলাফ
গ. সুন্নতের খেলাফ	ঘ. যুক্তির খেলাফ

৮. এ ক্ষেত্রে জামালের করণীয় হচ্ছে-

i. পবিত্র স্থান সমূহের প্রতি আদব দেখানো

ii. পবিত্র স্থান সমূহ জিয়ারত করে সুন্নাত পালন করা

iii. তার বিশ্বাস পরিবর্তন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

সাকিব ও রফিক হজ্জে গিয়ে মক্কা মকার্‌রামায় হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে। সাকিব বলে বন্ধু চল প্রিয় নবির রওজা মোবারক জিয়ারত করে তাকে সালাম দিয়ে প্রান ঠান্ডা করি। রফিক বলল আমি যাব না কারণ আমার মাদানি হুজুর বলেছেন রওজা জিয়ারত হজ্জের অংশ নয়। হজ্জের কাজ সেরে বাড়ি ফেরাই উত্তম।

ক. উহুদ পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

খ. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত কিসের আলামত? ব্যাখ্যা কর।

গ. সাকিবের কাজটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. মাদানি হুজুরের এই বক্তব্য কি সঠিক? ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর?

القسم الثالث : الأخلاق

الفصل الأول : الأخلاق الحميدة

الدرس الأول :أخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم

اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم هى الاخلاق الحميدة والاداب الشريفة حتى اثنى الله تعالى عليه بقوله " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم :٤)" وليس بعد ذالك ثناء فان حسن الخلق اعظم ما يتحلى به الانسان فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو المثل الاعلى فى محاسن الاخلاق التى اكتسابها خير من اكتساب الذهب والفضة والاموال الطائلة ولاسبيل الى ذالك الا بالاتباع بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اذ قال "بعثت لأتمم مكارم الاخلاق" وفى الصحيحين "كان خلقه القرآن"، فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسن الاخلاق لين الجانب جميل السجايا بعيد عن الغلظة يعدل بين الناس ولا يظلم احدا ويعطى ذا القربى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرض عن الجاهلين وعما لايعنيه ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويكسب المعدوم ويصدق الحديث ويحسن مع الأسرة من الاخلاق الحميدة كما جاء فى الحديث: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها انها قالت : "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ " (مسند أحمد)، وعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : "تِسْعَ سِنِينَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِى قَطُّ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ" (صحيح مسلم). كان اشد حياء واكثر جهدا وعبادة اوفى عهدا ووعدا.

তৃতীয় ভাগঃ আল আখলাক

প্রথম পরিচ্ছেদ : উন্নত চরিত্র

প্রথম পাঠ : প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক মুবারক সর্বোত্তম ও প্রশংসিত চরিত্রাবলির সমাহার। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, "(হে রসুল!) নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (কলম ৪)। আল্লাহ তাআলার এই প্রশংসার পর আর প্রশংসা বাকি থাকে না। মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহান উপকরণ হল সৎ চরিত্র। সৎ চরিত্রের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সৎ চরিত্র এমন একটি গুণ যা অর্জন করা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অঢেল সম্পদ অর্জনের চেয়েও শ্রেয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ভিন্ন তা অর্জনের বিকল্প কোনো পথ নেই। যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি"। বুখারি ও মুসলিম শরিফে রয়েছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রই ছিল কুরআন (অর্থাৎ কুরআনের বর্ণিত সকল গুণাবলির সমাবেশ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ঘটেছে। আর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, অন্যের সাথে কোমল ভাষী, রুঢ় আচরণ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তাঁর ছিল মধুর স্বভাব। তিনি ন্যায় বিচার করতেন এবং কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিকটাত্মীয়দের প্রতি অত্যন্ত দানশীল, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের (সাথে বিতর্ক) থেকে দূরে থাকতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকান্ড থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতেন, অন্যের বোঝা বহন করতেন, মেহমানদারী করতেন, নিঃস্বদের জন্য ছিল তাঁর উপার্জন, সদা সত্য কথা বলতেন, পরিবারের সাথে সদাচরণ করতেন। এই জন্যই তিনি ছিলেন সমগ্র আরবের আল-আমিন। পরিবারের সাথে তিনি ছিলেন উত্তম ব্যবহারকারী যেমন হাদিস শরিফে এসেছে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "তিনিও তোমাদের মত গৃহস্থলীর কাজ কর্মে মশগুল থাকতেন, নিজের কাপড় ও জুতা নিজেই সেলাই করতেন" (মুসনাদে আহমদ)। হজরত আনাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, "আমি নয় বৎসর পর্যন্ত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু আমার জানা নেই তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি এরূপ কেন করেছ এবং তিনি কখনো আমার কোনো কাজে সামান্যতম ত্রুটিও ধরেন নি" (মুসলিম)। তিনি ছিলেন খুব লজ্জাশীল, খুববেশি সাধনাকারী, ইবাদতকারী, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী।

الدرس الثانى : أخلاق أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم

ان الصحابة الذين اختارهم الله ليكونوا اصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم فقد جعلوه فى اخلاقهم قدوتهم وإمامهم ومتبوعهم وأسوتهم ولذا وصل بهم الامر بالاتباع والامتثال الى الحد الاقصى والاكمل الذى لا يدانيه فعل أتباع نبى من الانبياء السابقين عليهم السلام فاذا رأوه فعل شيئا فعلوه لا لشئ الا لانه صلى الله عليه واله وسلم فعله. والله سبحانه وتعالى بين نموذج اخلاقهم في القرآن الكريم كما قال الله تعالى : "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ" (الفتح : ٢٩)، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات : ٣). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رآى من رآني" (سنن الترمذي)، وقال عليه الصلوة والسلام" ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة" (سنن الترمذي). وهم هداة الدين ونجوم الإسلام واختار هم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه، وقال عليه الصلوة والسلام "فمن سبهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" (القرطبي)

দ্বিতীয় পাঠ : সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহে তাআলা আলাইহিমের আখলাক

সাহাবায়ে কেরাম হলেন ঐ সকল ব্যক্তি যাদের কে আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গীরূপে নির্বাচিত করেছেন। তাই তাঁরা প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের চরিত্রের ক্ষেত্রে আদর্শ, ইমাম, মডেল ও অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই তাঁদের মধ্যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের মাত্রা এতটা পূর্ণতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পূর্ববর্তী নবিদের মধ্য থেকে কোনো নবির অনুসারীদের অনুকরণ তার ধারে কাছেও যেতে পারে নি। যখন তাঁরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো কাজ করতে দেখতেন তখন তাঁরাও তা করতেন, শুধু এজন্য যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেন “মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল; তাঁর সাহাবিগণ কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি

২০১৫

সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু' ও সাজদায় অবনত দেখবেন। তাদের চিহ্ন হল তাদের মুখমন্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে" (ফাতহ ২৯), আরো ইরশাদ হচ্ছে, "যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার" (হুজরাত ৩)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "যে মুসলিম হিসেবে আমাকে দেখেছে এবং আমি যাদের দেখেছি, তাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না" (তিরমিজি)। তিনি আরো বলেন, "আমার কোনো সাহাবি কোনোস্থানে ইন্তেকাল করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন ঐ এলাকার নেতা বা নুর হিসেবে উঠাবেন" (তিরমিজি)। তাঁরা দীনের হাদি, ইসলামের নক্ষত্র। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে নবিজির সোহবতে থাকার জন্য বাছাই করেছেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যারা সাহাবাগণকে গালি দেবে, মন্দ বলবে (সমালোচনা করবে), তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবকুলের লা'নত নেমে আসবে। তাদের ফরজ ও নফল কোনো আমলই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না।" (কুরতুবি ৮/১৯৬)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১। আল-আখলাক মানে কী?

ক. নীতি বিজ্ঞান
খ. নৈতিক বিশ্বাস
গ. নীতি নির্ধারণ
ঘ. উত্তম ব্যবহার

২। সাহাবা কারা-

ক. ইসলামের অনুসারী
খ. আল্লাহর বার্তা বাহক
গ. নবিজি (ﷺ) এর অনুসারী
ঘ. রসুল (ﷺ) এর সঙ্গী ব্যক্তিবর্গ

৩। মানুষকে সুসজ্জিত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে

i. সৎ মানুষিকতা
ii. সৎ চরিত্র
iii. সৎ কর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হাসান মনে করে সম্পদ ও সৎ চরিত্র এক নয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন। তবে কি করে সর্বোত্তম সৎ ব্যক্তি হন।

৪। হাসানের ধারণা কিসের পরিপন্থি?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহসান ঘ. তাকওয়া

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

i. নতুন করে ইমান আনা

ii. তাওবা করে তার দোষ স্বীকার করা

iii. বেশি বেশি নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাওলানা আব্দুর রহমান একজন ইমাম, তাঁর মুসুল্লি মাসুদ অপর একজন লোকের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এবং অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে। ইমাম সাহেব তাকে বললেন তোমার আচরণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের বিপরীত। মুমিন হিসেবে উত্তম আচরণ ইসলামের উত্তম বৈশিষ্ট্য।

ক. আখলাকুন্নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একটি হাদিস লিখ?

খ. আল আখলাকুল হামিদা বলতে কি বুঝ?

গ. মুসুল্লির কাজটি কেমন হচ্ছে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

الفصل الثاني : نماذج من الأخلاق الحميدة

الدرس الأول : حسن المعاملة

حسن المعاملة خير مما يكتسب الانسان في الدنيا والآخرة، وهو منقسم الى قسمين، الأول دنيوية والثاني اخروية، الناحية الدنوية هو ان يبقي الإنسان بما ابرمه من عقود مع الأخرين من الرفق بهم والإحسان اليهم وفي الناحية الأخروية هو ان يصدق الانسان في تعامله مع خالقه وان يخلص نيته في عبادتهِ مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم "الإحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك". حسن المعاملة يتضمن امور عديدة منها الوفاء بالعهود والعقود مع الله عز وجل ومع الناس، والصدقة لذى عسرة، كما قال تعالى " وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : ٢٨٠)"، وإيفاء والعقود. كما قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة : ١)". والاحتراز عن مال اليتيم، كما قال تعالى " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ" (الإسراء : ٣٤)، وأيفاء الكيل : كما قال تعالى : " أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (هود : ٨٥)"، وألإحتراز عن الظلم والشح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" (مسلم)، وقال " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا. وَكُونوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا" (متفق عليه)، وقال "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يُظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ" (متفق عليه).التوقير للكبير والشفقة للصغير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (سنن أبي داود). اداء حق الجيران، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله تعالى عنه قَالَ إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي : "إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ

مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ" (الصحيح لمسلم). و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ" (مسند أحمد).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উন্নত চরিত্রের কয়েকটি দিক

প্রথম পাঠ : সৎ ব্যবহার

দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৎ ব্যবহার। সৎব্যবহার দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত : পার্থিব। দ্বিতীয়ত : পারলৌকিক। পার্থিব সৎব্যবহার হল, মানুষে মানুষে পরস্পরে অত্যাবশ্যক বন্ধনসমূহ দয়া ও সহমর্মিতার সঙ্গে রক্ষা করা। পারলৌকিক সৎব্যবহার হল, মানুষ তার স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ ইমান ও আকিদায় অবিচল থেকে পূর্ণ ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসান বা উত্তম আচরণের প্রান্তসীমা বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর দেখতে সক্ষম না হলে এ দৃঢ় প্রত্যয় তোমার মাঝে সৃষ্টি কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। সৎ ব্যবহারের বহুদিক রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা ও মানুষের মধ্যেকার প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রক্ষা করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "ওহে যারা ইমান এনেছ চুক্তি পূর্ণ কর" (মায়েদা ১)। অভাবীদের দান করা। ইরশাদ হচ্ছে, "যদি তাদেরকে দান করো তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর, যদি তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে" (বাকারা ২৮০)। এতিমদের সম্পদ থেকে দূরে থাকা। ইরশাদ হচ্ছে, "তোমরা এতিমদের মালের কাছেও যেওনা, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন না করা পর্যন্ত।" (ইসরা ৩৪)। পরিমাপ ঠিক যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না" (শোয়ারা ১৮১-১৮৩)। জুলুম ও কৃপণতা পরিহার করাও সৎ স্বভাবের মৌলিক দিকসমূহের অন্তর্ভুক্ত । রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "জুলুমকে ভয় করো। কেননা জুলুম-অত্যাচার পরকালে অন্ধকারের কারণ হবে। কৃপণতা থেকে মুক্ত থাক। কেননা অতীত যুগে কৃপণতার কারণে বহুজাতি ধ্বংস হয়েছে।" নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "ধারণা থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে, কেননা ধারণা মিথ্যা কথা বলতে প্ররোচিত করে, অন্যের গোপন বিষয় জানতে চেয়ো না, দোষ ক্রটি খুজে বের করো না, বিবাদ বিসম্বাদ করো না, হিংসা বিদ্বেষে জড়িয়ো না, শত্রুতায় লিপ্ত হয়ো না, অন্যের পিছু নিয়োনা (লেগে থেকো না)। আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। ভাইয়ের প্রতি ভাই যুলুম করতে পারে না, তাকে অপমানিতও করতে পারে না, তাকে তুচ্ছ মনে করতে পারে না" (বুখারি)। বড়দের সম্মান ছোটদের স্নেহ উত্তম আচরণ হিসেবে পরিগণিত। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না, আর বড়দের সম্মান করে না" (আবু দাউদ)। প্রতিবেশির হক আদায় করা যেমন হজরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার প্রিয় খলিল আমাকে ওসিয়ত করেছেন "যখন তুমি সুরবা পাকাবে পানি একটু বেশি দিও তারপর তোমার প্রতিবেশিদের পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো" (মুসলিম)। এক ব্যক্তি বললেন ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক মহিলা অধিক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, দান সদকা করে তবে কথার দ্বারা প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামি। অপর এক মহিলা নামাজ, রোজা, দান সদকা কম করে, তবে সে ঘনিভূত পনির দান করে। তার প্রতিবেশিকে মুখে কষ্ট দেয় না, প্রিয়নবি বললেন সে জান্নাতি" (আহমদ)।

الدرس الثاني : إيفاء الوعد

هو خلق رفيع لا يتخلق به الا من حسنت سيرته و صلحت سريرته فالكريم اذا وعد وفى وقد امرنا الله تعالى بايفاء العهد بقوله "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا"(الإسراء : ٣٤)، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : "آيَةَ الْمُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذا وَعَد أَخْلَفَ، وَإِذا اؤْتُمِنَ خَانَ" (متفق عليه)، فالوفاء بالعهد من اصل الاخلاق الإسلامية ومن اكثرها دلالة على صحة ايمان المسلم وحسن اسلامه ولا نغالى اذا قلنا ان الخلق من اهم عوامل الإنسان فى مجتمعه ومن اول الخلائق على رقى الإنسان وسمو منزلته ورفعة مستواه الإجتماعى والإخلاف بالوعد والتخلل من العهد من المقت الكبير الذى يكرهه الله لعباده المؤمنين.

দ্বিতীয় পাঠ : ওয়াদা পালন

এটি একটি উন্নত চরিত্র। যাদের স্বভাব ভাল এবং যাদের পারিবারিক পরিবেশ মার্জিত কেবল তারাই মহৎ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। সম্মানিত ব্যক্তি যখন ওয়াদা করে তা পূরণ করে। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, "এবং তোমরা ওয়াদা পূরণ কর, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে" (আল ইসরা ৩৪)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "মুনাফিকের আলামত ৩টি, কথা বললে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে পরক্ষণে ভঙ্গ করে, আর তার কাছে আমানত রাখলে সে খেয়ানত করে" (মুত্তাফাকুন আলাইহ)। সুতরাং প্রতিশ্রুতিপূরণ করা ইসলামি মৌলিক চরিত্রাবলির অন্যতম এবং তা মুসলমানের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইমানের স্বচ্ছতার প্রতি সবচেয়ে বেশি নির্দেশ করে থাকে। আর এ কথা সত্য যে, চরিত্র মানুষের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তা মানুষের উন্নতি, উচ্চমর্যাদা ও সামাজিক মান উন্নয়নের

অন্যতম উপাদান। অন্যথায় ওয়াদা খেলাফ করা ও প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করা চরম অধঃপতনের কারণ।

الدرس الثالث : إعانة المفلس والمسكين والملهوف والأرملة

لقد مد الإسلام بساط العطاء لدى المحتاجين المترددين من باب الى باب وجعله خصائص المسلمين وخصال الإسلام وذالك للتيسير على المعسر والاعانة لذى الحاجة واغناء المفلس والمسكين والسعى على الارملة واعطى هذه الاعمال ما يليق لها من الفضائل والثواب، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ " (متفق عليه)، وقال عليه السلام الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله وكالقائم لايفتر وكالصائم لايفطر (متفق عليه)، وقال عليه السلام انا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا متفق عليه، وهكذا وسع الإسلام دائرة الخير والعطاء والفضل والسخاء حتى لايحس المحتاجون انفسهم محرومين.

তৃতীয় পাঠ : দুঃস্থ, অসহায়,নিঃস্ব ও বিধবার সেবা

ইসলাম এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে বিতাড়িত ও অভাবীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করেছে। অস্বচ্ছলকে সচ্ছলতা অর্জনে সহযোগিতা করা, অভাবির অভাব মোচন করা, রিক্তহস্ত ও নিঃস্বদেরকে সাবলম্বী করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সকল আমলের বিনিময়ে ফজিলত ও সাওয়াব দানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সে (মুসলমান) যেন সাহায্যের মুখাপেক্ষী দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করে” (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, “নিঃস্ব ও বিধবা নারীদের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহ্‌দকারীর ন্যায়, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ঐ ইবাদতকারীর ন্যায় যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোজা পালনকারীর ন্যায় যে ইফতার করে না (সারা বছর রোজা পালন করে)।” তিনি আরো বললেন, “আমি ও ইয়াতিম লালন-পালনকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকবো। আর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখে (জান্নাতে অবস্থানের ধরণের প্রতি) ইঙ্গিত করেন” (বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। এভাবেই ইসলাম অনুগ্রহ, বদান্যতা এবং দান খায়রাতের পরিমন্ডলকে সম্প্রসারিত করেছে যাতে অভাবীরা নিজেদেরকে অসহায় মনে না করে।

الدرس الرابع : عيادة المريض

عيادة المريض : عيادة المريض هى الزيارة وإستخبار المريض وهي من واجبات المسلم وليست تفضلا او تطوعا له، ولذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ خِصَالٍ ومنها يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ" قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ" (مسلم). فما ابركها من عيادة! وما اجلها من زيارة وما اعظمه من عمل يقوم به المرء تجاه اخيه المستضعف المريض فاذا هو فى حضرة رب العزة لقد حق ما قال النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم : "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ" (مسلم وابن حبان). وان المريض فى المجتمع الإسلامى ليحس فى ساعة الشدة والكرب انه ليس وحده وان عواطف المعيدين من حوله ودعواته تغمده وتخفف من بلواه.

চতুর্থ পাঠ : রোগির সেবা

রোগির সেবা করার অর্থ হল রোগির সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তার খোঁজ খবর নেয়া। এ কাজটি মুসলমানের অবশ্য দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে একটি। এটি গুরুত্বহীন অতিরিক্ত কোনো কাজ নয়। এর গুরুত্ব দিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এর একটি হল রোগির সেবা করা"। তিনি আরো বলেন, "তোমরা রোগির সেবা কর, আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম তুমি আমার সেবা শশ্রুষা করনি। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু কিভাবে আমি আপনার সেবা করবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রতিপালক? তখন আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জাননি যদি তুমি তার সেবা করতে তবে তুমি আমাকে তার নিকটে পেতে" (মুসলিম)। সেবা করা কতই না বরকতময় কাজ, তা কতই না শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ এবং কতই না মহান আমল, যা ব্যক্তি তার দুস্থ ও অসুস্থ ভাই এর জন্য করে থাকে। প্রকারান্তরে যেন সে কাজগুলো সম্মানিত প্রভুর উপস্থিতিতে করে থাকে। রহমাতুল্লিল আলামিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছেন, মুসলমান যখন তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সেবা শশ্রুষা করে তখন সে সেখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের রাস্তায় থাকে (মুসলিম শরিফ) ইসলামি সমাজে রুগ্ন ব্যক্তি যেন তার কঠিন ও সংকটাপন্ন মুহূর্তে এ

ধারণা করতে পারে যে, সে একা নয় বরং তার চার পাশে রয়েছে সেবা শশ্রুষাকারীদের সাহায্য সহানুভূতি। আর তাদের এ সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি ও প্রার্থনা তাকে আবৃত করে রাখছে এবং তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করছে।

الدرس الخامس : الصداقة

ان الصداقة من أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق وان المسلم صادق امين لايكذب ولايغش ولايخدع ولا يغدر لان مقتضى الصدق النصيح والصفاء والانصاف والوفاء لا الغش والكذب والخديعة والمخاتلة والاجحاف والغدر، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فضيلة الصدق : "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ" (متفق عليه). الصدق طمانينة والكذب ريبة، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (مسلم وصحيح ابن حبان). وكان يأمر بالصلوة والصدق والعفاف والصلة وقد اثنى الله تعالى الصادقين والصادقات وامر بقوله تعالى "وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة : ١١٩). وقال تعالى : "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء : ٥٨)" فعلى المسلم ان يتخلق بالصدق والأمانة والصفاء والنصيحة ويحترز الغش والكذب والغدر والخديعة. قال القشيري رحمه الله عنه : الصدق ان يكون احوالك شوب ولا في اعتقاد ريب ولا في اعمالك عيب.

পঞ্চম পাঠ : সততা

সততা মৌলিক গুণাবলি এবং সৎ চরিত্রাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ। মুসলমানদের হওয়া চাই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। সে মিথ্যা বলবে না, প্রতারণা করবে না, ধোকা দেবেনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না। কেননা সততার দাবি হল কল্যাণ কামনা করা, স্বচ্ছতাবলম্বন করা, ইনসাফ কায়েম করা এবং ওয়াদা পূরণ করা। একজন সৎ মানুষের মধ্যে প্রতারণা, মিথ্যা, ধোকা, ছলনা, ক্ষতি সাধন এবং বিশ্বাস ঘাতকতা থাকবেনা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সততার সুফলের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই সততা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায় আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়" (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "সত্য প্রশান্তি আর মিথ্যা দ্বিধা সংকোচ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (মুসলিম)। তিনি নামাজ. সততা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং আত্মীয়তা বজায়

রাখার নির্দেশ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী নারী-পুরুষদের প্রশংসা করে মুমিনগণকে নির্দেশ করেন, “তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গ লাভ কর” (তাওবা ১১৯)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, “নিশ্চয়ই পাওনাদারের কাছে আমানত পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করেন” (নিসা ৫৮)। তাই মুসলমানের উচিত সততা, আমানতদারি, নিষ্কলুষতা এবং কল্যাণকামিতার দ্বারা চরিত্র গঠন করা এবং প্রতারণা, মিথ্যা, ধোকা ও প্রবঞ্চণা থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম কোশায়রি রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, “সততা মানে তোমার মধ্যে থাকবেনা কোনো মিথ্যার সংমিশ্রণ, আকিদা বিশ্বাসে থাকবেনা কোনো সংশয় সন্দেহ, আর তোমার আমলে থাকবেনা কোনো দোষ ত্রুটি।”

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। حسن المعاملة মানে কী?

ক. সৎ ব্যবহার	খ. ওয়াদা পালন
গ. সত্যবাদিতা	ঘ. সৎ সাহস

২। আত্মনিয়োগকারী কোন ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার ন্যায় ?

ক. যে রুগ্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করে	খ. যে নিঃস্ব ও বিধবা নারীদের সাহায্যকারী
গ. সৎ ব্যবহারকারী	ঘ. সৎ চরিত্রবান

৩। নিশ্চয়ই সততা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য–

i. জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়

ii. জান্নাতে বসাবাস করে

iii. সৎ চরিত্রবান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

ফারুক মনে করে রুগ্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা মানে নিজের সম্পদ ব্যয় ও সময় নষ্ট করা। যাতে কোনো উপকার নেই।

৪। ফারুকের কথানুযায়ী বিশ্বাস করলে কি হবে?

ক. মুনাফিক হয়ে যাবে
খ. কুরআনের অসম্মানী করা হবে
গ. ইমান চলে যাবে
ঘ. ইসলামের বিপরীত কাজ হবে

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

i. নতুন করে ইমান আনা
ii. তাওবা করে তার দোষ স্বীকার করা
iii. বেশি বেশ নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক -

ক. i
খ. iii
গ. ii
ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাহমুদ সাহেব পুলিশ অফিসার। তিনি নামাজ পড়েন কিন্তু তিনি মনে করেন, দরিদ্র লোকদের সাহায্য করলে তারা অন্যায় বেশি করবে। তখন তার একজন কর্মী বলল, স্যার আপনার কথার সাথে আমি এক মত নই, কারণ এটা কুরআন-হাদিসের বিপরীত বক্তব্য।

ক. إيفاء الوعد অর্থ কী?

খ. حسن المعاملة বলতে কী বুঝ?

গ. মাহমুদ সাহেবে কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাহমুদ সাহেবের কর্মীর বক্তব্য মূল্যায়ন কর।

الفصل الثالث: نماذج من الأخلاق المذمومة

الدرس الأول : طمع الرياسة

الرياسة ان يكون الانسان رئيسا وذالك مشروع اذا كان على وجه حسن ولكن الطمع للرياسة يحث الانسان على الجبر والعداوة وربما يجره الى استعمال ألات الحرب وتدمير مصالح الناس وافضاء الشر الى المجتمع وايفاع الظلم والجور فى البلد وكل ذالك حرام بل الرياسة والقيادة من عند الله تعالى يؤتيها من يشاء قال الله تعالى قل اللّٰهُمَّ مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيئ قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا،(البخاري) " وان حرص الرياسة ربما يعطيها الى من ليس من اهلها فيكون ذالك خطرا شديدا، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" (البخاري).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি দিক

প্রথম পাঠ : নেতৃত্বের লোভ

الرياسة বা নেতৃত্ব অর্থ কোনো মানুষের নেতা হওয়া, উত্তম পন্থায় হলে তা ভাল। তবে নেতৃত্বের লোভ মানুষকে অন্যের উপর জবরদস্তি ও শত্রুতা পোষণে উৎসাহিত করে। এই নেতৃত্ব হাসিলের লালসায় কখনো কখনো অশান্তি, বিশৃংখলা, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং তাতে মারণাস্ত্রের ব্যবহার পর্যন্ত ঘটে থাকে, যার সবক'টিই হারাম। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আপনি বলুন, হে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।" নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, "হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! নেতৃত্ব চাইবে না, যদি প্রার্থী হওয়ার পর তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তাহলে সব দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে, আর প্রার্থী না হওয়া সত্বেও যদি তোমার ওপর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করা হয় তখন তোমাকে সাহায্য করা হবে (অর্থাৎ

আল্লাহর মদদ তুমি পাবে (বুখারি)। নিঃসন্দেহে নেতৃত্বের লালসা কখনো কখনো অযোগ্য লোকদেরকে ক্ষমতার আসনে বসায় যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব চলে গেলে কেয়ামতের অপেক্ষায় থাক"।

الدرس الثاني : الفتنة والفساد

امرنا الله تعالى بالاصلاح ومنعنا عن الافساد فالإسلام دين الأمن والخير يدعو الناس الى البر والصلاح، قال تعالى : ـِتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة :٢)، وقال تعالى : " وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء : ١٢٨)". وذم الله تعالى الفساد فى كثير من الايات حيث قال " وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف : ٥٦)" وقال الله تعالى :"وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" (البقرة : ٢٠٥)، قال الله سبحانه وتعالى في ذم المفسدين، " وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد : ٢٥)". وهذا القدر كاف للتنبيه على ان الإسلام أمن وسلامة، قال الله تعالى : " وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ" (البقرة : ١٩١). وهذا اعلام للعالم على ان الإسلام انكر الفساد على حد لا ينكره مثله غيره والنبي صلى الله عليه واله وسلم ابطل عن ديننا كل ما فيه فساد و إرهاب.

দ্বিতীয় পাঠ : বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার আদেশ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম হলো শান্তি ও মঙ্গলময় জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন বিধান মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহবান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা ভাল কাজ ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা কর। গুনাহ ও শত্রুতামূলক কাজে সহযোগিতা করো না" (মায়েদা ২)। তিনি আরো বলেন, "মীমাংসা মঙ্গলময়" (নিসা ১২৮)। অনেক আয়াতে আল্লাহ পাক বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কুফল বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে সেখানে তোমরা বিশৃংখলা সৃষ্টি কর না" (আরাফ ৫৬)। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেন, "আল্লাহ বিশৃংখলাকে পছন্দ করেন না" (বাকারা ২০৫)। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এ কথা বুঝাবার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "পৃথিবীতে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের জন্য রয়েছে লা'নত বা অভিসম্পত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান" (সুরা রাদ ২৫)। আরো ইরশাদ করেন, "ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।" (বাকারা ১৯১)।

এই ঘোষণা পৃথিবীর কাছে এই বার্তা দিয়েছে যে, ইসলাম বিশৃংখলাকে একদম অপছন্দ করে যতটুকু অন্য কোনো ধর্ম করে না। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দীন থেকে এমন সবকিছু বিদূরীত করেছেন যেখানে ফাসাদ ও সন্ত্রাস থাকতে পারে না।

الدرس الثالث: الربا

ان الربا من الكبائر وهو فى اللغة الزيادة فى الشرع وهو فضل خال عن العوض شرط لاحد العاقدين لقد حرم الله الربا فى كتابه ورسوله فى سنته واجمع العلماء سلفا وخلفا على حرمته فلا مجال لاحد الى مخالفته قال الله تعالى : "وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)" وقال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" البقرة : ٢٧٨، ٢٧٩)". وعن جابر رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم و سنن الترمذي). فالربا ليس بزيادة فى المال فى الحقيقة بل هو سبب لهلاك المال، وقال الله تعالى : " وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)".

তৃতীয় পাঠ : সুদ

সুদ কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আভিধানিক অর্থে রেবা মানে বৃদ্ধি পাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়, সুদ বলতে “এমন অতিরিক্ত প্রাপ্তি যা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া ক্রেতা বিক্রেতা যে কোনো একজনের জন্য শর্তারোপের মাধ্যমে উসুল করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নায় সুদকে হারাম করেছেন। সুদ হারাম হওয়ার বিষয়ে অতীত-বর্তমান সকল মনীষীগণের ইজমা হয়েছে। সুতরাং তা অস্বীকার করার সুযোগ কারো নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন” (বাকারা ২৭৫)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, “হে ইমানদারগণ! যেটুকু সুদ অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তা না কর তবে আল্লাহ ও রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য ঘোষণা দাও” (বাকারা ২৭৮-২৭৯)। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সুদ গ্রহিতা, দাতা, সাক্ষী ও লেখকের উপর লা'নত করেছেন। এবং তিনি বলেন, এরা সকলেই সমান” (বুখারি, মুসলিম ও তিরমিজি)। সুদ প্রকৃত পক্ষে সম্পদ বৃদ্ধি করে না বরং তা সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণ। আল্লাহ

তাআলা ইরশাদ করেন, “মানুষের সম্পদে প্রবৃদ্ধির জন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাকাত প্রদান করে মূলত তারাই প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী” (রূম ৩৯)।

الدرس الرابع : الرشوة

الرشوة حرام قال الله تعالى :" وَلَا تَـأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ وَتُـدْلُوا بِهَـا إِلَى الْحُـكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة : ١٨٨). قال رسول الله صـلى الله عليه واله وسلم : " الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقـال : "لَعنَةَ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" (أبو داود والترمذي). قال ابن الاثير: الرشوة بمعنى " الوصـلة الى الحاجة بالمصانعة " الراشي : من يعطي الذى لعيانته على الباطل، والمرتشي الاخـذ للرشـوة". فلذا عرفها الطحطاوى انها ما يعطيه الرجل لابطال حق او لاحقاق باطل وقال الفيومى هى ما يعطيه الشخص الحاكم او غيره ليحكم له او يحمله على مـا يريـد، فـهى فسـاد فى المجتمـع وتضييع للامانة وظلم للنفس يظلم الراشى نفسه ببذل المال لنيل الباطل والمرتشى بالمحاباة فى احكام الله تعالى فيأكل منها ما ليس فى حقـه ويكسـب حرامـا. الرشـوة هي مغضـبة للـرب ومخالفة لسنة الرسول ومجلبة للعذاب.

চতুর্থ পাঠ : ঘুষ

ঘুষ হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং তোমরা জেনে শুনে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই সম্পদগুলো হুকুমদাতাদের কাছে উপস্থাপন করো না” (বাকারা ১৮৮)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামে যাবে।” ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহিতা উভয়কেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন। ইবনুল আসির রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, **الرشوة** অর্থ হল **مصانعة** এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা। **مصـانعة** অর্থ অন্যের জন্য কিছু একটা করা যাতে তার বিনিময়ে সে তোমার জন্য কিছু একটা করে দেয়। এই **مصـانعة** মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করে। সে কারণে ইমাম তাহতাবি রহমতুল্লাহে আলাইহ ঘুষের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বানানোর জন্য মানুষ যা প্রদান করে তাকে

ঘুষ বলে। ইমাম ফাইউমি রহমতুল্লাহে আলাইহ বলেন, হাকিম বা অন্য কাউকে এই উদ্দেশ্যে কিছু দেয়াকে رشوة বলে; যাতে তিনি দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী রায় প্রদান করেন। সুতরাং ঘুষ মূলত সমাজের একটি ফাসাদ, আমানত ধ্বংসকারী এবং ব্যক্তির উপর জুলুম। ঘুষ দাতা অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করে নিজের উপর জুলুম করে এবং ঘুষ গ্রহীতা আল্লাহর বিধান অমান্য করে তার জন্য না হক জিনিস ভক্ষণ করে এবং হারাম উপার্জন করে। ঘুষ হলো আল্লাহর গজবের কোপানলে পড়া, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের খেলাফ করা এবং আযাবে নিপতিত হওয়ার উপাদান।

الدرس الخامس : شرب الخمر وشرب الدخان

الخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل اجمع المسلمون المحققون على تحريم الخمر الذى سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخبائث : وقال " لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ" (سنن ابن ماجه)، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : ٩٠ ، ٩١). وقال صلى الله عليه واله وسلم : " لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (مسند أحمد و مصنف أبي شيبة) ، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : " مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ" (مسند أحمد و المعجم الكبير للطبري)، وقال صلى الله عليه واله وسلم : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ" (شعب الإيمان و صحيح ابن حبان). والخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلوة وتفسد المعدة وتغير الخلقة وتبدل التصور و الادراك وتوقع العداوة والبغضاء مع ما فيها من الوعيد الشديد والعقاب. وكذالك شرب الدخان الذى انتشر فى مجتمعنا وهو الشراب الذى لا ينكر ما فيه فى ضرر فى الصحة والمال والمجتمع والدين اما ضرره فى البدن فانه يضعف البدن ويضعف القلب، وقد قال تعالى : "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة : ١٩٥). واما ضرره فى المال فانه يضيع كل يوم كثيرا من المال بلا فائدة بل هو الاسراف فى كل حال، وقال تعالى : " وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأنعام : ١٤١)، وقال تعالى إِنَّ

الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" (الإسراء : ٢٧). شرب الدخان يذهب الحياء والمروة وهو مضر للصحة وللنفس وللمال.

পঞ্চম পাঠ : মাদক সেবন ও ধুমপান করা

বিবেককে অবলুপ্ত করে দেয় এমন সব বস্তুকে খমর তথা মদ ও মাদক বলে। সকল মুসলিম চিন্তাবিদ মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ পানকে সকল অপকর্মের মূল বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "তোমরা মদ পান করো না, কেননা মদ সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি" (ইবন মাজাহ)। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, "হে ইমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্দেশক শরসমূহ অপবিত্র, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকলেই সফলকাম হবে। নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়, তবুও কি তোমরা তা থেকে নিবৃত হবেনা। এ গুলো তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা (এ কাজগুলো থেকে) বিরত থাকবে না?" (মায়েদা ৯০-৯১)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি ইমানদার অবস্থায় মদ পান করে না" (মুসনাদে আহমদ ও মুসান্নাফে আবি শায়বা)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পর মূর্তিপুজারীর ন্যায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে" (মুসনাদে আহমদ, মু'জামুল কাবির লিত তবারানি)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "মদ্যপায়ী জান্নাতে যাবে না। মদ আল্লাহর জিকির ও নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, প্রকৃতিগত অবয়বে বিকৃতি সাধন করে, চিন্তা ও বিবেকে বিকৃতি সাধন করে এবং হিংসা ও শত্রুতার জন্ম দেয়। এছাড়া আখেরাতের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই। অনুরূপভাবে ধুমপান এমন জিনিস যে, সমাজে, সম্পদে, ধর্মে এবং স্বাস্থ্যে তার অনিষ্টতা অস্বীকার করার উপায় নেই। শারীরিক ক্ষতি এই যে, তা দেহ ও হৃদপিন্ডকে দুর্বল করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।" সম্পদে ক্ষতি এই যে, তা প্রতিদিন অহেতুক অনেক অর্থ বিনষ্ট করে। সর্বাবস্থায়ই এটা অপচয়। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না" (আনআম-১৪১)। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই" (ইসরা-২৭)। ধুমপান লজ্জা ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। ইহা স্বাস্থ্যের জন্য, আত্মার জন্য এবং সম্পদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

الدرس السادس: الميسر

الميسر هو فى اللغة قمار العرب بالازلام وقال صاحب القاموس هو اللعب بالقداح اوهو النرد او كل قمار وقال ابن حجر المكى :"القمار باى نوع كان وصورة القمار المحرم التردد بين ان يغنم او ان يغرم كل لعب يودي الى المخاطر بقصد المال نتيجه لذلك اللعب"، ونزل القران بحرمة الميسر حيث قال تعالى : "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" (المائدة : ٩٠ ، ٩١)، ومن مفاسد الميسر كما علمنا من الاية المذكورة ايقاع العداوة والبغضاء فيما بين الناس وصد الناس عن ذكر الله وعن اقامة الصلاة وكل ذالك من الكبائر فالميسر شيئ يشتمل على مفاسد شرعية كثيرة فالاجتناب عنه حتم و لازم .

ষষ্ঠ পাঠ : জুয়া

الميسر- (মাইসার) জুয়া বা হাউজি অভিধানে আরবদের লটারীভিত্তিক এক ধরনের জুয়া। কামুস গ্রন্থকারের মতে, পাথর দিয়ে খেলা অথবা পাশা খেলা অথবা সকল জুয়াকে ميسر- বলে। প্রত্যেক এমন খেলা, যার ফলাফলে অর্থ হারানোর আশঙ্কা আছে, তাই জুয়া। জুয়া খেলা হারাম ঘোষণা দিয়ে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন “হে ইমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারক শর অপবিত্র, শয়তানের কাজ। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকলেই সফলকাম হবে। শয়তান তোমাদের মধ্যে মদ-জুয়া বিষয়ে শত্রুতা ও হিংসা তৈরি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি (সে কাজগুলো থেকে) বিরত থাকবে না?” (মায়েদা ৯০-৯১)। এ আয়াত থেকে আমরা জুয়ার ক্ষতিকর বিষয়গুলো যা জানতে পারলাম তা হল, মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করা এবং মানুষকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ কায়েম করা থেকে বিরত রাখা। আর এ সবগুলোই কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। অতএব জুয়া এমন একটা বিষয় যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক ক্ষতিকর বিষয়ের অবতারণা করে। সে কারণে জুয়া থেকে দূরে একান্ত প্রয়োজন।

الدرس السابع : حرص المال

حرص المال من الاخلاق الذميمة لان الحرص فى الانسان يجبره على كسب ما هو حلال له وما هو حرام فيمشى فى ذالك الى حصول المال بطريق حرام من الكذب والغش والربا والرشوة والخداع والميسر والحلف بالكذب وغيرها وقد ذم الله تعالى فى ذالك حيث قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال صلى الله عليه واله وسلم من غشنا فليس منا وقال ايضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فالحرص مذموم والسعى للكسب الحلال ممدوح حيث قال تعالى فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله.

সপ্তম পাঠ : অর্থের লোভ

অর্থের লোভ অসৎ গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। লোভ মানুষকে হালাল ও হারাম নির্বিশেষে সবকিছু কুক্ষিগত করতে প্ররোচিত করে। লোভী ব্যক্তি সম্পদ অর্জনের জন্য মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, জুয়া, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি হারাম পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তাআলা এসব কিছুর অনিষ্টতা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ধোঁকাবাজ আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি আরো বলেন, তিন ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হল টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী। লোভ একটি নিন্দনীয় স্বভাব। অবশ্য হালাল রিজিকের জন্য চেষ্টা করা প্রশংসনীয় কাজ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন নামাজ সম্পন্ন হবে তখন জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ কর।

الدرس الثامن : الإحتكار

الاحتكار حبس الطعام للغلاء سواء كان الطعام للبشر او للحيوان او لغيرهما والمحتكر مناع للخير معتد اثيم يضيق فضل الله على الناس، فاذا كانت عنده سلعة و يعرف شدة حاجة الناس اليها اخفاها ثم باعها بالسعر الذى يفترض على الناس ولا يقدر عليها عامة الناس الذين هم فى شدة الحاجة اليها وهذا ظلم عظيم وابطال لحقوق العباد وتضييق للحياة على

الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من احتكر طعاما اربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه"(رواه مسلم)، وفى رواية اخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحتكر الاخاطئ" (رواه مسلم)،

অষ্টম পাঠ : মজুদদারি

মানুষ বা জীব জানোয়ারের খাদ্যদ্রব্য দাম বাড়ানোর লক্ষ্যে গুদামজাত করে রাখার নাম ইহতিকার বা মজুদদারি। মজুদদার কল্যাণে বাঁধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, সে মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে দেয়। তার হাতে যখন ব্যবসায়ী পণ্য থাকে এবং এই পণ্যেরে ব্যাপক চাহিদার কথাও সে বুঝতে পারে তখন উক্ত পণ্যকে বাজারে না ছেড়ে গোলাজাত বা মজুদ করে রেখে দেয়। মানুষের চাহিদা প্রকট আকার ধারন করলে বাজার দরের চেয়ে স্বনির্ধারিত অধিক মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা লুটে নেয়। এই পণ্যের অভাববোধকারী অধিকাংশ মানুষই এত দামে তা ক্রয় করতে পারে না। সুতরাং এ রকম মজুদদারি চরম জুলুম, বান্দার হক বিনষ্টকারী এবং মানুষের জীবনে সংকট সৃষ্টিকারী। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেউ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখলে সে আল্লাহর হেফাজত থেকে বেরিয়ে যায় এবং আল্লাহও তার থেকে আপন হেফাজত তুলে নেন” (মুসলিম)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, “ভ্রষ্ট ছাড়া অন্য কেউ মজুদদারি করেনা” (মুসলিম)।

الدرس التاسع: استماع الملاهى و الغناء

عمل الغناء والاستماع فى الحقيقة اضاعة للوقت ونفاد للمال وتعلق للقلب بغير ذكر الله وسخط الرحمن ورضا للشيطان قال الله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ" (لقمان : ٦). ففى البخارى لهو الحديث هو الغناء واشباهه، وقال ابن مسعود رضى الله عنه "والله الذى لا اله غيره ان ذالك هوالغناء وكررها ثلاث مرات، قال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله "إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق ويتلذذ بها كفر. ولكن القصائد الممدوحة التى تشتمل على ثناء الله تعالى ونعت النبي صلى الله عليه واله وسلم ومدح الشريعة واليقظة في عمل الخير والعبادة والاخلاق الحميدة، ليست من الغناء الممنوع لما روى ان حسان بن ثابت

رضى الله عنه اثنى عليه صلى الله عليه واله وسلم بالشعر بحضرته وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهج المشركين يا حسان فان جبرائيل يويدك.

নবম পাঠ : গান-বাজনা করা ও শোনা

গান-বাজনা করা ও শুনা মূলত সময়ের অপচয়, সম্পদ বিনষ্ট, এবং আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কিছুতে অন্তরকে মশগুল রাখা, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং শয়তানকে তুষ্ট করার কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “মানুষের মধ্যে কতেক এমন আছে যারা মানুষকে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথকে বিদ্রূপের বস্তু বানায়। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি” (লোকমান ৬)। বুখারি শরিফে لهو الحديث দ্বারা গানবাজনা ও তদানুরূপ বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই لهو الحديث দ্বারা গান-বাজনা বুঝানো হয়েছে। এই কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনু আবেদিন শামি রহমাতুল্লাহি আলাইহ লিখেছেন, “গান শুনা গুনাহের কাজ, গান শুনার জন্য বসা ফাসেক হওয়ার মাধ্যম। আর গান শুনে যদি মনে আনন্দ পায়, মজা অনুভব করে তা কুফরি। তবে ঐ প্রশংসামূলক কাসিদাসমূহ যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা ও শরিয়তের সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং যে কাসিদা কল্যাণমূলক কাজ, ইবাদত ও উত্তম চরিত্রের দিকে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলো নিষিদ্ধ গানবাজনার অর্ন্তভুক্ত নয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, হজরত হাস্‌সান বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতিতে তাঁর প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃতি করেছেন এবং তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, “হে হাস্‌সান, তুমি কবিতা দিয়ে মুশরিকদের নিন্দা জানাও। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তোমাকে সাহায্য করবে।”

الدرس العاشر : التصاوير الممنوعة

الصورة الممنوعة من المنكرات شرعا والمصورون لها من الملعونين على لسان النبي صلى الله عليه و سلم فالصورة الممنوعة تفسد الاخلاق الحسنة وتميل الى الفحشاء والمنكر وقد امرنا بالنهى عن المنكر حيث قال تعالى تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم المصورون لها سيؤخذون يوم القيامة باحياء التصويرات الممنوعة باعطاء الارواح لها ويعذبون على ذالك كما جاء فى الخبران رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم

القيامة و يقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ابن عباس رضى الله عنه من صور صورة فان الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها ابدا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه فى جهنم ثم التصوير الشمسى الذى ليس بفاحشة كلية و حالة الضرورة كجواز السفر وعمل الحج والمعاملة مع بلاد الخارج امر ضرورى فلذا جوز العلماء المتأخرون عند الضرورة. وكذالك صورة الاشياء التى لا روح لها لا باس بها عند العلماء كصورة الشجر والحجر والجدار والثمر والازهار والمنظر الطبعية وغيرها.

দশম পাঠ : নিষিদ্ধ ছবি

নিষিদ্ধ ছবি শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি গর্হিত বস্তু। নিষিদ্ধ ছবি নির্মাণকারীরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানে অভিশপ্ত। নিষিদ্ধ ছবি চরিত্র ধ্বংস করে এবং অশ্লীল ও গর্হিত কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। গর্হিত কাজ বর্জন করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন এ সকল নিষিদ্ধ ছবিতে রুহ দান করে এগুলোকে জীবিত করার জন্য ছবি নির্মাতাদের পাকড়াও করা হবে এবং এই জন্য শাস্তি দেয়া হবে।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কিয়ামতের দিন এ সকল ছবি নির্মাতাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ তাতে জীবন দাও।” হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “কেউ কোনো আকৃতি তৈরি করলে তাতে সে ব্যক্তি রুহ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকবেন। আর সে কখনই তাতে রুহ দিতে পারবেনা।” রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “সকল ছবি নির্মাতা জাহান্নামী। প্রতিটা ছবির বিপরীতে তার জন্য একটা আত্মা তৈরি করে জাহান্নামে আযাব দেয়া হবে।” তবে ফটোগ্রাফী, কাগজের ছবি বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়, যেমন পাসপোর্ট, হজ্জের কর্মকাণ্ডে অথবা বিদেশের সাথে লেনদেনে বর্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী আলেমগণ বিশেষ প্রয়োজনে জায়েজ মনে করেন। অনুরূপভাবে ঐ সকল বস্তুর ছবি যে বস্তুর মধ্যে রুহ থাকেনা সেগুলোর ছবিও ওলামাদের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। যেমন গাছ, পাথর, দেয়াল, ফল-ফুল, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি।

الدرس الحادي عشر : اللواطة ممنوعة

اللواطة من الكبائر وهى من الفواحش التى ذم عليها القران بلفظ شديد وذم على قوم لوط

عليه السلام حيث قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ثم قص علينا ما حل بهم من العقاب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد فهى فاحشة تنكره العقول وترفضه الفطرة وتزجر عنه الشرائع السماوية ولا تقبلها الاخلاق الكريمة ولا تقرها الانسانية الفائقة لانها سبب للذل والخزي وذهاب للخير والبركات.

একাদশ পাঠ : সমকামিতা নিষিদ্ধ

সমকামিতা কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত। তা এমন নিষিদ্ধ কাজ যে পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে এবং লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের এই অশ্লীল কাজের বর্ণনায় বলেছেন, “বিশ্ব জগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাকো। তোমরা তো সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়” (শুয়ারা ১৬৫-১৬৬)। এরপর তাদের উপর কী শাস্তি আরোপিত হয়েছিল তার বর্ণনা এসেছে এইভাবে, “অতঃপর যখন আমার শাস্তির নির্দেশ হল, আমি ঐ জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর, যেগুলো আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল এবং সেই পাথরগুলো জালিমদের থেকে দূরে নয়।” এটা এমনই জঘন্য কর্ম যা বিবেক, স্বভাব ও শরিয়াহ পরিপন্থী পূর্ববতী শরিয়ত যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উত্তম চরিত্র তা গ্রহণ করে না এবং উন্নত মানবতা তা স্বীকার করে না। কারণ এ কাজ লজ্জাকর, অপমানজনক এবং কল্যাণ ও বরকতের প্রতিবন্ধক।

الدرس الثاني عشر : أسباب مرض إيدز وطريق الصيانة عنها

أسباب مرض إيدز وطريق الصيانة عنها : هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعى المسئولة عن الدفاع عن الجسم ضد انواع العدوى المختلفة وانواع معينة من السرطان وبه يفقد الانسان قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات يسمى هذا الفيروس فيروس نقص المناعة البشرى Human Immune-deficiency virus اواختصارا HIV والاسم العلمى "المرض الايدز". هو متلازمة العوز المناعي المكتسب او متلازمة نقص المناعة المكتسب

Acquired Immune deficieny Syndrome او اختصارا AIDS وينقلب الايدز بعدة طرق الاولى الاتصال الجنسى المباشر اذا كان احد الطرفين مصابا الثانية استخدام الادوات الملوثة بالفيروس والتى استخدمها المصابون خاصة اذا كانت هناك جروح الثالثة من الام المصابة الى جنينها اثناء فترة الحمل او الولادة او الرضاعة الرابعة نقل الدم او منتجاته الملوثة بالفيروس والخامسة الزنا وذالك لانه كاد اليقين يحصل لنا باستقراء الاطباء على ان الايدز اعظم اسبابه الزنا فالاحتراز عن هذه الاسباب يحفظنا عن الاصابة بهذا الفيروس لانه لايوجد الى الان علاج يشفى هذا المرض ولذالك تستمر الاصابة به مدى الحياة.

দ্বাদশ পাঠ : এইডস রোগের কারণ ও প্রতিকার

এইডস এমন এক ভাইরাস যা মানুষের শরীরের অতীব প্রয়োজনীয় ঐ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর আক্রমণ করে যা বিভিন্ন সংক্রমন প্রতিরোধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং সুনির্দিষ্টি ক্যান্সারের জীবানু প্রতিহত করার শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর আক্রমনে মানুষ পরিপাকতন্ত্র ও ক্যান্সারের জীবানু প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই ভাইরাসকে فيروس نقص المناعة البشرى (মানবীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা হরণকারী) ইংরেজিতে Human Immune-deficiency virus সংক্ষেপে HIV বলে। এইডস রোগের নাম متلازمة العوز المناعى المكتسب অথবা متلازمة نقص المناعة المكتسب। (সঞ্চিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপকারী) ইংরেজিতে Acquired Immune deficieny Syndrome সংক্ষেপে AIDS বলা হয়। বিভিন্নভাবে এইডস রোগ বিস্তার লাভ করে। যেমন- ১.সমজাতীয় মেলামেশার মাধ্যমে– যখন দু'জনের একজন এইডস রোগে আক্রান্ত হয়। ২. উক্ত ভাইরাস মিশ্রিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ঐ সকল জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে যে গুলো ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি জখম থাকে। ৩. গর্ভধারণ, প্রসব ও দুধ পান করানোর সময় আক্রান্ত থেকে সন্তানের কাছে সংক্রমিত হওয়া। ৪. রক্ত দান অথবা রক্ত দ্বারা তৈরি এমন জিনিস যে গুলো ভাইরাস মিশ্রিত। ৫. জেনা। চিকিৎসকদের বাস্তব সমীক্ষায় আমাদের প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে যে এইডস রোগের প্রধানতম কারণ অবৈধ মিলামেশা তথা ব্যাভিচার। সুতরাং, এই সকল বিষয়ে আমাদের দূরে থাকা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। কেননা এ পর্যন্ত এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি যা দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। সে কারণে এই রোগে আক্রান্ত হলে তা সারা জীবন অব্যাহত থাকে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। الرياسة অর্থ কী?

ক. কোনো মানুষের নেতা হওয়া
খ. বিশৃংখলা করা
গ. লোভ
ঘ. কল্যাণ না হওয়া

২। الرشوة মানে-

ক. সুদ
খ. ঘুষ
গ. সুদ ও ঘুষ
ঘ. অন্যায় কথা বলা

৩। মদ ও ধুমপান বিবেককে-

i. অবলুপ্ত করে দেয়
ii. অসুন্দর করে দেয়
iii.সুস্থ করে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুইন মনে করে জুয়া ও ঘুষের মাধ্যমে অতিদ্রুত অর্থ উপার্জন করা যায়, ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞা ঠিক নয়।

৪। মুইনের চিন্তা কিসের সাথে সাংঘর্ষিক?

ক. ইলমের
খ. কুরআনের
গ. মুসলমানদের
ঘ. কুরআন ও হাদিসের

৫। এখন মুইনের করণীয় হচ্ছে

i. নতুন করে ইমান আনা

ii. তাওবা করে সঠিক রাস্তায় আসা

iii. বেশি বেশি সত্য কথা বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

জনাব তাজাম্মুল এলাকার চেয়ারম্যান। তাঁর অর্থ লোভ খুব বেশি। সরকার প্রদত্ত জনগণের সম্পদ তিনি আত্মসাৎ করেন। তার বন্ধু তাকে বলল, তোমার এ কাজটি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। ইসলাম কখনও লোভ, সুদ ও ঘুষকে সমর্থন করেনা।

ক. الربا والإحتكار অর্থ কি?

খ. استماع الملاهي والغنا বলতে কি বুঝ।

গ. তাজাম্মুল সাহেবের আকাঙ্ক্ষাকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের বন্ধুর বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

الفصل الرابع: الاعمال لحصول الأخلاق الحميدة

الدرس الاول : تعريف التوبة وطريقتها

التوبة اول منزل من منازل السالكين و اول مقام من مقامات الطالبين وهى فى اللغة الرجوع فالتوبة الرجوع عما كان مذموما فى الشرع الى ما هو محمود فيه، قال القاري رحمه الله : "التوبة هى الرجوع عن المعصية الى الطاعة او من الغفلة الى الذكر او من الغيبة الى الحضور"(المرقاة)، ومدارها على ثلاثة امور الندم على الذنوب والاعتذار والاقلاع، اي العزم على ان لا يعود الى مثله فى المستقبل واما اذا كانت الذنوب من حقوق غير الله فيجب مع الثلاثة المذكورة امر رابع وهو ان يبرأ من حق صاحبها يردها اليه او بطلب العفو او غير ذالك ثم التوبة لايصل اليها الا بعد محاسبة النفس لان المرأ عرف ما عليه من الحق بالمحاسبة واليه اشارة بقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ" (الحشر : ١٨). قال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه : "حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا" (مصنف ابن أبي شيبة)، ثم للتوبة النصوحة علامات منها ان يكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها ومنها ان الخوف يصاحبه على الدوام ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا ومنها كسرة خاصة تحصل للقلب لايشبهها شيئ، وقال تعالى : " تُوبُوا إِلَى اللهِ (التحريم : ٨)"، كما قال تعالى " وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الحجرات : ١١)، تبديل السئيات بالحسنات كما قال تعالى : " إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (الفرقان : ٧٠)، وقال الله : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة :٢٢٢)" وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : التوبة هى الندم وقال عليه السلام ايضا "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (ابن ماجه) وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ما من شيئ احب الى الله من شاب تائب (ذكره السيوطى فى الجامع الصغير).

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৈতিক গুণাবলি অর্জনে আমলসমূহ

প্রথম পাঠ : তাওবার পরিচয় ও পদ্ধতি

আল্লাহর নৈকট্যের পথে বিচরণকারী প্রিয় বান্দাদের স্তরসমূহের মধ্যে প্রথম স্তর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধিৎসুদের ধাপ সমূহের প্রথম ধাপ তাওবা। অভিধানে এর অর্থ হল-প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং তাওবা হল শরিয়তের দৃষ্টিতে যা নিন্দনীয় তা থেকে প্রশংসিত কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে আসা। আল্লামা মোল্লা আলি কারি রহমাতুল্লাহে আলাইহ বলেন, “তাওবা বলতে বুঝায় আল্লাহর নাফরমানী থেকে তার ইবাদতের দিকে, অলসতা থেকে জিকিরের দিকে, আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে অবস্থান করা থেকে তাঁরই সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তন” (মেরকাত)।

তাওবা তিনটি কাজের উপর নির্ভরশীল। ১। কৃত গুনাহের প্রতি লজ্জিত হওয়া ২। অকপটে ক্ষমা চাওয়া এবং ৩। অতীতের সকল অন্যায় অপরাধকে মূলোৎপাটন করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর যদি কৃতকর্ম আল্লাহর হক ছাড়া অন্যান্য হক (অর্থাৎ বান্দা এবং সৃষ্টির হক) সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে উপরোক্ত তিনটি কাজের সাথে চতুর্থ একটি কাজ করা আবশ্যক হবে। যার হক তার কাছে তা ফিরিয়ে দিয়ে বা ক্ষমা চেয়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে অধিকার খর্বের দায় মুক্ত হওয়া। আত্মোপলব্ধি ছাড়া তাওবা পূর্ণতায় পৌঁছে না। কেননা ব্যক্তি আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই নিজের উপর আরোপিত অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকের উচিত ভবিষ্যতের জন্য অগ্রিম কি পাঠাচ্ছে তা উপলব্ধিতে আনা”। হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “তোমাদের হিসাব নেয়ার আগেই তোমরা নিজের হিসাব কষে নাও এবং তোমাদের আমল পরিমাপ করার আগেই তোমরা আপন আমল পরিমাপ কর”।

তাওবা কবুলের কিছু নিদর্শন রয়েছে। যেমন, ১। তাওবাকারী বান্দার আগের অবস্থার চেয়ে পরের অবস্থা ভাল হবে, ২। সব সময় তার মাঝে আল্লাহর ভয় থাকবে, ৩। লজ্জা ও ভয়ে তার হৃদয় বিগলিত থাকবে ৪। হৃদয়ে এমন এক বিশেষ বিনয় ও অসহায়ত্ব অর্জিত হবে যার সাথে কোনো কিছুই সাদৃশ্য হয়না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর” (তাহরীম ৮), “যারা তাওবা করে না তারা জালেম (হুজরাত ১১)”। আল্লাহ তাআলা তাওবার মাধ্যমে গুনাহসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দেবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে, “তারা নয়, যারা তাওবা করে, ইমান আনে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (ফুরকান ৭০)। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন”(বাকারা ২২২)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তাওবা হল লজ্জিত হওয়া”। তিনি আরো বলেন, “গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন হয়ে যায় যেন তার কোনো গুনাহই ছিলনা” (ইবনে মাজাহ)। তিনি আরো বলেন, “এমন কোনো কিছু নেই যা আল্লাহর নিকট তাওবাকারী যুবকের চেয়ে বেশি প্রিয়” (ইমাম সুয়ুতি,আল জামে আস ছগির।)

الدرس الثاني : الصلوة النافلة والصيام النافلة

النفل معناه الزيادة و فى الشرع هو عبادة ليست بفرض ولا واجب و ان الصلوات النافلة بعد اداء الفرائض تفضى الى محبة الله تعالى للعبد وتصيره من جملة اوليائه الذين يحبهم ويحبونه فقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : "مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذنته بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ يَتقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لأعطينه وان استعاذنى لأعيذنه (رواه البخاري). ثم النفل على معناه الشرعى يشتمل الرواتب والزوائد موقتة وغير موقتة فعلى المؤمن ان يحافظ مع الفرائض على السنن والنوافل ايضا كركعتين قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعده واربع قبل العصر وركعتين بعد المغرب واربع قبل العشاء وركعتين بعده وكذا التهجد والاشراق والضحى والاوابين وغيرها. وكذا في الصيام النافلة كصوم يوم الإثنين والصوم ليوم البيض وغيرها.

দ্বিতীয় পাঠ : নফল সালাত ও নফল রোজা

নফল অর্থ অতিরিক্ত। শরিয়তের পরিভাষায় তা এমন ইবাদত যা ফরজও নয়, ওয়াজিবও নয়। ফরজ আদায়ের পর নফল নামাজ বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং আউলিয়া কেরামের অর্ন্তভুক্ত করে দেয় "যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন"। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার অলির (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি তার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো কাজ নেই যা দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমার নিকটবর্তী হয়। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, তার পা আমার কুদরতি শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যায় যা দ্বারা সে চলে। এমতবস্থায়, সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে দান করি। আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তখনই আশ্রয় দান করি। (বুখারি)

শরিয়তের দৃষ্টিতে নফল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সুন্নাতে যায়েদা ও মুস্তাহাব ইত্যাদিকে শামিল করে, চাই তা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক। সুতরাং প্রত্যেক ইমানদারের উচিত ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নাত ও নফল নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, আছরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত, মাগরিবের ফরজের পর দুই রাকাত, ইশার ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত। অনুরূপভাবে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, দোহা, আওয়াবীন ইত্যাদি। রোজার মধ্যেও নফল রোজা রয়েছে। যেমন প্রতি সোমবার রোজা রাখা, আইয়্যামে বিজের রোজা রাখা ইত্যাদি।

الدرس الثالث : صرف الأوقات لذكر الله سبحانه وتعالى

الذكر وسيلة لشكر نعمة الله تعالى. الذكر على ثلاثة انحاء، الاول الذكر باللسان والثاني الذكر بالقلب والثالث الذكر بالجوارح. وعلى كل مسلم ان يصرف اوقاته فى ذكرالله عز وجل وكل عمل له اذا كان على وفق ما شرع الله ورسوله يعد من ذكر الله تبارك وتعالى مثلا اذا نام الإنسان يذكر الله ثم اذا قام يذكر الله فما بينهما يعد من العبادات وقد اثنى الله تعالى فى كتابه بقوله "وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ" (الأحزاب : ٣٥)، قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" (الأحزاب : ٤١). وذكر الله من افضل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخيرلكم من انفاق الذهب والفضة وخيرلكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربون اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل" (المؤطأ لامام مالك والترمذي واحمد وابن ماجه)

তৃতীয় পাঠ : নিয়মিত কিছু সময় আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা

জিকির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নেয়ামতের শোকর আদায়ের মাধ্যম। জিকির তিনভাবে হয়। প্রথমত: মুখের জিকির, দ্বিতীয়ত: কালবের জিকির, তৃতীয়ত: শরীরের অংঙ্গসমূহের জিকির। আল্লাহর জিকিরে সময় অতিবাহিত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর কর্তব্য। মুমিন বান্দার কাজ যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরিয়তের অনুকূলে হবে, তখন তা আল্লাহর জিকির হিসেবে গণ্য হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি আল্লাহর জিকির করে ঘুমায়, অতঃপর ঘুম থেকে উঠে যদি আল্লাহর জিকির করে, তাহলে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়টাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ

তাআলা তাঁর কিতাবের মাঝে এ ব্যাপারে প্রশংসা করে বলেন, “বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী ও জিকিরকারিনীগণ”। তিনি জিকিরের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, “ওহে যারা ইমান এনেছ, “বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির কর” (আহযাব ৪১)। আল্লাহর জিকির শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্যতম। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমলের কথা জানিয়ে দিব না? যা তোমাদের প্রভুর কাছে সব চেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদাকে বেশি সমুন্নতকারী, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার ফলে তোমরা যে তাদের গর্দানে আঘাত হান ও তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত হানে তার চেয়েও (যে আমলটি) বেশি উত্তম ? তারা জবাবে বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রসুল ! (এরপর) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা হল মহান আল্লাহ তাআলার জিকির। (ইমাম মালেক এবং ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

الدرس الرابع: فضيلة الصلوة على النبي صلى الله عليه واله وسلم

الصلوة من الله تعالى على نبينا صلى الله عليه واله وسلم معناها الثناء على الرسول والعناية به باظهار شرفه وفضله وحرمته ومحبته فامرنا ان نصلى ونسلم عليه ايضا بقوله تعالى : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الأحزاب : ٥٦)، لحصول المحبة واظهار التوقير يجب علينا ان نكثر الصلاة عليه كما امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، حيث قال : إن من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال يقول بليت قال ان الله حرم على الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء وفي رواية فنبى الله حى يرزق.

وقد قال ابى بن كعب رضى الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انى اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى قال ماشئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير قلت النصف قال ماشئت وان زدت فهو خير قلت الثلثين قال ان شئت وان زدت فهو خير قال اجعل لك صلاتى كلها قال اذن تكفى همك ويغفرلك ذنبك (رواه الترمذي والحاكم

واحمد). وقال صلى الله عليه واله وسلم ان اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلاة (رواه الترمذي وابن حبان والبزار والبغوى). قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ" (رواه الترمذي)، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ" (احمد).

চতুর্থ পাঠ : দরুদ শরিফের ফজিলত

আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়ার অর্থ হল নবির প্রশংসা করা, তাঁর শান-মান-মর্যাদা ও মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম পড়ার নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবির উপর দরুদ পড়েন। হে ইমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরুদ পড় এবং তাজিমের সাথে সালাম দাও" (আহযাব ৫৬)। সুতরাং অন্তরে প্রিয়নবির প্রতি মুহাব্বত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষে তাঁর উপর বেশি বেশি দরুদ পড়া আমাদের জন্য অপরিহার্য। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেন, "জুমার দিন আমার উপর অধিক হারে দরুদ পড়, কেননা তোমাদের দরুদসমূহ আমার নিকট পেশ করা হবে, সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছ পৌঁছাবে, আপনিতো পচে যাবেন বা গলে যাবেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন" আল্লাহ জমিনের জন্য কোনো নবির শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। নবিগণ কবরে জীবিত তাঁদের রিজিক দেয়া হয়।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, "আমি আপনার উপর বেশি দরুদ পড়ি। আমি আপনার জন্য কতক্ষণ দরুদ পড়ব? নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার ইচ্ছা। তিনি বললেন, এক চতুর্থাংশ সময়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা। তবে আরও বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেক। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছা, তবে বেশি হলে ভালো। তিনি বললেন, তবে আমি আপনার জন্য পুরো সময়টাই দরুদ পড়বো। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার সকল চাহিদার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে। (তিরমিজি, হাকেম, আহমদ)। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিনে আমার খুব কাছে থাকবে ঐ ব্যক্তি যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ পড়বে" (তিরমিজি, ইবনে হিব্বান, বাজ্জার, বাগভী)।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরিফ পড়বে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন, তার দশটি গুনাহ আমলনামা থেকে মুছে দেবেন এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করবেন” (আহমদ)।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ১ বার দরুদ শরিফ পড়লে কয়টি রহমত পাওয়া যায়?

ক. ৭টি
খ. ১০টি
গ. ৭০টি
ঘ. ৮৮টি

২। النفل মানে-

ক. অতিরিক্ত
খ. অপচয়
গ. অতিরঞ্জিত
ঘ. অতিবাহিত

৩। কেয়ামতের দিন আমার কাছে থাকবে ঐ ব্যক্তি যে-

i. আমাকে স্মরণ করবে।
ii. আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ পড়বে
iii. কুরআন তেলাওয়াত করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মাহমুদ মনে করে, বেশি বেশি দরুদ পড়ার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। কারণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন-

৪। মামুনের চিন্তা ও চেতনা বিশ্বাস করলে কী হবে?

ক. মুনাফিক
খ. কাফির
গ. মুশরিক
ঘ. ফাসেক

৫। এমতবস্থায় তার উচিত -

i. নতুন করে ইমান আনা
ii. তাওবা করে ফিরে আসা
iii. চুপ করে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i
খ. ii
গ. i ও iii
ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

করিম মনে করে ফরজ নামাজ আদায় করলেইতো সালাত হয়ে যায়, নফলের প্রয়োজন নেই। সেলিম এ কথা শুনে বলল ফরজ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। নফল তার পরিপূরক হয়।

ক. কয়টি বিষয়ের উপর তাওবা নির্ভরশীল এবং কি কি?
খ. "যারা তাওবা করে না তারা জালিম" ব্যাখ্যা কর।
গ. করিমের বিশ্বাসটি কুরআনের আলোকে আলোচনা কর?
ঘ. সেলিমের বক্তব্যটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

الفصل الرابع : الأعمال الذميمة

الدرس الأول: تعريف الكبائر و عقابها

هو ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع فى الدنيا والاخرة وقال الذهبى كل ما جاء فيه وعيد فى الآخرة من عذاب او غضب او تهديد او لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه واله وسلم فكبيرة. وان بعض الكبائر اكبر من بعض الا ترى انه صلى الله عليه واله وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع ان مرتكبه مخلد فى النار ولايغفر له ابدا الاالتوبة، حيث قال الا انبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثا قالوا بلى يا رسوالله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين اخرجه الترمذي.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নৈতিক অবক্ষয়ের কর্মসমূহ

প্রথম পাঠ : কবিরা গুনাহের পরিচয় ও শাস্তি

কবিরা গুনাহ এমন গুনাহ যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যার জন্য অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতে শরিয়ত নির্ধারিত সুস্পষ্ট শাস্তি রয়েছে। ইমাম জাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রত্যেক ঐ গুনাহ যার ব্যাপারে আখেরাতে আজাব-গজবের হুমকি ও ধমক এসেছে অথবা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানে যে সকল গুনাহ সম্পাদনকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে তাকে কবিরা বলে। কিছু কিছু কবিরা গুনাহ অন্যান্য কবিরা গুনাহ থেকে বেশি মারাত্মক ও কঠিন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সাথে শিরক করাকে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তা সম্পাদনকারী চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি তাওবা না করলে তাকে কখনও ক্ষমা করা হবে না। “প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহের কথা জানিয়ে দিব না? একথাটি তিনি তিনবার বললেন। জবাবে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল! এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, (আর তা হল) আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা”। (বুখারি ও মুসলিম)

عقاب الكبيرة وخطرها

ان الكبيرة هى كل ما توعد عليه الشارع بخصوصه وعن على رضى الله عنه كل ذنب حتمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب فهى كبيرة فعلم ان الكبيرة يستحق صاحبها عقابا ان لم

يغفر الله ولذالك عبر عنها الشارع عليه السلام بالموبقات وافرد كل واحد منها بالعقاب بازائها كما قال فى عقوق الوالدين، لايدخل الجنة عاق وفى تارك الصلاة، فقد برئت منه ذمة الله وفى شارب الخمر، ان مات لقى الله كعابد وثن وفى الكاذب، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا وغير ذالك ومن تنائج المعصية قلة التوفيق وفسادا الرأى وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر واضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع اجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة فى الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل واهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة.

দ্বিতীয় পাঠ : কবিরা গুনাহের শাস্তি ও পরিণতি

যে কাজের জন্য শরিয়ত প্রবক্তা সুনির্দিষ্টভাবে ধমক প্রদান করেছেন তাকে কবিরা বলা হয়। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক এমন গুনাকে কবিরা বলা হয়, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম কিংবা গজব অথবা লা'নত বা আযাবের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ পাক ক্ষমা না করলে কবিরা গুনাহকারী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। সে কারণেই শরিয়ত এগুলোকে ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করেছে এবং এগুলোর কোনটির দরুণ কি শাস্তি তার প্রতিটি পৃথক পৃথক উল্লেখ করেছে। যেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ঐ অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যাবেনা, নামাজ তরককারীর ব্যাপারে বলা হয়েছে তার উপর থেকে আল্লাহর হেফাজত উঠে যায়, মদ্যপায়ীর ব্যাপারে বলা হয়েছে পৌত্তলিকের ন্যায় সে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে বলা হয়েছে লোকটি মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর দরবারে মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে যায় ইত্যাদি। গুনাহের খারাপ পরিণতির মধ্যে তওফিক কমে যাওয়া, রায় প্রদানে ভুল করা, সত্য অপ্রকাশ থাকা, কলব ফাসেদ হয়ে যাওয়া, জিকির বন্ধ হয়ে যাওয়া, সময় নষ্ট হওয়া, সৃষ্টির ঘৃণা, বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে এক ধরণের সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া, দোআ কবুল না হওয়া, অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, রিজিক ও হায়াতে বরকত কমে যাওয়া, জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া, অপমানের ভূষণ মণ্ডিত হওয়া, শত্রু কর্তৃক অপমানিত হওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া, অসৎ সঙ্গী যারা কলব ও সময় নষ্ট করে তাদের দ্বারা সব সময় পরীক্ষায় নিপতিত থাকা, সবসময় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থাকা, জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া অন্যতম।

طريق الاجتناب عن الكبائر

الاجتناب عن الكبائر بل وعن الصغائر مطلوب فى الشرع وله طرق منها المحافظة على الصلوات الخمس كما قال تعالى " إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (العنكبوت : ٤٥)" ومنها الصوم حيث قال صلى الله عليه واله وسلم فانه له وجاء وقال الصوم جنة وحصن وحصين من النار ومنها استصغار النفس واستحقارها ومنها المحاسبة حيث قال عمر رضى الله عنه حاسبوا قبل ان تحاسبوا ومنها ان يكون بين الخوف الرجاء فانه يقيمه على سبيل الطاعة ويصده عن سبيل المعصية ومنها صحبة الاولياء والصالحين فانها تحفظه عن مكيدة الشياطين وترشده الى فعل الخيرات والتجمل بالمحاسن قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هم قوم لا يشقى بهم جليسهم ومنها ذكر الله تعالى فان الذكر تنفع المؤمنين قال تعالى فاذكرونى اذكركم الاية فالعبد فى حفظ الله ما دام فى ذكر الله تعالى

তৃতীয় পাঠ : কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

কবিরা ও সগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শরিয়তের দাবি। বিভিন্নভাবে তা সম্ভব। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মত আদায় করা, যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে”, ২. রোজা পালন করা। যেমন- রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোজা তার জন্য গুনাহ নিবৃতকারী। তিনি আরও বলেন, রোজা ঢাল ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুর্ভেদ্য দূর্গ স্বরূপ, ৩. নিজেকে অসহায় ও ছোট মনে করা, ৪. মুহাসাবা তথা আত্মসমীক্ষা। এক্ষেত্রে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমার হিসাব করার আগে তুমি নিজের হিসাব কর, ৫. ভয় ও আশার মাঝে থাকা, কারণ, তা পুণ্যের পথে অটল ও গুনার রাস্তা হতে বিরত রাখে, ৬. আউলিয়া ও নেককারদের সংসর্গ। কারণ তা শয়তানের ধোকা হতে রক্ষা করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন ও উত্তম আদর্শে রঙ্গিন হওয়ার পথ প্রদর্শন করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অলিগণ এমন যে তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না, ৭. আল্লাহর জিকির, কেননা জিকির ইমানদারের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। বান্দাহ ততক্ষণ আল্লাহর হেফাজতে থাকবে যতক্ষণ সে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকবে। সব সময় ওযুর সাথে থাকা ও সব সময় প্রিয়নবির উপর দরুদ শরিফ পাঠ করা ইত্যাদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। الكبائر অর্থ

ক. এমন গুনাহ যা পূর্ণ হারাম
খ. এমন কাজ যা শরিয়ত বহির্ভূত
গ. এমন কথা যা ইসলাম সমর্থন করে
ঘ. এমন বক্তব্য যা অগ্রহণযোগ্য

২। কবিরা গুনাহের পরিণতি-

ক. জাহান্নাম
খ. জান্নাত
গ. অসম্মানি
ঘ. অপূর্ণতা

৩। নবিকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সাথে শিরক করাকে-

i. সগিরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন
ii. কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন
iii. অভিসম্পাৎ করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সমির আল্লাহর সাথে শিরক করা অন্যায় নয় বলে ধারণা করে।

৪। সমিরের ধারণা বিশ্বাস করলে কি হবে?

ক. কাফির
খ. মুনাফিক
গ. গুনাহগার
ঘ. ফাসেক

৫। বর্তমানে সমিরের করণীয় হচ্ছে -

i. তার উপর বিশ্বাস করা
ii. উক্ত কথা পরিহার করা
iii. আল্লাহর কাছে তাওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুনির সব সময় অন্যায় কাজ করে এবং অসত্য কথা বলে। সেলিম তাকে অসত্য কথা ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার তাগিদ দেয়।

ক. কবিরা গুনাহের ফলাফল কি?
খ. “অলিগণ এমন, যে তাদের সাথে বসে সেও বঞ্চিত হয় না” ব্যাখ্যা কর।
গ. মুনিরের আচরণকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সেলিমের কর্মটি বিশ্লেষণ কর।

الفصل السادس : أهمية الدعاء و المناجات فى الحياة الإنسانية

الدعاء من أهم واجبات المسلم وان اكثر ما يحتاج اليه المؤمن الدعاء وهو مخ العبادات وسلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجز فى الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد و قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرلكم ارزاقكم تدعون الله فى ليلكم ونهاركم فان الدعاء سلاح المؤمن وفى الحديث القدسى قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى وقال تعالى فى القرآن قل ما يعبأبكم ربكم لولا دعائكم وقال صلى الله عليه وسلم من سره ان بستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى الرخاء وقال ايضا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رحيم كريم يستحى من عبده ان يرفع اليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا فعلى المؤمن ان يدعو الى الله لايعجر عنه فقد قال الله تعالى واذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان. من اداب الدعا ان يكون الدعا بالاخلاص وحضور القلب ورفع اليدين عند الدعاء.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে দোআ ও মুনাজাতের গুরুত্ব

দোয়া একজন মুসলমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মুমিন সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হয় দোআর দিকে। দোআ ইবাদতের মগজ (সার), মুমিনের সম্বল, দ্বীনের স্তম্ভ, আসমান-জমিনের নুর। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা দোআ করার ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন করোনা। কেননা দোআর সাথে কেউ ধ্বংস হয়না”। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলে দেব না যা তোমাদেরকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করবে, তোমাদের জন্য তোমাদের রিজিক যোগাড় করে দেবে, আর তা হল তোমরা রাত-দিন আল্লাহর কাছে দোআ কর। কেননা দোআ মুমিনের সম্বল”। হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, “আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাক এবং আমার কাছে আশা কর আমি তোমার অতীতের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেই এবং আমি কারো পরওয়া করিনা”। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, “আপনি বলুন, তোমাদের দোআ না থাকলে তোমাদের ব্যাপারে প্রভু কোনো পরওয়াই করতেন না”। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি এই কামনা করে যেন আল্লাহ তাআলা তার মুসিবতের সময় সাড়া দেন তাহলে সে

যেন সুখের সময় অধিকহারে দোআ করে"। তিনি আরো ইরশাদ করেন, "দোআ ব্যতীত তাকদির পরিবর্তন হয় না, নেক আমল ব্যতীত হায়াতে বরকত হয় না"। রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা দয়াবান অনুগ্রহশীল। বান্দা যখন তাঁর কাছে হাত উত্তোলন করে তখন নিয়ামত না দিয়ে তাকে খালি হাত ফেরত দিতে আল্লাহ পাক লজ্জাবোধ করেন"। সুতরাং মুমিনের উচিত আল্লাহর কাছে দোআ করা এবং তাতে গাফিলতি না করা। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, (হে রসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, তখন আপনি বলুন, আমি নিকটে। আমি দোআ প্রার্থীর দোআ কবুল করি যখন সে দোআ করে। দোআর আদব হল নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে হাত উঠিয়ে দোআ করা।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। তাকদির পরিবর্তন হয় কিসের মাধ্যমে?

ক. ইমানের	খ. ইসলামের
গ. দোআর	ঘ. নামাজের

২। দোআর আদব কী?

ক. হাত ছেড়ে দোআ করা	খ. হাত না তুলে দোআ করা
গ. হাত তুলে দোআ করা	ঘ. হাত বেধে দোআ করা

৩। দোআ একজন মুসলমানের-

i. অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

ii. মাইল ফলক

iii. নৈতিক বিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. iii
গ. ii	ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মুমিন বিশ্বাস করে তাকদির আল্লাহ তাআলা পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা দোআ দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৪। মুমিনের আকিদা কিসের বিপরিত?

ক. কুরআন খ. তওরাত

গ. যবুর ঘ. ইঞ্জিল

৫। এমতাবস্থায় তার করণীয় হচ্ছে-

i. তার কথার উপর বিশ্বাস রাখা

ii. তার ধারণা থেকে ফিরে আসা

iii. অধিক জিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. iii

গ. ii ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

তাহমিদা মনে করে দোআর জন্য হাত তোলার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে তাযকিয়া বলল, তোমার কথা ঠিক নয়। কারণ দোআর আদব হল হাত তুলে দোআ করা।

ক. "الدعا مخ العبادة" অর্থ কি?

খ. "أهمية الدعاء والمناجات في الحياة الإنسانية" বলতে কী বুঝ? বর্ণনা দাও।

গ. তাহমিদার ধারণা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. তাযকিয়ার বক্তব্যটি কুরআন-হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

أصول الشاشي

উসুলুশ শাশি

২০১৯

القسم الرابع : أصول الفقه

الفصل الأول : تاريخ أصول الفقه

الدرس الأول : تعريف أصول الفقه و موضوعه واهميته ومصادره

إن لاصول الفقه حدا اضافيا وحدا لقبيا فالاضافى هو مايتركب من اضافة الاصول الى الفقه فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. الفقه معناه الفهم وفى الاصطلاح الفقه معقول من المنقول، فعلم ان اصول الفقه ما يبنى عليه الفقه والحد اللقبى هو علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الأحكام الفقهية عن دلائلها

وموضوعه بيان طرق الاستنباط عن الأدلة واستخراج الاحكام فالفقه واصول الفقه علمان يتواردان على الادلة ولكنهما يختلفان فالفقه يرد على الأدلة ليخرج الاحكام الجزئية العملية وهو يتعرف من كل دليل ما يدل عليه من حكم واما اصول الفقه فيرد على الأدلة من حيث طريق الاسنتباط منها وبيان مراتب حجيتها وبيان ما يعرض لها من احوال

و غايته حصول سعادة الدارين بالعمل الصحيح. اول من دون اصول الفقه هو الامام الشافعى رضى الله عنه وكتب رسالة بقوانين وضرابط اسمها "كتاب الرسالة" الذى الحق بعنوان المقدمة في كتابه "الام"

চতুর্থ ভাগ : উসুলুল ফিকহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : উসুলুল ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পাঠ : উসুলুল ফিকহের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয় ও গুরুত্ব

উসুলে ফিকহর সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু:

উসুলে ফিকহর একটি ইজাফি সংজ্ঞা ও একটি লকবি সংজ্ঞা রয়েছে। ইজাফি সংজ্ঞা- যা উসুল শব্দকে ফিকহ শব্দের দিকে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে أصول শব্দটি أصل এর বহুবচন।

أصل অর্থ হল যার উপর অন্য কিছুর ভিত্তি হয়। আর ফিকহ মানে বুঝা। পারিভাষিক অর্থে কুরআন ও হাদিস থেকে বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) দ্বারা উদ্ভাবিত বিধিবিধানকেই ফিকহ বলে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উসুলে ফিকহ এমন বিষয় যার উপর ফিকহের ভিত্তি। লকবি সংজ্ঞা হল "উসুলে ফিকহ এমন কিছু নীতিমালার নাম যেগুলোর সাহায্যে সবিস্তার প্রমাণাদির দ্বারা ফিকহের ভিত্তিতে বিধানাবলি উদ্ভাবন করা হয়।"

উসুলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় হল- দলিল থেকে মাসয়ালা ও হুকুম বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করা। সুতরাং ফিকহ ও উসুলে ফিকহ দু'টোই দলিলের উপরে আবর্তিত হয়। কিন্তু উভয়টি ভিন্ন। ফিকহ দলিলের উপর আবর্তিত হয় আমলযোগ্য প্রান্তিক মাসলাগুলো বের করার জন্য। প্রতিটি দলিল যে বিধান নির্দেশ করে ফিকহ তা তুলে ধরে। আর উসুলে ফিকহ দলিলের উপর আবর্তিত হয় সেখান থেকে মাসলা বের করার পদ্ধতি, দলিলসমূহের স্তর বিন্যাস এবং উক্ত দলিলের অবস্থাদি বর্ণনা করার জন্য।

উসুলের উদ্দেশ্যে হল- সঠিক আমলের মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা। উসুলে ফিকহের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বিভিন্ন কাওয়ায়েদ ও নীতিমালা সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখেন যার নাম কিতাবুর রিসালা। এ পুস্তিকা তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল উম্ম" গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

اهمية اصول الفقه:

ان اصول الفقه يرشد الفقيه الى استخراج الأحكام من الأدلة والمراد بالأدلة القرآن والسنة والاجماع والقياس والأولان اصلان والآخران تبعان والمكلف فى حياته العملية يحتاج الى الاحكام الشرعية الجزئية التى يتضمنها الاصلان الأولان ولا سبيل اليه الا باستخراجها فالفقيه اذا يحتاج فى استخراج الاحكام الى قوانين وضوابط لايمكن له اى استخراج بغيرها وهذه القوانين هى الاصول فعلم انه ميزان يتبين به الاستنباط الصحيح من الغلط كما ان النحو ميزان فى النطق العربى يتميز به الصحيح عن الخطاء.

উসুলে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা:

উসুলে ফিকহ ফকিহকে দলিলসমূহ থেকে আহকাম বের করার পদ্ধতির প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। দলিলসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রথম দু'টিই মূল। পরের দুটি অনুগামী। বান্দা তার আমলি জীবনে শরিয়তের ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসলার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় যেগুলো প্রথম দু'টি দলিল অন্তর্ভুক্ত করে। সেই আমল করার জন্য এগুলোকে বের করে আনার বিকল্প

নেই। সুতরাং আহকাম তথা বিধি-বিধান বের করার ক্ষেত্রে ফকিহ এমন কিছু নীতিমালার মুখাপেক্ষী হয় যেগুলো ছাড়া কোনো মাসলাই বের করা সম্ভব নয়। এই নীতিমালাগুলোই উসুল। সুতরাং বুঝা গেল, উসুলে ফিকহ এমন মানদন্ড যার দ্বারা ভুল থেকে সঠিক মাসলা বের করার পদ্ধতি স্পষ্ট হয়। যেমন, নাহু আরবি ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন এক মানদন্ড যার দ্বারা ভুল থেকে সঠিক পদ্ধতি পৃথক হয়ে যায়।

الدرس الثاني : المصادر الأصلية لأصول الفقه

وهى اربعة القرآن والسنة والاجماع والقياس فالاول : القرآن هو كتاب الله المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، وهو اصل الاصول وقد دعا القرآن نفسه الى الرجوع اليه حيث قال فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والى الرسول الاية. الثانى : السنة و هى قول النبي صلى الله عليه وسلم و فعله وتقريره وهى فى الحقيقة تفسير للقرآن وبيان له قال الله تعالى خطابا له صلى الله عليه وسلم لتبين لهم ما نزل اليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انى اوتيت القرآن ومثله معه فهى ادنى منزلة من القران اعلى من الاجماع والقياس. الثالث: الاجماع والمراد به اتفاق المجتهدين من الامة الإسلامية فى عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى. الرابع : القياس وهو أخر الاصول الأربعة وليس المراد به مطلق القياس فانه دليل فرعى للشريعة وانما المراد به الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر أخر منصوص على حكمه لاشتراكهما فى علة الحكم.

দ্বিতীয় পাঠ : উসুলুল ফিক্‌হের মূল উৎস ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উসুলুল ফিকহর উৎস চারটি তা হল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রথমটি পবিত্র 'কুরআন', "আল কুরআন ঐ কিতাবের নাম যা রসুলের উপর অবতীর্ণ, পান্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ এবং ধারাবাহিক সনদে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত।" ইহাই সকল দলিলের মূল। কুরআন নিজেই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানিয়ে ঘোষণা করেছে, "আর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য কর তবে তার ফায়সালা আল্লাহ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাও। দ্বিতীয়টি 'সুন্নাহ', আর সুন্নাহ বলতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে বুঝায়। তা মূলত কুরআনের তাফসির ও বর্ণনা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যাতে আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করেন যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে"। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জেনে রাখ, আমি কুরআন এবং সাথে তদানুরূপ আরেকটি বিষয় প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব সুন্নাহর স্থান কুরআনের পরই এবং ইজমা ও কিয়াসের উপরে। তৃতীয়টি 'ইজমা', তা দ্বারা উদ্দেশ্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এরপর কোনো এক নির্দিষ্ট যুগে শরিয়তের কোনো বিধান প্রসঙ্গে উম্মতে ইসলামিয়ার মুজতাহিদগণের ঐক্যমত্য। চতুর্থটি 'কিয়াস', দলিল চতুষ্টয়ের মধ্যে তা সর্বশেষ। কিয়াস দ্বারা সাধারণ কিয়াস উদ্দেশ্য নয়। কারণ কিয়াস শরিয়তের শাখা দলিল। তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন বিষয় যার বিধান সম্পর্কে কোনো নস বা সরাসরি দলিল উল্লেখ হয়নি উক্ত বিষয়কে ঐ বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা যে বিষয়ের বিধানের উপরে সরাসরি নস প্রয়োগ করা হয়েছে। দু'টি বিষয়ই বিধানের কার্যকারিতার কারণের ক্ষেত্রে অভিন্ন।

الدرس الثالث : حياة صاحب أصول الشاشى و مزايا كتابه

اختلف المؤرخون فى اسم صاحب اصول الشاشى اختلافا كثيرا فلذا لايمكن ان يقطع بقول دون قول وانما وقع الاختلاف لان المصنف صنف ولم يذكر اسمه فى كتابه احترازا عن الرياء وخوفا عن الرد ورجاء للقبول عند الله باخلاص هذا العمل الشريف لله تعالى ومع ذالك ما زال اهل العلم والمورخون والمحققون يبحثون عن صاحب هذا الكتاب والنسخة الموجودة فى الفهرس خديويه مصر ذكر فيها ان اسمه اسحاق بن ابراهيم الشاشى ساكن سمرقند المتوفى سنة خمس وعشرين وثلثمأئة وكان عالما ثقة من ائمة الاحناف توفى فى مصر ودفن فيه. ذكر فى كشف الظنون ان اسمه نظام الدين واعتمد عليه فى الفوائد البهيه والشاشى نسبة الى شاش اسم بلد من بلاد ما وراء النهر.

مزايا اصول الشاشى : اصول الشاشى كتاب مختصر مفيد متداول بين ايدى الناس فى جميع الاقطار والاعصار يعتمد عليه الاحناف فى مسائلهم وقد سلك فيه المصنف منهجا سهلا يحفظه الطلاب بسهولة وكثيرا من يذكر المصنف فى كتابه اختلاف ائمة الاصول وائمة المذاهب كما انه ذكر القواعد الفقهية واستدل عليها بالقران والسنة وقد ذكر صاحب كشف الظنون ان اسم هذا الكتاب الخمسين لان المصنف صنفه وعمره حينئذ خمسين و قال بعض

المورخين انه كتب هذا الكتاب فى خمسين يوما والله اعلم و له شروحات كثيرة (١) شرح الشيخ محمد بن الحسن الخوارزمى (٢) فصول الحواشى (٣) احسن الحواشي على اصول الشاشي (٤) عمدة الحواشي وغيرها.

তৃতীয় পাঠ ঃ উসুলুশ শাশি গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

উসুলে শাশি গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

উসুলে শাশি গ্রন্থকারের নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে প্রচুর মত পার্থক্য আছে। সে জন্য কোনো একটি মত বাদ দিয়ে অন্য মতের উপর নিশ্চিত হওয়া যায় না। গ্রন্থকার রিয়া থেকে বাঁচার জন্য, নিজের নাম-ডাক প্রচার হওয়ার ভয়ে এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার প্রত্যাশায় এখলাসের সাথে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজটি নিবেদন করার মানসে নিজের নাম উল্লেখ না করাই মূলত এ মত প্রার্থক্যের কারণ। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এই কিতাবের গ্রন্থকারের নাম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি মিশরের খাদিব গ্রন্থ তালিকায় প্রাপ্ত পান্ডুলিপিতে গ্রন্থকারের নাম ইসহাক বিন ইব্রাহিম শাশি উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন এবং হিজরি ৩২৫ এ ওফাত প্রাপ্ত হন। হানাফি ইমামদের মধ্যে তিনি নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন। মিশরে ইন্তেকাল করে সেখানেই সমাহিত হন। কাশফুয যুনুন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তাঁর নাম নিজামুদ্দীন। ফাওয়ায়েদে বহিয়্যিাহ কিতাবে এ মত কেই নির্ভর যোগ্য বলে বর্ণনা করেছে। শাশি শাশ এর প্রতি সম্বন্ধকৃত। শাশ মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের একটি শহরের নাম।

উসুলুশ শাশি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য:

উসুলে শাশি অতীব উপকারী সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ যা সকল যুগে সকল স্থানের মানুষের কাছে সমাদৃত ছিল। হানাফি আলেমগণ তাদের মাসায়েলের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন। গ্রন্থকার এই কিতাবে এমন সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যে কারণে ছাত্ররা সহজেই তা মুখস্থ করতে পারে। অনেক স্থানেই গ্রন্থকার উসুলবিদ ও বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের মত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ফিকহের নীতিমালা বর্ণনা করে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা তার দলিল দিয়েছেন। কাশফুয যুনুন কিতাবের গ্রন্থকার এই কিতাবের নাম 'আল খামসিন' (الخمسين) উল্লেখ করেছেন। কারণ গ্রন্থকার যখন কিতাবটি রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ। কারো কারো মতে এ গ্রন্থখানা তিনি ৫০ দিনে রচনা করেছেন এজন্য খামসিন বলা হয়। এ গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমন: (১) শরহে শায়খ মুহাম্মদ বিন হাসান আল খাওয়ারেযমী (২) ফসুলুল হাওয়াশী (৩) আহসানুল হাওয়াশী আলা উসুলিশ শাশি (৪) উমদাতুল হাওয়াশী ইত্যাদি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. উসুলে ফিকহের উৎস কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. উসুল (اصول) শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কয়টি ?

ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৩. উসুলুস শাশির লেখকের জন্মস্থান কোথায়?

ক. আফ্রিকায় খ. ইউরোপে
গ. পূর্ব এশিয়ায় ঘ. মধ্য এশিয়ায়

৪. উসুলুল ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. ইমাম আজম (রহ.) খ. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)
গ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ঘ. ইমাম বাযদাবি (রহ.)

৫. উসুলে ফিকহের উদ্দেশ্যে হচ্ছে -

i. শরিয়তের বিধানাবলি দলিল প্রমাণের আলোকে উপলব্ধি করা
ii. মাসলা উদ্ভাবন করার নীতিমালা জানা
iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. কুরআন ও হাদিসের পরেই দলিল হল-

i. ইজমা
ii. কিয়াস
iii. নস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আব্দুল্লাহ ইসলাম ধর্মকে দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে জানতে চায় কিন্তু ফিকহ ও উসুলে ফিকহ পড়তে নারাজ।

৭. আব্দুল্লাহর নারাজির বিষয়টি কেমন?

ক. বাস্তবতার খেলাফ খ. উসুলের খেলাফ
গ. যুক্তির খেলাফ ঘ. কুরআনের নির্দেশের খেলাফ

৮. এ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহর করণীয় হচ্ছে –

i. কুরআন চর্চা করা
ii. উসুলে ফিকহ পড়া
iii. যুক্তি দিয়ে ইসলামকে জানা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

আব্দুল্লাহ ইসলামকে দলিল ও যুক্তির সাথে জানতে চায় কিন্তু ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ পড়তে নারাজ।

৯. আব্দুল্লাহর এ নারাজির বিষয়টি-

ক. বাস্তবতার খেলাফ	খ. উসুলের খেলাফ
গ. যুক্তির খেলাফ	ঘ. কুরআনের নির্দেশের খেলাফ

১০. এ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহর করণীয় হচ্ছে-

i. কুরআন চর্চা করা
ii. উসুলে ফিকহ পড়া
iii. যুক্তি দিয়ে ইসলামকে জানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. হাসান দাখিল নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। সে তার বাবার সাথে ক্লাসের পড়ার বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করে। একদা সে উসুলে ফিকহের মাসলা সম্পর্কে আলোচনা করে। তার বাব বলল এগুলো রসুলের যুগে ছিল না তা মানার প্রয়োজন নেই। হাসান বলল আমরা যেহেতু কুরআন-সুন্নার সবকিছু জানি না, তাই আমাদের উসুলে ফিকহের মাসলা মানা প্রয়োজন।

ক. কখন থেকে উসুলে ফিকহের প্রচলন হয়েছে ?
খ. উসুলে ফিকহের পরিচয় বুঝিয়ে লিখ।
গ. হাসানের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. হাসানের বাবার মন্তব্য বিশ্লেষণ কর।

২. ইব্রাহিম ও ইসহাক দু'জনই ফকিহ হতে চায়। ইব্রাহিম কুরআন, হাদিস ও ফিকহ পড়ে কিন্তু ইসহাক বলে, শুধু হাদিস পড়লেই চলে। এতো কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই।

ক. উসুল শব্দের অর্থ কী?
খ. মাসয়ালা বের করার পদ্ধতি কোন বিষয় পড়লে জানা যায়?
গ. বাস্তবতার আলোকে ইবরাহিমের কাজটি মূল্যায়ন কর?
ঘ. ইসহাকের মতামতটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুল্যায়ন কর?

الفصل الثانى : الأبواب لأصول الشاشى

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উসুলুশশাশির অধ্যায়সমূহ

بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمد لله الذى أَعلَى منزلَـة الْمُـؤمنِينَ بكـريم خطـابهو رفـع دَرَجَـة الْعَالمين بمعاني كِتَابه وَخص المسـتنبطين مِـنْهُم بمزيـد الْإِصَـابَة وثوابـه والصـلوة عَلَيّ النَّـبِي وَأَصْحَابه وَالسَّلاَم على أبي حنيفَة وأحبابه

প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর সম্মান সূচক সম্বোধন দ্বারা মোমিনদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন এবং যিনি তাঁর কিতাবের (কুরআনের) অর্থ উপলব্ধিকারী আলেমগণের কে মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন। আর তিনিই আলেমগণের মধ্য হতে মুজতাহিদগণ অধিকতর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণে অফুরন্ত পুণ্য প্রদানের ঘোষণা দ্বারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণের উপর দরুদ এবং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর প্রিয় সাথীদের উপর সালাম।

وَبعد فَإِن أُصُول الْفِقْه أَرْبَعَة كتاب الله تَعَالٰى وَسنة رَسُوله وَإِجْمَاع الْأمة وَالْقِيَاس فَلاَ بُد من الْبَحْث فِي كل وَاحِد من هَذِه الأ قسام ليعلم بذالك طَرِيق تخريج الأ حكام.

হামদ ও সালাতের পর ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি চারটি : ১. আল্লাহ তাআলার কিতাব, ২. তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর সুন্নাত, ৩. উম্মতে মুহাম্মদির ইজমা, ৪. কিয়াস।

তাই এ মূলনীতিসমূহের প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। যাতে এ সকল মূলনীতির আলোকে আহকাম উদ্ভাবনের পদ্ধতি সহজে জানা যায়।

الدرس الاول : كتاب الله (الخاص والعام)

প্রথম পাঠ : কিতাবুল্লাহ (আল খাস ও আম)

فالخاص لفظ وضع لِمَعْنى مَعْلُوم أَو لمسمى مَعْلُوم على الِانْفِرَاد كَقَوْلِنَا فِي تَخْصِيص الْفَرد زيد وَفِي تَخْصِيص النَّوْع رجل وَفِي تَخْصِيص الْجِنْس إِنْسَان

الخاص এমন শব্দকে বলে যা নির্দিষ্ট অর্থ কিংবা নির্দিষ্ট নাম বুঝানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

যেমন আমরা (**تَخْصِيص الْفَرد**) নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলে থাকি যায়েদ। (**تَخْصِيص النَّوْع**)

নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে বলে থাকি رجل পুরুষ। আর (تَخْصِيص الْجِنْس) নির্দিষ্ট কোনো জাতির ক্ষেত্রে বলি ইনসান।

وَالْعَام كل لفظ يَنْتَظِم جمعا من الْأفراد إِمَّا لفظا كَقَوْلِنَا مُسلمُونَ ومشركَون وَإِمَّا معنى كَقَوْلِنَا من وَمَا وَحكم الْخَاص من الْكتاب وجوب الْعَمَل بِهِ لاَ محَالة فَإِن قابله خبر الْوَاحِد أَو الْقيَاس فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بِدُونِ تَغْيِير فِي حكم الْخَاص يعْمل بهما وَإِلاَ يعْمل بِالْكتاب وَيتْرك مَا يُقَابله

اَلْعَام এমন শব্দকে বলে যা অনেক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ অন্তর্ভুক্তি শব্দের দিক দিয়ে হতে পারে, যেমন- مُسلمُونَ ومشركَون অথবা অর্থের দিক দিয়ে হতে পারে যেমন- من وَمَا

কিতাবুল্লায় বর্ণিত خَاص এর বিধান (হুকুম) হলো- তদানুযায়ী আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য। তবে এর হুকুমের বিপরীতে যদি خبر الواحد কিংবা الْقيَاس পাওয়া যায়, তখন যদি خَاص এর হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ব্যতীত উভয়ের মধ্যে তথা خَبر الواحد ও الْقيَاس এবং خَاص এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয়, তাহলে উভয়ের সামঞ্জস্যতার উপর আমল করতে হবে। আর সামঞ্জস্যতা সম্ভব না হলে كتاب الله এর খাসের উপর আমল করতে হবে আর খাসের বিপরীত যা হবে তা বর্জন করতে হবে।

مثاله فى قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلثة قروء فان لفظة الثلاثة خاص فى تعريف عدد معلوم فيجب العمل به ولوحمل الاقراء على الاطهار كما ذهب اليه الشافعى رحمه الله باعتبار ان الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب فى الجمع بلفظ التانيث دل على انه جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لان من حمله على الطهر لا يوجب ثلثة اطهار بل طهورين وبعض الثالث وهو الذى وقع فيه الطلاق.

উহার (খাসের) উদাহরণ হল, আল্লাহ তাআলার বাণী والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (الاية) অর্থাৎ তিন তালাক প্রাপ্তা নারীগণ তিন قروء পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। সুতরাং আয়াতে

ثلاثة শব্দটি তিন সংখ্যাবোধক একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য খাস। তাই তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। আর এখানে যদি قروء শব্দটিকে طهر অর্থে ধরে নেয়া হয়, যেমন ইমাম শাফেয়ি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ব্যবহার করেছেন এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, طهر শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং حيض শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর কুরআনের মধ্যে قروء শব্দটি বহুবচন অবস্থায় স্ত্রীলিঙ্গের ثلاثة এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যা আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে বুঝাচ্ছে যে, এটি কোনো শব্দের বহুবচন। আর এখানে পুংলিঙ্গ শব্দ হল طهر হায়েজ পুংলিঙ্গ নয় (বরং স্ত্রীলিঙ্গ)। কাজেই বুঝা যায়, এখানে قروء শব্দটি طهر অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুক্তি গ্রহণ করা হলে قروء এর খাস শব্দটির উপর আমল করা পরিত্যাগ করতে হয়। কেননা যারা قروء শব্দটিকে طهر অর্থে ব্যবহার করেন তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইদ্দত পালিত হয় পূর্ণ দুই তুহুর ও যে তুহুরে তালাক দেয়া হয়েছে সে তুহুরের কিছু অংশ।

فَيخرج على هٰذَا حكم الرّجْعَة فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة وزواله وَتَصْحِيح نِكَاح الْغَيْر وإبطاله وَحكم الْحَبْس وَالْإِطْلَاق والمسكن والإنفاق وَالْخلْع وَالطَّلَاق وَتزَوج الزَّوْج بأختها وَأَرْبع سواهَا وَأَحْكَام الْمِيرَاث مَعَ كَثْرَة تعدادها.

خاص এর এই হুকুমের ভিত্তিতে ثَلَاثَة তিন খাস শব্দের আমল করতে গেলে নিম্ন মাসয়ালা বের হয়ে আসে :-

১. তালাক رجعِي এর ক্ষেত্রে তৃতীয় হায়েজ চলাকালে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকা না থাকা।

২. তৃতীয় হায়েজের মধ্যে অন্যের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ বন্ধন বিশুদ্ধ মনে করা না করা।

৩. তৃতীয় হায়েজের ইদ্দত পালনের স্থানে ঐ মহিলার আবদ্ধ থাকার কিংবা সেখান থেকে বের হওয়া প্রসঙ্গে অধিকার।

৪. তৃতীয় হায়েজের তালাকদাতা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তাকে খাদ্য-খোরাক ও বাসস্থান না দেয়া।

৫. তৃতীয় হায়েজের তালাক দাতা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে খোলা তালাক দেয়া এবং অবশিষ্ট তালাক দেয়া প্রসঙ্গে।

৬. তৃতীয় হায়েজের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর বোনকে কিংবা এই স্ত্রী ব্যতীত অন্য চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে না পারা।

৭. একাধিক স্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার স্বামীর মিরাসের উত্তরাধিকারী হওয়া না হওয়া।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى {قد علمنَا مَا فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم} خَاص فِي التَّقْدِير الشَّرْعِيّ فَلاَ يتْرك الْعَمَل بِهِ بِاعْتِبَار أَنه عقد مَالِي فيعْتَبر بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّة فيكون تَقْدِير المَال فِيهِ موكولا إِلَى رَأْي الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذكره الشَّافِعِي وَفرع على هٰذَا أَن التخلي لنفل الْعِبَادَة أفضل من الِاشْتِغَال بِالنِّكَاحِ وأباح إِبْطَاله بِالطَّلَاق كَيفَ مَا شَاءَ الزَّوْج من جمع وتفريق وأباح إرْسَال الثَّلَاث جملَة وَاحِدَة وَجعل عقد النِّكَاح قَابلا للْفَسْخ بِالْخلْعِ.

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী **قد علمنَا مَا فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি অবগত আছি-স্বামীর উপর তাদের স্ত্রীদের জন্য যা নির্ধারণ করেছি। এখানে **فَرضنَا** বা আমি নির্ধারণ করেছি শব্দটি মহরের শরয়ি পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে খাস। অতএব **خَاص** এর হুকুম বা আমলকে বর্জন করা যাবে না। এই ভিত্তিতে যে, বিবাহ্ একটি সাধারণ লেনদেন সুতরাং সাধারণ লেনদেন এর উপর কিয়াস করে বিবাহের মধ্যে সম্পদ তথা মহরের নির্ধারণ স্বামী স্ত্রীর অভিমতের উপর নির্ভরশীল। যেমনটি ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ বর্ণনা করেছেন। এই মাসয়ালার উপর নির্ভর করে ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহে আলাইহ আরো কয়েকটি শাখা মাসয়ালা বের করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

১. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে নির্জন স্থানে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা উত্তম। ২.একই কারণে তিনি স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী একসঙ্গে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে তালাক প্রদানের দ্বারা বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করাকে মুবাহ বা বৈধ বলেছেন।

৩. তিনি একই বাক্যে তিন তালাক প্রদানকেও জায়েজ বলেছেন।

৪. অনুরূপভাবে খোলা করার মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى : "حَتَّى تنْكح زوجا غَيره" خَاص فِي وجود النِّكَاح من الْمَرْأَة فَلاَ يتْرك الْعَمَل بِهِ. بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام : أَيّمَا امرآة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل بَاطِل". بَاطِل وَيتَفَرَّع مِنْهُ الْخلاف فِي حل الْوَطْئ وَلُزُوم الْمهْر وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى وَوُقُوع الطَّلَاق

وَالنِّكَاح بعد الطلقات الثَّلَاث على مَا ذهب إِلَيْهِ قدماء أَصْحَابه بِخِلَاف مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخّرُون مِنْهُم

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী حَتَّى تنْكح زوجا غَيره অর্থাৎ যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহলে সেই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। এ আয়াতে تنْكح শব্দটি খাস। স্ত্রী পক্ষ থেকে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার অস্তিত্বকে প্রকাশ করছে। অতএব خَاص এর আমল বর্জিত হবে না। ঐ হাদিসের কারণে যা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে أَيّمَا امرأة نكحت الخ (অর্থাৎ যে মহিলা তার অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল বাতিল। ইমাম শাফেয়ি (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হাদিস অনুযায়ী আমল করেন) এই মতানৈক্যের কারণে কতগুলো শাখা-মাসয়ালায় এমতপার্থক্য প্রকাশ পায়। যেমন-

১. উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার বৈধতা।

২. মহর, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদানের অপরিহার্যতা।

৩. তালাক সংঘটিত হতে পারা এবং

৪. তিন তালাক প্রদান করার পর পুনরায় ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারা ইত্যাদি। শেষোক্ত মাসয়ালাটি পূর্ববতী শাফেয়ি আলেমগণ এ সকল বিষয়ে হানাফিদের ন্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন।

وَأما الْعَام فنوعان عَام خص عَنهُ الْبَعْض وعام لم يخص عَنهُ شَيْء فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْخَاص فِي حق لُزُوم الْعَمَل بِهِ لاَ محَالة وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا قطع يَد السَّارِق بَعْدَمَا هلك الْمَسْرُوق عِنْده لاَ يجب عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَن الْقطع جَزَاء جَمِيع مَا اكْتَسبهُ السَّارِقُ فَاَنَّ كلمة مَا عَامَّة يتَنَاوَل جَمِيع مَا وجد من السَّارِق وَبِتَقْدِير إِيجَاب الضَّمَان يكون الْجَزَاء هُوَ الْمَجْمُوع وَلاَ يتْرك الْعَمَل بِهِ بِالْقِيَاسِ على الْغَصْب

عَام দুইপ্রকার। যথা-

১. এমন عَام যা হতে কিছু অংশ খাস করা হয়েছে।

২. এমন আম যা হতে কিছু অংশ খাস করা হয়নি।

অতঃপর যে عَام হতে কিছুই خاص করা হয়নি তা আমল করা অবশ্যকরণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে خاص এরই অনুরূপ। (অর্থাৎ উহা অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক) এই প্রেক্ষিতে আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি, চোরের হাতে থাকাবস্থায় চোরাই মাল নষ্ট হওয়ার পর যদি চোরের হাত কাটা হয় তাহলে তার উপর মালের ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা হাত কাটাই চোরের কৃত সকল অপরাধের শাস্তি। কেননা আয়াতে উল্লিখিত ما শব্দটি عَام যা চোর হতে পাওয়া যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হলে চোরের শাস্তি কেবল হস্ত কর্তনে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং হাতকাটা ও ক্ষতিপূরণ উভয় শাস্তি আরোপিত হয়। সুতরাং চুরিকে লুণ্ঠনের উপর কিয়াস করে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ দানের বাধ্য করে আমের ব্যাপকতা পরিত্যাগ করা যায় না।

وَالدَّلِيل على أَن كلمة مَا عَامَّة ماذكره مُحَمَّد رَحمَه الله إِذا قَالَ الْمولى لجاريته إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك غُلاَما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلاَما وَجَارِيَة لاَ تعتق وبمثله نقُول فِي قَوْله تَعَالَى: "فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن" فَإِنَّهُ عَام فِي جَمِيع مَا تيَسّر من الْقُرْآن وَمن ضَرُورَته عدم توقف الْجَوَاز على قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَجَاء فِي الْخَبَر أَنه قَالَ لاَ صَلاَة إِلاَ بِفَاتِحَة الْكتاب فعملنا بهما على وَجه لاَ يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب بِأَن نحمل الْخَبَر على نفي الْكَمَال حَتَّى يكون مُطلق الْقِرَاءَة فرضا بِحكم الْكتاب وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَاجِبَة بِحكم الْخَبَر

مَا শব্দটি আম হওয়ার দলিল যা ইমাম মুহম্মদ(রহমতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন যে, যদি মুনিব তার দাসীকে বলে তোমার গর্ভে যা আছে তা যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তুমি মুক্ত। অতঃপর যদি দাসী একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে তাহলে ঐ দাসী মুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আমরা বলি, আল্লাহর বানী فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن (তোমরা কুরআন থেকে পড় যা সহজ মনে হয়) এর মধ্যে مَا শব্দ عَام যাহা কুরআন শরিফের প্রত্যেক সহজ আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুরায়ে ফাতিহা পড়ার উপর সালাত জায়েজ হওয়া নির্ভর করে না অথচ হাদিসে এসেছে : لاَ صَلاَة إِلاَ بِفَاتِحَة الْكتاب (অর্থাৎ সুরা ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না) অতএব আমরা হানাফিগণ আলোচ্য আয়াত ও হাদিসের উপর এমনভাবে আমল করি যাতে, কিতাবুল্লাহর বর্ণিত- عَام এর হুকুম পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ আমরা হাদিসকে সালাতের পরিপূর্ণতা না হওয়ার উপর প্রয়োগ করব। এমন কি مُطلق الْقِرَاءَة তথা যে কোনো স্থান থেকে কিরাত পাঠ করা কুরআনের

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হলো, আর হাদিসের নির্দেশ অনুসারে সুরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হল।

وَقُلْنَا كَذالك فِي قَوْله تَعَالٰى : "وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ" أَنه يُوجب حُرْمَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا وَجَاء فِي الْخَبَر أَنه عَلَيْهِ السَّلاَم سُئِلَ عَن مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا فَقَالَ كلوه فَإِن تَسْمِيَة الله تَعَالٰى فِي قلب كل امرىء مُسلم. فَلاَ يُمكن التَّوْفِيق بينهمالأنه لَو ثَبت الْحل بِتَرْكِهَا عَامِدًا لثبت الْحل بِتَرْكِهَا نَاسِيا فَحِينَئِذٍ يرْتَفع حكم الْكتاب فَيتْرك الْخَبَر.

অনুরূপভাবে আমরা (হানাফিগণ) বলি আল্লাহ্ তাআলার বাণীوَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّالم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ অর্থাৎ তোমরা ঐ যবেহকৃত প্রাণী হতে ভক্ষণ করিও না যা যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম পড়া হয়নি। এই আয়াত ঐ প্রাণী হারাম হওয়া কে সাব্যস্ত করে জবেহ কালে যার উপর ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয়নি। অথচ خَبر واحد এ বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাণী যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে প্রাণী সম্পর্কে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি তখন উত্তরে বলেছিলেন-তোমরা তা খেতে পার। কেননা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরেই বিসমিল্লাহ্ বিদ্যমান আছে। অতএব কিতাবুল্লাহ্ ও خَبر واحد এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। কেননা যদি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ্ বলা ত্যাগ করা সত্ত্বেও এটি হালাল সাব্যস্ত হয়, তাহলে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ্ পড়া বাদ গেলে তা অবশ্যই হালাল সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় কুরআনে বর্ণিত হুকুমটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হয়। অতএব কুরআনের হুকুম রক্ষার্থে খবরে ওয়াহেদকে পরিত্যাগ করতে হবে।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى :"وأمهاتكم الَّتِي أرضعنكم" يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَة نِكَاح الْمُرضعَة وَقد جَاءَ فِي الْخَبَر لاَ تحرم المصة وَلاَ المصتان وَلاَ الإملاجة وَلاَ الإملاجتان فَلم يُمكن التَّوْفِيق بَينهمَا فَيتْرك الْخَبَر.

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী وأمهاتكم الَّتِي أرضعنكم অর্থাৎ তোমাদের মায়েরা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন। এ আয়াতটি আমভাবে সকল স্তন্যদানকারিণী মাতাগণের সাথে বিবাহ হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু হাদিসে এসেছে لاَ تحرم المصة وَلاَ المصتان একবার বা দুবার চোষণ করলে কিংবা একবার বা দুবার স্তনের বোটা মুখে প্রবেশ করালে ঐ মহিলা হারাম হয় না।

আলোচ্য দুটি বক্তব্য তথা কুরআনের আয়াত ও হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। অতএব হাদিসের হুকুম তথা পরিত্যাজ্য হবে।

وَأما الْعَام الَّذِي خص عِنْد الْبَعْض فَحكمه أَنه يجب الْعَمَل بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الِاحْتِمَال فَإِذا أَقَامَ الدَّلِيل على تَخْصِيص الْبَاقِي يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْوَاحِد أَو الْقيَاس إِلَى أَن يبْقى الثُّلُث بعد ذالك لاَ يجوز تَخْصِيصه فَيجب الْعَمَل بِهِ.

যে عَام থেকে কিছু অংশ خاص করা হয় তার হুকুম হল অবশিষ্ট অংশের উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে তাতে আরো খাস, হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে। অতএব যখন অবশিষ্ট অংশের মধ্যেও خاص করার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তখন তিনটি একক অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত خَبر واحد বা قيَاس দ্বারা আম কে খাস করা যাবে। অবশেষে عَام এর সংখ্যা তিন পর্যন্ত পৌছার পর خاص করা আর জায়েজ হবে না। অতএব অবশিষ্টের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে।

وَإِنَّمَا جَازَ ذالك لِأَن الْمُخَصّص الَّذِي أخرج الْبَعْض عَن الْجُمْلَة لَو أخرج بَعْضًا مَجْهُولا يثبت الِاحْتِمَال فِي كل فَرد معِين فَجَاز أَن يكون بَاقِيا تَحت حكم الْعَام وَجَاز أَن يكون دَاخِلا تَحت دَلِيل الْخُصُوص فَاسْتَوَى الطرفان فِي حق الْمعِين فَإِذا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ على أَنه من جملَة مَا دخل تَحت دَلِيل الْخُصُوص ترجح جَانب تخصيصه وَإِن كَانَ الْمُخَصّص أخرج بَعْضًا مَعْلُوما عَن الْجُمْلَة جَازَ أَن يكون معلولا بعلة مَوْجُودَة فِي هٰذَا الْفَرد الْمعِين فَإِذا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ على وجود تِلْكَ الْعلَّة فِي غير هٰذَا الْفَرد الْمعِين ترجح جِهَة تَخْصِيصه فَيعْمل بِهِ مَعَ وجود الِاحْتِمَال.

خَبر واحد এবং قيَاس দ্বারা عَام এর কোনো অংশ خاص কারণ এই যে, যদি খাসকারী শব্দটি عَام এর কোনো অংশকে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত বের করে দেয়, তাহলে عَام এর প্রত্যেকটি এককের মধ্যে খাস হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে। তাই তখন عَام এর প্রত্যেকটি একককে (দুটি অবস্থার যে কোনো একটি সম্ভাবনা, থাকবে) হয়তো তা আমের আওতাভুক্ত থাকবে, নয়তো নির্দিষ্ট কারণের আওতায় আসবে। সুতরাং নির্দিষ্ট করা ও না করার ক্ষেত্রে এককগুলোর উভয় দিক সমান হবে।

অতএব যদি সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা خاص কারী দলিলের অধীনে হওয়ার উপর শরয়ি দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই এককের ক্ষেত্রে খাস হওয়ার দিকটি প্রাধান্য লাভ করবে। আর যদি খাসকারী শব্দটি عام এর কোনো নির্দিষ্ট একককে বের করে দেয়, তখন সেই নির্দিষ্ট বহিস্কৃত অংশে ইল্লাত বিদ্যমান থাকার কারণেই তা বাদ থাকবে। এমতাবস্থায় যদি এমন কোনো শরয়ি দলিল পাওয়া যায়, যা অবশিষ্ট অংশের কোথাও ইল্লত বিদ্যমান থাকাকে প্রমাণ করে থাকলে সেই অংশের ক্ষেত্রেও خاص হওয়ার দিকটি প্রাধান্য লাভ করবে। অতঃপর অবশিষ্টের সহিত খাস হওয়ার সম্ভাবনার সাথে عام এর উপর আমল করা যাবে।

الدرس الثاني : المطلق و المقيد

ذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْمُطلق من كتاب الله تَعَالٰى إِذا أمكن الْعَمَل بِإِطْلاَقِهِ فَالزِّيَادَة عَلَيْهِ بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس لاَيجوز مِثَاله فِي قَوْله تَعَالٰى : "فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم" فالمأمور بِهِ هُوَ الْغسْل على الْإِطْلاَق فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ شَرط النِّيَّة وَالتَّرْتِيب والموالاة وَالتَّسْمِيَة بالْخَبَر وَلَكِن يعْمل بالْخَبَر على وَجه لاَ يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب فَيُقَال الْغسْل الْمُطلق فرض بِحكم الْكتاب وَالنِّيَّة سنة بِحكم الْخَبَر

দ্বিতীয় পাঠ : মুতলাক ও মুকাইয়াদ

আমাদের হানাফি ইমামগণের মতে, কুরআনে বর্ণিত مُطلق (শর্তহীন) শব্দকে مُطلق রেখে যদি তার উপর আমল করা যায়, তাহলে خَبر واحد বা قِيَاس দ্বারা কুরআনের مُطلق শব্দের উপর পরিবৃদ্ধি (অতিরিক্ত ব্যাখ্যারোপ) করা জায়েজ হবে না। এর উদাহরণ হলো-আল্লাহর বাণী فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم (অজুতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর) এ আয়াতে مُطلق তথা সাধারণভাবে মুখমন্ডল ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। তাই এর সঙ্গে কোনো خَبر واحد দ্বারা অজুর নিয়ত করা তরতিব বজায় রাখা, শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ও বিসমিল্লাহ্ বলা ইত্যাদি শর্তারোপ করা যাবে না। তবে خَبرواحد গুলোতে এমনভাবে আমল করতে হবে যেন কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত হুকুমের কোনো পরিবর্তন না আসে (সাথে خَبرواحد এর উপরও আমল করতে হবে) আর তা

এভাবে যে, কুরআনের নির্দেশনাগুলোকে শর্তহীনভাবে ধৌত করাকে ফরজ ও নিয়ত করাকে খবরের হুকুম পালনার্থে সুন্নাত বলা হবে।

وَكَذالك قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالٰى : "الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنهُمَا مائَة جلدَة" إِن الْكتاب جعل جلد الْمِائَة حدا للزِّنَا فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ التَّغْرِيب حدا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام :"الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام" بل يعْمل بالْخبر على وَجه لاَ يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب فَيكون الْجلد حدا شَرْعِيًّا بِحكم الْكتاب والتغريب مَشْرُوعا سياسة بِحكم الْخَبَر.

অনুরূপভাবে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, আল্লাহ্ তাআলার বাণী **الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنهُمَا مائَة جلدَة** অর্থাৎ তোমরা যিনাকারী ও যিনাকারিনীর প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। এখানে কোরআন একশত বেত্রাঘাতকে যিনার শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হাদিস **الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام** অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদেরকে তোমরা একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করে দাও)। দ্বারা যিনার নির্ধারিত শাস্তিতে এক বছর দেশান্তর করাকে বর্ধিত করা যাবে না, তবে হাদিসটি উপর এমন পদ্ধতিতে আমল করতে হবে যেন কুরআনে বর্ণিত হুকুমের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটে। (আবার হাদিসের উপর আমল কার্যকরী রাখা সম্ভব) তাহলে এভাবে যে, একশত বেত্রাঘাত হলো শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর দেশান্তর করা হলো সামাজিক শৃংখলা রক্ষার বিধান, যা হাদিস বা **خبر واحد** দ্বারা প্রমাণিত।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى :"وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق" مُطلق فِي مُسَمّى الطّواف بِالْبَيْتِ فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ شَرط الْوضُوء بالْخبر بل يعْمل بِهِ على وَجه لاَ يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب بِأَن يكون مُطلق الطّواف فرضا بِحكم الْكتاب وَالْوُضُوء وَاجِبا بِحكم الْخَبَر فَيجْبر النُّقْصَان اللاَزِم بترك الْوضُوء الْوَاجِب بِالدَّمِ.

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী **وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق** (অর্থাৎ তাদের উচিত সে প্রাচীন ঘর তথা কা'বা শরিফে তাওয়াফ করা) বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের ক্ষেত্রে আয়াতটি **مُطلق** সুতরাং হাদিস দ্বারা তাওয়াফের পূর্বে অজুর শর্ত বাড়ানো যাবে না। বরং এমনভাবে হাদিসের উপর আমল করতে হবে, যাতে কুরআনের হুকুমের কোনো বিকৃতি না ঘটে। তা এভাবে যে, কুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধান

নিরেট তাওয়াফ পূর্বে অজু করা ওয়াজিব। অতএব অজু না করলে যে ত্রুটি সংঘটিত হবে সেটি দম বা ক্ষতি পূরণের জন্য কুরবানি দ্বারা ওয়াজিব তরকের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى :"واركعوا مَعَ الراكعين" مُطلق فِي مُسَمّى الرُّكُوع فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ شَرط التَّعْدِيل بِحكم الْخَبَر وَلَكِن يعْمل بالْخَبر على وَجه لاَ يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب فَيكون مُطلق الرُّكُوع فرضا بِحكم الْكتاب وَالتَّعْدِيل وَاجِبا بِحكم الْخَبَر

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী واركعوا مَعَ الراكعين (অর্থাৎ তোমার রুকুকারীদের সাথে রুকু কর)। এ আয়াতখানা রুকু করার অর্থে **مُطلق** ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই **خَبرواحد** দ্বারা তার উপর **تَعْدِيل** বা ধীরস্থিরতা এর শর্ত বৃদ্ধি করা যাবে না বরং **خَبرواحد** এর উপর এমনভাবে আমল করতে হবে, যেন কুরআনে বর্ণিত হুকুমের মধ্যে কোনো রকমের পরিবর্তন না আসে। অতএব কুরআনের হুকুম দ্বারা কেবল রুকু ফরজ সাব্যস্ত হবে। আর **خَبرواحد** দ্বারা তথা ধীরস্থিরতার হুকুম ওয়াজিব বলে বিবেচিত হবে।

وعَلى هٰذَا قُلْنَا يجوز التوضي بِمَاء الزَّعْفَرَان وَبِكُل مَاء خالطه شَيْء طَاهِر فَغير أحد أَوْصَافه لِأَن شَرط الْمصير إِلَى التَّيَمُّم عدم مُطلق المَاء وَهٰذَا قد بَقِي مَاء مُطلقًا فَإِن قيد الْإِضَافَة مَا أَزَال عَنهُ اسْم المَاء بل قَرَّرَهُ فَيدْخل تَحت حكم مُطلق المَاء وَكَانَ شَرط بَقَائِهِ على صفة الْمنزل من السَّمَاء قيدا لهٰذَا الْمُطلق وَبِه يخرج حكم مَاء الزَّعْفَرَان والصابون والأشنان وَأَمْثَاله وَخرج عَن هَذِه الْقَضِيَّة المَاء النَّجس بقوله تَعَالٰى : "وَلَكِن يُرِيد ليطهركم" وَالنَّجس لاَ يُفِيد الطَّهَارَة وبهذه الْإِشَارَة علم أَن الْحَدث شَرط لوُجُوب الْوضُوء فَإِن تَحْصِيل الطَّهَارَة بِدُونِ وجود الْحَدث محَال.

আর উপরোক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলি: জাফরানের পানি এবং ঐ প্রকার পানি যার সাথে কোনো পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়ে তার কোনো একটি গুণ পরিবর্তন করে দিয়েছে। সে সকল পানি দ্বারা অজু করা বৈধ। কেননা অজুর বদলে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো **مُطلق** তথা যে কোনো বিশুদ্ধ পানি না পাওয়া যাওয়া। আর জাফরানের পানি, ও অন্যান্য পানি **مُطلق** পানির

অন্তর্ভুক্ত। কেননা জাফরানের পানি ও অন্যান্য পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানি থেকে তার সাধারণ নাম দূরীভূত করেনি বরং পানির নামটি আরো জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব জাফরান ইত্যাদি পানি মূল পানিরই অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত পানি আসমান থেকে বর্ষিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের উপর বিদ্যমান থাকার শর্তরোপ করা **مُطلق** কে **مُقَيَّد** করারই শামিল। বর্ণিত এ নীতির অলোকে জাফরান, ঘাস, সাবান, উশনেই ইত্যাদির পানি সম্পর্কে হুকুম বেরিয়ে আসে যে, ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে এগুলো দ্বারা অজু জায়েজ, আর ইমাম শাফেয়ির মতে জায়েজ নয়। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী **وَلَكِن يُرِيد ليطهركم** “তবে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান”। কথাটি দ্বারা উপরোক্ত হুকুম থেকে অপবিত্র পানি আলাদা হয়ে যায়। কুরআনে বর্ণিত ইশারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল **حَدث** তথা অজু ভঙ্গ হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি হওয়া। কেননা **حَدث** ব্যতীত তাহারাত অর্জন করা অসম্ভব।

قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْمَظَاهر إِذا جَامع امْرَأَته فِي خلال الْإِطْعَام لاَ يسْتَأْنف الْإِطْعَام لِأَن الْكتاب مُطلق فِي حق الْإِطْعَام فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ شَرط عدم الْمَسِيس بِالْقِيَاسِ على الصَّوْم بل الْمُطلق يجْرِي على إِطْلاَقه والمقيد على تَقْيِيده وَكَذالك قُلْنَا الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالْيَمِين مُطلقَة فَلاَ يُزَاد عَلَيْهِ شرط الْإِيمَان بِالْقِيَاسِ على كَفَّارَة الْقَتْل.

ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- যিহারকারী ব্যক্তি যদি যিহারের কাফফারা হিসেবে গরিবদেরকে খাদ্য দান করার সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর কাছে গমন করেন তাহলে পুনরায় গরিবদেরকে খাদ্য দিতে হবে না। কেননা খাদ্যদানের বিষয়টি কুরআনে মুতলাক হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কাজেই সওমের উপর কিয়াস করে তাতে স্ত্রীর কাছে গমন করার শর্ত বাড়ানো যাবে না। বরং **مُطلق** হুকুমটি **مُطلق** হিসেবে এবং **مُقَيَّد** হুকুমটি **مُقَيَّد** হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে আমরা (হানাফিগণ) বলি যিহার ও কসমের কাফ্ফারা বর্ণিত রাকা'বা বা গোলাম আযাদ শব্দটি **مُطلق** অতএব কতল তথা হত্যার কাফ্ফারার সঙ্গে কিয়াস করে তাতে গোলামটি মমিন হওয়ার শর্ত বৃদ্ধি করা যাবে না।

فَإِنْ قيل أَن الْكتاب فِي مسح الرَّأْس يُوجب مسح مُطلق الْبَعْض وَقد قيدتموه بِمِقْدَار الناصية بالْخَبَر وَالْكتاب مُطلق فِي انْتِهَاء الْحُرْمَة الغليظة بِالنِّكَاحِ وَقد قيدتموه بِالدُّخُولِ بِحَدِيث امْرَأَة

رِفَاعَة قُلْنَا إِن الْكتاب لَيْسَ بِمُطلق فِي بَاب الْمَسْح فَإِن حكم الْمُطلق أَن يكون الْآتِي بِأَيّ فَرد كَانَ آتِيَا بالمأمور بِهِ والآتي بِأَيّ بعض كَانَ هَهُنَا لَيْسَ بآت بالمأمور بِهِ فَإِنَّهُ لَو مسح على النّصْف أَو على الثُّلُثَيْنِ لاَ يكون الْكل فرضا وَبِه فَارق الْمُطلق الْمُجْمل وَأما قيد الدُّخُول فقد قَالَ الْبَعْض أَن النِّكَاح فِي النَّص حمل على الوطى إذ العقد مُسْتَفَاد من لفظ الزَّوْج وَبِهٰذَا يَزُول السُّؤَال وَقَالَ الْبَعْض قيد الدُّخُول ثَبت الْخَبَر وجعلوه من الْمَشَاهِير فَلاَ يلْزمهُم تَقْيِيد الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد.

অতএব যদি বলা হয় যে, মাথা মাসেহর করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন مُطلق কিছু অংশের মাসেহ্কে ফরজ করেছে। অথচ তোমরা এই مُطلق কে একটি হাদিস দ্বারা কপাল পরিমাণের শর্তের দ্বারা مُقَيَّد করে দিয়েছ। (অনুরূপভাবে) বিবাহ্ দ্বারা চূড়ান্ত হারামের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতটি مُطلق অথচ তোমরা রিফায়ার স্ত্রী বর্ণিত হাদিস দ্বারা সেটিকে স্ত্রীর কাছে গমন করার শর্তে مُقَيَّد করে দিয়েছো। উত্তরে আমরা (হানাফিরা) বলি, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত مُطلق বা সাধারণ নয়। কেননা مُطلق হলো, সেটি যার কোনো একটি এককের আদায়কারীকে مأمور بِه তথা অনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনকারী বলে মনে করা হয়। কিছু মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে যে কোনো অংশের আদায়কারীকে আদিষ্ট বিষয়ের পালনকারী করা হয়। কেননা ব্যক্তি যদি মাথার অর্ধেক কিংবা দুই তৃতীয়াংশ মাসেহ করে তাহলে একথা বলা হয় না যে, মাসেহ্কৃত সমস্ত অংশটি ফরজ ছিল। এ আলোচনার দ্বারা مُطلق ও مُجْمل এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আর স্ত্রী গমনের শর্ত বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের কতিপয় আলেমের বক্তব্য হলো, এই যে, আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত نِّكَاح (বিবাহ্) শব্দটি وطى বা স্ত্রী গমনের অর্থে ব্যবহৃত। কেননা عقد পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি الزَّوْج শব্দকে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। এভাবে উত্তর দেয়া হলে আয়াতের উপর কোনো প্রশ্নই থাকে না। আর অন্য কতিপয় আলেম বলেছেন, স্ত্রী গমনের শর্তবৃদ্ধি বস্তুত একটি হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। তবে তারা সেই হাদিসকে হাদিসে মশহুর হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং خَبرواحد দ্বারা কুরআনকে مُقَيَّد করার অভিযোগ উত্থিত হয় না।

الدرس الثالث : المشترك و المؤول

الْمُشْتَرك مَا وضع لمعنيين مُخْتَلفين أَو لمعان مُخْتَلفَة الْحَقَائِق مِثاله قَوْلنَا جَارِيَة فَإِنَّهَا تتَنَاوَل الْأمة والسفينة وَالْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يتَنَاوَل قَابل عقد البيع وكوكب السَّمَاء وَقَوْلنَا بائن فَأن يحْتَمل الْبَين وَالْبَيَان وَحكم الْمُشْتَرك أَنه إِذا تعين الْوَاحِد مرَادا بِهِ سقط اعْتِبَار إِرَادَة غَيره وَلِهَذَا أجمع الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن لفظ القروء الْمَذْكُور فِي كتاب الله تَعَالَى مَحْمُول إِمَّا على الْحيض كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا أَو على الطُّهْر كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَقَالَ مُحَمَّد إِذا أوصى لموَالِي بني فلَان ولبني فلَان موَالٍ من أَعلَى وموال من أَسْفَل فَمَاتَ بطلت الْوَصِيَّة فِي حق الْفَرِيقَيْنِ لِاسْتِحَالَة الْجمع بَينهمَا وَعدم الرجحان.

তৃতীয় পাঠ : মুশতারিক ও মুয়াউওয়াল

الْمُشْتَرك ঐ শব্দকে বলে যা এমন দুটি অথবা দুইয়ের অধিক অর্থের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা حَقِيقَة এর দিকে হতে পরস্পর বিভিন্ন। এর উদাহরণ হলো-আমরা বলি جَارِيَة শব্দটি, এ শব্দটি দাসী ও নৌকা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে مُشْتَرِي শব্দটি বিক্রেতা এবং আসমানের একটি তারকা অর্থেও সম্ভাবনা রাখে। আর মুশতারাকের হুকুম এই যে, যখন বিচার বিশ্লেষণে তার কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্যে হিসেবে নির্ধারিত হয়, তখন অপর সকল অর্থ পরিত্যাজ্য হয়। একারণেই আলেমগণ এ কথার উপর ঐকমত পোষণ করেন যে, কুরআনের বর্ণিত قروء শব্দটি হয়ত حَقِيقَة অর্থে ব্যবহৃত হবে যা আমাদের (হানাফি) মাজহাব অথবা طُهر অর্থে ব্যবহৃত হবে, যা ইমাম শাফেয়ির এর মাজহাব (অর্থাৎ উভয় অর্থকে একত্রিত ভাবে কেহই গ্রহণ করেননি)। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহমতুল্লাহে আলাইহ) বলেন কেউ যদি কারো مَوَالِي সম্পর্কে অসিয়ত করে আর তার যদি আযাদকারী ও আযাদকৃত এ উভয় প্রকারের مَوَالِي থাকে এ অবস্থায় অসিয়তকারী ব্যক্তি মারা গেলে উভয় প্রকার মাওয়ালির ক্ষেত্রেই অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা উভয় প্রকার مَوَالِي কে একত্রিত করা অসম্ভব। আমার একটির উপর অপরটিকে অগ্রাধিকার দানের কোনো কারণও এখানে বিদ্যমান নেই।

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَلَيّ مثل أُمِّي لاَ يكون مُظَاهرا لِأَن اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْكَرَامَة وَالْحُرْمَة فَلاَ يتَرَجَّح جِهَة الْحُرْمَة إِلاَّ بِالنِّيَّةِ وعَلى هٰذَا قُلْنَا لاَ يجب النظير فِي جَزَاء الصَّيْد لقَوْله تَعَالٰى : "فجزاء مثل مَا قتل من النعم" لأَن الْمثل مُشْتَرك بَين الْمثل صُورَة وَبَين الْمثل معنى وَهُوَ الْقيمَة وَقد أُرِيد الْمثل من حَيْثُ الْمَعْنى بِهٰذَا النَّص فِي قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق فلا يزاد المثل من حيث الصورة إِذْ لا عُمُوم للمشترك أصلا فَيسْقط اعْتِبَار الصُّورَة لِاسْتِحَالَة الْجمع

ইমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যখন কেউ তার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মত। তখন সে ব্যক্তি যিহারকারী হবে না। কেননা এখানে مثل (মত) শব্দটি মুশতারিক। এখানে শব্দটি মহাত্ম ও হারাম উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব লোকটির নিয়ত ব্যতীত হারাম অর্থ গ্রহণকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেওয়া যায় না। (মুশতারিকের মধ্যে عمومْ নেই)।

এ কথার উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলি আল্লাহর বাণী- فجزاء مثل مَا قتل من النعم অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী হত্যা করলে তার সমান বদলা দিতে হবে। এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শিকারের دم দেয়ার ক্ষেত্রে সম আকৃতির প্রাণী দেয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা مثل শব্দটি مثل (আকৃতিগত সাদৃশ্য) ও مثل معنى (মূলগত সাদৃশ) উভয় অর্থের মধ্যে মুশতারাক। আর এ আয়াত দ্বারা কবুতর ও চুড়ই ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্ব সম্মাতিক্রমে مثل معنى বা মূলগত সাদৃশ্য বুঝানো হয়েছে। তাই অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে مثل صُورى বা আকৃতিতের সাদৃশ্যের অর্থ নেয়া যাবে না। কেননা নীতিগতভাবে মুশতারিকের উভয় অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একত্রিকরণ অসম্ভব বিধায় مثل صُورى বা আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিত্যক্ত হবে।

ثمَّ إِذا ترجح بعض وُجُوه الْمُشْتَرك بغالب الرَّأْي يصير مؤولا وَحكم المؤول وجوب الْعَمَل بِهِ مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ ومثله فِي الحكميات مَا قُلْنَا إِذا أطلق الثّمن فِي البيع كَانَ على غَالب نقد الْبَلَد وَذالك بطرِيق التَّأْوِيل وَلَو كَانَت النُّقُود مُخْتَلفَة فسد البيع لما ذكرنَا وَحمل الإقراء على الْحيض وحمل النِّكَاح فِى الْآيَة على الوطئ وَحمل الْكِنَايَات حَال مذاكرة الطَّلَاق على الطَّلَاق من هٰذَا

الْقَبِيل وعَلى هٰذَا قُلْنَا الدّين الْمَانِع من الزَّكَاة يصرف إِلَى أيسر الْمَالَيْنِ قَضَاء للدّين وفرع مُحَمَّد على هٰذَا فَقَالَ إِذا تزوج امْرَأَة على نِصَاب وَله نِصَاب من الْغنم ونصاب من الدَّرَاهِم يصرف الدّين إِلَى الدَّرَاهِم حَتَّى لَو حَال عَلَيْهِمَا الْحول تجب الزَّكَاة عِنْده فِي نِصَاب الْغنم وَلاَ تجب فِي الدَّرَاهِم.

অতঃপর যখন মুশতারিকের কোনো অর্থ প্রবল ধারণা (অর্থাৎ ظني দলিল যেমন خبر واحد ও قياس এর দ্বারা প্রাধান্য লাভ করে তখন ঐ মুশতারিক مؤول এ পরিণত হবে।

مؤول এ হুকুম: এই যে, এর উপর ভুলের সম্ভবনা আছে মেনে নিয়ে আমল করা ওয়াজিব। আহকামের শরিয়তে- এর উদাহরণ সেই মাসলা যা আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি, যখন ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য অনির্দিষ্ট রাখা হয়। তখন শহরের বহুল প্রচলিত মুদ্রা উদ্দেশ্য হবে। উপরোক্ত বিধানটি مشترك কে مؤول বানানোর ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আর যদি শহরের সর্ব প্রকার মুদ্রার লেনদেন সমান হয়, তাহলে সে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে যে, مشترك এর উপর আমল করা বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোরআনে বর্ণিত قروء শব্দকে حيض অর্থে, نكاح কে وطئ অর্থে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক সম্পর্কীয় আলোচনা চলাকালে কেনায়া তালাকের শব্দকে তালাক হিসেবে বিবেচনা করা مؤول এ শ্রেণিভুক্ত।

আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলে থাকি যে, যে ঋণ জাকাত প্রদানে বাঁধা দান করে (অর্থাৎ নিসাব পূরণ হতে দেয় না) সে ঋণ দুটি মালের মধ্যে ঐ মালের সম্পর্ক যুক্ত হবে, যা দ্বারা ঋণ আদায় করা অধিকতর সহজ। (সুতরাং এমতাবস্থায় যে নিসাবটি ঋণ পরিকুধের জন্য সহজ তা হতে জাকাতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে) উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম মুহাম্মদ (র.) শাখা মাসলা বের করে বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে এবং মহর হিসেবে নিসাব প্রদানের কথা উল্লেখ করে। আর সে লোকের কাছে বকরি ও দিরহামের উভয়ের নিসাবই মওজুদ থাকে, (তখন এ মহরের ঋণ দিরহামের নিসাবটিতে জাকাত ওয়াজিব হতে বাঁধা প্রদান করবে। কেননা, এর দ্বারা মহর আদায় করা অধিক সহজ)। এ উভয় নিসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বকরির নিসাবের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু দিরহামের নিসাবের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না।

وَلَو ترجح بعض وُجُوه الْمُشْتَرك بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم كَانَ مُفَسرًا وَحكمه أَنه يجب الْعَمَل بِهِ يَقِينا مِثَاله إذاقال لفُلَان عَليّ عشرَة دَرَاهِم من نقد بخاري فَقَوله من نقد بخاري تَفْسِير لَهُ فلولا ذالك لَكَانَ منصرفا إِلَى غَالب نقد الْبَلَد بطرِيق التَّأْوِيل فيترجح الْمُفَسّر فَلاَ يجب نقد الْبَلَد.

আর যদি মুশতারিকের কোনো একটি অর্থ স্বয়ং **متكلم** এর বর্ণনা দ্বারা প্রাধান্য লাভ করে তখন তাকে **مفسر** বলা হয়। আর **مفسر** এর হুকুম হলো, তার উপর সন্দেহ মুক্ত ভাবে আমল করা অপরিহার্য। যেমন কেউ বলল সে আমার নিকট বুখারার মুদ্রার দশ দিরহাম পাবে। এই বাক্যে বুখারার কথাটি দিরহাম এর তাফসির। যদি এ তাফসির উল্লেখ না থাকত হবে তাবিলের পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক দেশের অধিক প্রচলিত দিরহামই নির্ধারণ হত। সুতরাং (উক্ত বর্ণনা দ্বারা) **مفسر** কে **مؤول** এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফলে শহরের অধিক প্রচলিত মুদ্রা ওয়াজিব হবে না। (বরং বুখারার মুদ্রাই দিতে হবে)।

الدرس الرابع : الحقيقة و المجاز

كل لفظ وَضعه وَاضع اللُّغَة بِإِزَاءِ شَيْء فَهُوَ حَقِيقَة لَهُ وَلَو اسْتعْمل فِي غَيره يكون مجَازًا لاَ حَقِيقَة ثمَّ الْحَقِيقَة مَعَ الْمجَاز لاَ يَجْتَمِعَانِ ارادة من لفظ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَلِهَذَا قُلْنَا لما أُرِيد مَا يدْخل فِي الصَّاع بقوله عَلَيْهِ السَّلاَم (لاَ تَبِيعُوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلاَ الصَّاع بالصاعين) وَسقط اعْتِبَار نفس الصَّاع حَتَّى جَازَ بيع الْوَاحِد مِنْهُ بالإثنين وَلما أُرِيد الوقاع من آيَة الْمُلاَمسَة سقط اعْتِبَار إِرَادَة الْمس بِالْيَدِ.

চতুর্থ পাঠ : হাকিকত ও মাজাজ

প্রত্যেক শব্দ, যাকে গঠনকারী কোনো নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করেছে, যদি শব্দটি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে হাকিকত বলা হয়। আর যদি শব্দটি উক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাকে মাজাজ বলে। উহা হাকিকত হবে না। অতএব **حقيقت** এর সাথে **مجاز** একই শব্দ হতে একই অবস্থায় অর্থগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে একত্রিত হতে পারে না। আর এজন্য আমরা বলি যে,

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين অর্থাৎ তোমরা এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে এবং এক সা'কে দুই-সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করো না। এ হাদিসের মধ্যে যখন صاع দ্বারা صاع (মাপার মত পরিমাপের একক)-এর মধ্যস্থিত জিনিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা তার মাজাজি অর্থ তখন صاع দ্বারা পরিমাপের পাত্র (যা হাকিকি অর্থ) উদ্দেশ্য করা বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব বস্তুগত একটি কে দুটি صاع এর বিনিময়ে বিক্রিয় করা বৈধ হবে। তেমনিভাবে اية الملامسة দ্বারা সহবাসের অর্থ গৃহীত হয়েছে (যা তার মাজাজি অর্থ) তখন আর হাত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

قَالَ مُحَمَّد رحمه الله إذاأوصى لمواليه وَله موَالٍ أعتقهم ولمواليه موَالٍ اعتقوهم كَانَت الْوَصِيَّة لمواليه دون موَالِي موَالِيه وَفِي السّير الْكَبِير لَو استأمن أهل الْحَرْب على آبَائِهِم لاَ تدخل الأجداد فِي الْأمان وَلَو استأمنوا على أمهاتهم لاَ يثبت الْأمان فِي حق الْجَدَّات

ইমাম মুহাম্মদ বলেন, কেউ যদি মাওয়ালির জন্য অসিয়ত করে, আর তার যদি এমন موالى থাকে যাদেরকে সে আযাদ করেছে। আবার এমন মাওয়ালি (দাস-দাসী) থাকে যাদেরকে তার মাওয়ালি ব্যক্তিরা আযাদ করেছে। তখন তার এই অসিয়ত শুধু তার প্রত্যেক্ষ মাওয়ালি তথা তার আযাদকৃত দাসদাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে। আযাদকৃতদের মাওয়ালিদের ক্ষেত্রে অসিয়ত কার্যকারী হবে না। ইমাম মুহম্মদ রচিত সিয়ারে কবির নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কাফের শত্রু নিজেদের পিতৃবর্গের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে তাহলে তাদের দাদি ও নানিদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না।

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا أوصى لأبكار بني فلاَن لاَ تدخل المصابة بالفجورفِي حكم الْوَصِيَّة وَلَو أوصى لبني فلاَن وَله بنُون وَبَنُو بنيه كَانَت الْوَصِيَّة لِبَنِيهِ دون بني بنيه قَالَ أَصْحَابنَا لَو حلف لاَ ينْكح فُلاَنَة وَهِي أَجْنَبِيَّة كَانَ ذالك على العقد حَتَّى لَو زنا بهَا لاَ يَحْنَث وَلَئِن قَالَ إِذا حلف لاَ يضع قدمه فِي دَار فلاَن يَحْنَث لَو دَخلهَا حافيا أَو متنعلا أَو رَاكِبًا وَكَذالك لَو حلف لاَ يسكن دَار فلاَن يَحْنَث لَو كَانَت الدَّار ملكا لفُلاَن أَو كَانَت بِأُجْرَة اَوْ عَارِية وَذالك جمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَكَذالك لَو قَالَ عَبده حر يَوْم يقدم فلاَن فَقدم فلاَن لَيْلًا أَو نَهَارا يَحْنَث

(حقيقة ও مجاز একত্রিত করা বৈধ নেই) এই মুলনীতির উপর আলোকে করে আমরা বলি যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বংশের কুমারী নারীগণের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে (ঐ বংশের) ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যে মেয়ের কুমারিত্ব নষ্ট হয়েছে সে মেয়ে ঐ অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনিভাবে যদি ব্যক্তি তার পুত্রের জন্য (কিছু দান করার) অসিয়ত করে অথচ সেই ব্যক্তির যেমন পুত্র রয়েছে, তেমনি পুত্রদের পুত্রও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অসিয়ত কেবল পুত্রের জন্যই কার্যকর হবে। পুত্রদের (পুত্রদের জন্য) জন্য কার্যকর হবে না। আমাদের হানাফি আলেমগণ বলেন কেউ অপরিচিতা বা অনাত্নীয়া কোনো মহিলা সম্পর্কে কসম করে বলে যে, সে অমুক মহিলাকে বিবাহ করবে না। তখন কসম দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য হবে। অতএব, ঐ মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে কসম ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে না। (কেননা, নিকাহ শব্দটি বিবাহ অর্থে মাজাজ)।

এখানে সে হিসেবে কথাটির উপর আমল করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের ঘরে পা রাখবে না। অতঃপর যদি ঐ ঘরে খালি পায়ে কিংবা জুতা পায়ে বা আরোহী অবস্থায় যে কোনোভাবে ঘরে প্রবেশ করুন, তাতে সে ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে। যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে সে অমুকের ঘরে বসবাস করবে না তবে ঐ ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানা ঘরে কিংবা ভাড়াকৃত ঘরে বা ধারকৃত ঘরে যে কোনো ঘরে বাস করুক তার কসম ভেঙ্গে যাবে। কারণ এতে হাকিকত ও মাজাযের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে, যে দিন অমুক ব্যক্তির আগমন হবে সে দিন তার গোলাম আযাদ হবে। তাহলে সে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে সময়ই আগমন করুক তার গোলামটি আযাদ হবে।

قُلْنَا وضع الْقَدَم صَار مجَازًا عَن الدُّخُول بِحكم الْعرف وَالدُّخُول لاَ يتفَاوَت فِي الْفَصْلَيْنِ وَدَار فلاَن صَار مجَازًا عَن دَار مسكونة لَهُ وَذالك لاَ يتفَاوَت بَين أَن يكون ملكا لَهُ أَو كَانَت بِأُجْرَة لَهُ وَالْيَوْم فِي مَسْأَلَة الْقدوم عبارَة عَن مُطلق الْوَقْت لِأَن الْيَوْم إِذا أضيف إِلَى فعل لاَ يَمْتَد يكون عبارَة عَن مُطلق الْوَقْت كَمَا عرف فَكَانَ الْحِنْث بِهٰذَا الطَّرِيق لاَ بطرِيق الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

(উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে) আমরা বলি যে, প্রচলিত অর্থে পা রাখার মাজাজি অর্থ হলো প্রবেশ করা। আর প্রবেশ করা খালি পা থাকা বা জুতা পায়ে থাকা ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য নেই। তেমনি অমুকের বাড়ি কথাটির অর্থ তার বসত বাড়ি তার এ বাড়ি নিজ মালিকানাধীন হতে পারে কিংবা ভাড়া করাও হতে পারে এতে কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে আগমন করার কথার দিন বলে সাধারণ সময় বুঝানো হয়েছে।

কেননা, **يوم** শব্দকে যখন **فعل ممتد** (দীর্ঘায়িত কাজের) সাথে সম্পর্ক করা হয়, তখন এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হল সাধারণ সময়। অতত্রব এ লোকের দিনে রাত্রে যখনই আগমন ঘটবে তখনই কথকের গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। কসমের পূর্ণতা এভাবে হয়- হাকিকত ও মাজাজকে একত্র করার কারণে নয়।

ثمَّ الْحَقِيقَة أَنْوَاع ثَلاَثَة متعذرة ومهجورة ومستعملة وَفِي الْقسمَيْنِ الْأَوَّلين يُصَار إِلَى الْمجَاز بالِاتِّفَاقِ وَنَظِير المتعذرة إِذا حلف لاَ يَأْكُل من هَذِه الشَّجَرَة أَو من هَذِه الْقدر فَإِن أكل الشَّجَرَة وَالْقدر مُتَعَذر فَيَنْصَرِف ذالك إِلَى ثَمَرَة الشَّجَرَة وَإِلَى مَا يحل فِي الْقدر حَتَّى لَو أكل من عين الشَّجَرَة أَو من عين الْقدر بِنَوْع تكلّف لاَ يَحْنَث

অতঃপর (ব্যবহার হিসেবে) হাকিকত তিন প্রকার। যথা- (১) **حقيقة متعذرة** দুষ্কর হাকিকত (২) **حقيقة مهجورة** পরিত্যক্ত হাকিকত (৩) **حقيقة مستعملة** প্রচলিত হাকিকত। প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে মাজাজ তথা রূপক অর্থ গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। **حقيقة مُتَعَذرة** এর উদাহরণ যেমন-কেউ শপথ করলো যে, সে এ গাছ থেকে বা এ পাতিল থেকে খাবে না। অথচ গাছ বা পাতিল খাওয়া দুষ্কর। তাই তার কথা দ্বারা গাছের ফল ও পাতিলের মধ্যস্থ রন্ধনকৃত বস্তু মাজাজি অর্থে গৃহিত হবে। এমনকি যদি সে কোনো অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিয়ে স্বয়ং গাছ বা পাতিলের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا حلف لاَ يشرب من هَذِه البير ينْصَرف ذالك إِلَى الاغتراف حَتَّى لَو فَرضنَا أَنه لَو كرع بِنَوْع تكلّف لاَ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَنَظِير المهجورة لَو حلف لاَ يضع قدمه فِي دَار فلاَن فَإِن إِرَادَة وضع الْقدَم مهجورة عَادَة وعَلى هٰذَا قُلْنَا التَّوْكِيل بِنَفس الْخُصُومَة ينْصَرف إِلَى مُطلق جَوَاب الْخصم حَتَّى يسع للْوَكِيل أَن يُجِيب بنعم كَمَا يَسعهُ أَن يُجِيب بِلاَ لِأَن التَّوْكِيل بِنَفس الْخُصُومَة مهجور شرعا وَعَادَة وَلَو كَانَت الْحَقِيقَة مستعملة فَإِن لم يكن لَهَا مجَاز مُتَعَارَف فالحقيقة أولى بِلاَ خلاف وإِن كَانَ لَهَا مجَاز مُتَعَارَف فالحقيقة أولى عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا الْعَمَل بِعُمُوم الْمجَاز أولى

(প্রথম দু'প্রকার মধ্যে مجازی অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে) এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে এ কূপ থেকে পানি পান করবে না। তখন অঞ্জলি দ্বারা পানি পান করার অর্থের প্রতি ফেরাতে হবে। তাই যদি আমরা ধরে নেই যে, সে ব্যক্তি কোনো ক্রমে কূপ থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করছে তাতে সর্ব সম্মতিক্রমে সে حانث বা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর حقيقة مهجورة এর উদাহরণ হলো যেমন কোনো ব্যক্তি কসম করল যে, অমুকের বাড়িতে সে পা রাখবে না। কেননা এ কথায় দ্বারা নিছক পা রাখার অর্থ সাধারণভাবে বর্জিত। (বরং সমস্ত শরীর নিয়ে প্রবেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়)

অনুরূপভাবে আমরা বলি, শুধু প্রতিবাদের জন্য উকিল নিযুক্ত করা সাধারণভাবে বিপক্ষের উত্তর দানের অর্থে বিবেচিত। অতএব উকিল যেমনি 'না' জবাব দিতে পারবে, তেমনি হ্যা জবাব ও দেয়ার সুযোগ থাকবে। কেননা শুধু প্রতিবাদের জন্য উকিল নিয়োগ করা শরিয়ত ও সামাজিক ভাবে বর্জিত। আর যদি হাকিকি অর্থ ব্যবহার যোগ্য হয় এবং তার কোনো প্রসিদ্ধ মাজাজি অর্থ না থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হাকিকি অর্থটিকেই গ্রহণ করা উত্তম। পক্ষান্তরে যদি মাজাজি তথা রূপক অর্থ থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে, হাকিকি অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। আর সাহেবাইনের মতে (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) عموم مجاز অর্থ গ্রহণ করা উত্তম।

مِثَاله لَو حلف لاَ يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة ينصَرف ذالك إِلَى عينهَا عِنْده حَتَّى لَو أكل من الْخبز الْحَاصِل مِنْهَا لاَ يَحْنَث عِنْده وَعِنْدَهُمَا ينصَرف إِلَى مَا تتضمنه الْحِنْطَة بطرِيق عُمُوم الْمجَاز فَيحنث بأكلها وبأكل الْخبز الْحَاصِل مِنْهَا وَكَذَا لَو حلف لاَ يشرب من الْفُرَات ينْصَرف إِلَى الشّرْب مِنْهَا كرعا عِنْده وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمجَاز الْمُتَعَارف وَهُوَ شرب مَائِهَا بِأَيّ طَرِيق كَانَ ثُمَّ الْمجَاز عِنْد أبي حنيفَة خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق اللَّفْظ وَعِنْدَهُمَا خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق الحكم حَتَّى لَو كَانَت الْحَقِيقَة مُمكنَة فِي نَفسهَا إِلاَ أَنه امْتنع الْعَمَل بهَا لمَانع يُصَار إِلَى الْمجَاز وَإِلاَ صَار الْكَلَام لَغوا وَعِنْده يُصَار إِلَى الْمجَاز وَإِن لم تكن الْحَقِيقَة مُمكنَة فِي نَفسهَا مْثَاله إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر سنا مِنْهُ هٰذَا ابْنِي لاَ يُصَار إِلَى الْمجَاز عِندهمَا لِاسْتِحَالَة الْحَقِيقَة. وَعِنْده يُصَار إِلَى الْمجَاز حَتَّى يعْتق العَبْد

যে হাকিকতের মাজাজি অর্থ বহুল প্রচলিত উহার উদাহরণ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, এই গম খাবে না। তখন ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে তার এই শপথ প্রকৃত গমের

সাথে সম্পৃক্ত হবে। অতএব যদি সে ব্যক্তি গম হতে তৈরি রুটি খায় তবে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর সাহেবাইনের মতে (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) তার এই শপথ عموم مجاز এর পদ্ধতি অনুসারে ঐ সব জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হবে যে, গুলোতে গম থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি গম কিংবা গমের তৈরি রুটি খেলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ কসম করে যে, সে ফোরাত নদী হতে পানি পান করবে না, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে উক্ত কসমের সম্পর্ক হবে ফোরাত নদী থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার সাথে। আর সাহেবাইনের মতে কসম প্রচলিত রূপক অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সে মতে যেভাবেই হোক ফোরাতের পানি পান করলে কসম ভেঙ্গে যাবে। অতঃপর ইমাম আবু হানিফা মতে মাজাজ শব্দের ক্ষেত্রে হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প। আর সাহেবাইনের মতে মাজাজ হুকুমের ক্ষেত্রে হাকিকতের স্থলাভিষিক্তি হয়। অতএব সাহাবাইনের মতে হাকিকত যদি এমন হয়, যা অর্থ কার্যকর হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার দরূন حقيقة এর উপর আমল করা যাচ্ছে না, তখন মাজাজ অবলম্বন করা হবে। অন্যথায় বাক্যটি অর্থহীন বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে যদি অর্থের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবপর নাও হয়, তবেও মাজাজ অবলম্বন করা হবে। যেমন কেউ তার নিজের চেয়ে বয়সে বড় গোলাম সম্পর্কে বলল,এ আমার ছেলে। তাহলে সাহেবাইনের মতে এখানে হাকিকতের অর্থ গ্রহণ মৌলিকভাবেই অসম্ভব, তাই কথাটিকে মাজাজ অবলম্বন করা হবে না বরং কথাটি অর্থহীন হয়ে যাবে। অন্য দিকে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে এক্ষেত্রে মাজাজি অর্থ গৃহীত হবে এবং গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে।

وعَلى هٰذَا يخرج الحكم فِي قَوْله لَهُ عَليّ ألف أَو على هٰذَا الْجِدَار وَقَوله عَبدِي أَو حماري حر وَلاَ يلْزم على هٰذَا إِذا قَالَ لامْرَأَته هَذِه ابْنَتِي وَلها نسب مَعْرُوف من غَيره حَيْثُ لاتحرم عَلَيْهِ وَلاَ يَجْعَل ذالك مجَازًا عَن الطَّلاَق سَوَاء كَانَت الْمَرْأَة صْغَرى سنا مِنْهُ أَو كبرى لِأَن هٰذَا اللَّفْظ لَو صَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ منافيا للنِّكَاح فَيكون منافيا لحكمه وهُوَ الطَّلاَق وَلاَ اسْتِعَارَة مَعَ وجود التَّنَافِي بِخِلاَف قَوْله هٰذَا ابْني فَإِن الْبُنُوَّة لاَ تنَافِي ثُبُوت الْملك للْأَب بل يثبت الْملك لَهُ ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ.

ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মাঝে মাজাযের স্থলবর্তী হওয়া সম্পর্কিত যে মত পার্থক্য সে মত পার্থক্যের ভিত্তিতেই বক্তার কথা له على الف او على هذا الجدار আমার কাছে বা দেয়ালের কাছে অমুক ব্যক্তির এক হাজার টাকা পাওনা আছে। এবং عبدى او حمارى حر আমার গোলাম বা আমার গাধাটি আযাদ ইত্যাদি বাক্যের হুকুম নির্গত হয়। (সাহেবাইনের মতে আলোচ্য উদাহরণ দুটি অনর্থক

হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে প্রথম উক্তি দ্বারা এক হাজার টাকা দেয়া আবশ্যক হবে এবং দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা গোলাম স্বাধীন হবে)। ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর উক্ত বিধানের উপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, যখন কেউ নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে বলে, এটি আমার কন্যা। অথচ সে অন্যের সন্তান হিসেবে পরিচিত। এ কথাটি মাজাজ হিসেবে তালাক বলেও গণ্য করা হবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হবে না। উক্ত স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হোক বা ছোট হোক। কেননা এ শব্দের অর্থ যদি সঠিক হয় তাহলে তা বিবাহের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। (কেননা নিজের কন্যাকে বিবাহ করা যায় না)। অতএব এটি বিবাহের হুকুম তালাকেরও পরিপন্থী বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ যখন বিবাহই সাব্যস্ত হয়নি তখন তালাক সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব) সুতরাং এমন **معارضة** বা বৈপরিত্যের কারণে(মাজাজি অর্থে) তালাকও গ্রহণ করা যায় না। মনিবের নিজের চেয়ে বয়সের বড় গোলামকে “এ আমার ছেলে” বলা উক্ত মাসলার বিপরীত। কেননা ছেলে হওয়াটা পিতার মালিকানাতে কোনো বাঁধার সৃষ্টি করে না। বরং তখন প্রথমে পিতার জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তারপর ছেলে আযাদ হয়ে যায়।

الدرس الخامس : الصريح و الكناية

الصَّرِيح لفظ يكون المُرَاد بِهِ ظَاهرا كَقَوْلِه بِعْت واشتريت وَأَمْثَاله وَحكمه أَنه يُوجب ثُبُوت مَعْنَاهُ بِأَيّ طَرِيق كَانَ من إِخْبَار أَو نعت أَو نِدَاء وَمن حكمه أَنه يَسْتَغْنِي عَن النِّيَّة وعَلى هَذَا قُلْنَا : إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَو طَلقتك أَو يَا طَالِق يَقع الطَّلَاق نوى بِهِ الطَّلَاق أَو لم ينْو وَكَذَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر أَو حررتك أَو يَا حر وعَلى هَذَا قُلْنَا إِن التَّيَمُّم يُفِيد الطَّهَارَة لِأَن قَوْله تَعَالَى : "وَلَكِن يُرِيد ليطهركم" صَرِيح فِي حُصُول الطَّهَارَة بِهِ وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه طَهَارَة ضَرُورِيَّة وَالْآخر انه لَيْسَ بِطَهَارَة بل هُوَ ساتر للْحَدَث وعَلى هَذَا يخرج الْمَسَائِل على المذهبين من جَوَازه قبل الْوَقْت وإداء الفرضين بِتَيَمُّم وَاحِد وأمامة المتيمم للمتوضئين وجوازه بِدُونِ خوف تلف النَّفس أَو الْعُضْو بِالْوضُوءِ وجوازه للعيد والجنازة وجوازه بنية الطَّهَارَة.

পঞ্চম পাঠ : সরিহ্ ও কিনায়া

২০২৫ **الصَّرِيح** এমন শব্দকে বলে যার মর্মার্থ প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট। (চাই সে স্পষ্ট প্রকৃত অর্থে হোক বা মাজাজি অর্থে হোক) যেমন কোনো বক্তার কথা, আমি বিক্রয় করলাম এবং আমি ক্রয় করলাম ও

অনুরূপ শব্দ মালা। صَرِيح এর হুকুম হল, সরিহ তার নিজের অর্থকে যেকোনভাবেই হোক সাব্যস্ত করে, চাই তা সংবাদ হোক কিংবা গুণবাচক বা সম্বোধন মুলক শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই হোক। তার হুকুমের মধ্যে এটিও রয়েছে যে, এর মধ্যে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে “তুমি তালাক প্রাপ্ত” অথবা “আমি তোমাকে তালাক দিলাম” অথবা স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলল “হে তালাক প্রাপ্তা” তবে নিয়ত করুক বা নাই করুক তালাক পতিত হবে। অনুরূপভাবে মুনিব যদি তার গোলামকে বলে, “তুমি আযাদ” অথবা “তোমাকে আযাদ করে দিলাম” অথবা “হে আযাদ”। এ সকল উক্তি দ্বারা গোলাম আযাদ করার নিয়ত করুক বা না করুক গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, তায়াম্মুম পবিত্রতা লাভের ফায়দা দেয়। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার বাণী আল্লাহ্ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। সুতরাং তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে উক্ত আয়াত সরিহ বা স্পষ্ট। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহ-এর এ ক্ষেত্রে দুটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। একটি মত হলো-তায়াম্মুম দ্বারা তাহারাতে জুরুরিয়া লাভ হয়। অর্থাৎ তায়াম্মুম শুধু নিরূপায় অবস্থায় পবিত্রতা লাভে সাহায্যকারী। দ্বিতীয় উক্তি বা মতামত হলো তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় না। বরং তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে ঢেকে রাখে। এ মতদ্বৈততার দরূন উভয় মাজহাবের মধ্যে কতিপয় খন্ড মাসলা বের হয়। যেমন ওক্ত হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা বৈধ হওয়া এবং এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরজ নামাজ আদায় করা, তায়াম্মুমকারী অজুকারীদের ইমামতি করা, অজু করার কারণে প্রাণ বা অঙ্গহানীর ভয় না থাকলেও তায়াম্মুম বৈধ হওয়া, ইদ ও জানাজার নিমিত্তে তায়াম্মুম করা, আর পবিত্রতার মানসে তায়াম্মুম করা। (হানাফিদের মতে এ সবগুলো কাজে ও প্রয়োজনে জায়েজ আর শাফেয়িদের মতে এগুলো কোনোটিই বৈধ নয়)।

وَالْكِنَايَة هِيَ مَا استتر مَعْنَاهُ وَالْمجَاز قبل أَن يصير متعارفا بِمَنْزِلَة الْكِنَايَة وَحكم الْكِنَايَة ثُبُوت الحكم بهَا عِنْد وجود النِّيَّة أَو بِدلاَلَة الْحَال إِذْ لاَ بُد لَهُ من دَلِيل يَزُول بِهِ التَّرَدُّد ويترجح بِهِ بعض الْوُجُوه وَلِهَٰذَا الْمَعْنى سمي لفظ الْبَيْنُونَة وَالتَّحْرِيم كِنَايَة فِي بَاب الطَّلاَق لِمَعْنى التَّرَدُّد واستتار المُرَاد لاَ أَنه يعْمل عمل الطَّلاَق وَيتَفَرَّع مِنْهُ حكم الْكِنَايَات فِي حق عدم ولاَيَة الرّجْعَة ولوجود معنى التَّرَدُّد فِي الْكِنَايَة لاَ يُقَام بهَا الْعُقُوبَات حَتَّى لَو أقرّ على نَفسه فِي بَاب الزِّنَا وَالسَّرِقَة لاَ يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَا لم يذكر اللَّفْظ الصَّرِيح ولهذاالمعنى لاَ يُقَام الْحَد على الْأَخْرَس بِالْإِشَارَةِ وَلَو قذف رجلا بِالزِّنَا فَقَالَ الآخر صدقت لاَ يجب الْحَد عليه لاحْتِمَال التَّصْدِيق لَهُ فِي غَيره

২০২৪

كناية ঐ শব্দকে বলে যার অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন। المجاز বা রূপক শব্দ যতক্ষণ প্রসিদ্ধ লাভ না করবে ততক্ষণ তা কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেনায়ার হুকুম হল বক্তার নিয়ত পাওয়ার সময় কিংবা دلالة الحال তথা অবস্থার লক্ষণ আসলেই কেবল তার হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, كناية এর মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন যা দ্বারা বিদ্যমান সন্দেহ ও দ্ব্যর্থবোধকতা দূরীভূত হয়ে কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য পেয়ে যায়। কেনায়ার মধ্যে সংশয় ও তার অর্থ অপ্রকাশ্য থাকার দরূন তালাকের অধ্যায়ে بينونة বিবাহ বিচ্ছেদ ও تحريم (হারাম করে দেওয়া) শব্দ দুটোকে কেনায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এসব শব্দের অর্থের মধ্যে সংশয় বিদ্যমান এবং উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। এ কারণে নয় যে, এগুলো সরাসরি তালাকের মত কাজ করে। কেনায়ার মধ্যে সংশয় ও দ্যর্থবোধকতা থাকার দরুন উহার দ্বারা ইসলামি দন্ড বিধি কার্যকারী হবে না। এমন কি কেউ যদি কেনায়া মাধ্যমে নিজের উপর যিনা ও চুরির স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তার উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে যিনা বা চুরির صريح তথা স্পষ্ট শব্দ উল্লেখ না করে। এ কারণেই কোনো বোবা ইশারা দ্বারা যদি চুরি কিংবা যেনার স্বীকারোক্তি করে তবে তার উপর শাস্তি কার্যকর হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে যেনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সম্পর্কে অন্য আরেক ব্যক্তি صدقت (তুমি সত্য বলেছ) বলে সত্যায়ন করে তাহলে তার উপর শরিয়তের হদ প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা হতে পারে যে, সে অন্য বিষয়ে সত্যায়ন করেছে।

الدرس السادس : الظاهر، النَّص، المفسر، المحكم

فصل فِي المتقابلات يعْنى بهَا الظَّاهِر وَالنَّص والمفسر والمحكم مَعَ مَا يقابلها من الْخَفي والمشكل والمجمل والمتشابه فَالظَّاهِر اسْم لكل كَلَام ظهر المُرَاد بِهِ للسامع بِنَفس السماع من غير تَأمل وَالنَّص مَا سيق الْكَلَام لأَجله ومثاله فِي قَوْله تَعَالَى : "وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا" فالآية سيقت لبَيَان التَّفْرِقَة بَين البيع والربا ردا لما ادَّعَاهُ الْكفَّار من التَّسْوِيَة بَينهمَا حَيْثُ قَالُوا "إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا" وَقد علم حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا بِنَفس السماع فَصَارَ ذالك نصا فِي التَّفْرِقَة ظَاهرا فِي حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا وَكَذالك قَوْله تَعَالَى : "فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثلَاث وَربَاع" سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذالك ظَاهرا فِي حق الْإِطْلَاق نصا فِي بَيَان الْعدَد

ষষ্ঠ পাঠ : জাহের, নস, মুফাসসার ও মুহকাম

আমরা المتقابلات তথা পরস্পর বিরোধী বলতে উদ্দেশ্য নিচ্ছি ظاهر و نص و مفسر و محكم এবং এদের বিপরীত বিষয়সমূহ যেমন خفى ومشكل ومجمل ومتشابه কে। অতঃপর ظاهر প্রত্যেক এমন বাক্যকে বলা হয়, যা শ্রবণকারী শ্রবণ করা মাত্রই কোনো প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ইহার মর্ম বুঝতে পারে। نص উহাকে বলে, যা সেই উদ্দেশ্যকে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। উহাদের প্রত্যেকটি উদাহরণ হলো আল্লাহ্ তাআলার বাণী "আল্লাহ তাআলা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন"। উল্লিখিত আয়াতটি ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এ আয়াতটি কাফেরদের ঐ দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য অবতীর্ণ। যা তারা বলত যে, "ক্রয় বিক্রয় সুদের অনুরূপই" অথচ আয়াতটি শুনা মাত্রই বুঝা যায় যে, ব্যবসা হালাল আর সুদ হারাম। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় আয়াতটি نص আর ব্যবসা হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি ظاهر অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী "তোমরা নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুই, দুই, তিন তিন এবং চার চার জন বিবাহ কর"। আয়াতটি নারীদের সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এ আয়াতটি শ্রবণ মাত্রই নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে বিবাহ করার অনুমতি পাওয়া গেলো। অতএব, আয়াতটি বিবাহের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে ظاهر এবং নারীদের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে হল نص।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى : "لاَ جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة" نَص فِي حكم من لم يسم لَهَا الْمهْر وَظَاهر فِي استبداد الزَّوْج بِالطَّلَاق وَإِشَارَة إِلَى أَن النِّكَاح بِدُونِ ذكر الْمهْر يَصح وَكَذالك قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ نَص فِي اسْتِحْقَاق الْعتْق للقريب وَظَاهر فِي ثُبُوت الْملك لَهُ وَحكم الظَّاهِر وَالنَّص وجوب الْعَمَل بهما عَامين كَانَا أَو خاصين مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر وَذالك بِمَنْزِلَة الْمجَاز مَعَ الْحَقِيقَة وعَلى هذا قلنا إِذا اشْترى قَرِيبه حَتَّى عتق عَلَيْهِ يكون هُوَ معتقا وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَإِنَّمَا يظْهر التَّفَاوُت بَينهمَا عِنْد الْمُقَابلَة وَلِهٰذَا لَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أبنت نَفسِي يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا لِأَن هٰذَا نَص فِي الطَّلَاق وَظَاهر فِي الْبَيْنُونَة فيترجح الْعَمَل بِالنَّص

২০২৫

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে অথবা তাদের জন্য মহর নির্ধারণের পূর্বে তাদের তালাক দিলে কোনো দোষ নেই।” এ আয়াতটি বিবাহের সময় যে মহিলার মহর নির্ধারণ করা হয়নি তার হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে نص এবং তালাক প্রদান করার ব্যাপারে স্বামীর একক অধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে ظاهر আর মহর উল্লেখ করা ছাড়া (বিবাহের সময়) বিবাহ সহিহ হওয়ার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি কোনো নিকট আত্মীয়ের মালিক হবে তার নিকট হতে সে তৎক্ষণাত সে আযাদ হয়ে যাবে”। হাদিসখানা নিকটাত্মীয় আযাদ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নস এবং আযাদকারী জন্য সাময়িকভাবে হলেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থে نص ও ظاهر এর হুকুম হলো, অন্য অর্থ ও উদ্দেশ্যে হতে পারে এরূপ সম্ভাবনার সাথে উভয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব। চাই উভয়টি (نص ও ظاهر) আম হোক বা খাস হোক। জাহির ও নাসের সম্পর্ক ঠিক হাকিকত এর সাথে মাজাযের সম্পর্কের মত। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করে এবং তখন ক্রয়কৃত আত্মীয় আযাদ হয়ে যায় তখন ক্রয়কারী তার মুক্তি দাতা বলে গণ্য হবে। এবং ঐ নিকটাত্মীয় তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে। আর জাহির ও নসের পার্থক্য কেবল তুলনার সময় স্পষ্ট হবে। এ কারণে কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে طلقي نفسك অর্থাৎ তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও। এর জবাবে স্ত্রী বলে, ابنت نفسي অর্থাৎ আমি আমার নিজেকে বায়িন করলাম। তখন طلاق رجعي তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক সংঘটিত হবে। কারণ তালাকের বেলায় এটি (স্ত্রীর উক্তি) হল নস এবং বায়িন তালাকের বেলায় হল জাহির। সুতরাং নস অনুসারে আমল করাই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

وَكَذالك قَوْله عَلَيْهِ السَّلاَم لأهل عرينة (اشربوا من أبوالها والبانها) نَص فِي بَيَان سَبَب الشِّفَاء وَظَاهر فِي إجَازَة شرب الْبَوْل وَقَوله عَلَيْهِ السَّلاَم (استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ) نَص فِي وجوب الِاحْتِرَاز عَن الْبَوْل فيترجح النَّص على الظَّاهِر فَلاَ يحل شرب الْبَوْل أصلا وَقَوله عَلَيْهِ السَّلاَم مَا سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر نَص فِي بَيَان الْعشْر وَقَوله عَلَيْهِ السَّلاَم لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة مؤول فِي نفي الْعشْر لِأَن الصَّدَقَة تحْتَمل وُجُوهًا فيترجح الأول على الثَّانِي.

অনুরূপভাবে উরায়না গোত্রের লোকেরদের উদ্দেশ্যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী “তোমরা সদকার উটের পেশাব ও দুধ পান কর”। এই হাদিসটি আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণনার

نص আর উটের পেশাব পান করার অনুমতির ব্যাপারে **ظاهر**। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন “তোমরা পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর, কেননা পেশাব হতে অসাবধানতার কারণে কবর আযাব বেশি হয়”। এ হাদিসটি পেশাব থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নস। অতএব, **نص** কে **ظاهر** এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাই মৌলিকভাবে পেশাব পান কর, হালাল হবে না। এমনিভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী “যে জমিনে বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল উৎপাদিক হয় তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে”। এ হাদিসটি ওশরের বর্ণনায় নস। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেক হাদিস “সবজি জাতীয় (কাঁচা মাল) ফসলে জাকাত নেই”। এ হাদিসটি ওশর ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে **مؤول** বা ব্যাখ্যা যোগ্য। কেননা, সদকা শব্দটি একাধিক অর্থের সম্ভবনা রাখে। অতএব(এ সংক্রান্ত) প্রথম হাদিসটি যেহেতু নস দ্বিতীয় হাদিসের **مؤول** এর উপর প্রাধাণ্য পাবে।

وَأما الْمُفَسّر فَهُوَ مَا ظهر المُرَاد بِهِ من اللَّفْظ بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم بِحَيْثُ لاَ يبْقى مَعَه احْتِمَال التَّأْوِيل والتخصيص مِثَاله فِي قوله تَعَالٰى : "فَسجدَ الْمَلاَئِكَة كلهم أَجْمَعُونَ" فاسم الْمَلاَئِكَة ظَاهر فِي الْعُمُوم إِلاَ أَن احْتِمَال التَّخْصِيص قَائِم فانسد بَاب التَّخْصِيص بقوله (كلهم) ثمَّ بَقِي احْتِمَال التَّفْرِقَة فِي السُّجُود فانسد بَاب التَّأْوِيل بقوله أَجْمَعُونَ وَفِي الشرعيات إِذا قَالَ تزوجت فُلاَنَة شهرا بِكَذَا فَقَوله تزوجت ظَاهر فِي النِّكَاح إِلاَ أَن احْتِمَال الْمُتْعَة قَائِم فبقوله شهرا فسر المُرَاد بِهِ فَقُلْنَا هٰذَا مُتْعَة وَلَيْسَ بِنِكَاح وَلَو قَالَ لفُلاَن عَلَيّ ألف من ثمن هٰذَا العَبْد أَو من ثمن هٰذَا الْمَتَاع فَقَوله عَلَيّ ألف نَص فِي لُزُوم الْألف إِلاَ أَن احْتِمَال التَّفْسِير بَاقٍ فبقوله من ثمن هٰذَا العَبْد اَوْ من ثمن هٰذَا الْمَتَاع بَين المُرَاد بِهِ فيترجح الْمُفَسّر على النَّص حَتَّى لا يلْزمه المَال إِلاَ عِنْد قبض العَبْد أَو الْمَتَاع.

مفسر এমন শব্দ বা বাক্যকে বলে যার অর্থ বক্তা কর্তৃক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়- কোনোরূপ **التَّأْوِيل** ও **التخصيص** অবকাশ থাকে না। এর উদাহরণ পবিত্র কোরআনের আয়াত “সকল ফেরেশতাকে একই সাথে সাজদা করলেন”। এখানে **ملائكة** শব্দটি ব্যাপকভাবে

সমুদয় ফেরেশতাদের বুঝানোর ব্যাপারে ظاهر বা স্পষ্ট উক্তি। তবে তাতে تخصيص তথা নির্দিষ্ট করনের অবকাশ ছিল। কিন্তু كلهم বলার মাধ্যমে তা আর থাকলো না। এরপর সাজদা করাটা একত্রে হল না বিচ্ছিন্ন ভাবে হল, এ ব্যাপারে সংশয় ছিল। অতঃপর اجمعون শব্দ দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে সাজদা করার সম্ভাবনা দূর করা হয়েছে। শরিয়তের বিধানে উদাহরণ হল, যদি কেউ বলে আমি এত টাকার বিনিময়ে অমুক মহিলাকে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম"। এখানে বক্তার উক্তি تزوجت বিবাহের ব্যাপারে ظاهر কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি ছিল কিনা সে ব্যাপারে সংশয় ছিল। অতঃপর شهرا দ্বারা বক্তা তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সুতরাং আমরা বলি উহা متعة বা অস্থায়ী বিবাহ–সাধারণ বিবাহ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি বলে আমার নিকট এই দাসের মূল্য বাবদ অথবা সম্পদের মূল্য বাবদ এক হাজার টাকা পাবে। উক্তিটি টাকা পাবার ব্যাপারে نص। তবে খাত সম্পর্কে ব্যাখ্যার অবকাশ ছিল। অতঃপর এই গোলাম বা সম্পদের বাবদ বলে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সুতরাং এ মুফাসসার বা বিশ্লেষিত উক্তিটি মৌল উক্তি তথা নসের উপর প্রাধান্য পাবে। কাজেই গোলাম অথবা সম্পদ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে না।

وَقَوله لفُلَان عَليّ ألف ظَاهر فِي الْإِقْرَار نَص فِي نقد الْبَلَد فَإِذا قَالَ من نقد بلد كَذَا يتَرَجَّح الْمُفَسّر على النَّص فَلاَ يلْزمه نقد الْبَلَد بلد نقد بلد كَذَا وعَلى هٰذَا نَظَائِره وَأما الْمُحكم فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّة على الْمُفَسّر بِحَيْثُ لاَ يجوز خِلاَفه أصلا مِثَاله فِي الْكتاب : "أَن الله بِكُل شَيْء عليم" و "إِن الله لاَ يظلم النَّاس شَيْئا" وَفِي الحكميات مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَار إِنَّه لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هٰذَا العَبْد فَإِن هٰذَا اللَّفْظ مُحكم فِي لُزُومه بَدَلا عَنهُ وعَلى هٰذَا نَظَائِره وَحكم الْمُفَسّر والمحكم لُزُوم الْعَمَل بهما لاَ محَالة ثمَّ لهَذِهِ الْأَرْبَعَة أَرْبَعَة أُخْرَى تقَابلهَا فضد الظَّاهِر الْخَفي وضد النَّص الْمُشكل وضد الْمُفَسّر الْمُجْمل وضد الْمُحكم الْمُتَشَابه.

কোন বক্তার উক্তি ‘অমুক আমার কাছে একহাজার টাকা পাবে’। তার এ উক্তি ঋণের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ظاهر এবং স্থানীয় প্রচলিত মুদ্রার ব্যাপারে নস। কিন্তু যখন অমুক দেশীয় টাকা বলে ব্যাখ্যা করে দেয়, তবে তা মুফাসসার হবে। এবং তা নসের উপর প্রধান্য পাবে। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় টাকা নয় এবং সে বিশেষ দেশের টাকা দিতে হবে। এর অন্যান্য উদাহরণ গুলোও এর উপর কিয়াস করতে হবে। আর

محكم হল, সে উক্তি যা মুফাসসার উক্তি হতেও এত অধিক সুদৃঢ় ও নিশ্চিত হয় যে ক্ষেত্রে হয় যে তাতে অন্যথা (অন্য কোনো মর্মার্থ খোঁজা) মোটেই জায়েজ নেই। এর উদাহরণ পবিত্র কোরানের আয়াত “আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত আছেন এবং আল্লাহ কোনো মানুষের উপর জুলুম করেন না” ইসলামি আইনে এর দৃষ্টান্ত হলো যা আমরা ইতোপূর্বে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি যে, গোলামের মূল্য বাবদ অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এক হাজার টাকা পাবে। কেননা, গোলামের মূল্য বাবদ অমুকের এক হাজার টাকা পাওনা এটা মুহকাম। অনুরূপ অন্যান্য উদাহরণকেও এ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। মুহকাম ও মুফাসসার (বিশ্লেষিত উক্তি ও অকাট্য উক্তি) বক্তব্যকে আবশ্যকরূপে কার্যকর করাই বিধান। এ চারটির বিপরীতে আরো চারটি বিষয় আছে। যথা ظاهر এর বিপরীত خفى। نص এর বিপরীত مشكل। مفسر এর বিপরীত مجمل এবং محكم উক্তির বিপরীত الْمُتَشَابه (মুতাশাবিহ)।

فالخفي مَا خْفى المُرَاد بهَا بِعَارِض لاَ من حَيْثُ الصِّيغَة مِثَاله فِي قَوْله تَعَالٰى: "وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا" فَإِنَّهُ ظَاهر فِي حق السَّارِق خَفِي فِي حق الطرار والنباش وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى : "الزَّانِيَة وَالزَّانِي" ظاهرفِي حق الزَّانِي خَفِي فِي حق اللوطي وَلَو حلف لاَ يَأْكُل فَاكِهَة كَانَ ظَاهرا فِيمَا يتفكه بِهِ خفِيا فِي حق الْعِنَب وَالرُّمَّان وَحكم الْخَفي وجوب الطّلب حَتَّى يَزُول عَنهُ الخفاء وَأما الْمُشكل فَهُوَ مَا ازْدَادَ خَفَاء على الْخَفي كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِي على السَّامع حَقِيقَته دخل فِي أشكاله وَأَمْثَاله حَتَّى لاَ ينَال المُرَاد إِلاَ بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يتَمَيَّز عَن أَمْثَاله.

অতঃপর خفى ঐ বাক্যকে কে বলে, যার অর্থে বাহ্যিক কারণে অস্পষ্টতা থাকে, মূল শব্দের কারণে নয়। যেমন আল্লহ্ তাআলার বাণী “চোর পুরুষ এবং মহিলা হোক উভয়ের হাত কেটে দাও”। এ আয়াত চোরের হাতকাটার ব্যাপারে ظاهر বা সরাসরি উক্তি। কিন্তু কাফন চোর ও পকেট মার এর ব্যাপারে خفى অস্পষ্ট। আর অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার বাণী الزانية والزانى এ আয়াতটি ব্যাভিচারের ব্যাপরে ظاهر কিন্তু لواطت তথা সমকামিতার ব্যাপারে خفى বা অস্পষ্ট। যদি কেউ ফল খাবে না বলে শপথ করে তবে তা সে সব ফলের ব্যাপারে ظاهر যা تفكه হিসেবে খাওয়া হয়। আর আঙ্গুর ও বেদানা ইত্যাদির ব্যাপারে خفى। خفى এর হুকুম এই যে, উহার হতে অস্পষ্টতা দূর হওয়া

পর্যন্ত অন্বেষায় থাকতে হবে। مُشكل বলা হয় যার মধ্যে خفى এর তুলনায় অস্পষ্টতা বেশি। বিষয়টি এমন যে, প্রকৃত মর্ম শ্রোতার নিকট خفى হওয়ার কারণে উহার তদানুরূপ অর্থবহ শব্দ বা বাক্যসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে উহার মর্মার্থ উদঘাটন করা কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। অতঃপর প্রথমে অনুসন্ধান, পরে গভীর চিন্তা গবেষণা দ্বারা উহার অনুরূপ মর্মার্থ থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত সঠিক মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

وَنَظِيره فِي الْأَحْكَام لَو حلف لاَ يأتدم فَإِنَّهُ ظَاهر فِي الْخَلّ والدبس فَإِنَّمَا هُوَ مُشكل فِي اللَّحْم وَالْبيض والجبن حَتَّى يطْلب فِي معنى الائتدام ثمَّ يتَأَمَّل أَن ذالك الْمَعْنى هَل يُوجد فِي اللَّحْم وَالْبيض والجبن أَم لاَ ثمَّ فوق الْمُشكل الْمُجْمل وَهُوَ مَا احْتمل وُجُوهًا فَصَارَ بِحَال لاَ يُوقف على المُرَاد بِهِ إِلاَ بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم وَنَظِيره فِي الشرعيات قَوْله تَعَالٰى {وَحرم الرِّبَا} فَإِن الْمَفْهُوم من الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة الْمُطلقَة وَهِي غير مُرَادة بل المُرَاد الزِّيَادَة الخالية عَن الْعِوَض فِي بيع المقدرات المتجانسة وَاللَّفْظ لاَ دلاَلَة لَهُ على هٰذَا فَلاَ ينَال المُرَاد بِالتَّأَمُّلِ ثمَّ فَوق الْمُجْمل فِي الخفاء الْمُتَشَابه مِثَال الْمُتَشَابه الْحُرُوف المقطعات فِي أَوَائِل السُّور وَحكم الْمُجْمل والمتشابه اعْتِقَاد حقية المُرَاد بِهِ حَتَّى يَأْتِي الْبَيَان.

শরিয়তের বিধানে مشكل এর উদাহরণ- যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে যে, সে তরকারি খাবে না। সুতরাং এটি সিরকা ও খুরমার রসের ক্ষেত্রে ظاهر বা স্পষ্ট উক্তি আর গোশত, ডিম ও পনিরের ব্যাপারে مشكل। কাজেই তরকারি অর্থ কি এবং তা গোশত, ডিম ও পনিরে পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মুশকালের চেয়ে অধিক অস্পষ্ট উক্তি হল মুজমালের এবং মুজমালের উক্তিতে বিভিন্ন দিক ও অবস্থার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কাজেই বক্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে মুজমালের অর্থ জানা যাবে না। শরিয়তের আইনে মুজমালের উদাহরণ আল্লাহর বাণী حرم الربوا অর্থাৎ সুদ হারাম। আয়াতে বর্ণিত রিবা অর্থ অতিরিক্ত শর্তহীন বৃদ্ধি। অথচ এ অর্থ এখানে গৃহিত হয়নি, বরং অর্থ সে বৃদ্ধি যা মাপে ওজনে বিক্রয় যোগ্য জিনিস সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করার সময় বিনা বিনিময়ে হয়। কিন্তু আয়াতে রিবা শব্দটি এ বিশেষ ধরসের বৃদ্ধি বুঝায় না। সুতরাং চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে রেবার মর্মার্থ উদঘাটন করা যাবে না। আর متشابه এর অর্থের

অস্পষ্টতা মুজমালের চাইতেও অধিক। **متشابه** এর উদাহরণ হলো- পবিত্র কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথম বিচ্ছিন্ন উচ্চারিত অক্ষরসমূহ (যেমন حم– الم– ق– طس– ইত্যাদি)। মুজমাল ও মুতাশাবিহের হুকুম হলো তার ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত তার সত্যতা সম্পর্কে ইমান রাখতে হবে।

الدرس السابع : فيما يترك به حقائق الالفاظ

وَمَا يتْرك بِهِ حَقِيقَة اللَّفْظ خَمْسَة أَنْوَاع أَحدهَا دلاَلَة الْعرف وَذالك لِأَن ثُبُوت الْأَحْكَام بالألفاظ إِنَّمَا كَانَ لدلاَلَة اللَّفْظ على الْمَعْنى المُرَاد للمتكلم فَإِذا كَانَ الْمَعْنى متعارفا بَين النَّاس كَانَ ذالك الْمَعْنى الْمُتَعَارف دَلِيلا على أَنه هُوَ المُرَاد بِهِ ظَاهرا فيترتب عَلَيْهِ الحكم مِثَاله لَو حلف لاَ يَشْتَرِي رَأْسا فَهُوَ على مَا تعارفه النَّاس فَلاَ يَحْنَث بِرَأْس العصفور والحمامة وَكَذالك لَو حلف لاَ يَأْكُل بيضًا كَانَ ذالك على الْمُتَعَارف فَلاَ يَحْنَث بتناول بيض العصفور والحمامة وَبِهٰذَا ظهر أَن ترك الْحَقِيقَة لاَ يُوجب الْمصير إِلَى الْمجَاز بل جَازَ أَن تثبت بِهِ الْحَقِيقَة القاصرة ومثاله تَقْيِيد الْعَام بِالْبَعْضِ وَكَذالك لَو نذر حجا أَو مشيا إِلَى بَيت الله تَعَالٰى أَو أَن يضْرب بِثَوْبِهِ حطيم الْكَعْبَة يلْزمه الْحَج بِأَفْعَال مَعْلُومَة لوُجُود الْعرف.

সপ্তম পাঠ : যে সকল কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাজ্য হয়

যে সকল কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয় তা পাঁচ প্রকার। এদের প্রথমটি হল **دلالة العرف** বা প্রচলিত নির্দেশনা। (একাধিক অর্থ সম্বলিত কোনো একটি অর্থ সমাজে প্রসিদ্ধ লাভ করাকেই দালালতে ওরফ বা সাধারণ প্রচলন বলে)। এর কারণ হল শব্দ বক্তার উদ্দেশ্যের উপর দালালত বা নির্দেশনার কারণেই শব্দের দ্বারা আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব শব্দের অর্থ যখন সাধারণ প্রচলিত প্রসিদ্ধ হয়, তখন এই প্রসিদ্ধি পাওয়াই একথার প্রমাণ যে বক্তার কথা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং সে অর্থ অনুসারেই বিধান কার্যকর হবে। এর উদাহরণ হলো, যেমন যদি কেউ শপথ করে যে, মাথা ক্রয় করবে না ইহা দ্বারা সে মাথাই বুঝাবে যে মাথা ক্রয় করার প্রচলন মানুষের মাঝে রয়েছে। কাজেই চুড়ই পাখির মাথা কিংবা কবুতরের মাথা ক্রয় করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। অনুরূপভাবে যদি শপথ করে যে, ডিম খাবে না, তাহলে সে ডিমই বুঝাবে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুতরাং কবুতরের ডিম বা চড়ই পাখির ডিম খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। উভয় মাসআলা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থ বর্জিত

হলে যে, مجاز বা রূপক অর্থ গৃহীত হবে এমন নয়। বরং حقيقة قاصرة তথা সঠিক অর্থের অংশ বিশেষ বুঝানো যেতে পারে। উহার উদাহরণ হলো عام বা ব্যাপক অর্থের শব্দকে তার বিশেষ অংশের জন্য নির্দিষ্ট করা। অনুরূপভাবে যদি কেউ হজ্জের মান্নত করে, কিংবা পায়ে হেটে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা করার মান্নত করে, অথবা হাতিমে কা'বা কে নিজের কাপড় দিয়ে আঘাত করার নিয়ত করে, তবে নির্ধারিত কার্যকলাপ সহকারে হজ সম্পন্ন করা প্রচলিত অর্থ অনুসারে তার উপর ওয়াজিব হবে।

وَالثَّانِي قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلاَلَة فِي نفس الْكَلاَم مِثَاله إِذا قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حرلم يعْتق مكاتبوه وَلاَ من أعتق بعضه إِلاَ إِذا نوى دُخُولهمْ لِأَن لفظ الْمَمْلُوك مُطلق يتَنَاوَل الْمَمْلُوك من كل وجه وَالْمكَاتب لَيْسَ بمملوك من كل وَجه وَلِهٰذَا لم يجز تصرفه فِيهِ وَلاَ يحل لَهُ وَطْء الْمُكَاتبَة وَلَو تزوج الْمكَاتب بنت مَوْلاَهُ ثمَّ مَاتَ الْمولى وورثته الْبِنْت لم يفْسد النِّكَاح وَإِذا لم يكن مَمْلُوكا من كل وَجه لاَ يدْخل تَحت لفظ الْمَمْلُوك الْمُطلق وَهٰذَا بِخِلاَف الْمُدبر وَأم الْوَلَد فَإِن الْملك فيهمَا كَامِل وَلذَا حل وَطئ الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد وَإِنَّمَا النُّقْصَان فِي الرّقّ من حَيْثُ أَنه يزُول بِالْمَوْتِ لاَ محَالة.

যে পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা হাকিকি অর্থ পরিত্যক্ত হয় তার মধ্যে হতে দ্বিতীয়টি হল دلالة فِي نفس الكلام অর্থাৎ বক্তার বক্তব্যে ও বাচন ভঙ্গি দ্বারাই প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়। উহার উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বলে “আমার মালিকানা ভুক্ত প্রতিটি গোলাম আযাদ”, তখন তার مكاتب গোলাম এবং ঐ গোলাম যার কিছু অংশ পূর্বে আযাদ করা হয়েছে, তারা স্বাধীন হবে না। তবে বক্তা যদি তার উক্তির সময় مكاتب এবং অন্যান্য প্রতিটি গোলাম আযাদ হওয়ার নিয়ত করে থাকে তবে তারা আযাদ হবে। কেননা مملوك তথা মালিকানাভুক্ত শব্দটি مطلق বা শর্তহীন হওয়ার কারণে ঐ সকল মালিকানাভুক্তকে শামিল করে, যারা সম্পূর্ণ রূপে তারা মালিকানাভুক্ত। আর মুকাতাব পূর্ণাঙ্গ মালিকানাভুক্ত নয়। এ কারণেই মনিবের জন্য مكاتب গোলামের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ গোলাম ও দাসীর মত ক্ষমতা প্রয়োগ করা বৈধ নেই, এবং মনিবের জন্য মুকাতাবা গোলামের সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না। আর مكاتب গোলাম যদি তার মনিবের কন্যাকে বিবাহ করে, অতঃপর মুনিব মারা যায় এবং তার কন্যা ওয়ারিশ সূত্রে গোলাম স্বামীর মালিক হয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হবে না। কেননা সেই

مكاتب পূর্ণাঙ্গ গোলামির অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে সাধারণভাবে মালিকানাভুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ইহা মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ এর বিপরীত। কারণ, তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই **مُدبرَة** ও **ام ولد** এর সাথে যৌন ক্রিয়া বৈধ। তবে তাদের দাসত্বের মধ্যে এতটুকু অপূর্ণতা আছে যে, মুনিবের মৃত্যুর পরে তাদের দাসত্ব অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে।

وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا أعتق الْمكَاتب عَن كَفَّارَة يَمِينه أَو ظهاره جَازَ وَلاَ يجوز فيهمَا إِعْتَاق الْمُدبر وَأم الْوَلَد لِأَن الْوَاجِب هُوَ التَّحْرِير وَهُوَ إِثْبَات الْحُرِّيَّة بِإِزَالَة الرّق فَإِذا كَانَ الرّق فِي الْمكَاتب كَامِلا كَانَ تحريره تحريرا من جَمِيع الْوُجُوه وَفِي الْمُدبر وَأم الْوَلَد لما كَانَ الرّق نَاقِصا لاَ يكون التَّحْرِير تحريرا من كل الْوُجُوه وَالثَّالِث قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة سِيَاق الْكَلَام قَالَ فِي (السّير الْكَبِير) إِذا قَالَ الْمُسلم للحربي إنزل فَنزل كَانَ آمنا وَلَو قَالَ إنزل إِن كنت رجلا فَنزل لَا يكون آمنا وَلَو قَالَ الْحَرْبِيّ الْأمان الْأمان فَقَالَ الْمُسلم الْأمان الْأمان كَانَ أمنا وَلَو قَالَ الْأمان ستعلم مَا تلقى غَداـو لَا تعجل حَتَّى ترى فَنزل لَا يكون آمنا وَلَو قا اشْتَرِ لي جَارِيَة لتخدمني فَاشْترى العمياء أَو الشلاء لَا يجوز وَلَو قَالَ اشْتَرِ لي جَارِيَة حَتَّى أطأها فَاشْترى أُخْته من الرَّضَاع لَا يكون عَن الْمُوكل.

উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা বলি যে, মুনিব যখন **مكاتب** কে কসম করা বা যিহারের কাফ্ফারা বাবদ আযাদ করে দেয়, তখন সে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। তবে মুদাব্বার গোলাম ও উম্মে ওলাদকে আযাদ করলে কাফফারা পরিশোধ হবে না। কেননা এ সব কাফফারায় গোলাম স্বাধীন করা ওয়াজিব এবং গোলাম স্বাধীন করার অর্থ হল গোলামি দূর করে আযাদি কায়েম করা **مكاتب** যেহেতু পূর্ণাঙ্গ গোলাম। তাই কাফফারা স্বরূপ আযাদ করলে আযাদ হয়ে যাবে। আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ যেহেতু আংশিক গোলাম সেহেতু তাদেরকে দিয়ে কাফফারা আদায় করলে আযাদ হবে না। যে পাঁচটি বিষয় দ্বারা হাকিকি অর্থ পরিত্যক্ত হয় তার মধ্যে তৃতীয়টি হল **سياق كلام** বা বাক্যের পূর্বাপর শব্দসমূহ দ্বারা মর্ম উদঘাটন। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিয়ারে কবির কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম হরবিকে বলে, তুমি নেমে আস। সে মতে ঐ ব্যক্তি নেমে আসল তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি বলে, তুমি পুরুষ হও তবে নেমে আস, তাহলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে না। আর যদি মুসলমান বলে নিরাপত্তা নিরাপত্তা, আর মুসলিম বলল,

নিরাপত্তা তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি হরবি নিরাপত্তা বলে। কিন্তু মুসলিম নিরাপত্তা বলার সাথে এ কথাও বলে দেয় যে, তাড়াতাড়ি জানতে পারবে কাল কিসের সম্মুখীন হবে, অথবা ব্যস্ত হওয়ার অবকাশ নেই দেখতে পাবে। এরপর সে নেমে আসলে নিরাপত্তা লাভ করবে না। আর যদি কেউ বলে তুমি আমাকে ভাল একটি বাদী ক্রয় করে দাও, যেন সে আমার খেদমত করতে পারে। অতঃপর সে তার জন্য একটা অন্ধ বা বিকালঙ্গ দাসী ক্রয় করে দিল। তবে তা বৈধ হবে না। আর যদি বলে আমার জন্য এমন একজন দাসী কিনে আন যার সাথে সহবাস করতে পারি। অতঃপর সে তার জন্য উক্ত ব্যক্তির দুধ বোন ক্রয় করে আনল। তখন এ ক্রয়ের দায় তার মুয়াক্কেল তথা ক্ষমতা দানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে না।

وعَلى هٰذَا قُلْنَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام (إِذا وَقع الذُّبَاب فِي طَعَام أحدكُم فامقلوه ثمَّ انقلوه فَإِن فِي إِحْدَى جناحيه دَاء وَفِي الْأُخْرَى دَوَاء وَإِنَّهُ ليقدم الدَّاء على الدَّوَاء) دلّ سِيَاق الْكَلَام على أَن الْمقل لدفع الْأَذَى عَنَّا لَا لأمر تعبدي حَقًّا للشَّرْع فَلَا يكون للْإِيجَاب وَقَوله تَعَالَى : "إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء" عقيب قَوْله تَعَالَى : "وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات" يدل على أَن ذكر الْأَصْنَاف لقطع طمعهم من الصَّدقَات بِبَيَان المصارف لَهَا فَلَا يتَوَقَّف الْخُرُوج عَن الْعهْدَة على الْأَدَاء إِلَى الْكل وَالرَّابِع قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة من قبل الْمُتَكَلّم مِثَاله قَوْله تَعَالَى : "فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر" وَذَالك لِأَن الله تَعَالَى حَكِيم وَالْكفْر قَبِيح والحكيم لَا يَأْمر بِهِ فَيتْرك دلَالَة اللَّفْظ على الْأَمر بحكمة الْأَمر وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا وكل بشرَاء اللَّحْم فَإِن كَانَ مُسَافِرًا نزل على الطَّرِيق فَهُوَ على الْمَطْبُوخ أَو على المشوي. وَإِن كَانَ صَاحب منزل فَهُوَ على النيء

سياق كلام তথা বাক্যের পূর্বাপর বাচনভঙ্গি এর কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হওয়ার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী “যখন তোমাদের কারো খাবারের মধ্যে মাছি পতিত হয়, তাহলে মাছিকে খাবারের ভেতরে ভাল করে ডুবিয়ে দাও”। তারপর এটাকে খাবার থেকে তুলে ফেলে দাও। কারণ, তার এক ডানার রয়েছে রোগ ও অপর ডানায় মধ্যে রয়েছে ওষুধ। আর তখন রোগ জীবানু অগ্রগামী হয় ওষুধের উপর। এখানে سياق كلام বা বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, মাছি ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশটি আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট মুক্ত রাখার জন্য দেয়া হয়েছে। শরিয়তের কোনো আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন করার জন্য নয়। তাই উক্ত

২০১৫ আমল দ্বারা وجوب হওয়া প্রমাণিত হবে না।

আর আল্লাহর বাণী انما الصدقات للفقراء (অর্থাৎ সদকা ফকির প্রমূখদের জন্য)- এ আয়াতটি আল্লাহ্ তাআলার বাণী- وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات (অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে হতে এমন লোক রয়েছে যারা সদকাসমূহের ব্যাপারে আপনার সমালোচনা করে)– এ আয়াতের পরে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এতে জাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে জাকাত প্রসঙ্গে সমলোচনাকারীদের জাকাত প্রাপ্তির আকাঙ্খা রোধ করার জন্য। অতএব জাকাতের হকদারদের প্রত্যেককে জাকাত প্রদানের ওপর জাকাত আদায়ের দায়িত্ব হতে অব্যহিত লাভ করা নির্ভরশীল নয়। যে কারণে শব্দের حقيقة তথা প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয় চতুর্থ কারণ হল دلالة من قبل المتكلم তথা বক্তার অবস্থার নির্দেশনা। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় বক্তার অবস্থার কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয়। এর উদাহরণ হল আল্লাহর বাণী "যারা ইচ্ছা করবে ইমান আনয়ণ করবে, আর যারা ইচ্ছা করবে কুফরি করবে"। (এ আয়াতে বক্তার অবস্থার কারণে প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়েছে)। কেননা, মহান আল্লাহ হলেন প্রজ্ঞাময় আর কুফরি হল ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। সুতরাং যিনি প্রজ্ঞাময় তিনি কুফরি কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না। (অর্থাৎ এ ধরণের নির্দেশ হাকিমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা হাকিম হবার কারণে এ ক্ষেত্রে আদেশ সূচক শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হবে)। আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলি, যদি কেউ গোশত ক্রয় করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করে, আর নিয়োগকারী যদি এমন মুসাফির হয় যে পথে অবস্থান করছে। তবে গোশত ক্রয় করার শব্দ দ্বারা রান্না করা গোশত কিংবা ভাজা গোশত উদ্দেশ্য হবে। আর যদি নিয়োগকারী বাড়িতে অবস্থানকারী হয় তাহলে গোশত দ্বারা কাঁচা গোশত বুঝাবে।

وَمن هٰذَا النَّوْع يَمِين الْفَوْر مِثَاله إِذا قَالَ تعال تغد معي فَقَالَ وَالله لَا أتغدى ينْصَرف ذالك إِلَى الْغَدَاء الْمَدْعُو إِلَيْهِ حَتَّى لَو تغدى بعد ذالك فِي منزله مَعَه أَو مَعَ غَيره فِي ذالك الْيَوْم لايحنث وَكَذَا إِذا قَامَت الْمَرْأَة تُرِيدُ الْخُرُوج فَقَالَ الزَّوْج إِن خرجت فَأَنت كَذَا كَانَ الحكم مَقْصُورا على الْحَال حَتَّى لَو خرجت بعد ذالك لَا يَحْنَث وَالْخَامِس قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة مَحل الْكَلَام بِأَن كَانَ الْمحل لَا يقبل حَقِيقَة اللَّفْظ ومثاله انْعِقَاد نِكَاح الْحرَّة بِلَفْظ البيع وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك والصدقة وَقَوله لعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوف النّسَب من غَيره هٰذَا إبني وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر سنا من الْمولى هٰذَا إبني كَانَ مجَازًا عَن الْعتْق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ خلافًا لَهما بِنَاء على مَا ذكرنَا أَن الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق اللَّفْظ عِنْده وَفِي حق الحكم عِنْدهمَا.

বক্তার বাচন ভঙ্গিতে শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হওয়ার এক উদাহরণ হল يمين الفور তথা তাৎক্ষণিক কৃত শপথ। যেমন যদি কেউ কাউকে বলে যে, আস। তুমি আমার সাথে সকালের নাস্তা করবে। অতঃপর সে বলল, আল্লাহর শপথ, আমি নাস্তা করব না। তার এই শপথ শুধু সে নাস্তার ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে যে নাস্তার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছে। অতএব, উক্ত নাস্তা শেষ হওয়ার পর শপথকারী দাওয়াত দাতার সাথে বা অন্য কারো সাথে তারই বাড়িতে সে দিনই যদি সকাল বেলার নাস্তা করে তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী ঘর হতে বের হওয়ার মনস্থ করলে স্বামী যদি বলে, যদি তুমি ঘর থেকে বের হও তাহলে তুমি তালাক। এ হুকুমটি তাৎক্ষণিক বের হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। অতএব, যদি সে পরে বের হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। যে সকল কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয় তার পঞ্চমটি হল دلالة محل الكلام অর্থাৎ বাক্যের প্রয়োগ ক্ষেত্রের বিচারে প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়। বাক্যটি এমন অবস্থায় বলা যা শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করে না। এর উদাহরণ হল بيع (বিক্রি) هبة (হেবা) تمليك (মালিকানা) ও صدقة সাদকা) দ্বারা স্বাধীন নারীর বিবাহ সংঘটিত করার চেষ্টা করা এবং যে গোলামের বংশ মুনিবের ভিন্ন বংশের হওয়া সকলের কাছে প্রসিদ্ধ তাকে মুনিব বলল هذا ابنى এ আমার ছেলে। অনুরূপভাবে মুনিব হতে অধিক বয়স্ক গোলামকে যদি বলে هذا ابنى এ আমার ছেলে–ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে এটি রূপক অর্থে আযাদ করার জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এ মতামত সাহেবাইনের অভিমতের বিপরীত। আর এ মতবিরোধের মূল ভিত্তি হল সে মতভেদের উপর যার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমর মতে শাব্দিকভাবে মাজাজ হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত আর সাহেবাইনের মতে হুকুমের ক্ষেত্রে মাজাজ হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত।

الدرس الثامن : النص (العبارة، الاشارة، و الدلائل، و الاقتضاء)

نعنى بها عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه فاما عبارة النص فهوما سيق الكلام لاجله واريد به قصدا واما اشارة النص فهى ماثبت بنظم النص من غير زِيَادَة وَهُوَ غير ظَاهر من كل وَجه وَلَا سيق الْكَلَام لأَجله مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ} الْآيَة فَإِنَّهُ سيق لبَيَان اسْتِحْقَاق الْغَنِيمَة فَصَارَ نصا فِي ذالك وَقد ثَبت فَقرهمْ بنظم النَّص فَكَانَ إِشَارَة إِلَى أَن اسْتِيلَاء الْكَافِر على مَال الْمُسلم سَبَب لثُبُوت الْملك للْكَافِرِ إِذْ لَو كَانَت الْأَمْوَال بَاقِيَة على ملكهم لَا يثبت فَقرهمْ وَيخرج مِنْهُ الحكم فِي مَسْأَلَة الِاسْتِيلَاء وَحكم

ثُبُوت الْملك للتاجر بِالشِّرَاءِ مِنْهُم وتصرفاته من البيع وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَحكم ثُبُوت الاستغنام وَثُبُوت الْملك للغازي وَعجز الْمَالِك عَن انْتِزَاعه من يَده وتفريعاته.

অষ্টম পাঠ : ইবারাতুন্নস, ইশারাতুন্নস, দালালাতুন্নস এবং ইকতেদাউন্নস

متعلقات النصوص দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল عبارة النص, اشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص। অতঃপর عبارة النص বাক্যের ঐ অর্থকে বলে, যার কারণে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় এবং ঐ কারণটিকেই উদ্দেশ্যগতভাবে অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর اشارة النص বাক্যের ঐ অর্থকে বলা হয় যা কোনো কিছু বৃদ্ধি না করেই নসের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে তা সর্বদিক থেকে স্পষ্ট নয় এবং ঐ অর্থের জন্য মুখ্যতঃ বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়নি। এ দুটির উদাহরণ হল আল্লাহ তাআলার বাণী لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ অর্থাৎ গনিমতের মালের হকদার সে সব গরিব মুহাজির যাঁরা তাঁদের বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছেন। এ আয়াতটিতে গনিমতের মালের হকদার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতটি এ ব্যাপারে نص তথা স্পষ্টভাষ্য। আর نص এর শব্দ দ্বারা তাঁদের তথা মুহাজিরদের দারিদ্র্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই উহার মধ্যে এ কথার প্রতি اشارة বা ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফেরগণ মুহাজিদের মাল দখল করলে তারা মালিক সাব্যস্ত হবে। কারণ, কাফেরদের দখল নেয়ার পরও যদি ঐ সম্পত্তিতে মুহাজিরদের মালিকানা স্বত্ব থাকত, তাহলে তাদের দারিদ্র্য প্রমাণ হবে না। এই اشارة النص তথা ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য হতে مسئلة الِاسْتِيلَاء অর্থাৎ মুসলমানের ফেলে আসা সম্পত্তিতে কাফেরেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা; তাদের (কাফেরদের) থেকে যে ব্যবসায়ী উক্ত মাল ক্রয় করবে তাতে ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া; উক্ত ক্রয়কৃত মাল পুনরায় বিক্রি করা, দান করা, গোলাম হলে তাকে আযাদ করার ক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়া ইত্যাদি হুকুম; ঐ মাল কাফেরদের হাত থেকে (জেহাদের মাধ্যমে) পুনরায় অর্জিত হলে উহাকে গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য করা; গাজিদের জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মুজাহিদদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরাতন মালিককে প্রদান করার অধিকার না থাকা ইত্যাদি আহকাম নির্গত হয়।

وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى : "أحل لكم لَيْلَة الصّيام الرَّفَث" إِلَى قَوْله تَعَالٰى : "ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل" فالإمساك فِي أول الصُّبْح يتَحَقَّق مَعَ الْجَنَابَة لِأَن من ضَرُورَة حل الْمُبَاشرَة إِلَى الصُّبْح

أَن يكون الْجُزْء الأول من النَّهَار مَعَ وجود الْجَنَابَة والإمساك فِي ذالك الْجُزْء صَوْم أَمر العَبْد بإتمامه فكَانَ هٰذَا إِشَارَة إِلَى أَن الْجَنَابَة لَا تنَافِي الصَّوْم وَلزِمَ من ذالك أَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق لَا يُنَافِي بَقَاء الصَّوْم وَيتَفَرَّع مِنْهُ أَن من ذاق شَيْئا بفمه لم يفْسد صَوْمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمَاء مالحا يجد طعمه عِنْد الْمَضْمَضَة لَا يفْسد بِهِ الصَّوْم وَعلم مِنْهُ حكم الِاحْتِلَام والاحتجام والادهان لِأَن الْكتاب لما سمي الْإِمْسَاك اللَّازِم بِوَاسِطَة الِانْتِهَاء عَن الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي أول الصُّبْح صوما علم أَن ركن الصَّوْم يتم بالانتهاء عَن الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة

অনুরূপ اشارة النص এর উদাহরণ হল- আল্লাহ তাআলার বাণী “রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল করা হয়েছে”। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে- “অতএব তোমরা রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর”। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে ভোরের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বৈধ, তাই ভোরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের সহবাসের কারণে দিনের প্রথম অংশ جنابت অবস্থায় আরম্ভ হতে বাধ্য। অথচ দিনের সে অংশে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম রোজা–যা পূর্ণ করার জন্য বান্দাকে হুকুম করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর এ বাণী جنابت বা অপবিত্রতা রোজার জন্য যে ক্ষতিকর নয়–এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। আর তাতে এটাও প্রকাশ পেয়েছে যে, গোসল করার সময় নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা রোজার ক্ষতিকর নয়। আর তাতে এ মাসলাটিও নির্গত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় তার জিহবা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করে তাতে রোজা নষ্ট হবে না। কারণ গোসলের পানি যদি লবণাক্ত হয় এবং কুলির সময় সেই লবণাক্ততার স্বাদ অনুভূত হয় তাতে রোজা ভাঙবে না। এর থেকে স্বপ্নদোষ, সিংঙ্গা লাগানো এবং তৈল লাগানোর বিধানটিও জানা যায়। (অর্থাৎ এগুলো দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না) কেননা, কোরআনে কারিমে উল্লিখিত তিনটি কাজ দিনের প্রথম ভাগে করা হতে বিরত থাকাকে রোজা বলে অভিহিত করেছে। কাজেই বুঝা গেল রোজার রোকন তখন পূর্ণ হয় যখন রোজাদার উক্ত তিনটি বিষয় হতে নিজকে বিরত রাখে।

وعَلى هٰذَا يخرج الحكم فِي مَسْأَلَة التبييت فَإِن قصد الْإِتْيَان بالمأمور بِهِ إِنَّمَا يلْزمه عِنْد توجه الْأَمر وَالْأَمر إِنَّمَا يتَوَجَّه بعد الْجُزْء الأول لقَوْله تَعَالٰى : "ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل" وَأما دلَالَة النَّص فَهِيَ مَا علم عِلّة للْحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لُغَة لَا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطا مِثَاله فِي قَوْله تَعَالٰى : "فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما" فالعالم بأوضاع اللُّغَة يفهم بِأول السماع أَن تَحْرِيم

التأفيف لدفع الْأَذَى عَنْهُمَا وَحكم هٰذَا النَّوْع عُمُوم الحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لعُمُوم علته وَلِهٰذَا الْمَعْنى قُلْنَا بِتَحْرِيم الضَّرْب والشتم والاستخدام عَن الْأَب بِسَبَب الْإِجَارَة وَالْحَبْس بِسَبَب الدّين وَالْقَتْل قصاصاثمَّ دلَالَة النَّص بِمَنْزِلَة النَّص حَتَّى صَحَّ إِثْبَات الْعقُوبَة بِدلَالَة النَّص قَالَ أَصْحَابنَا وَجَبت الْكَفَّارَة بالوقاع بِالنَّصِّ وبالأكل والشرب بِدلَالَة النَّص وعَلى اعْتِبَار هٰذَا الْمَعْنى قَيل يدارالحكم على تِلْكَ الْعلَّة

আর এর উপর ভিত্তি করে রাতের বেলায় রোজার নিয়ত করা প্রয়োজন কিনা সেই বিধান নির্গত হয়। কেননা নির্দেশিত مامور به তথা রোজা কার্যকর করার নিয়ত তখনই জরুরি হয় যখন সে নির্দেশটি বাস্তবায়ন করতে যায়। আর নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু হয় দিনের প্রথম ভাগ হতে। কেননা আল্লাহর বাণী ثم اتموا الصيام এর মধ্যে ثم শব্দটি বা বিলম্ব অর্থ প্রকাশ করার জন্য নির্গত (এতে বুঝা গেল যে, রাতে রোজার নিয়ত করা আবশ্যক নয়)।

دلالة النص বলা হয় এমন অর্থকে যা আভিধানিক দৃষ্টিকোণে আদিষ্ট হুকুমের কারণ থেকে বুঝা যায়–ইজতেহাদ বা ইসতেমবাতের দিক দিয়ে নয়। এর উদাহরণ হল আল্লাহ তাআলার বাণী “পিতা-মাতার ব্যাপারে উহ শব্দও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না”। যারা ভাষায় অভিজ্ঞ তারা এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই বুঝতে পারেন যে, উহ শব্দ হারাম হওয়ার কারণ হলো পিতামাতার কষ্ট দূর করা। دلالة النص এর হুকুম এই যে, ইল্লত বা কারণ আম হওয়ার কারণে ঘোষিত নির্দেশও আম হবে। অতএব আমরা হানাফিগণ বলি যে, পিতা-মাতাকে মারপিট করা, গালমন্দ করা, পিতা-মাতাকে মজদুর হিসেবে খাঠিয়ে খেদমত আদায় করা, ঋণের দায়ে পিতাকে বন্দী করা এবং হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা ইত্যাদি হারাম।

অতঃপর دلالة النص অন্যান্য নসের মতই অকাট্য। এমনকি ইহা দ্বারা দন্ড বিধিও কার্যকর করা শুদ্ধ হবে। আর এর ভিত্তিতে হানাফিগণ বলেন যে, রোজার মধ্যে দিনের বেলায় সহবাসের কারণে কাফফারা যে ওয়াজিব তা নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর পানাহার করার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া دلالة النص দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দালালাতুন নস অকাট্য হওয়ার কারণে কেউ কেউ বলেছেন যে, ইল্লত এর ভিত্তিতে হুকুম আবর্তিত হবে অর্থাৎ ইল্লত পাওয়া গেলেই নির্দেশনা কার্যকর হবে।

قَالَ الإِمَام القَاضِي أَبُو زيد لَو أَن قوما يعدون التأفيف كَرَامَة لَا يحرم عَلَيْهِم تأفيف الْأَبَوَيْنِ وَكَذالك قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالٰى : "يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نُودي" الْآيَة ان المعنى فى كون البيع منهيا للاخلال بالسعى الى الجمعة وَلَو فَرضنَا بيعا لَا يمْنَع الْعَاقِدين عَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة بِأَن كَانَا فِي سفينة تجْرِي إِلَى الْجَامِع لَا يكره البيع وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا حلف لَا يضْرب امْرَأَته فَمد شعرهَا أَو عضها أَو خنقها يَحْنَث إِذا كَانَ بِوَجْه الإيلام وَلَو وجد صُورَة الضَّرْب وَمد الشّعْر عِنْد الملاعبة دون الإيلام لَا يَحْنَث وَمن حلف لَا يضْرب فلَانا فَضَربهُ بعد مَوته لَا يَحْنَث لِانْعِدَامِ معنى الضَّرْب وَهُوَ الإيلام وَكَذَا لَو حلف لَا يكلم فلَانا فَكَلمهُ بعد مَوته لَا يَحْنَث لعدم الإفهام وَبِاعْتِبَار هٰذَا الْمَعْنى يُقَال إِذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل لحم السّمك وَالْجَرَاد لَا يَحْنَث وَلَو أكل لحم الْخِنْزِير أَو الْإِنْسَان يَحْنَث لِأَن الْعَالم بِأول السماع يعلم أَن الْحَامِل على هٰذَا الْيَمين إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِرَاز عَمَّا ينشأ من الدَّم فَيكون الِاحْتِرَاز عَن تنَاول الدمويات فيدار الحكم على ذالك.

ইমাম কাজি আবু যায়দ বলেন, যদি কোনো সম্পদায় اف শব্দ ব্যবহারকে (সামাজিক প্রচলনে) সম্মানজনক বলে মনে করে, তাহলে তাদের জন্য পিতা-মাতাকে اف শব্দ বলা হারাম হবে না। আর অনুরূপ আমরা বলি আল্লাহ তাআলার বাণী “হে ইমানগণ যখন জুমার আজান হয়, তখন বেচাকেনা বন্ধ করে জুমার দিকে ধাবিত হও”। এই আয়াত দ্বারা ক্রয় বিক্রয় জুমার দিকে যাওয়ার পথে অন্তরায় হওয়ার কারণে (জুমার আজানের পর) উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এমন কোনো ক্রয় বিক্রয় যদি হয়, যা ক্রেতা বিক্রেতার জুমার পথে অন্তরায় হয়না। যেমন ক্রেতা বিক্রেতা দুজনই মসজিদগামী চলন্ত নৌকায় অবস্থান করে তাহলে বেচাকেনা হারাম হবে না। এর উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে প্রহার না করার শপথ করে, অতঃপর তার চুল ধরে টানাটানি করে অথবা তাকে দাঁত দ্বারা কামড় দেয়, অথবা তার গলা টিপে ধরে ,তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। কিন্তু শর্ত হলো, এ সব স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার মানসে হতে হবে। আর যদি প্রহারের অভিনয় ও চুল টানাটানি খেলার জন্য হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না।

অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে মারব না, অতঃপর তার মৃত্যু পর তাকে মারল এতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা মারার অর্থ যে কষ্ট দেয়া তা পাওয়া যায়নি। অনুরূপ যদি কেউ কসম করে, অমুকের সাথে কথা বলবে না, তবে মৃত্যুর পর যদি কথা বলে তাতে শপথ

ভঙ্গ হবে না। কারণ, বলার উদ্দেশ্য হলো কিছু বুঝানো যা মৃত্যুর পর সম্ভব নয়। আর এ **دلالة النص** এর ভিত্তিতে বলা যায়, যদি কেউ গোশত না খাওয়ার শপথ করে। অতঃপর সে মাছ অথবা পঙ্গপালের গোশত খায়, তবে সে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি শুকর কিংবা মানুষের গোশত খায়, তবে শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা ভাষাবিদগণ কসমের বাক্য শুনা মাত্রই বুঝেন যে, এ শপথ করার কারণ রক্ত দ্বারা তৈরি গোশত খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং শপথের মর্ম হবে রক্ত দ্বারা তৈরি গোশত খাওয়া হতে বিরত থাকা। তাই সে অনুসারেই শপথের হুকুম কার্যকর হবে।

وَأما الْمُقْتَضى فَهُوَ زِيَادَة على النَّص لَا يتَحَقَّق معنى النَّص إِلَّا بِهِ كَأَن النَّص اقْتَضَاهُ ليَصِح فِي نَفسه مَعْنَاهُ مثلا فِي الشرعيات قَوْله أَنْت طَالِق فَإِن هٰذَا نعت الْمَرْأَة إِلَّا أَن النَّعْت يَقْتَضِي الْمصدر فَكَأَن الْمصدر مَوْجُود بطرِيق الِاقْتِضَاء وَإِذا قَالَ اعْتِقْ عَبدك عني بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اعتقت يَقع الْعتْق عَن الْآمِر فَيجب عَلَيْهِ الْألف وَلَو كَانَ الْآمِر نوى بِهِ الْكَفَّارَة يَقع عَمَّا نوى وَذالك لِأَن قَوْله اعتقه عني بِأَلف دِرْهَم يَقْتَضِي معنى قَوْله بِعْهُ عني بِأَلف ثمَّ كن وَكيلِي بِالْإِعْتَاقِ فاعتقه عني فَيثبت البيع بطرِيق الِاقْتِضَاء فَيثبت الْقبُول كَذالك لِأَنَّهُ ركن فِي بَاب البيع وَلِهٰذَا قَالَ أَبُو يُوسُف إِذا قَالَ اعْتِقْ عَبدك عني بِغَيْر شَيْء فَقَالَ اعتقت يَقع الْعتْق عَن الْآمِر وَيكون هٰذَا مقتضيا للهبة وَالتَّوْكِيل وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْقبُول فِي بَاب البيع

اقتضاء النص দ্বারা নসের অতিরিক্ত ঐ বিষয়কে বুঝায় যা না হলে নসের অর্থ সঠিক হয় না। সুতরাং নস তার নিজের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ঐ অতিরিক্ত বিষয়টির দাবি করছে মনে করা হয়। শরিয়তের বিধানে ইহার উদাহরণ হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে **انت طالق** তুমি তালাক প্রাপ্তা **طالق** শব্দটি স্ত্রীর সিফাত তথা গুণবাচক বিশেষ্য কিন্তু এ সিফাতটি একটি **مصدر** এর প্রত্যাশা করে। আর **طالق** শব্দের মাসদার হল **طلاق** যা **اقتضاء النص** এর চাহিদানুযায়ী বিদ্যমান। আর যদি কেউ বলে, আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামটি আযাদ করে দাও। তখন সে বলল, আযাদ করে দিলাম। তাহলেও নির্দেশ দাতার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর একহাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এর দ্বারা যদি নির্দেশ দাতা কাফফারার নিয়ত করে থাকে তাহলে কাফফারাও আদায় হয়ে যাবে। কেননা তোমার গোলামটি

আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও, এর অর্থ হলো, তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার গোলামটি বিক্রি কর, তারপর তুমি আমার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হও এবং আমার পক্ষ থেকে গোলামটি আযাদ করে দাও। অতএব উক্তির اقتضاء النص অনুসারে বিক্রয় করা সাব্যস্ত হল। একই ভাবে তার কবুল করাও সাব্যস্ত হল। আর এ কবুলই হল ক্রয় বিক্রয়ের রোকন। এ কারণে ইমাম আবু ইউসুফ (র:) বলেন, যদি কেউ অপরকে বলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার গোলামটি বিনামূল্যে আযাদ করে দাও। তাতে সে আযাদ করে দিল। তবে এ আযাদ করাটা আদেশ দাতার পক্ষ থেকে হবে। যার اقتضاء النص হবে প্রথমে তুমি তোমার গোলামটি দান কর। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে গোলামটি আযাদ করার ব্যাপারে উকিল নিযুক্ত হও। আর এ ধরনের هبة এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তু হস্তগত করা আবশ্যক নয়। কেননা, হেবার ক্ষেত্রে এ قبض তথা হস্তগত করা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে قبول এর স্থলাভিষিক্ত।

وَلَكنَّا نقُول الْقبُول ركن فِي بَاب البيع فَإِذا أثبتنا البيع اقْتِضَاء أثبتنا الْقبُول ضَرُورَة بِخِلَاف الْقَبْض فِي بَاب الْهِبَة فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْن فِي الْهِبَة ليَكُون الحكم بِالْهبةِ بطرِيق الِاقْتِضَاء حكما بِالْقَبْضِ وَحكم الْمُقْتَضى أَنه يثبت بطرِيق الضَّرُورَة فَيقدر بِقدر الضَّرُورَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى بِهِ الثَّلَاث لَا يَصح لِأَن الطَّلَاق يقدر مَذْكُورا بطرِيق الِاقْتِضَاء فَيقدر بِقدر الضَّرُورَة والضرورة ترْتَفع بِالْوَاحِدِ فيقدر مَذْكُورا فِي حق الْوَاحِد وعَلى هَذَا يخرج الحكم فِي قَوْله إِن أكلت وَنوى بِهِ طَعَاما عَاما دون طَعَام لَا يَصح لِأَن الْأكل يَقْتَضِي طَعَاما فَكَانَ ذالك ثَابتا بطرِيق الِاقْتِضَاء بِقدر الضَّرُورَة والضرورة ترْتَفع بالفرد الْمُطلق وَلَاتَخْصِيص فِي الْفَرد الْمُطلق لِأَن التَّخْصِيص يعْتَمد الْعُمُوم وَلَو قَالَ بعد الدُّخُول اعْتدي وَنوى بِهِ الطَّلَاق فَيَقَع الطَّلَاق اقْتِضَاء لِأَن الِاعْتِدَاد وجود الطَّلَاق فَيقدر الطَّلَاق مَوْجُودا ضَرُورَة وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِع بِهِ رَجْعِيًا لِأَن صفة الْبَيْنُونَة زَائِدَة على قدر الضَّرُورَة فَلَا يثبت بطرِيق الِاقْتِضَاء وَلَا يَقع إِلَّا وَاحِد لما ذكرنَا

কিন্তু আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, قبول তথা সম্মতি দেয়া বেচা কেনার একটি ركن (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়)। সুতরাং আমরা যখন (পূর্বোক্ত মাসআলায়) নসের অনিবার্য চাহিদা হিসেবে বেচা কেনাকে সম্পন্ন বলে সাবস্ত করেছি, তখন قبول তথা সম্মতি অত্যাবশ্যকীয় ভাবে নির্ধারণ করেছি। কিন্তু হেবা এর ক্ষেত্রে قبض তথা হস্তগত করাটা এর বিপরীত। কেননা হেবার মধ্যে قبض রোকন নয়, তাই اقتضاء النص আলোকে هبة সাব্যস্ত হওয়ার কারণে قبض এর হুকুম কার্যকর হবে না।

اقتضاء النص এর হুকুম হল, প্রয়োজন অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নির্ধারিত হবে। এ কারণে আমরা (হানাফিগণ) বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্তা। আর একথা দ্বারা যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে এ নিয়ত বৈধ হবে না। কেননা স্বামীর উক্ত কথায় তালাক শব্দটি طالق শব্দের اقتضاء রূপে মেনে নেয়া হয়েছে। সুতরাং বাক্য শুদ্ধ হওয়ার জন্য তালাক যতটুকু দরকার ততটুকুই নির্ধারিত হবে। আর এক তালাকের দ্বারাই এ প্রয়োজন মিটে যায়। অতএব তালাক শব্দ দ্বারা এক তালাকই নির্ধারিত হবে।

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সমাধান বের হয় যে, কেউ যদি বলে ان اكلت (আমি যদি খাই)। আর এ উক্তি দ্বারা কিছু কিছু খাদ্য বাদ দিয়ে কোনো কোনো খাদ্যের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবেনা। (বরং যে কোনো খাদ্য খেলেই তার শর্ত পূর্ণ হবে) কেননা "খাব" শব্দটি নিঃশর্তে যে কোনো খাবারকে জরুরি হিসেবে বুঝায়। ফলে তা اقتضاء النص অনুসারে প্রয়োজনীয় অংশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রয়োজন যে কোনো খাদ্য খেলেই পূর্ণ হবে। এতে কোনো খাদ্য নির্দিষ্ট করার নিয়ত চলবে না। কেননা নির্দিষ্ট করন عام এর ক্ষেত্রে হয়। (আর এখানে عام প্রমাণিত হয়নি)। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে তাকে যদি স্বামী বলে, তুমি ইদ্দত পালন কর। আর ইহা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তাহলে اقتضاء النص হিসেবে তালাক পতিত হবে। কেননা ইদ্দত পালন করার পূর্বে তালাকের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আবশ্যকীয়ভাবে এখানে তালাক নির্ধারিত হবে। সে কারণে তুমি ইদ্দত পালন কর উক্তি দ্বারা তালাকের নিয়ত করলে স্ত্রীকে প্রত্যাহার যোগ্য (رجعى) রেজয়ি তালাক পতিত হবে। কেননা তালাক প্রসঙ্গে ইহার বায়িন হওয়া প্রয়োজনের একটি অতিরিক্ত বিশেষণ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু اقتضاء النص এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে না এবং এক তালাকের বেশিও পতিত হবে না। যা আমরা উল্লেখ করেছি (কারণ হিসেবে)।

الدرس التاسع : الامر والنهى

الْأَمر فِي اللُّغَة قَول الْقَائِل لغيره افْعَل وَفِي الشَّرْع صرف إِلْزَام الْفِعْل على الْغَيْر وَذكر بعض الأيمة أَن المُرَاد بِالْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة واستحال أَن يكون مَعْنَاهُ إِن حَقِيقَة الْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فَإِن الله تَعَالَى مُتَكَلم فِي الْأَزَل عندنَا وَكَلَامه أَمر وَنهي وإخبار واستخبار واستحال وجود هَذِه الصِّيغَة فِي الْأَزَل واستحال أَيْضا ان يكون مَعْنَاهُ أَن المُرَاد بِالْأَمر لِلْأَمْرِ يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فَإِن المُرَاد للشارع بِالْأَمر وجوب الْفِعْل على العَبْد وَهُوَ معني الِابْتِلَاء عندنَا وَقد ثَبت الْوُجُوب بِدُونِ هَذِه الصِّيغَة أَلَيْسَ أَنه وَجب الْإِيمَان على من لم تبلغه الدعْوَة بِدُونِ وُرُود السّمع.

নবম পাঠ : আমর ও নাহি

الْأَمر অভিধানিক অর্থে অন্য কাউকে افعل বলার নাম আমর। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো কাজকে অপরিহার্যভাবে চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগকে আমর বলা হয়। (উসুলে ফিক্হ্-এর) কতিপয় ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, আমর দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা এই সিগার সাথে নির্দিষ্ট। তাঁদের এ কথার অর্থ এমনটি হওয়া অসম্ভব যে, আমরের حَقِيقَت এই সিগার সাথে খাস। কেননা আল্লাহ তাআলা অনাদিকালের প্রবক্তা এবং তাঁর কথায় أَمر আদেশ, نهي নিষেধ إخبار সংবাদ استخبار বর্ণনা গ্রহণ সবই আছে। আর অনাদিকালে এই সিগার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। (সুতরাং বুঝা গেল উক্ত সিগাহ ছাড়াও আমরের حَقِيقَت অস্তিত্ব ছিল।) তাঁদের এই বক্তব্যের অর্থ এও হওয়া অসম্ভব যে, আমর দ্বারা আমরকারীর উদ্দেশ্য এই সিগার সাথে খাস। কারণ আমর দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দার উপরে কাজকে অপরিহার্য করে দেয়া। আমাদের কাছে এটাই পরীক্ষা গ্রহণের অর্থ। অথচ এই সিগাহ ছাড়াও কাজের অপরিহার্যতা প্রমাণিত। যার কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি দাওয়াতের বাণী শোনা ব্যতীত তার উপর আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য নয় কি?

قَالَ أَبُو حنيفَة لَو لم يبْعَث الله تَعَالَى رَسُولا لوَجَبَ على الْعُقَلَاء مَعْرفَته بعقولهم فَيحمل ذالك على أَن المُرَاد بِالْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فِي حق العَبْد فِي الشرعيات حَتَّى لَا يكون فعل

الرَّسُول بِمَنْزِلَة قَوْله افعلوا وَلَا يلْزم اعْتِقَاد الْوُجُوب بِهِ والمتابعة فِي افعاله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا تجب عِنْد الْمُوَاظبَة وانتقاء دَلِيل الِاخْتِصَاص.

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন- (ধরে নেয়া যাক) যদি আল্লাহ তাআলা কোনো রসুল প্রেরণ নাও করতেন, তবুও জ্ঞানীদের উপর নিজ নিজ জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ওয়াজিব হত। সুতরাং **بعض الائمه** এর উক্তি একথার উপর প্রযোজ্য হবে যে, শরিয়তের যে **وجوب** বা কর্তব্য বা বান্দার উপর সাব্যস্ত হয় তা আমরের সিগাহ তথা **افعل** শব্দের সাথে **خاص** বা নির্দিষ্ট। এমনকি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর **فعل** তাঁর **قول** তথা **افعلوا** এর পর্যায়ের হবে না এবং শুধুমাত্র **فعل رسول** এর কারণে ফরজ সাব্যস্ত হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য নয়। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজের অনুসরণ করা ফরজ হবে তখনই যখন সে কাজটি তিনি সব সময় করেছেন বলে প্রমাণিত হবে এবং উক্ত কাজটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হবে।

فصل اخْتلف النَّاس فِي الْأَمر الْمُطلق أَي الْمُجَرّد عَن القرنية الدَّالَّة على اللُّزُوم وَعدم اللُّزُوم نَحْو قَوْله تَعَالَى : "وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون" وَقَوله تَعَالَى : "وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة فتكونا من الظَّالِمين" وَالصَّحِيح من الْمَذْهَب إِن مُوجبه الْوُجُوب إِلَّا إِذا قَامَ الدَّلِيل على خِلَافه لِأَن ترك الْأَمر مَعْصِيّة كَمَا أَن الائتمار طَاعَة قَالَ الحماسي أَطَعْت لآمريك بِصرْم حبلي مريهم فِي أحبتهم بِذَاكَ ... فَإِن هم طاوعوك فطاوعيهم وَإِن عاصوك فاعصي من عصاك والعصيان فِيمَا يرجع إِلَى حق الشَّرْع سَبَب للعقاب وتحقيقه أَن لُزُوم الائتمار إِنَّمَا يكون بِقدر ولَايَة الآمِر على الْمُخَاطب وَلِهَذَا إِذا وجهت صِيغَة الْأَمر إِلَى من لَا يلْزمه طَاعَتك أصلا لَا يكون ذالك مُوجبا للائتمار وَإِذا وجهتها إِلَى من يلْزمه طَاعَتك من العبيد لزمَه الائتمار لَا محَالة حَتَّى لَو تَركه اخْتِيَارا يسْتَحق الْعقَاب عرفا وَشرعا

মানুষ তথা ইমামগন **امر مطلق** সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমরে মুতলাক ঐ আমরকে বলা হয় যেখানে আবশ্যক বা অনাবশ্যক হওয়ার কোনো নির্দেশনা থাকে না। যেমন আল্লাহ তাআলার কথা, "যখন কোরান পাঠ করা হয়, তখন তা একাগ্রচিত্তে শুন এবং চুপ করে থাক, যাতে তোমরা

অনুগৃহীত হও"। আল্লাহু তাআলার বাণী " আর তোমরা দু'জন এ বৃক্ষের কাছে যেওনা, (যদি গাছের নিকটবর্তী হও) তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে"।

(আমরের বিধান প্রসঙ্গে) সহিহ মাজহাব এই যে, আমর এর চাহিদা বা হুকুম হল وجوب অর্থাৎ আদিষ্ট বিষয় ওয়াজিব হওয়া- বিপরীত কোনো দলিল না থাকলে। কেননা, امر কে বর্জন করা অবাধ্যতা এবং গুণা, যেমনটি امر পালন করা আনুগত্য তথা ইবাদত। বিশিষ্ট কবি সাহিবুল হামাসা বলেন-

اطعت لامريك بصرم حبلى * مريهم فى احبتهم بذالك
فهم ان طاوعوك فطاوعيهم * وان عاصوك فاعصى من عصاك

অর্থাৎ হে প্রেয়সী। তুমি প্রেমের ডোর ছিন্ন করতে তোমার আদেশদাতাদের আনুগত্য করেছ। তুমি তাদের প্রেমাস্পদদের সম্পর্কে অনুরূপ আদেশ দাও। তারা যদি তোমার কথা শুনে তুমিও তাদের আনুগত্য কর, আর যদি তারা তোমাকে উপেক্ষা করে তবে তুমিও ঐ ব্যক্তিদের উপেক্ষা কর যারা তোমাকে উপেক্ষা করে। আর শরিয়তের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবাধ্যতা শাস্তি পাওয়ার কারণ। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, আদেশ প্রতিপালনের অপরিহার্যতার বিষয়টি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর আদেশদাতার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে হয়। সে কারণে যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য করতে বাধ্য নয় তাকে নির্দেশ করে যখন তুমি আমরের সিগাহ ব্যবহার করবে তখন তা প্রতিপালন করা তার উপর অপরিহার্য হবে না। পক্ষান্তরে আমরের সিগাটি যখন তোমার গোলাম– যারা তোমার আনুগত্য করতে বাধ্য– তাদেরকে করবে তখন তা প্রতিপালন করা তাদের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। অতঃপর সে আদেশ ইচ্ছাকৃত অমান্য করলে প্রচলিত নিয়ম ও শরিয়তের দৃষ্টি কোনো শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে।

فعلى هٰذَا عرفنَا أَن لُزُوم الائتمار بِقدر ولَايَة الْأَمر إِذا ثَبت هٰذَا فَنَقُول أَن لله تَعَالٰى ملكا كَامِلا فِي كل جُزْء من أَجزَاء الْعَالم وَله التَّصَرُّف كَيفَ شَاءَ وَأَرَادَ وَإِذا ثَبت أَن من لَهُ الْملك الْقَاصِر فِي العَبْد كَانَ ترك الائتمار سَببا للعقاب وَمَا ظَنك فِي ترك أَمر من أوجدك من الْعَدَم وأدر عَلَيْك شآبيب النعم.

উল্লিখিত বিবরণ হতে আমরা জানতে পারলাম যে, নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য হয় নির্দেশদাতার অধিকার ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং যখন এ মূলনীতি সাব্যস্ত হল, তখন আমরা বলব যে, বিশ্ব জগতের প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। আর যখন এ কথা প্রমাণিত হল যে, কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোলামের মধ্যে অপরিপূর্ণ

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর আদেশ অমান্য করা ঐ গোলামের জন্য শাস্তি পাওয়ার কারণ। তখন ঐ সত্তা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি হওয়া উচিত যিনি তোমাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন (সৃষ্টি করেছেন)। এবং তোমার উপর নেয়ামতের অবারিত ধারা বর্ষণ করেছেন।

فصل الْأَمر بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَلِهٰذَا قُلْنَا لَو قَالَ طلق امْرَأَتِي فَطلقهَا الْوَكِيل ثُمَّ تزَوجهَا الْمُوكل لَيْسَ للْوَكِيل أَن يطلقهَا بِالْأَمر الاول ثانيا وَلَو قَالَ زَوجنِي امْرَأَة لَا يتَنَاوَل هٰذَا تزويجا مرّة بعد أُخْرَى وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ تزوج لَا يتَنَاوَل ذالك إِلَّا مرّة وَاحِدَة لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ طلب تَحْقِيق الْفِعْل على سَبِيل الِاخْتِصَار فَإِن قَوْله اضْرِب مُخْتَصر من قَوْله افْعَل فعل الضَّرْب والمختصر من الْكَلَام والمطول سَوَاء فِي الحكم.

আমর **تكرار** তথা বারবার কাজটি করা দাবি করে না– এ জন্য আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যদি কেউ অন্যকে বলে, আমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তখন যদি সে উকিল ঐ নারীকে তালাক দেয়। অতঃপর উকিল নিযুক্তকারী ব্যক্তি ঐ নারীকে পরবর্তীতে বিবাহ করে তখন উকিলের অধিকার বর্তাবে না যে, সে নারীকে পূর্বের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় তালাক দেবে। আর যদি কেউ অন্যকে বলে যে, আমাকে কোনো নারীর সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। তবে এই নির্দেশ এক বারের পর পুনরায় বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি ব্যক্তি তার গোলামকে বলে যে, তুমি বিবাহ কর, তবে এ নির্দেশ একবারের পর পুনরায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা, কোনো কাজের নির্দেশের অর্থ হল সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ঐ কাজের বাস্তাবায়ন দাবি করা। অতএব কারো উক্তি **اضرب** তুমি প্রহার কর। এটা **افعل فعل الضرب** তুমি প্রহার কার্য সমাধা কর এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আর বাক্য সংক্ষিপ্ত হোক কিংবা দীর্ঘায়িত হোক হুকুমের দিক থেকে অভিন্ন।

ثُمَّ الْأَمر بِالضَّرْبِ أَمر بِجِنْس تصرف مَعْلُوم وَحكم اسْم الْجِنْس أَن يتَنَاوَل الْأَدْنَى عِنْد الْإِطْلَاق وَيحْتَمل كل الْجِنْس وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا حلف لَا يشرب المَاء يَحْنَث بِشرب أدنى قَطْرَة مِنْهُ وَلَو نوى بِهِ جَمِيع مياه الْعَالم صحت نِيَّته وَلِهٰذَا قُلْنَا إِذا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت طلقت يَقع الْوَاحِدَة وَلَو نوى الثَّلَاث صحت نِيَّته وَكَذالك لَو قَالَ الآخر طَلقهَا يتَنَاوَل الْوَاحِدَة عِنْد الْإِطْلَاق وَلَو نوى الثَّلَاث صحت نِيَّته وَلَو نوى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصح إِلَّا إِذا كَانَت النكوحة أمة فَإِن نِيَّة الثِّنْتَيْنِ فِي حَقّهَا نِيَّة بِكُل الْجِنْس وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ تزوج يَقع على تزوج امْرَأَة وَاحِدَة

وَلَو نوى الثِّنْتَيْنِ صحت نِيَّته لِأَن ذالك كل الْجِنْس فِي حق العَبْد وَلَا يَتَأَتَّى على هٰذَا فصل تكْرَار الْعِبَادَات فَإِن ذالك لم يثبت بِالْأَمر بل بتكرار أَسبَابهَا الَّتِي يثبت بهَا الْوُجُوب.

অতঃপর প্রহারের আদেশটি এক জ্ঞাত-জাতিবাচক কাজের ক্ষমতা প্রয়োগের আদেশ বুঝায়। আর اسم جنس (তথা জাতি বাচক বিশেষ্য ইদ) এর হুকুম হল- উহাকে مطلق রাখার সময় নিম্মতম এককের উপর প্রযোজ্য হবে। তবে সমগ্র শ্রেণির সম্ভাবনা বিদ্যামান থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলি যে, কেউ যদি শপথ করে যে, সে পানি পান করবেনা। অতঃপর এক ফোটা পান করলেও কসম ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে এ কসম দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র পানির নিয়ত করে, তবে সে নিয়তও শুদ্ধ হবে। এজন্য আমরা বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও। অতঃপর উত্তরে স্ত্রী বলল, আমি তালাক দিলাম। এক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী তার উক্তিতে তিন তালাকের নিয়ত করে তাহলে সেই নিয়ত করাও শুদ্ধ হবে। আর যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তাহলে শুদ্ধ হবে না। তবে বিবাহিতা নারী যদি দাসী হয়, তাহলে দুই তালাকের নিয়ত করাও শুদ্ধ হবে। কেননা, দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়তই পূর্ণ جنس এর নিয়ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি কেউ তার গোলামকে বলে যে, "তুমি বিবাহ কর"। তাহলে একজন মহিলাকে বিবাহ্ করাই বুঝাবে। আর যদি বক্তা দু'জনের নিয়ত করে তা শুদ্ধ হবে। কেননা ইহা গোলামের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ جنس হিসেবে পরিগণিত। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে عبادات এর মধ্যে تكرار হওয়ার সূত্র দিয়ে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। কেননা عبادات এর تكرار আমরের দ্বারা হয়নি বরং عبادات এর تكرار ঐ সকল اسباب এর কারণে হয়ে থাকে যেগুলো দ্বারা وجوب সাব্যস্ত হয়। (আর তা হলো عبادات এর সময়ের পুনঃপুনঃ আবর্তন)।

وَالْأَمرلطلب أَدَاء مَا وَجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب سَابق لَا لِإِثْبَات أصل الْوُجُوب وَهٰذَا بِمَنْزِلَة قَول الرجل أد ثمن الْمَبِيع وأد نَفَقَة الزَّوْجَة فَإِذا وَجبت الْعِبَادَة بِسَبَبِهَا فتوجه الْأَمر لأَدَاء مَا وَجب مِنْهَا عَلَيْهِ ثمَّ الْأَمر لما كَانَ يتَنَاوَل الْجِنْس يتَنَاوَل جِنْس مَا وَجب عَلَيْهِ ومثاله مَا يُقَال إِن الْوَاجِب فِي وَقت الظّهْر هُوَ الظّهْر فَتوجه الْأَمر لأَدَاء ذالك الْوَاجِب ثمَّ إِذا تكَرر الْوَقْت تكَرر الْوَاجِب فيتَنَاوَل الْأَمر ذالك الْوَاجِب الآخر ضَرُورَة تنَاوله كل الْجِنْس الْوَاجِب عَلَيْهِ صوما كَانَ أَو صَلَاة فَكَانَ تكْرَار الْعِبَادَة المتكررة بِهٰذَا الطَّرِيق لَا بطرِيق أَن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار.

আর আমরের শব্দটি সে ওয়াজিব আদায়ের তাকিদ করার জন্য যা পূর্ববর্তী সবব দ্বারা দায়িত্বে ওয়াজিব হয়েছে। মূল **وجوب** সাব্যস্ত করার জন্য নয়। আর ইহা কোনো ব্যক্তির উক্তি, বিক্রিত বস্তুর মূল্য পরিশোধ কর এবং স্ত্রীর ভরণ পোষণ আদায় কর, এ পর্যায়ের। অতঃপর ইবাদত যখন তার সববের দ্বারা ওয়াজিব হয় তখন আমরটি ঐ ওয়াজিব আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর আমরের সিগাহ যখন **جِنْس** কে অন্তর্ভুক্ত করে, তা ওয়াজেব বস্তুর **جِنْس** কেও শামিল করবে। তার উদাহরণ হল, যোহরের সময় যা ওয়াজিব তা হলো যোহরের নামাজ। সুতরাং আমরের সিগাহটি চাপ সৃষ্টি করেছে সে ওয়াজিব আদায়ের জন্য। অতঃপর যখন ওক্তের পুনরাবৃত্তি ঘটবে তখন ওয়াজিবেরও পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অতএব আমরের শব্দটি একই জাতীয় ওয়াজেবের সকল জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে বিধায় ওয়াজেবের সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করবে। চাই সে ওয়াজিব নামাজ হোক কিংবা রোজা হোক। সুতরাং ইবাদতের পুনরাবৃত্তি এ পদ্ধতিতে হয়। ঐ নীতিতে নয় যে, আমরের শব্দ তাকরারের চাহিদা রাখে।

الْمَأْمُور بِهِ نوعان مُطلق عَن الْوَقْت ومقيد بِهِ وَحكم الْمُطلق أَن يكون الْأَدَاء وَاجِبا على التَّرَاخِي بِشَرْط أَن لَا يفوتهُ فِي الْعُمر وعَلى هٰذَا قَالَ مُحَمَّد فِي الْجَامِع لَو نذر أَن يعْتَكف شهرا لَهُ أَن يعْتَكف أَي شهر شَاءَ وَلَو نذر أَن يَصُوم شهرا لَهُ أَن يَصُوم أَي شهر شَاءَ وَفِي الزَّكَاة وَصدقَة الْفطر وَالْعشر الْمَذْهَب الْمَعْلُوم أَنه لَا يصير بِالتَّأْخِيرِ مفرطا فَإِنَّهُ لَو هلك النّصاب سقط الْوَاجِب والحانث إِذا ذهب مَاله وَصَارَ فَقِيرا كفر بِالصَّوْمِ وعَلى هٰذَا لَا يجوز قَضَاء الصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لِأَنَّهُ لما وَجب مُطلقًا وَجب كَامِلا فَلَا يخرج عَن الْعهْدَة بأَدَاء النَّاقِص فَيجوزالْعَصْر عِنْد الاحمرار أَدَاء وَلَا يجوز قَضَاء وَعَن الْكَرْخِي رح أَن مُوجب الْأَمر الْمُطلق الْوُجُوب على الْفَوْر وَالْخلاف مَعَه فِي الْوُجُوب وَلَا خلاف فِي أَن المسارعة إِلَى الائتمار مَنْدُوب إِلَيْهَا.

مامور به তথা আদিষ্ট বিষয় দুই প্রকার (১) **مطلق عن الوقت** (যে আমর আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই) (২) **مقيد بالوقت** (যা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে) **مامور به**

مطلق عن الوقت এর হুকুম হল, উহা বিলম্বের অবকাশে আদায় করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো সারা জীবনের মধ্যে যেন বাদ না পড়ে। এই বিধান অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ তার জামে

গ্রন্থে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো একমাস এতেকাফ করার নিয়ত করে, তার জন্য যে কোনো মাসে এতেকাফ করা যায়েজ হবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো এক মাস রোজা রাখার মান্নত করে, তবে তাঁর জন্য যে কোনো মাসে রোজা রাখা জায়েজ হবে। জাকাত, ইদুল ফিতরের সদকা ও ওশরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মাজহাব হল এগুলোতে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে না। যদি সে নেসাব নষ্ট হয়ে যায় তবে দায়িত্ব হতে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কসমকারীর মাল চলে যায় এবং ফকির হয়ে যায়, তবে কসমের কাফ্ফারা রোজা দ্বারা আদায় করবে। এ কারণে মাকরুহ সময়গুলোর মধ্যে কাজা নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেননা, নামাজ যখন ওয়াজিব হয়েছে নিঃশর্তভাবে তখন كامل তথা পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই ناقص তথা অপরিপূর্ণ আদায় দ্বারা দায়িত্বমুক্তি পাওয়া যাবে না। অতএব সূর্য রক্ত বর্ণ ধারণ করলে আসর নামাজ اداء হিসেবে বৈধ হয়, কাজা হিসেবে নয়। ইমাম কারখি রহমাতুল্লাহ মতে আমরে মুতলাক ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাৎক্ষণিক ভাবে আদায় করা ওয়াজিব। তার সাথে আমাদের মত পার্থক্য শুধু ওয়াজিব হবার বিষয়ে। তবে শীঘ্র আদায় করা মুস্তাহাব এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মত পার্থক্য নেই।

وَأما الموقت فنوعان نوع يكون الْوَقْت ظرفا للْفِعْل حَتَّى لَا يشْتَرط اسْتِيعَاب كل الْوَقْت بِالْفِعْلِ كالصلوة وَمن حكم هٰذَا النَّوْع أَن وجوب الْفِعْل فِيهِ لَا يُنَافِي وجوب فعل آخر فِيهِ من جنسه حَتَّى لَو نذر أَن يُصَلِّي كَذَا أَو كَذَا رَكْعَة فِي وَقت الظّهْر لزمَه وَمن حكمه أَن وجوب الصلوة فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَة صلوة أُخْرَى فِيهِ حَتَّى لَو شغل جَمِيع وَقت الظّهْر لغير الظّهْر يجوز ومن حكمه أَنه لَا يتَأَدَّى الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بنية مُعينَة لِأَن غَيره لما كَانَ مَشْرُوعا فِي الْوَقْت لَا يتَعَيَّن هُوَ بِالْفِعْلِ وَإِن ضَاقَ الْوَقْت لِأَن اعْتِبَار النِّيَّة بِاعْتِبَار المزاحم وَقد بقيت الْمُزَاحمَة عِنْد ضيق الْوَقْت.

موقت مامور به যে সকল আদিষ্ট বিষয় নির্দিষ্ট সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার সময়টি আদিষ্ট কাজের জন্য ظرف হবে। ফলে পূর্ণ সময়টি আদিষ্ট কাজের জন্য রাখা আবশ্যকীয় নয়। যেমন নামাজ। এই প্রকারের مامور به হুকুম হল, ঐ সময় আদিষ্ট ওয়াজিব এর সাথে একই জাতীয় অন্য কাজ ওয়াজিব হতে বাঁধা নাই। সুতরাং যদি কেউ মান্নত করে যে, যোহরের সময় এত রাকাত নামাজ আদায় করবে তবে তার উপর তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহার আরেকটি হুকুম এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে আদিষ্ট কাজটি ওয়াজিব হওয়া একই সময়ে অন্য নামাজ শুদ্ধ হওয়ার

বিরোধী নয়। এমনকি মুসল্লি যদি যোহরের সময়কে যোহরের নামাজ ব্যতীত অন্য নামাজ দ্বারা ব্যাপৃত রাখে তবে পঠিত সকল নামাজ শুদ্ধ হবে। (যদিও যোহর অনাদায়ের কারণে গুণাগার হবে)

এ প্রকারের অন্যতম বিধান হল مامور به তথা আদিষ্ট কাজের সুনির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়া আদায় হবে না। কেননা সে ওয়াক্তে যেহেতু مامور به ব্যতীত অন্য নামাজও বৈধ সেহেতু শুধু কাজের মাধ্যমে مامور به নির্দিষ্ট হবে না। বরং নিয়ত লাগবে-সময় সংকীর্ণ হলেও। ওয়াক্তের জন্য খাস হিসেবে নির্ধারিত হবে না। যদিও সময় সংকীর্ণ হয়। কেননা, নিয়তের বিবেচনা تزاحم তথা অন্য কাজের ভিড়ের জন্য করা হয়। আর সময় সংকীর্ণ হলেও বহু নামাজের সমাবেশের সম্ভাবনা এখানে বর্তমান আছে।

وَالنَّوْع الثَّانِي مَا يكون الْوَقْت معيارا لَهُ وَذالك مثل الصَّوْم فَإِنَّهُ يتَقَدَّر بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْم وَمن حكمه أَن الشَّرْع إِذا عين لَهُ وقتا لَا يجب غَيره فِي ذالك الْوَقْت وَلَا يجوز إداء غَيره فِيهِ حَتَّى أَن الصَّحِيح الْمُقِيم لَو أوقع إِمْسَاكه فِي رَمَضَان عَن وَاجِب آخر يَقع عَن رَمَضَان لَا عَمَّا نوى وَإِذا انْدفع المزاحم فِي الْوَقْت سقط اشْتِرَاط التَّعْيِين فَإِن ذالك لقطع الْمُزَاحمَة وَلَا يسْقط أصل النِّيَّة لِأَن الْإِمْسَاك لَا يصير صوما إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَإِن الصَّوْم شرعا هُوَ الْإِمْسَاك عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة وَإِن لم يعين الشَّرْع لَهُ وقتا فَإِنَّهُ لَا يتَعَيَّن الْوَقْت لَهُ بِتَعْيِين العَبْد حَتَّى لَو عين العَبْد أَيَّامًا لقَضَاء رَمَضَان لَا تتَعَيَّن هِيَ للْقَضَاء وَيجوز فِيهَا صَوْم الْكَفَّارَة وَالنَّفْل وَيجوز قَضَاء رَمَضَان فِيهَا وَغَيرهَا وَمن حكم هٰذَا النَّوْع يشْتَرَاط تعْيين النِّيَّة لوُجُود المزاحم.

موقت مامور به এর দ্বিতীয় প্রকার যেখানে সময় তার জন্য معيار হবে। যেমন-রোযা। কেননা রোজা সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ঐ সময় হল পূর্ণ দিবস। এই প্রকারের হুকুম এই যে, যেহেতু শরিয়ত এই প্রকার مامور به এর জন্য সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেহেতু এই সময়ের ভিতরে مامور به ছাড়া (সমজাতীয়) অন্য কাজ ওয়াজিবও নয় এবং অন্য কাজ আদায় করাও বৈধ নয়। অতএব কোনো সুস্থ মুকিম ব্যক্তি রমযান মাসে এই রমযানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা আদায় করতে গেলে তা না হয়ে এই রমযানের রোজা হিসেবেই তা আদায় হবে। আর যেহেতু এই প্রকারের সমজাতীয় কাজের مزاحم তথা ভিড়ের অবকাশ নাই সেহেতু নির্দিষ্ট করণের নিয়্যতও এখানে শর্ত নয়। কারণ নির্দিষ্ট করণের নিয়্যত সমজাতীয় কাজের অবকাশকে রহিত করার জন্য

প্রয়োজন হয়। তবে (নির্দিষ্ট করণের নিয়্যত শর্ত না হলেও) মূল নিয়্যত রহিত হবে না। কারণ إِمْسَاك নিয়্যত ব্যতীত রোজা হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিকুণ থেকে রোজার সংজ্ঞা হল- দিনের বেলায় নিয়্যত সহকারে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। আর যদি শরিয়ত তার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট না করে থাকে তবে বান্দার নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে তার জন্য সময় নির্দিষ্ট হবে না। যেমনটি বান্দা যদি রমযান মাসের কাজা রোজা পালন করার জন্য কিছু দিন নির্দিষ্ট করে তা ঐ কাজার জন্য নির্দিষ্ট হবে না। বরং ঐ দিনগুলোতে কাফ্ফারা ও নফল রোজা আদায় করাও জায়েজ হবে। অনুরূপভাবে রমযানের কাজা রোজা পালন করা ঐ দিন গুলোতে যেমন জায়েজ হবে অন্য সময়েও জায়েজ হবে। এই প্রকার مامور به এর হুকুম হল, এই সময়ে যেহেতু সমজাতীয় অন্য কাজের পালন করার বৈধতা আছে সেহেতু এখানে নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্টকরণ শর্ত।

ثُمَّ لِلْعَبد أَن يُوجب شَيْئا على نَفسه موقتا أَو غير موقت وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِير حكم الشَّرْع مِثَاله إِذا نذر أَن يَصُوم يَوْمًا بِعَيْنِه لزمَه ذالك وَلَو صَامَهُ عَن قَضَاء رَمَضَان أَو عَن كَفَّارَة يَمِينه جَازَ لِأَن الشَّرْع جعل الْقَضَاء مُطلقًا فَلَا يتَمَكَّن العَبْد من تَغْيِيره بالتقييد بِغَيْر ذالك الْيَوْم وَلَا يلْزم على هٰذَا مَا إِذا صَامَهُ عَن نفل حَيْثُ يَقع عَن الْمَنْذُور لَا عَمَّا نوى لِأَن النَّفْل حق العَبْد إِذْ هُوَ يستبد بِنَفسِهِ من تَركه وتحقيقه فَجَاز ان يُؤثر فعله فِيمَا هُوَ حَقه لافيما هُوَ حق الشَّرْع وعَلى اعْتِبَار هٰذَا الْمَعْنى قَالَ مَشَايِخنَا إِذا شرطا فِي الْخلْع أَن لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى سَقَطت النَّفَقَة دون السُّكْنَى حَتَّى لَا يتَمَكَّن الزَّوْج من اخراجها عَن بَيت الْعدة لِأَن السُّكْنَى فِي بَيت الْعدة حق الشَّرْع فَلَا يتَمَكَّن العَبْد من إِسْقَاطه بِخِلَاف النَّفَقَة.

অতঃপর বান্দার জন্য এই অধিকার স্বীকৃত যে, সে চাইলে নিজের উপর কোনো বিষয়কে অপরিহার্য করে নিতে পারে, বিষয়টি موقت হোক অথবা غير موقت। তবে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তার নেই। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার নিয়ত করে তবে তা তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে ঐ দিন সে যদি রমযানের কাজা অথবা নির্দিষ্ট কাফ্ফারার রোজা পালন করে তাও জায়েজ হবে। কারণ কাজা পালনকে শরিয়ত সকল সময়ের জন্য অবারিত রেখেছে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট ঐ দিন ব্যতীত উক্ত কাজা পালনের জন্য অন্য দিনের শর্তারোপের মাধ্যমে শরিয়তের সেই অবারিত বিষয়কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা বান্দার নেই। এ ক্ষেত্রে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, সুনির্দিষ্ট ঐ দিনে সে যদি নফল নিয়তে রোজা রাখে সে ক্ষেত্রে নিয়ত মোতাবেক নফল আদায় না হয়ে মান্নতই আদায় হবে। আপত্তি এই জন্য উত্থাপন করা যাবে না যে, যেহেতু নফল

বান্দার অধিকারের বিষয়। উক্ত অধিকার কার্যকর করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। অতএব মানতের বিষয়টাও যেহেতু তার নিজস্ব অধিকার সে ক্ষেত্রে সে চাইলে নফলকে প্রাধান্য দিতে পারে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে নয় যা শরিয়তের অধিকার। এই নীতির বিবেচনায় আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন– স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যদি এই শর্তের ভিত্তিতে خلْع এর চুক্তি করে যে, স্ত্রীর জন্য (ইদ্দত পালনকালে) খোরপোষ ও গৃহবাস দেওয়া হবে না সেক্ষেত্রে খোরপোষ রহিত হলেও গৃহবাস রহিত হবে না। সে কারণে ইদ্দতের ঘর থেকে স্ত্রীকে বের করে দেওয়া স্বামীর জন্য জায়েজ হবে না। কারণ ইদ্দতের ঘরে গৃহবাস শরিয়তের অধিকার হওয়ার কারণে বান্দা সেই অধিকার রহিত করার ক্ষমতা রাখে না– যা খোরপোষ এর বিপরীত।

فصل الْأَمر بالشَّيْء يدل على حسن الْمَأْمُور بِه إِذا كَانَ الْآمِر حكيما لَان الْأَمر لبَيَان أَن الْمَأْمُور بِهِ مِمَّا يَنْبَغِي أَن يُوجد فَاقْتضى ذالك حسنه ثمَّ الْمَأْمُور بِهِ فِي حق الْحسن نَوْعَانِ حسن بِنَفسِهِ وَحسن لغيره فالحسن بِنَفسِهِ مثل الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالٰى وشكر الْمُنعم والصدق وَالْعدْل والصلوة وَنَحْوهَا من الْعِبَادَات الْخَالِصَة فَحكم هٰذَا النَّوْع أَنه إِذا وَجب على العَبْد أَدَاؤُهٗ لَا يسْقط إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَهٰذَا فِيمَا لَا يحْتَمل السُّقُوط مثل الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالٰى وَأما مَا يحْتَمل السُّقُوط فَهُوَ يسْقط بِالْأَدَاءِ أَو بِإِسْقَاط الْأَمر

কোনো বিষয়ের আদেশ দান সে বিষয়ের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ বহন করে। যদি হুকুম দাতা হাকিম হয়। কেননা আমর বা হুকুম এ কথা বুঝানোর জন্য যে, আদিষ্ট বস্তুটি এমন যার অস্তিত্ব লাভ করা উচিত। কাজেই এ আদেশ আদিষ্ট বিষয়ের উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ। অতঃপর উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে مَأْمُور بِه দু'প্রকার (১) حسن بِنَفسِهِ যা নিজেই উৎকৃষ্ট (২) حسن لغيره যা অন্যের কারণে উৎকৃষ্ট। حسن بِنَفسِهِ এর উদাহরণ হলো– আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা, নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সত্যবাদীতা, ন্যায় বিচার, নামাজ পড়া ইত্যাদি নির্ভেজাল ও খাটি ইবাদতসমূহ। এ প্রকার مَأْمُور بِه এর হুকুম হলো– যখন বান্দার উপর এরূপ ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব হয় তখন আদায় করা ব্যতীত উহা রহিত হবে না। আর রহিত না হওয়া ঐ مَأْمُور بِه এর ব্যাপারে হবে যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনা। আর যে مَأْمُور بِه রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তা আদায় করার দ্বারা অথবা আদেশ দাতার রহিত করা দ্বারা রহিত হবে।

وعَلى هٰذَا قُلْنَا إِذا وَجَبت الصلوة فِي أول الْوَقْت سقط الْوَاجِب بِالْأَدَاءِ أَو باعتراض الْجُنُون وَالْحيض وَالنّفاس فِي آخر الْوَقْت بِاعْتِبَار أَن الشَّرْع أسقطها عَنهُ عِنْد هَذِه الْعَوَارِض وَلَا يسْقط بِضيق الْوَقْت وَعدم المَاء واللباس وَنَحْوه النَّوْع الثَّانِي مَا يكون حسنا بِوَاسِطَة الْغَيْر وَذالك مثل السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَالْوُضُوء للصلوة فَإِن السَّعْي حسن بِوَاسِطَة كَونه مفضيا إِلَى أَدَاء الْجُمُعَة وَالْوُضُوء حسن بِوَاسِطَة كَونه مفتاحا للصَّلَاة وَحكم هٰذَا النَّوْع أَنه يسْقط بِسُقُوط تِلْكَ الْوَاسِطَة حَتَّى أَن السَّعْي لَا يجب على من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ وَلَا يجب الْوضُوء على من لَا صَلَاة عَلَيْهِ وَلَو سعى إِلَى الْجُمُعَة فَحمل مكْرها إِلَى مَوضِع آخر قبل إِقَامَة الْجُمُعَة يجب عَلَيْهِ السَّعْي ثَانِيًا وَلَو كَانَ معتكفا فِي الْجَامِع يكون السَّعْي سَاقِطا عَنهُ وَكَذالك لَو تَوَضَّأ فأحدث قبل أَدَاء الصلوة يجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثَانِيًا وَلَو كَانَ متوضئا عِنْد وجوب الصلوة لَا يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد الْوضُوءوالقريب من هٰذَا النَّوْع الْحُدُود وَالْقصاص وَالْجهَاد فَإِن الْحَد حسن بِوَاسِطَة الزّجر عَن الْجِنَايَة وَالْجهَاد حسن بِوَاسِطَة دفع شَرّ الْكَفَرَة وإعلاء كلمة الْحق وَلَو فَرضنَا عدم الْوَاسِطَة لَا يبْقى ذالك مَأْمُورا بِهِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَة لَا يجب الْحَد وَلَوْلَا الْكفْر الْمُقْضِي إِلَى الحراب لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد

এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যখন নামাজের প্রথম ওক্তে নামাজ ওয়াজিব হয় তখন ঐ নামাজ আদায় করা দ্বারা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেয়ে যাবে অথবা নামাজের শেষ সময়ে মস্তিস্ক বিকৃতি হলে কিংবা حيض বা نفاس হলে উক্ত নির্দেশ রহিত হয়ে যাবে। এ হিসেবে যে, শরিয়ত এ সকল অবস্থায় তা রহিত করেছেন। তবে সময়ের সংকীর্ণতা, পানি কিংবা বস্ত্র না পাওয়া গেলে এ ওয়াজিব   রহিত হবে না। দ্বিতীয় প্রকার مَأْمُور بِه অর্থাৎ حسن لغيره হল যা অন্যের মাধ্যমে হাসান হয়। এর উদাহরণ হল জুমার নামাজের জন্য سعْي করা এবং নামাজের জন্য অজু করা। জুমার নামাজের জন্য سعْي করা জুমার নামাজ আদায়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে হাসান এবং অজু নামাজের চাবিকাঠি হওয়ার কারণে হাসান। আর এ প্রকারের হুকুম হল- সে মাধ্যম রহিত হয়ে গেলে مَأْمُور بِه রহিত হয়ে যাবে। সে কারণে যার জন্য জুমার নামাজ ওয়াজিব নয় তার জন্য

سعْيٌ ও ওয়াজিব নয়। আর যার জন্য নামাজ ওয়াজিব নয় তার জন্য অজুও ওয়াজিব নয়। যদি কেউ জুমার জন্য সায়ি করে এবং অন্য কেউ তাকে জুমার একামত কায়েম হওয়ার পূর্বে জোর পূর্বক অন্যত্র নিয়ে যায়, তবে তার জন্য পুনরায় সায়ি করা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি জুমার মসজিদে এতেকাফ করে তার জন্য সায়ি রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কেউ যদি অজু করে এবং নামাজ আদায়ের পূর্বে অজু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় অজু করা ওয়াজিব হবে। আর যদি নামাজ ওয়াজিব হবার সময় অজু অবস্থা থাকে তবে তার জন্য নতুন করে অজু করা ওয়াজিব হবে না। এ প্রকার তথা حسن لغيره এর কাছাকাছি বিধান হল حدود و جهاد ও قصاص । কেননা حد অপরাধ হতে নিবৃত করার মাধ্যম হিসেবে হাসান। জিহাদ কাফেরদের অনিষ্ট রোধ এবং আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার মাধ্যম হওয়ার কারণে হাসান। যদি উক্ত কারণ নাই ধরে নেওয়া হয় তবে এ কাজগুলোও مَأْمُور بِهِ থাকবে না। কারণ, অপরাধ না থাকলে হদ ওয়াজিব হবে না। আর কাফেরগণ যদি যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি না করে তবে জিহাদ ওয়াজিব হবে না।

فصل الْوَاجِب بِحكم الْأَمر نَوْعَانِ أَدَاء وَقَضَاء فالأداء عبارَة عَن تَسْلِيم عين الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه وَالْقَضَاء عبارَة عَن تَسْلِيم مثل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه ثمَّ الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر فالكامل مثل أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا بِالْجَمَاعَة أَو الطّواف متوضئا وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليما كَمَا اقْتَضَاهُ العقد إِلَى الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيم الْغَاصِب الْعين الْمَغْصُوبَة كَمَا غصبهَا وَحكم هَٰذَا النَّوْع أَن يحكم بِالْخُرُوجِ عَن الْعهْدَة بِهِ وعَلى هَٰذَا قُلْنَا الْغَاصِب إِذا بَاعَ الْمَغْصُوب من الْمَالِك أَو رَهنه عِنْده أَو وهبه لَهُ وَسلمهُ إِلَيْهِ يخرج عَن الْعهْدَة وَيكون ذالك أَدَاء لحقه ويلغو مَا صرح بِهِ من البيع وَالْهِبَة.

পরিচ্ছেদ: আমরের হুকুমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওয়াজিব দুপ্রকার। (১) أَدَاء (২) قَضَاء। أَدَاء হলো যা ওয়াজিব হয়েছে মৌল সে বস্তুটাই হকদারের নিকট অর্পণ করা। আর قَضَاء হকদারের কাছে ওয়াজিব বস্তুর অনুরূপ কিছু প্রদান করা।

অতঃপর اداء দু'প্রকার। যথা- (১). اداء كامل (২). اداء قاصر। অতঃপর اداء كامل যেমন-যথা সময়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, অজু সহকারে তওয়াফ করা, বিক্রয়কৃত মাল চুক্তি অনুসারে সঠিক অবস্থায় ক্রেতার নিকট অর্পণ করা এবং ছিনতাইকারী কতৃক ছিনতাইকৃত বস্তুকে

সঠিক অবস্থায় ফেরত দেওয়া। এ প্রকার اداء এর হুকুম হলো, ইহা সম্পাদন করলে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমরা (হানাফিগণ) বলি যে, যখন ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত মাল প্রকৃত মালিকের নিকট বিক্রয় করে অথবা মালিকের নিকট বন্ধক রাখে, অথবা তাকে তা দান করে ও তার নিকট হস্তান্তর করে তখন ছিনতাইকারী দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। আর এরূপ করার দ্বারা মালিকের অধিকার আদায় করে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং বিক্রয় ও দান ইত্যাদি যা-ই উল্লেখ করুক তা বাতিল হয়ে যাবে।

وَلَو غصب طَعَاما فأطعمه مَالِكه وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه طَعَامه أَو غصب ثوبا فألبسه مَالِكه وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه ثَوْبه يكون ذالك أَدَاء لحقه وَالْمُشْتَرِي فِي البيع الْفَاسِد لَو أعَار الْمَبِيع من البَائِع اَوْ رَهنه عِنْده أَو آجره مِنْهُ أَو بَاعه مِنْهُ أَو وهبه لَهُ وَسلمهُ يكون ذالك أَدَاء لحقه ويلغو مَا صرح بِهِ من البيع وَالْهِبَة وَنَحْوه وَأما الْأَدَاء الْقَاصِر فَهو تَسْلِيم عين الْوَاجِب مَعَ النُّقْصَان فِي صفته نَحْو الصلوة بِدُونِ تَعْدِيل الْأَركان أَو الطّواف مُحدثا ورد المبيع مَشْغُولًا بِالدّينِ أَو بِالْجِنَايَةِ ورد الْمَغْصُوب مُبَاح الدَّم بِالْقَتْلِ أَو مَشْغُولًا بِالدّينِ أَو الْجِنَايَة بِسَبَب عِنْد الْغَاصِب وَأَدَاء الزُّيُوف مَكَان الْجِيَاد إِذا لم يعلم الدَّائِن ذالك وَحكم هٰذَا النَّوْع أَنه إِن أمكن جبر النُّقْصَان بِالْمثْلِ ينجبر بِهِ وَإِلَّا يسْقط حكم النُّقْصَان إِلَّا فِي الْإِثْم.

যদি ছিনতাইকারী খাবার বস্তু ছিনতাই করে ঐ খাদ্যটি উহার মালিককে ভক্ষণ করায় অথচ মালিক জানে না যে, এটা তারই খাদ্য অথবা ছিনতাইকারী কাপড় ছিনতাই করে প্রকৃত মালিককে পরিয়ে দেয়, অথচ সে জানে না যে এটা তারই কাপড় এতেও ছিনতাইকারীর পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর بيع فاسد এর ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে তার সম্পদ ধার দেয় অথবা বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখে অথবা বিক্রেতার নিকট ভাড়া দেয় অথবা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে অথবা বিক্রেতাকে উহা هبة করে দেয় এবং তার হাতে অর্পণ করে তাহলেও উল্লিখিত কার্যক্রমের দ্বারা তা মূল মালিকের অধিকার আদায় হিসেবে গণ্য হবে। আর ক্রেতা যে বিক্রয় বা দান ইত্যাদি উল্লেখ করেছে তা অনর্থক হবে। اداء قاصر তথা অসম্পূর্ণ আদায় হল প্রকৃত ওয়াজিবকে তার বৈশিষ্ট্যে কিছু ঘাটতি সহকারে হকদারের নিকট অর্পণ করা। যেমন تعديل اركان ছাড়া নামাজ পড়া অথবা অজু ছাড়া তওয়াফ করা অথবা বিক্রিত বস্তুকে ঋণযুক্ত অবস্থায় বা অন্য কোনো প্রকারের ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় ফেরত দেয়া অথবা জবর দখলকৃত গোলাম মুনিবকে এমন অবস্থায় ফেরত দেয়া যে সে জবর

দখলকারীর কাছে থাকা অবস্থায় হত্যার কারণে মোবাহুদ দম (মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত) হয়ে আছে কিংবা ঋণযুক্ত হয়ে আছে অথবা অন্য যে কোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আছে। ঋণদাতাকে অবহিত না করে নিখুঁত দেরহামের স্থলে অচল দিরহাম অর্পণ করা। এ প্রকার আদায়ের হুকুম হল, অনুরূপ জিনিস দ্বারা যদি অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেয়া যায় তবে তা করতে হবে। অন্যথায় অসম্পূর্ণতার হুকুম রহিত হবে। তবে গুনাহ বহাল থাকবে।

وعَلى هٰذَا إِذا ترك تَعْدِيل الْأَركان فِي بَاب الصلوة لَا يُمكن تَدارُكه بِالْمثلِ إِذْ لَا مثل لَهُ عِنْد العبد فَسقط وَلَو ترك الصلوة فِي أَيَّام التَّشْرِيق فقضاها فِي غير أَيَّام التَّشْرِيق لَا يكبر لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِير بالجهر شرعا وَقُلْنَا فِي ترك قِرَاءَة الْفَاتِحَة والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ أَنه ينجبر بالسهو وَلَو طَاف طواف الْفَرْض مُحدثا ينجبر ذالك بِالدَّمِ وَهُوَ مثل لَهُ شرعا وعَلى هٰذَا لَو أدّى زيفا مَكَان جيد فَهَلَك عِنْد الْقَابِض لَا شَيْء لَهُ على الْمَدْيُون عِنْد أبي حنيفَة لانه لَا مثل لصّفة الْجُوْدَة مُنْفَرِدَة حَتَّى يُمكن جبرها بِالْمثلِ وَلَو سلم العَبْد مُبَاح الدَّم بِجِنَايَة عِنْد الْغَاصِب او عند البَائِع بعد الْبيع فان هلك عِنْد الْمَالِك أَو المُشْتَرِي قبل الدّفع لزمَه الثّمن وَبرئ الْغَاصِب بِاعْتِبَار أصل الْأَدَاء وان قتل بِتِلْكَ الْجِنَايَة اسْتندَ الْهَلَاك الى أول سَببه فَصَارَ كَأَنَّهُ لَا يُوجد الاداء عِنْد أبي حنيفَة.

اداء قاصر এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তি করে যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে **تعديل اركان** ছেড়ে দেয় তবে ইহার অনুরূপ কোনো বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব নয় বিধায় তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ **ايام التشريق** এর দিনগুলোতে নামাজ ছেড়ে দেয় এবং অন্য সময় কাজা করে তবে সে তাকবির বলবে না। কারণ শরিয়তে এ ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে তাকবির বলার বিধান নেই। আমরা বলি যে, সুরা ফাতিহা, দোআয়ে কুনুত, তাশাহ্হুদ ও দুই ইদের অতিরিক্ত তাকবির ছেড়ে দিলে **سجدة السهو** দ্বারা সে ত্রুটি পূর্ণ করতে হবে। আর অজুবিহীন অবস্থায় যদি তাওয়াফ করে তবে **دم** দিলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। কেননা এগুলো শরয়ি দৃষ্টিতে **مثل** সাব্যস্ত হয়েছে। এরই ভিত্তিতে যদি কোনো ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি নিখুঁত মুদ্রার পরিবর্তে ত্রুটিযুক্ত মুদ্রা পরিশোধ করে, অতঃপর সে মুদ্রা ঋণদাতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তখন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে ঋণ গ্রহীতার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা উত্তম গুণের কোনো **مثل** নেই যা তার ক্ষতিপূরণ হতে

পারে। আর যদি ছিনতাইকৃত গোলাম ছিনতাইকারীর নিকট থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করে مباح الدم তথা মৃত্যুদন্ড যোগ্য হয় অথবা ক্রয় করার পর বিক্রেতার কাছে কোনো অপরাধে শাস্তিযোগ্য হয়, এমতাবস্থায় মালিককে ফেরত দেয়া হয়। অতঃপর যদি ঐ গোলাম মালিকের কাছে অথবা ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় মারা যায় তবে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এবং মূল বস্তু অর্পণ করা হিসেবে ছিনতাইকারী দায় মুক্তি পাবে। আর যদি সে দোষের কারণে গোলাম হত্যা করা হয়, তাহলে তার মৃত্যু প্রথম কারণের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে এ ধরণের আদায় আদৌ পাওয়া যায়নি বলে ধরে নিতে হবে।

والمغصوبة إِذا ردَّتْ حَامِلا بِفعل عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ عِنْد الْمَالِك لَا يبرأ الْغَاصِب عَن الضَّمَان عِنْد أبي حنيفَة ثمَّ الأَصْل فِي هٰذَا الْبَاب هُوَ الْأَدَاء كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وانما يُصَار الى الْقَضَاء عِنْد تعذر الْأَدَاء وَلِهٰذَا يتَعَيَّن المَال فِي الْوَدِيعَة وَالْوكَالَة وَالْغَصْب وَلَو أَرَادَ الْمُودع وَالْوَكِيل وَالْغَاصِب أَن يمسك الْعين وَيدْفَع مَا يماثله لَيْسَ لَهُ ذالك وَلَو بَاعَ شَيْئا وَسلمهُ فَظهر بِهِ عيب كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَين الْأَخْذ وَالتّرْك فِيهِ وَبِاعْتِبَار أَن الأَصْل هُوَ الْأَدَاء يَقُول الشَّافِعِي الْوَاجِب على الْغَاصِب رد الْعين الْمَغْصُوبَة وان تَغَيَّرت فِي يَد الْغَاصِب تغيرا فَاحِشا وَيجب الْأَرْش بِسَبَب النُّقْصَان.

যদি লুণ্ঠিতা দাসী লুণ্ঠণকারীর নিকট থাকা অবস্থায় (তার দ্বারা বা অন্য কারো দ্বারা) গর্ভবতী হওয়ার পর মালিককে ফেরত দেয়া হয়। অতঃপর সে দাসী প্রসবকালে মালিকের কাছে মারা যায়, তখন ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে লুন্ঠণকারী জরিমানা প্রদান হতে অব্যহতি পাবে না। অতঃপর اداء ও قضاء এর অধ্যায়ে اداء হল মূল ব্যবস্থা। চাই উহা كامل হোক বা ناقص । আর اداء সম্ভব না হলেই কেবল قضاء এর দিকে যেতে হবে। আর اداء মূলনীতি বা মৌল বিধান হওয়ার কারণেই امانت– غصب ও كالت و এর ক্ষেত্রে মূল বস্তু আদায় করতে হবে। আর যদি আমানতরূপে গ্রহণকারী, উকিল ও লুন্ঠনকারী মূল মালকে আটক রেখে তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করতে চায় তবে তাদের জন্য তা বৈধ হবে না। আর যদি কেউ কোনো বস্তু বিক্রয় করে আর ক্রেতাকে অর্পণ করার পর তাতে দোষ প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করা উভয়ের অধিকার রাখবে। মূলনীতি اداء হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ছিনতাইকারীর কাছে ছিনতাইকৃত

মাল খুব বেশি পরিমাণ বিকৃত হয়ে গেলেও মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্যই এ ক্ষতির দরুন তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

وعَلى هٰذَا لَو غصب حِنْطَة فطحنها أَو ساجة فَبنى عَلَيْهَا دَارا أَو شَاة فذبحها وشواها أو عنبا فعصرها أَو حِنْطَة فزرعها وَنبت الزَّرْع كَانَ ذالك ملكا للْمَالِك عِنْده وَقُلْنَا جَمِيعهَا للْغَاصِب ويجيب عَلَيْهِ رد الْقيمَة وَلَو غصب فضَّة فضربها دَرَاهِم أَو تبرا فاتخذها دنانيرا أَو شَاة فذبحها لَا يَنْقَطِع حق الْمَالِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذالك لَو غصب قطنا فغزله أَو غزلا فنسجه لَا يَنْقَطِع حق الْمَالِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَيتفَرَّع من هٰذَا مَسْأَلَة المضمونات وَلذَا قَالَ لَو ظهر العَبْد الْمَغْصُوب بَعْدَمَا أَخذ الْمَالِك ضمانه من الْغَاصِب كَانَ العَبْد ملكا للْمَالِك وَالْوَاجِب على الْمَالِك رد مَا أَخذ من قيمَة العَبْد وَأما الْقَضَاء فنوعان كَامِل وقاصر فالكامل مِنْهُ تَسْلِيم مثل الْوَاجِب صُورَة وَمعنى كمن غصب قفيز حِنْطَة فاستهلكها ضمن قفيز حِنْطَة وَيكون الْمُؤَدِّي مثلا للْأولِ صُورَة وَمعنى وَكَذالك الحكم فِي جَمِيع الْمِثْلِيَّات.

লুণ্ঠনকারীর জন্য লুণ্ঠিত বস্তুই ফেরত দেওয়া ওয়াজিব যদিও তাতে পরিবর্তন সাধিত হয়– এ মূলনীতির ভিত্তিতে যদি লুণ্ঠনকারী গম লুণ্ঠন করে আটা তৈরি করে ফেলে, কাঠ জবর দখল করার পর উহার দ্বারা গৃহ নির্মাণ করে ফেলে, ছাগল লুণ্ঠন করার পর তা জবেহ করে ভুনা করে ফেলে, আঙ্গুর লুণ্ঠন করার পর ইহার রস বের করে ফেলে, গম লুণ্ঠণ করে তা জমিনে বপন করে ও চারা বের করে– এ সকল অবস্থায় ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে লুণ্ঠিত বস্তু দ্বারা যা তৈরি করা হয়েছে (অর্থাৎ লুণ্ঠিত বস্তু বর্তমানে যে অবস্থায় আছে) মালিক ঐ গুলোর অধিকারী হবে। আর আমরা হানাফিগণ বলি, এই সব গুলোই লুণ্ঠনকারীর। তবে এগুলোর মূল্য পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। লুণ্ঠনকারী রৌপ্য লুণ্ঠন করে তা দ্বারা দিরহাম তৈরি করে ফেলে অথবা স্বর্ণ লুণ্ঠন করে তা দিয়ে দিনার তৈরি করে ফেলে অথবা ছাগল লুণ্ঠন করে তা জবেহ করে ফেলে তাহলে জাহেরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অধিকার বিনষ্ট হবে না। অনুরূপ তুলা লুণ্ঠন করে ইহা দ্বারা সুতা তৈরি করে ফেলে বা সুতা লুণ্ঠন করে তা দ্বারা কাপড় তৈরি করে ফেলে তাহলেও জাহেরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিকের অধিকার বিলুপ্ত হবে না। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণযোগ্য মালামালের মাসআলা নির্গত হয়। (অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মূল বস্তু আদায় করতে হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট মূল বস্তুর বাজার দরে মূল্য আদায় করতে হবে।) তাই ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মালিক লুণ্ঠনকারী হতে লুণ্ঠিত গোলামের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার পর যদি গোলামটি আত্মপ্রকাশ করে, তবে সে গোলাম মালিকের অধিকারে থাকবে। আর

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মালিক যে মূল্য উসুল করেছিল তা অবশ্যই ছিনতাইকারীকে ফেরত দিতে হবে। قضاءও দুই প্রকার। যথা (১) كامل (পরিপূর্ণ কাজা) (২) ناقص (অপরিপূর্ণ কাজা)। কাজায়ে কামিল হল, ওয়াজিবের আকৃতি গত ও অর্থগত অনুরূপ বস্তু অর্পণ করা। যেমন- কোনো ব্যক্তি গমের ঝুড়ি লুণ্ঠন করে বিনষ্ট করে ফেলল, তবে এক ঝুড়ি গম ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। আদায়কৃত বস্তু আকৃতিতে ও অর্থে প্রথমটির অনুরূপ হবে। আর এই হুকুম সর্ব প্রকার مثليات (পরিমাপ ও ওজনি জিনিসের) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

وَأما الْقَاصِر فَهُوَ مَا لَا يماثل الْوَاجِب صُورَة ويماثل معنى كمن غصب شَاة فَهَلَكت ضمن قيمتهَا وَالْقيمَة مثل الشَّاة من حَيْثُ الْمَعْنى لَا من حَيْثُ الصُّورَة وَالْأَصْل فِي الْقَضَاء الْكَامِل وعَلى هٰذَا قَالَ أبو حنيفَة إِذا غصب مثلِيا فَهَلَك فِي يَده وانْقَطع ذالك عَن أَيدي النَّاس ضمن قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة لِأَن الْعَجز عَن تَسْلِيم الْمثل الْكَامِل إِنَّمَا يظْهر عِنْد الْخُصُومَة فَأَما قبل الْخُصُومَة فَلَا لتصور حُصُول الْمثل من كل وَجه فَأَما مَا لَا مثل لَهُ لَا صُورَة وَلَا معنى لَا يُمكن إِيجَاب الْقَضَاء فِيهِ بِالْمثلِ وَلِهٰذَا الْمَعْنى قُلْنَا إِن الْمَنَافِع لَا تضمن بِالْإِتْلَافِ لِأَن إِيجَاب الضَّمَان بِالْمثلِ مُتَعَذر وإيجابه بِالْعينِ كَذالك لِأَن الْعين لَاتماثل الْمَنْفَعَة لَاصُورَة وَلَا معنى كَمَا إِذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أَو دَارا فسكن فِيهَا شهرا ثمَّ رد الْمَغْصُوب إِلَى الْمَالِك لَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان الْمَنَافِع خلافًا للشَّافِعِيّ.

আর قضاء قاصر অপরিপূর্ণ কাজা এমন একটি বিষয়, যা مامور به আকৃতিগত দিক দিয়ে অনুরূপ হয় না, তবে অর্থগত তার অনুরূপ জ্ঞান করা হয়। যেমন কেউ একটি বকরি লুণ্ঠন করার পর তা মারা গেল। এক্ষেত্রে সে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করবে। আর মূল্য হল অর্থের দিক থেকে উক্ত বকরির অনুরূপ, আকৃতিগত দিক দিয়ে নয়। আর কাজার ক্ষেত্রে মূল কাজায়ে কামিল। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন কেউ কোনো مثلى বস্তু ছিনতাই করে ও তার হাতে থাকাকালীন বিনষ্ট হয়ে যায়। আর সে বস্তু বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, তবে মালিক যে দিন মোকাদ্দমার (মামলা) রায় হয়েছে সে দিন উহার যে মূল্য ছিল সে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা পূর্ণ সমতুল্য বস্তু প্রদানে অপারগতা মামলার রায়ের দিন প্রকাশ পেয়েছে। মামলা রায়ের পূর্বে প্রকাশ পায়নি। কেননা এর পূর্বে সব দিক দিয়ে থেকে مثل كامل পূর্ণাঙ্গ সমতুল্য বস্তু পাওয়া যাওয়ার

সম্ভাবনা ছিল। যে বস্তুর আকৃতিগত ও অর্থগত কোনোরূপ অনুরূপ বস্তু নেই, তাতে সমতুল্য বস্তু দ্বারা কাজা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমরা হানাফিগণ বলি, কোনো বস্তু থেকে উপকার মূলক উপাদানগুলো বিনষ্ট করলে সেগুলো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কেননা উপাদানগুলোর সমতুল্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় সাব্যস্ত করা যেমন অসম্ভব, তেমন মূল বস্তু দ্বারাও ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ মূল বস্তু কখনো উপকার মূলক উপাদানের সমতুল্য হয় না–আকৃতিতেও নয়, প্রকৃতিতে নয়। যেমন কেউ একটি গোলাম ছিনতাই করল এবং তার দ্বারা এক মাস পর্যন্ত উপকার গ্রহণ করল অথবা কোনো বাড়ি জবর দখল করল ও তাতে একমাস যাবত বসবাস করল অতঃপর গোলাম ও বাড়ি প্রকৃত মালিককে ফেরত দিল এক্ষেত্রে ব্যবহারিক উপকার করার ক্ষতিপূরণ মালিককে (সম্ভব না হওয়ার কারণে) আদায় করতে হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ভিন্ন মত পোষণ করেন।

فَبَقِيَ الْإِثْم حكما لَهُ وانتقل جَزَاؤُهُ إِلَى دَار الْآخِرَة وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا لَا تضمن مَنَافِع الْبضْع بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَة على الطَّلَاق وَلَا بقتل مَنْكُوحَة الْغَيْر وَلَا بِالْوَطْءِ حَتَّى لَو وطئ زَوْجَة إِنْسَان لَا يضمن للزَّوْج شَيْئا إِلَّا إِذا ورد الشَّرْع بِالْمثلِ مَعَ أَنه لَا يماثله صُورَة وَلَامعنى فَيكون مثلا لَهُ شرعا فَيجب قَضَاؤُهُ بِالْمثلِ الشَّرْعِيّ وَنَظِيره مَا قُلْنَا أَن الْفِدْيَة فِي حق الشَّيْخ الفاني مثل الصَّوْم وَالدية فِي الْقَتْل خطأ مثل النَّفس مَعَ أَنه لَا مشابهة بَينهمَا.

কিন্তু গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে এবং পরকালে এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এজন্য আমরা হানাফিগণ বলি, তালাকের ব্যাপারে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার ফলে সঙ্গমের উপকারিতা উপভোগের অধিকার হরণকরার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর অন্যের স্ত্রীকে হত্যা করার দ্বারা এবং অন্যের স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দ্বারা স্বামীর যে যৌন সম্ভোগের উপকারিতা বিনষ্ট হয়, তা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এমন কি কেউ অন্যের স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্বামী কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের হকদার হবে না। হ্যাঁ যদি শরিয়তের পক্ষ হতে সে উপকারিতার কোনো সমতুল্য প্রবর্তিত হয় যদিও তা মূল বিষয়ের আকৃতিগত সমতুল্য নয় তবে এটা শরিয়ত সম্মত সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর শরিয়ত সম্মত সমতুল্য দ্বারা তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হল- অত্যন্ত বৃদ্ধের পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করা হচ্ছে রোজার সমতুল্য। ভুলক্রমে হত্যা করলে দিয়ত বা ক্ষতিপূরণ হল জীবনের সমতুল্য। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই।

فصل فِي النَّهْي : النَّهْي نَوْعَانِ نهي عَن الْأَفْعَال الحسية كَالزِّنَا وَشرب الْخمر وَالْكَذب وَالظُّلم وَنهي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة كالنهي عَن الصَّوْم فِي يَوْم النَّحْر والصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة وَبيع الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَحكم النَّوْع الأول أَن يكون المنهى عَنهُ هُوَ عين مَا ورد عَلَيْهِ

النَّهْي فَيكون عينه قبيحا فَلَا يكون مَشْرُوعا أصلا وَحكم النَّوْع الثَّانِي أَن يكون المنهى عَنهُ غير مَا أضيف إِلَيْهِ النَّهْي فَيكون هُوَ حسنا بِنَفسِهِ قبيحا لغيره وَيكون الْمُبَاشر مرتكبا لِلْحَرَامِ لغيره لَا لنَفسِهِ.

পরিচ্ছেদ: **نهى** (নিষেধাজ্ঞা) দুই প্রকার। যথা (১). **النهى عن الافعال الحسية** (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্য হতে নিষেধাজ্ঞা। যেমন ব্যভিচার করা, মাদকদ্রব্য পান করা, মিথ্যা বলা, অত্যাচার করা। (২). **النهى عن الافعال الشرعية** শরিয়তে হস্তক্ষেপকৃত কার্যাবলি হতে নিষেধাজ্ঞা। যেমন- কুরবানির দিন রোজা রাখা, মাকরুহ সময় সমূহে নামাজ পড়া এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা । প্রথম প্রকারের হুকুম এই যে, যার উপর নাহি আগত হয়েছে উহা স্বয়ং নিষিদ্ধ। সুতরাং ঐ নিষিদ্ধ বস্তুর সত্ত্বাই মন্দ এবং নিষেধ আসার পর সে নিষিদ্ধ বস্তুটি আদৌ সিদ্ধ হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হল, সে বস্তুটি স্বয়ং হাসান বা ভাল। কিন্তু অন্য কারণে **قبيح** বা মন্দ হয়েছে। এ ধরণের নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত ব্যক্তিকে অন্য কারণে হারামে লিপ্ত হয়েছে বলে হুকুম দেয়া হয়।

وعَلى هٰذَا قَالَ أَصْحَابنَا النَّهْي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة يَقْتَضِي تقريرها وَيُرَاد بذالك أَن التَّصَرُّف بعد النَّهْي يبْقى مَشْرُوعا كَمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَو لم يبْق مَشْرُوعا كَانَ العَبْد عَاجِزا عَن تَحْصِيل الْمَشْرُوع وَحِينَئِذٍ كَانَ ذالك نهيا للعاجز وَذالك من الشَّارِع مُحَال وَبِه فَارق الْأَفْعَال الحسية لانه لَو كَانَ عينهَا قبيحا لَا يُؤَدِّي ذالك إِلَى نهي الْعَاجِز لانه بِهٰذَا الْوَصْف لَا يعجز العبد عن الفعل الحسى وَيتَفَرَّع من هٰذَا حكم البيع الْفَاسِد وَالْإِجَارَة الْفَاسِدَة وَالنّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وَجَمِيع صور التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة مَعَ وُرُود النَّهْي عَنْهَا فَقُلْنَا البيع الْفَاسِد يُفِيد الْملك عِنْد الْقَبْض بِاعْتِبَار أَنه بيع وَيجب نقضه بِاعْتِبَار كَونه حَرَامًا لغيره

(**تصرقات شرعية** থেকে নাহি **حسن بنفسه** অর্থাৎ নিজে হাসান এবং **قبيح لغيره** অর্থাৎ অন্যের কারণ মন্দ ও গর্হিত) এই নীতির ভিত্তিতে আমাদের হানাফি আলেমগণ বলেন, **تصرفات شرعية** এর উপর নাহি ঐ কাজগুলো মূলে প্রতিষ্ঠিত থাকা দাবি করে। এর অর্থ হল, নাহি আসার পরও মূল কাজটি শরিয়ত সম্মত হওয়া আগের মতই বাকি থাকে। কেননা যদি শরিয়ত সম্মত হওয়া বর্তমান না থাকে তা হলে বান্দা তা লাভ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। তখন ব্যর্থ ও অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা

আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষে অসম্ভব। আর এ আলোচনার দ্বারা **تصرفات شرعية – افعال حسية** থেকে পৃথক হয়ে গেল। কারণ **افعال حسية** বস্তুটি যদিও কবিহ হয় সে কবিহ বা মন্দ হওয়া অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়টি বুঝায় না। কেননা এ মন্দ হওয়ার গুণটি দ্বারা বান্দা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কাজ থেকে অক্ষম হয়ে যায় না। আর এর উপর ভিত্তি করে কয়েকটি শাখা মাসআলা নির্গত হয়। যেমন **بيع فاسد إِجَارَةفَاسِدَة** এবং কুরবানির দিনের রোজার মান্নত। অনুরূপভাবে নাহি আবর্তিত হওয়া সকল **تصرفات شرعية** এর হুকুম নির্গত হয়। সুতরাং আমরা হানাফিগণ বলি যে, **بيع فاسد** এর ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তগত করার পর মালিকানার ফায়দা দিবে। কেননা **بيع فاسد** টিও বেচা কেনা নামে অভিহিত হয়। তবে অন্যের কারণে হারাম হওয়ার দরুন তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

وَهٰذَا بِخِلَاف نِكَاح المشركات ومنكوحة الْأَب ومعتدة الْغَيْر ومنكوحته وَنِكَاح الْمَحَارِم وَالنِّكَاح بِغَيْر شُهُود لِأَن مُوجب النِّكَاح حل التَّصَرُّف وَمُوجب النَّهْي حُرْمَة التَّصَرُّف فاستحال الْجمع بَينهمَا فَيحمل النَّهْي على النَّفْي فَأَما مُوجب البيع ثُبُوت الْملك وَمُوجب النَّهْي حُرْمَة التَّصَرُّف وَقد أمكن الْجمع بَينهمَا بَان يثبت الْملك وَيحرم التَّصَرُّف أَلَيْسَ أَنه لَو تخمر الْعصير فِي ملك الْمُسلم يبْقى ملكه فِيهَا وَيحرم التَّصَرُّف وعَلى هٰذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِذا نذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وأَيَّام التَّشْرِيق يَصح نَذره لِأَنَّهُ نذر بِصَوْم مَشْرُوع وَكَذالك لَو نذر بالصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة يَصح لِأَنَّهُ نذر بِعبَادة مَشْرُوعَة لما ذكرنَا أَن النَّهْي يُوجب بَقَاء التَّصَرُّف مَشْرُوعا.

আর মুশরিকা নারীকে বিবাহ করা, পিতার স্ত্রীকে (তালাক প্রাপ্তা) বিবাহ করা, অন্যের ইদ্দত পালনরত মহিলাকে বিবাহ করা, অপরের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা, মুহরামাত নারীগণকে বিবাহ করা, স্বাক্ষী ছাড়া বিবাহ করা ইত্যাদি (উপরে বর্ণিত **بيع فاسد** এর হুকুমের) বিপরীত। কেননা বিবাহের চাহিদা হল স্ত্রীর ব্যবহার হালাল হওয়া এবং নাহির চাহিদা হল স্ত্রীর ব্যবহার হারাম হওয়া। আর হালাল হওয়া ও হারাম হওয়া (একই বস্তুতে) একত্রিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই এ সকল ক্ষেত্রে নাহি নফির অর্থে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু বেচা কেনার দাবি হল মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া আর নাহির দাবি হল ব্যবহার হারাম হওয়া। এ দুটি একত্রিত হতে পারে। তা এভাবে যে, মালিকানা সাব্যস্ত হবে কিন্তু ব্যবহার হারাম হবে। বিষয়টি এমন নয় কি যে, কোনো মুসলামনের মালিকানায় যদি আঙ্গুরের রস দিয়ে মদ তৈরি

করা হয় তবে তার মালিকানা তাতে বজায় থাকে। কিন্তু ঐ মদ ব্যবহার করা তার জন্য হারাম। এর ভিত্তিতে আহনাফ বক্তব্য পেশ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি আইয়ামে তাশরিক এবং কুরবানির দিনে রোজার মান্নত করে তবে তার মানত শুদ্ধ হবে। কেননা, সে শরিয়ত অনুমোদিত কাজ রোজার মান্নত করেছে। অনুরূপভাবে মাকরুহ সময়ে নামাজ পড়ার মান্নত করলে মান্নত শুদ্ধ হবে। কেননা সে একটি শরিয়ত সম্মত ইবাদতের মান্নত করেছে। কারণ নাহি কাজের مشروعية বাকি রাখাকে আবশ্যক করে।

وَلِهٰذَا قُلْنَا لَو شرع فِي النَّفل فِي هَذِه الْأَوْقَات لزمَه بِالشُّرُوعِ وارتكاب الْحَرَام لَيْسَ بِلَازِم للُزُوم الاتمام فانه لَو صَبر حَتَّى حلت الصلوة بارتفاع الشَّمْس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بِدُونِ الْكَرَاهَة وَبِه فَارق صَوْم يَوْم الْعِيد فانه لَو شرع فِيهِ لَا يلْزمه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد لَان الاتمام لَا يَنْفَكّ عَن ارْتِكَاب الْحَرَام وَمن هٰذَا النَّوْع وَطْء الْحَائِض فان النَّهْي عَن قربانها بِاعْتِبَار الْأَذَى لقَوْله تَعَالٰى"ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن" وَلِهٰذَا قُلْنَا يَتَرَتَّب الْأَحْكَام على هٰذَا الْوَطْء فَيثبت بِهِ إِحْصَان الْوَاطِئ وَتحل الْمَرْأَة للزَّوْج الأول وَيثبت بِهِ حكم الْمهْر وَالْعدة وَالنَّفقَة وَلَو امْتنعت عَن التَّمْكِين لأجل الصَدَاق كَانَت نَاشِزَة عِنْدهمَا فَلَا تسْتَحق النَّفَقَة.

(নাহি আসার পর مشروعية থেকে যাওয়ার কারণে) আমরা হানাফিগণ বলে থাকি, যদি মাকরুহ সময় কেউ নফল নামাজ শুরু করে তবে শুরু করার কারণে এ নফল নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এ ওয়াজিব নামাজ পর্ণ করতে হারামে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হবে না। কারণ সে যদি সূর্য উঠে যাওয়া কিংবা সূর্য ডুবে যাওয়া বা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর নামাজ বৈধ হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে كَرَاهَة ব্যতীত নামাজ পূর্ণ করে নেয়া সম্ভব। এই বিশ্লেষণ দ্বারা (উল্লিখিত নফল নামাজ) ইদের দিনের নফল রোজা হতে পৃথক হয়ে গেল। কেননা, ইদের দিন নফল রোজা শুরু করলে আমাদের ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এর মতে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। কারণ তা পূর্ণ করা হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। ঋতুবর্তীর সাথে সহবাস করাও এ ধরণের মাসআলার সমপর্যায়ের। কারণ এ সহবাস থেকে নিষেধ করা হয়েছে কষ্টের কারণে। আল্লাহ তাআলার এ ফরমানের কারণে, يسئلونك عن المحيض الخ অর্থাৎ হে নবি! লোকেরা আপনার নিকট হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, এ হায়েজ কষ্ট। সুতরাং তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রীদের থেকে

পৃথক থাক এবং পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। আর এ কারণে এ সহবাসের উপর আমরা হানাফিগণ বিধাণ প্রবর্তণের পক্ষপাতি। কাজেই এ সহবাসকারী মোহসিন হওয়ার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। সহবাসের কারণে মহর, ইদ্দত, ভরণ পোষণের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী মহর আদায়ের উদ্দেশ্যে পরবর্তী সহবাসের সুযোগ না দেয়, 'তবে সাহেবাইনের মত স্ত্রী অবাধ্য বলে প্রমাণিত হবে। সে খোরপোষের হকদার হবে না।

وَحُرْمَة الْفِعْل لَا تنَافِي ترَتّب الْأَحْكَام كَطَلَاق الْحَائِض وَالْوُضُوء بالمياه الْمَغْصُوبَة والإصطياد بقوس مَغْصُوبَة وَالذّبْح بسكين مَغْصُوبَة والصلوة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة وَالْبيع فِي وَقت النداء فانه يَتَرَتَّب الحكم على هَذِه التَّصَرُّفَات مَعَ اشتمالها على الْحُرْمَة وَبِاعْتِبَار هٰذَا الأَصْل قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالٰى : "وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا" ان الْفَاسِق من أهل الشَّهَادَة فَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة الْفُسَّاق لَان النَّهْي عَن قبُول الشَّهَادَة بِدُونِ الشَّهَادَة محَال وانما لم تقبل شَهَادَتهم لفساد فِي الْأَدَاء لَا لعدم الشَّهَادَة أصلا وعَلى هٰذَا لَا يجب عَلَيْهِم اللّعان لَان ذالك أَدَاء الشَّهَادَة وَلَا أَدَاء مَعَ الْفَسِق.

কোনো কাজ হারাম হওয়া (যেমন হায়েযের সময় সহবাস করা) ঐ কাজের উপর হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার পরিপন্থি নয়। যেমন حائضة স্ত্রীকে তালাক দেয়া, ছিনতাইকৃত পানি দ্বারা অজু করা, ছিনতাইকৃত ধনুক দ্বারা শিকার কর, ছিনতাইকৃত ছুরি দ্বারা জবেহ করা, জবর দখলকৃত জমিনে নামাজ পড়া, আজানের সময় বেচা-কেনা করা ইত্যাদি। এ সকল কর্ম হারাম হওয়া সত্ত্বেও সংঘটিত হলে এগুলো উপর হুকুম প্রবর্তিত হবে। এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা হানাফিগণ বলে থাকি যে, মহান আল্লাহর বাণী ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا অর্থাৎ তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য এবং ফাসেকদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিবাহ সংগঠিত হবে। (কেননা আয়াতে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতাই যদি না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা অর্থহীন হয়ে যায়।) কাজেই সাক্ষ্য গ্রহণ সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা মেনে নেওয়া ব্যতীত অসম্ভব। ঐ সকল ফাসেকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়না সাক্ষ্য দানের মধ্যে ত্রুটির কারণে, সাক্ষ্যের যোগ্যতা না থাকার কারণে নয়। এ সব লোকদের উপর لعان ওয়াজিব নয়। কেননা لعان এক প্রকার সাক্ষ্য আদায়ের নাম। আর ফাসেকির সাথে সাক্ষ্য আদায় হবে না।

اعْلَم ان لمعْرِفَة المُرَاد بالنصوص طرقا مِنْهَا : ١. ان اللَّفْظ اذا كَانَ حَقِيقَة لِمَعْنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مِثَاله مَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْبِنْت المخلوقة من مَاء الزِّنَا يحرم على الزَّانِي نِكَاحهَا وَقَالَ الشَّافِعِي رح يحل وَالصَّحِيح مَا قُلْنَا لِأَنَّهَا بنته حَقِيقَة فتدخل تَحت قَوْله تَعَالٰى : "حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم" وَيتفَرَّع مِنْهُ الْأَحْكَام على المذهبين من حل الْوَطْء وَوُجُوب الْمهْر وَلُزُوم النَّفَقَة وجريان التَّوَارُث وَولَايَة الْمَنْع عَن الْخُرُوج والبروز.

স্মরণ রাখতে হবে যে, (কুরআন হাদিসে উল্লিখিত) نصوص তথা ভাষ্যসমূহ মর্ম জ্ঞান হওয়ার জন্য অনেক পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল যদি نص এর কোনো শব্দ একটি অর্থে حقيقة তথা প্রকৃত হয় এবং অপর অর্থে مجازى তথা রূপক হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করাই উত্তর। এর উদাহরণ সে মাসআলা আমাদের হানাফি আলেমগণ বলেন যে, জিনার কারণে জন্ম নেয়া কন্যাকে জিনাকারীরই সন্তান। কাজেই এ কন্যাটিও আল্লাহ তাআলার বাণী حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الخ (তোমাদের জন্য তোমাদের মাতাগণ ও কন্যাগণ কে বিবাহ হারাম করা হল) এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ মতভেদের উপর ভিত্তিতে করে উভয় মাজহাব অনুযায়ী ব্যভিচারীর ঐ মেয়েকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তার সাথে সহবাস হালাল হওয়া, তাকে মহর প্রদান করা ওয়াজিব হওয়া খোর-পোষ প্রদান অপরিহার্য হওয়া, পরস্পর উত্তরাধিকারিত্বে বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বহিরাগমণে বাঁধা দেয়ার অধিকার লাভ করা ইত্যাদি বৈধতার বিধানগুলো নির্গত হয়। ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে বিবাহ বিধান উক্ত কার্যাবলি বিশুদ্ধ এবং ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে বিবাহ আদৌ হালাল নয় বিধায় উক্ত কার্যাবলি সম্পূর্ণ অশুদ্ধ।

وَمِنْهَا أَن أحد المحملين إِذا أوجب تَخْصِيصًا فِي النَّص دون الآخر فالحمل على مَا لَا يسْتَلْزم التَّخْصِيص أولى مِثَاله فِي قَوْله تَعَالٰى : "أَو لامستم النِّسَاء" فالملامسة لَو حملت على الوقاع كَانَ النَّص مَعْمُولا بِهِ فِي جَمِيع صور وجوده وَلَو حملت على الْمس بِالْيَدِ كَانَ النَّص مَخْصُوصًا بِهِ فِي كثير من الصُّور فان مس الْمَحَارِم والطفلة الصَّغِيرَة جدا غير نَاقض للْوُضُوء فِي أصح قولي الشَّافِعِي وَيتَفَرَّع مِنْهُ الْأَحْكَام على المذهبين من إِبَاحَة الصلوة وَمَسّ الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد وَصِحَّة الامامة وَلُزُوم التَّيَمُّم عِنْد عدم المَاء وتذكر الْمس فِي أثْنَاء الصلوة.

২০১৪

যে সব পদ্ধতিতে نص এর মর্ম উদঘাটন করা হয় সেগুলো মধ্য হতে একটি হল নসের দুটি সম্ভাবনাময় অর্থ যখন এক অর্থে নির্দিষ্ট কারণের হয় এবং দ্বিতীয় অর্থ নির্দিষ্ট করণে প্রয়োজন হয় না। তখন নসকে সেই অর্থে ব্যবহার করা উত্তম যাতে কোনো বিশেষত্ব নেই। যেমন আল্লাহর বাণী আয়াতের মধ্যে او لا مستم النساء আয়াতের মধ্যে ملامسة বা স্পর্শ দু প্রকার প্রয়োগ হতে পারে- যথা সহবাস করা বা নিছক হাতে স্পর্শ করা। এর উদাহরণ আল্লাহ তাআলার বাণী ملامسة এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং او لامستم النساء তথা স্পর্শ করাকে যদি সহবাসের অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তবে ملامست অর্থ স্পর্শ করার যত অবস্থা আছে সব অবস্থায়ই নসের উপর আমল করতে হবে। আর যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে বহুবিদ অবস্থা নস দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে। কেননা মুহারাম নারীদের স্পর্শ করলে এবং শিশু কন্যাকে স্পর্শ করলে, ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর দুই মতে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী অজু হবে না। অর উভয় মাজহাবের মতবাদের ভিত্তিতে নামাজ পঠন, কোরান স্পর্শ করণ, মসজিদে প্রবেশ ইমামত বিশুদ্ধ হওয়া পানির অভাবে তায়াম্মুম অপরিহার্য হওয়া, এবং নামাজের মাঝে স্ত্রী স্পর্শ করণের বিষয় স্মরণ আসা। এ সব ক্ষেত্রে কতিপয় প্রাসঙ্গিক মাসআলা নির্গত হয়। (ইমাম আবু হানিফা- এর মতে مس باليد এর ক্ষেত্রে অজু বহাল আছে বিধায়, উল্লিখিত বিষয়গুলো যথা বৈধ অবস্থায় থাকবে এবং ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মতে নষ্ট হয় বিধায় উক্ত বিষয় গুলো নিষিদ্ধ হবে)।

مِنْهَا أَن النَّص إِذا قرئَ بقراءتين أَو رُوِيَ بروايتين كَانَ الْعَمَل بِهِ على وَجه يكون عملا بِالْوَجْهَيْنِ أولى مِثَاله فِي قَوْله تَعَالٰى : "وأرجلكم" قرئَ بِالنّصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على الْمَمْسُوح فَحملت قِرَاءَة الْخَفْض على حَالَة التخفف وَقِرَاءَة النصب على حَالَة عدم التخفف وَبِاعْتِبَار هٰذَا الْمَعْنى قَالَ الْبَعْض جوَاز الْمسْح ثَبت بِالْكتاب وَكَذالك قَوْله تَعَالٰى : "حَتَّى يطهرن" قرئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف فَيعْمل بِقِرَاءَة التَّخْفِيف فِيمَا إِذا كَانَ أَيَّامهَا عشرَة وبقراءة التَّشْدِيد فِيمَا إِذا كَانَ أَيَّامهَا دون الْعشْرَة وعَلى هٰذَا قَالَ أَصْحَابنَا اذا انْقَطع دم الْحيض لأَقل من عشرَة أَيَّام لم يجز وَطْء الْحَائِض حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن كَمَال الطَّهَارَة يثبت بالإغتسال وَلَو انْقَطع دَمهَا لعشرة أَيَّام جَازَ وَطئهَا قبل الْغسْل لِأَن مُطلق الطَّهَارَة ثَبت بِانْقِطَاع الدَّم.

نص এর মর্ম উদঘাটনের পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল নস এর (আয়াতের মধ্যে যদি দুটি قرأت হয় কিংবা হাদিসের মধ্যে দু ধরণের বর্ণনা হয়, তবে এ নসের সাথে এমন পদ্ধতি আমল করা উত্তয় قرأت কিংবা উভয় বর্ণনার উপর আমলে হয়ে যায় এর উদাহরণ আল্লাহর বাণী وار جلكم এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ শব্দটিকে অজুর মধ্যে ধৌত করার অঙ্গসমূহের উপর عطف করে নসব দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। অপর দিকে মাসেহ করার অঙ্গের উপর عطف করে كسره দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। সুতরাং যের বিশিষ্ট قرأة কে মোজা পরিহিত না হওয়ার অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। এ অর্থ অনুসারে কোনো কোনো আলেম বলেন যে, কোরান দ্বারাই মোজার উপর মাসেহের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী حَتَّى يطهرن কেরাতের সাথে আমল করা হলে, হায়েযের সময় সীমা দশ দিনের হবে। আর তাশদীদসহ কিরায়াতের সাথে আমল করা হলে হায়েযের সময়সীমা দশ দিনের কম হবে। এ নিয়মানুসারে হানাফিগণ বলেন যখন দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হায়েজ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন গোসলের পূর্বে সে ঋতুবর্তী মহিলার সাথে সহবাস বৈধ নয়। কেননা গোসল করার পরেই কেবল পূর্ণ পবিত্রতা লাভ হবে। আর যদি দশ দিন হবার পর হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে গোসলের পূর্বেই সহবাস করা বৈধ। কেননা, সাধারণ পবিত্রতা রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে।

وَلِهٰذَا قُلْنَا اذا انْقَطع دم الْحيض لعشرة أَيَّام فِي آخر وَقت الصلوة تلزمها فَرِيضَة الْوَقْت وان لم يبْق من الْوَقْت مِقْدَار مَا تَغْتَسِل بِهِ وَلَو انْقَطع دَمهَا لأَقل من عشرَة ايام فِي آخر وَقت الصلوة. إِن بَقِي من الْوَقْت مِقْدَار مَا تَغْتَسِل فِيهِ وَتحرم للصلوة لزمتها الْفَرِيضَة وَإِلَّا فَلَا ثمَّ نذْكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليَكُون ذالك تَنْبِيها على مَوضِع الْخلَل فِي هٰذَا النَّوْع مِنْهَا ان التَّمَسُّك بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَنه قاء فَلم يتَوَضَّأ) لاثبات أَن الْقَيْء غير نَاقض ضَعِيف، لَان الْأَثر يدل على ان الْقَيْء لَا يُوجب الْوضُوء فِي الْحَال وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي كَونه ناقضا.

আমরা হানাফিগণ বলি যে,যদি দশ দিন পূর্ণ হয়ে নামাজের শেষ সময় রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ মহিলার উপর ঔ ওয়াক্তের নামাজ অপরিহার্য হবে, যদিও গোসল করে নেয়ার পর্যন্ত সময় হাতে না থাকে। আর যদি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নামাজের শেষ সময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে যদি এতটুকু পরিমিত সময় থাকে যে, গোসল করে নামাজের তাকবিরে তাহরিমা বলতে পারে, তবে সে

ওয়াক্তের ফরজ নামাজ পড়া তার জন্য অপরিহার্য হবে। আর যদি উল্লিখিত পরিমাণ সময় না থাকে, তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা অপরিহার্য নয়। অতঃপর আমরা দলিল গ্রহণ করার কয়েকটি দুর্বল পদ্ধতি উল্লেখ করেছি, যাতে দলিল গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টির জায়গায় সতকর্তা দান করে। তন্মধ্যে একটি হল-যা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সে হাদিসের সাথে করা হয়েছে যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করেছেন কিন্তু অজু করেননি। এটা এ জন্য যে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বমি করলে অজু ভঙ্গ হয় না। এতে দুর্বলতার কারণ হল-হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বমি করার তাৎক্ষণিকভাবে অজু ওয়াজিব হয় না। এ কথার উপর হাদিসটি দলিল এতে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ কেবল এ কথায় যে, বমি করা আদৌ অজু ভঙ্গের কারণ কি না।

وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله تَعَالٰى : "حرمت عَلَيْكُم الْمَيْتَة" لاثبات فَسَاد المَاء بِمَوْت الذُّبَاب ضَعِيف لَان النَّص يثبت حُرْمَة الْمَيْتَة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي فَسَاد المَاء وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام (حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ) لاثبات أَن الْخلّ لَا يزِيل النَّجس ضَعِيف لِأَن الْخَبَر يَقْتَضِي وجوب غسل الدَّم بِالْمَاءِ فيتقيد بِحَال وجود الدَّم على الْمحل وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي طَهَارَة الْمحل بعد زَوَال الدَّم بالخل وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام (فِي اربعين شَاة شَاة) لاثبات عدم جَوَاز دفع الْقيمَة ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي سُقُوط الْوَاجِب بأَدَاء الْقيمَة.

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী حرمت عَلَيْكُم الْمَيْتَة (তোমাদের উপর মৃত প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়েছে) দ্বারা দলিল গ্রহণ পূর্বক মাছি মরণ দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাওয়ার দুর্বল পন্থা। কেননা এ নস টি মৃত প্রাণী হারাম হওয়া প্রমাণ করে এ ব্যাপারে মতভেদ নেই। তবে মতভেদ কেবল এ কথায় যে, মাছি পড়ে মরলে পানি নাপাক হবে কিনা? এমনিভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ (হায়েজের রক্তকে তোমরা ঘষে ফেল, তারপর নখাগ্র দ্বারা টোকা মার, অতঃপর পানি দ্বারা ধৌত করে ফেল। এর দ্বারা এই কথার প্রমাণ পেশ করা যে, সিরকা নাপাক দূর করতে পারে না। এটাও একটা অতি দুর্বল পন্থা। কেননা, হাদিসের চাহিদা হল, রক্তকে পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। সুতরাং রক্ত ধোয়ার এ বিধান ঐ অবস্থায় উপর সীমাবদ্ধ থাকবে, যখন রক্ত কাপড়ের সস্থানে অবস্থান করবে। এ বিষয় কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ শুধু এ কথায় যে সিরকা দ্বারা যদি রক্ত দুর হয়ে যায়, তবে নাপাক জায়গা পাক হবে কিনা। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী চল্লিশটি বকরিতে একটি জাকাত দিতে হবে- এর দ্বারা এ কথার উপর দলিল পেশ করার দুর্বল যে, ছাগলের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করা বৈধ হবে না।

কেননা, এ হাদিসটি প্রতি চল্লিশ ছাগলের একটি ছাগল দেয়া ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়। এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বি-মত কেবল এ ব্যাপার যে, (ছাগল না দিয়ে) মূল্য আদায় করলে জাকাতে আদায় হবে কিনা।

وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله تَعَالٰى : "وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله" لإِثْبَات وجوب الْعمرَة ابْتِدَاء ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي وجوب الْإِتْمَام وَذالك إِنَّمَا يكون بعد الشُّرُوع وَلَا خلاف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي وُجُوبهَا ابْتِدَاء وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام (لاتبيعوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين) لإِثْبَات أَن البيع الْفَاسِد لَا يُفِيد الْملك ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي تَحْرِيم البيع الْفَاسِد وَلَا خلاف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي ثُبُوت الْملك وَعَدَمه.

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله (তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ কর)। এ আয়াতটি দ্বারা (হজ্জের ন্যায়) উমরাকেও প্রথম হতে ওয়াজিব বলে দলিল পেশ করা দুর্বল পন্থা, কেননা এই আয়াতের চাহিদা হল, উমরা (শুরু করার পর) পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং এতে কারো দ্বিমত নেই। মতভেদ হল কেবল প্রাথমিক ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্কে। অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী لاتبيعوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين অর্থাৎ তোমরা এক দিরহামকে দুদিরহামের বিনিময়ে এবং এক সা' কে দুই সা'র বিনিময়ে বিক্রি করো না। এর দ্বারা অবৈধ বিক্রি এর ক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্ত না করার উপর দলিল গ্রহণ করা একটি দুর্বল পন্থা। কেননা উল্লিখিত "নস" টি শুধু অবৈধ বিক্রি হারাম হওয়ার দাবি উপস্থাপন করে, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এই ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া, না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

وَكَذالك التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام (أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال) لإِثْبَات أَن النّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر لَا يَصح ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي حُرْمَة الْفِعْل وَلَا خلاف فِي كَونه حَرَامًا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي إِفَادَة الْأَحْكَام مَعَ كَونه حَرَامًا وَحُرْمَة الْفِعْل لَا تنَافِي ترَتّب الْأَحْكَام فَإِن الْأَب لَو استولد جَارِيَة ابْنه يكون حَرَامًا وَيثبت بِهِ الْملك للْأَب وَلَو ذبح شَاة بسكين مَغْصُوبَة يكون حَرَامًا وَيحل الْمَذْبُوح وَلَو غسل الثَّوْب النَّجس بِمَاء مَغْصُوب

يكون حَرَامًا ويطهر بِهِ الثَّوْب وَلَو وطىء امْرَأَة فِي حَالَة الْحيض يكون حَرَامًا وَيثبت بِهِ إِحْصَان الواطىء وَيثبت الْحل للزَّوْج الأول.

অনুরূপভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال (সতর্ক থাক, এ দিনগুলোতে রোজা রেখো না কেননা এ দিনগুলো পানাহার ও স্ত্রীগমনের দিবস কুরবানি দিনে রোজা রাখার মানত করলে মানত বিশুদ্ধ নয়) হওয়ার দলিল গ্রহণ করলে দুর্বল। কেননা, এ নসটির উদ্দেশ্য হল কুরবানির দিন রোজা রাখা হারাম করা। আর এ দিন রোজা হারাম হওয়ার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ হল কেবল (এ দিনের রোজা রাখা) হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিধানের ফায়দা দেয় কিনা? কোনো ক্রিয়া হারাম হওয়ার তার উপর বিধান প্রবর্তন হওয়ার জন্য মুনাফি বা প্রতিবন্ধক নয়, কেননা পিতা যদি পুত্রের উম্মে ওলাদ বানিয়ে দেয়, তবে এ উম্মে ওলাদ বানানো হারাম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কোনো ছাগলকে ছিনতাইকারী ছুরি দ্বারা জবেহ করে তাহলে কাজটি হারাম হবে কিন্তু যবেহকৃত পশুটি হালাল হবে। আর জবর দখল কৃত পানিরদ্বারা নাপাক কাপড় ধৌত করা হারাম কিন্তু তা সত্ত্বে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। হায়েজাবস্থায় মোহসিন সাবিত হয়ে যায়, আর এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল প্রমাণিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. خاص কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার
খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার
ঘ. ৫ প্রকার

২. عام কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার
খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার
ঘ. ৫ প্রকার

৩. مجاز অর্থ কী?

ক. রূপক অর্থ জ্ঞাপক
খ. সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক
গ. প্রকৃত অর্থ ছেড়ে ভিন্ন অর্থ
ঘ. নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক

৪. صاع পরিমাণ কি?

ক. ২.৫০ কেজি
খ. ৩.৫০ কেজি
গ. ৪.৫০ কেজি
ঘ. ৫.৫০ কেজি

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জাহিদ দাখিল নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে উসুলে ফিকহের বিষয় পড়ার সময় আয়াতে কারিমা مافرضنا عليهم فى ازواجهم পড়ে বলে মোহর নির্ধারণ ছাড়াও বিবাহ চলে।

৫. জাহিদের উক্তিটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. جائز
খ. مكروه
গ. حرام
ঘ. واجب

৬. এ ক্ষেত্রে জাহিদের করণীয় হচ্ছে –

i. মোহর নির্ধারণ পরিহার করা

ii. মাসয়ালা মেনে নেয়া

iii. আয়াতটির উসুল উদঘাটন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

* রাহাত নবম শ্রেণির উসুলে ফিকহ ক্লাসে অনিয়মিত থাকে। ওস্তাদ ক্লাসে حقيقة ও مجاز পড়ালে রাহাত বলে এগুলো ছাড়াই কুরআন বুঝা যায়।

৭. রাহাতের বক্তব্যে যে বিষয় অস্বীকার করা হয়-

ক. উসুলে তাফসির খ. উসুলে হাদিস

গ. উসুলে ফিকহ ঘ. উসুলুত তাজবিদ

৮. এ ক্ষেত্রে রাহাতের করণীয় হচ্ছে –

i. উক্ত বক্তব্য পরিহার করা

ii. যথার্থ জ্ঞান হাসিল করা

iii. উসুলে ফিকহ ভালভাবে জানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

হাসিব দাখিল দশম শ্রেণিতে পড়ে, তার বড় ভাই সদ্য বিবাহ করেছে কিন্তু কোনো মোহর নির্ধারণ করেনি। হাসিব বলল, মোহর কমপক্ষে ১০ দিরহাম হলেও নির্ধারণ করতে হবে। তার ভাই বলল মোহর ছাড়াও বিবাহ বৈধ হবে।

ক. মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কত?

খ. مافرضنا عليهم فى ازواجهم আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর?

গ. হাসিবের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাসিবের ভাইয়ের বক্তব্য কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর?

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল আকাইদ ওয়াল ফিকহ পাঠ্য পুস্তকটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচিত। তাই সম্মানিত শিক্ষিকবৃন্দের জন্য পুস্তকটি পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়।

১. প্রথম ভাগ আল আকাইদ। বিষয়টি যেহেতু মন-মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত, তাই আকাইদ বিষয়টির আলোচনা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে ভালো হবে।

২. আকাইদ, ফিকহ ও আখলাক এবং উসুলে ফিকহের পরিভাষাসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞা বোর্ডে লিখে দিয়ে শ্রেণিকক্ষে মুখস্থ করালে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে।

৩. ইলমুল ফিকহের ইতিহাস, কুদুরী ও উসুলুস শাশির লেখকদের জীবনী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আত্মস্থ করালে ভাল হবে।

৪. তাহারাত, সালাত, সাওম, হজ্ব, কুরবানিসহ আখলাকের বিষয়াবলি অর্থাৎ, উত্তম চরিত্র ও মন্দ চরিত্রের দিকসমূহ, দোআ ও মুনাজাতের পদ্ধতিসমূহসহ তাওবা, আল্লাহর জিকির, কবিরা গুনার নামসমূহ, ইস্তিগফারের দোয়া ও সামগ্রিক বিষয়াবলি বাস্তবে প্রশিক্ষণ দিলে শিক্ষার্থীরা আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে।

সমাপ্ত

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম আকাইদ

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর

-আল হাদিস

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত